সফল বিতার্কিক বক্তা ও নেতা হওয়ার কৌশল

জাতীয় বিতর্ক মঞ্চ

সফল বিতার্কিক বক্তা ও নেতা হওয়ার কৌশল

জাতীয় বিতর্ক মঞ্চ

www.nagorikpathagar.org

বিতার্কিক → বক্তা → নেতা

সম্পাদক

মনজুরুল ইসলাম

সহযোগী সম্পাদক

আবুল বাশার নাহিদ

কামরুল ইসলাম শিশির

আলমগীর হোসাইন

মুহাইমিনুল ইসলাম

মুজাহিদ উদ্দীন

ইব্রাহিম হোসেন

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদনা

গ্রন্থস্বত্ব
জাতীয় বিতর্ক মঞ্চ

প্রকাশনায়
জাতীয় বিতর্ক মঞ্চ

পরিবেশনায়
জাতীয় বিতর্ক মঞ্চ

প্রকাশকাল
জুন, ২০১৬
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি, ২০১৮

বর্ণবিন্যাস
নেওয়াজ শরিফ

প্রচ্ছদ
হামিদুর রহমান

ডিজাইন
মোজাম্মেল হক মজুমদার

মূল্য : ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ISBN : 978-984-34-3905-5

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম ও
সকল শহীদের উদ্দেশ্যে

www.nagorikpathagar.org

[redacted]

বিতর্ক যুক্তি আর বোধের মুক্তচর্চা। যুক্তি, তত্ত্ব আর তথ্যের সংমিশ্রণ জ্ঞান লাভের এক অনন্য বাকশিল্প। বিতর্কচর্চা প্রখর বুদ্ধিমত্তায় শাণিত মেধা ও মননের উদ্দীপক। অন্তরের শুদ্ধতায় মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করে আলোকিত দেশ গড়ার নান্দনিক প্রয়াস। এটি একজন মানুষকে সৃজনশীল, যুক্তিবাদী, প্রজ্ঞাবান ও দায়িত্বশীল করার মাধ্যম। একজন বিতার্কিক যদি জনপ্রতিনিধি হন যুক্তিচর্চার মান হবে আরো উন্নত এবং গণতন্ত্রের মান হবে আরো সুউচ্চ। মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, চায় নৈতিক মূল্যবোধ ও মানবতার অনুশীলন এবং এই চাওয়াই একজন মানুষকে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। প্রাচীনকাল থেকে গ্রিস ও ভারতবর্ষে সত্যকে অনুসন্ধান এবং সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একটি প্রপঞ্চহীন মাধ্যম হিসেবে বিতর্ক প্রচলিত ছিল।

তথ্য-প্রযুক্তির চোখধাঁধানো উন্নয়নের এ যুগে নিজের সত্তাকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে প্রতিভাতকরণ, মেধা-মননের সৃজনশীল বিকাশ, যৌক্তিকবোধ, জাগ্রত বিবেক, অকৃত্রিম দেশপ্রেমকে ধারণ করার জন্য বিতর্কচর্চার বিকল্প অপ্রতুল। অধুনাকালে এটি শিল্পসংস্কৃতির অন্যতম একটি মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের মতো এটি এখনো তাত্ত্বিক ও প্রকাশনাগত ভিত্তি লাভ করতে পারেনি। এই অপূর্ণতা ঘোচানোর ক্ষুদ্র প্রয়াস হিসেবে বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। পরিশীলিত বাচনিক ক্ষমতা, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং আত্মবিশ্বাসপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি একজন বাকশিল্পী তথা বক্তার প্রধান প্রণিধান। আর অনন্য বাকশিল্পীই একজন পরিপূর্ণ বিতার্কিকে পরিণত হতে পারে। আবার অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিতার্কিকই নেতৃত্বের অমিত গুণাবলির মাধ্যমে বিতর্কের সুযোগ্য সংগঠকে পরিণত হয়। তাইতো আমরা এই গ্রন্থে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ সর্বস্তরের সকল পাঠকের কথা মাথায় রেখে সহজ সাবলীল ভাষায় বিতর্ক, উচ্চারণ, বক্তব্য, নেতৃত্ব এবং বিতর্ক সংগঠন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোকে সুনিপুণ গাঁথুনির মাধ্যমে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের এই প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ হিসেবে ভুলক্রটিগুলো ধরিয়ে দিয়ে আমাদের চলার পথকে সুগম করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

১. বিতর্ক কী ০৮
২. বিতর্কের ইতিহাস ১১
৩. বিতর্ক কেন করবো ১৫
৪. ক্যারিয়ার বিনির্মাণে বিতর্কের অবদান ১৯
৫. বিতর্ক কিভাবে করব ২৩
৬. বিতর্ক মঞ্চে পারফর্ম করার পূর্বপ্রস্তুতি ২৭
৭. বিতর্কের স্ক্রিপ্ট তৈরি ২৮
৮. বিতর্কের প্রকারভেদ ৩৩
৯. সনাতনী বিতর্ক ৩৫
১০. সনাতনী বিতর্কের বিষয় ৪৪
১১. সংসদীয় বিতর্ক ১০০
১২. সংসদীয় বিতর্কের বিষয় ১৩৫
১৩. প্রীতি বিতর্ক ১৫০
১৪. জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক ১৫০
১৫.ওয়ার্ল্ড মডেল ডিবেট ১৫১
১৬. আঞ্চলিক বিতর্ক ১৫১
১৭. মুক্ত সংসদীয় বিতর্ক ১৫২
১৮. নির্বাচনী বিতর্ক : ভিপি-জিএস বিতর্ক ১৫৩
১৯. নাট্য বিতর্ক ১৫৪
২০. আদালত মডেল বিতর্ক ১৫৫
২১. বারোয়ারি বিতর্কের চিত্রায়ন ১৫৬
২২. বারোয়ারি বিতর্কের বিষয় ১৫৮
২৩. রম্য বিতর্ক ১৫৯
২৪. রম্য বিতর্কের বিষয় ১৬০
২৫. শ্রেণী বিতর্ক ১৬১
২৬. শিশু বিতর্ক ১৬৪
২৭. প্ল্যানচেট বিতর্ক ১৬৪

www.nagorikpathagar.org

২৮. জুটি বিতর্ক	১৬৫
২৯. সৃষ্টি-স্রষ্টা বিতর্ক	১৬৫
৩০. ইংরেজি বিতর্কের বিষয়বস্তু	১৬৬
৩১. একটি বিতর্ক ক্লাবের গঠনতন্ত্র ও কার্যাবলি	১৭৩
৩২. একটি বিতর্ক ক্লাবগঠনে করণীয়	১৮০
৩৩. প্রয়োজনীয় নমুনা ফরম	১৮১
৩৪. প্রমিত বাংলা উচ্চারণ সূত্র	১৮৭
৩৫. উপস্থাপনা কী	২০৪
৩৬. উপস্থাপকের পূর্বপ্রস্তুতি	২০৬
৩৭. বক্তৃতা কী	২০৯
৩৮. বক্তার পূর্ব প্রস্তুতি	২১০
৩৯. বক্তা হতে যা প্রয়োজন	২১২
৪০. বক্তার বাইবেল	২১৪
৪১. বিশ্ববিখ্যাত বক্তা ও উপস্থাপকের জীবনী	২১৭
৪২. কবিতা	২২১
৪৩. গুরুত্বপূর্ণ উক্তিসমূহ	২২৫
৪৪. বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোটেশন	২৩১
৪৫. নেতৃত্ব কী	২৩৫
৪৬. সফল নেতৃত্বদানের কৌশল	২৩৯
৪৭. নেতৃত্বের মূলনীতি	২৪০
৪৮. নেতৃত্বদানে সফলতার ২০টি সূত্র	২৪১
৪৯. কথা বলার সৌন্দর্য	২৪৩
৫০. নেতা হওয়ার জন্য করণীয়	২৪৫
৫১. ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টা	২৪৮
৫২. সাফল্যের সূত্রাবলি	২৫০
৫৩. ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশল	২৫২
৫৪. ভালো শ্রোতা হওয়ার বিশেষ টিপস	২৫৩
৫৫. সফল নেতৃত্বের জন্য নয়টি গুণাবলি	২৫৪
৫৬. সাফল্য অর্জনের ফুটনোট	২৬০
৫৭. নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভাববেন না : বারাক ওবামা	২৬২
৫৮. তথ্যসূত্র	২৬৪

www.nagorikpathagar.org

বিতর্ক কী

বিতর্ক একটি শিল্প, যেখানে যুক্তিযুক্ত পন্থায় একটি বিষয়ের ওপর পূর্বনির্ধারিত নিয়মে পারস্পরিক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। একটি প্রস্তাবনার পক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলোকে পরস্পর খণ্ডিতকরণের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সত্যানুসন্ধানের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়ার নামই বিতর্ক। অন্যভাবে বলা যায় বিতর্ক হলো বাকশিল্প, যেখানে বিতার্কিক তার কথাগুলো এমন সুন্দর যুক্তিযুক্ত করে চমৎকারভাবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করবে যাতে করে সে তার বক্তব্যের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যতা আনতে পারে। তবে বিতর্কের মূল লক্ষ্য সত্য উদঘাটন নয় বরং সত্যাসত্য যাচাই করতে সাহায্য করা। বিতর্কে বিজয়ী হলে বিষয়ের সত্যাসত্যের মীমাংসা হয়ে যায় না। বিতর্ক শুধু তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ দর্শককে সত্যসন্ধানে সহায়তা করে। Karl Popper বলেছেন : "I may be wrong and you may be right and by an effort we may get nearer the truth." প্লেটো, এরিস্টটল, মার্কস, হেগেল এমনকি ইমাম গাজ্জালির মতো দার্শনিক ব্যক্তিগণ সত্য অনুসন্ধানে দ্বান্দিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন।

এ বস্তুজগতে চলতে ফিরতে আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছি। নানারকম প্রশ্ন আমাদের মনের কোণে উঁকি দেয়; হোঁচট খাই; মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই তখন এগুলোর সমাধানের প্রয়াস চালায়। ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা চেতনার অধিকারী মানুষ এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে চিন্তা করে এবং নিজস্ব মতামত প্রদান করে। যারপরনাই তারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। যুক্তি এবং পাল্টা যুক্তির

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে প্রত্যেকেই তার মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। একটি সমস্যা সমাধান করার জন্য যখন ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশন থেকে যুক্তি উত্থাপিত হয় তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমাধানের একটি সম্ভাবনা তৈরি হয়। এটি নতুন কোন বিষয় নয়। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই মানুষ এটি চর্চা করে আসছে চেতনে-অচেতনে। আর অতীতে এটি বিশেষ কোন পদ্ধতিস্বরূপও স্বীকৃত ছিল না। মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই এটি পরিচালিত করতো। যুগ যুগ ধরে মানুষের এই চর্চাটির বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক রূপকেই আমরা বিতর্ক বলে অভিহিত করে থাকি। বিতর্কচর্চা অতীতেও ছিল। শুধু পার্থক্য হলো বর্তমানে জীবনের স্বাভাবিক গতিধারার পাশাপাশি আমরা বিতর্ককে কাঠামোগতভাবে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুশীলন করছি। যা বর্তমানে রীতিমত একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। সুদূরকাল থেকে শুরু করে বর্তমানের আধুনিক বিতর্ক কিভাবে কাঠামোবদ্ধ রূপ লাভ করেছে সেটি "বিতর্কের ইতিহাস" অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

United States of America-এর Maryland স্টেট-এর Urban Debate School বিতর্ককে এভাবে সংজ্ঞায়ন করেছেন : Basically, a debate is an argument with rules. বিতর্ককে আমরা বিতর্ক বা বিশেষ তর্ক বলতে পারি। অর্থাৎ যে তর্কটি একটি নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থেকে করা হবে সেটিকে আমরা বিতর্ক হিসেবে অভিহিত করবো।

The World Schools Debating Champions (WSDC) এর মতে: Debate is a formal argument, in which two opposing teams propose or attack a given proposition or motion in a series of speeches. It is governed by a set of rules, which permit interruptions or "point of information" by the opposition. Debate can judge by a panel judges or by an audience.

যে কোন বক্তব্যের ক্ষেত্রে মানুষ কখনো নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। সাধারণত একটি যুক্তির সমর্থন কিংবা বিরোধিতা করা মানুষের সহজাত প্রবণতা। আপনি যখন কোন আলাপচারিতায় অংশগ্রহণ করবেন তখন আপনি সহজাতভাবেই নিজের অবস্থানকে নিজস্ব চিন্তা থেকে উৎসারিত যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবেন। কেউ হয়তো তার অবস্থানের পক্ষে অনেক ভালো ভালো যুক্তি থাকলেও সেগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারেন না। আবার অনেকে তার অবস্থানটি দুর্বল হলেও নিজের যুক্তিগুলোকে সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করে ফেলে। আসলে এখানেই বিতর্ক কাজ করে।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্ক একটি অনুশীলননির্ভর শিল্প; অর্থাৎ বিতর্ক করতে হলে জন্মগত কোন প্রতিভার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ঐকান্তিক ইচ্ছা, কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে যে কেউই নিজেকে একজন সফল বিতার্কিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আমরা প্রত্যেকেই চাই, আমি যে কথা বলব বা বলতে চাই, তা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হোক। চারপাশের সবাইকে প্রভাবিত করার প্রবণতা মানুষ মাত্রই আছে। যুক্তি উপস্থাপনার ভঙ্গি স্পষ্ট, নিখুঁত উচ্চারণ, বক্তব্যের দৃঢ়তা অর্জন না করলে এ উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। বিতর্ক অনুশীলনের মাধ্যমে এ গুণের অধিকারী হওয়া সম্ভব। ধরা যাক, দু'জন বক্তা বক্তব্য দিচ্ছেন। একজন বিরস মুখে ডায়াসে এসে তার বক্তব্যের পক্ষে খুবই যুক্তিযুক্তভাবে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বক্তব্য দিয়ে গেলেন। আর একজন এসে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে, দর্শকের চোখে চোখ রেখে খোলামেলা ভাষায় প্রাণবন্তভাবে তার অবস্থানের পক্ষে বক্তব্য দিয়ে গেলেন। প্রথম জনের বক্তব্য নিঃসন্দেহে অনেক বেশি তথ্যবহুল হলেও দ্বিতীয়জনের বক্তব্য দর্শকের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হবে এবং দর্শককে প্রভাবিত করা তার পক্ষে অনেক বেশি সহজ হবে। বিতর্কের মূল লক্ষ্য এটাই; দর্শককে 'মোটিভেট' করা।

বিতর্কের মাধ্যমে একজন বিতার্কিক যেকোন বিষয়কে গভীরভাবে আত্মস্থ এবং বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করতে শিখে। বিতর্ক মানুষের চিন্তার জগৎকে সমৃদ্ধ করে। আমরা প্রতিনিয়ত আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সহ অনেক বিষয়ে রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারকদের কথা শুনছি। গণমাধ্যমগুলো তাদের মত প্রকাশ করছে। কিন্তু বিতর্কের মাধ্যমে আমরা নতুন প্রজন্মের চিন্তাভাবনার কথা শুনতে পাচ্ছি। পরিবর্তিত ধারায় তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হচ্ছে বিতর্কের মাধ্যমে। সুতরাং বিতর্ক হলো তরুণ সমাজের মতামত প্রকাশের সবচেয়ে ভালো প্ল্যাটফর্ম।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্কের ইতিহাস

বিতর্কচর্চার সূচনা ঠিক কবে হয়েছিলো তা নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। কারণ বিতর্ক যে একটি শিল্প সেটা মানুষ উপলব্ধি করেছিলো ·বহু পরে। মানুষ তার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই বিতর্ক করে এসেছে কারণে-অকারণে। যদিও তার কোন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ছিল না। সত্যের সাথে মিথ্যার সংঘাত, ন্যায়ের সাথে অন্যায়ের দ্বন্দ্ব মানুষকে বিতর্কে লিপ্ত করেছে। অজানাকে জানতে গিয়ে নানামুখী প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। তার উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে সে নানামুখী গোলকধাঁধায় পড়েছে। আর একে সমাধান করতে গিয়ে আবির্ভাব হয়েছে যুক্তি। যাকে আমরা বিতর্কের প্রাণ বলে থাকি। বস্তুত সমস্ত সমস্যা সমাধানের সঠিক পথ হচ্ছে যুক্তি। তবে এখানে বিশ্বাসেরও একটি বিষয় রয়েছে।

একজন মানুষ তার বোধগম্যতার সূচনাতেই বলে, কে আমি, কার আমি, কেন আমি? এ প্রশ্নগুলো তাকে একটা ধাঁধার মধ্যে ফেলে দেয়। আর তখনই সে এর সঠিক উত্তর সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। কখনো খুঁজে পায় আবার কখনো পায় না। কিন্তু তার চলার পথ কখনো থেমে থাকেনা।

মানবসভ্যতা বিকাশের প্রধান হাতিয়ার হলো জ্ঞানবিজ্ঞানের উৎকর্ষতা। অগ্রগতির পথে প্রতিটি বাঁধাই সে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে তার যুক্তি ও মেধাশক্তি দিয়ে। এ যুক্তি তাকে সত্য ও সুন্দরের পথ বাতলে দেয়। দেয় আলোকিত পথের সন্ধান। জ্ঞান অন্বেষণ মূলত সৃজনশীল চর্চার মাধ্যমেই বিকাশ লাভ করে।

www.nagorikpathagar.org

সভ্যতার শুরু থেকেই বিতর্কের সূচনা হলেও ধারণা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৪৮৯ অব্দে প্রাচীন গ্রিসের নগর রাষ্ট্রগুলো থেকে বিতর্কের প্রাতিষ্ঠানিকতা শুরু হয়। ওই সময় সোফিস্ট নামক এক প্রকার পেশাদার তার্কিক গড়ে ওঠে। প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে নগররাষ্ট্র এথেন্সে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও জাতীয় নীতিনির্ধারক বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণ করা হতো। রাষ্ট্রের সভাসদগণ বিভিন্নভাবে তাদের মতামত তুলে ধরতেন; বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। এভাবেই এথেন্সে বিতর্ক একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এক্ষেত্রে সোফিস্টরা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলো। সে সময় প্রত্যেক ছাত্রকে অস্ত্রবিদ্যা, ভূগোল, ইতিহাসবিদ্যার পাশাপাশি বিতর্কশাস্ত্রে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করতে হতো। উপযুক্ত নেতৃত্ব লাভের অন্যতম শর্ত ছিল বাগ্মিতা।

বিতর্কের ইতিহাসে সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন হলো খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে মহাকবি হোমার রচিত মহাকাব্য "ইলিয়ড"। তার মতে পরিবর্তনই সবকিছুর মূল। এ মতের জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়েছিল।
যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে দুর্বল করে নিজের মতকে জোরালোভাবে উপস্থাপনার প্রচলিত ধারাটি প্রথম সক্রেটিসের বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিলো। তার প্রচারের নির্দিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। তিনি পথে-ঘাটে যেখানে সেখানে সাধারণ জনগণের সাথে দর্শন আলোচনা ও বিতর্কে লিপ্ত হতেন। তিনি বিপরীত পক্ষের জন্য তর্কের ফাঁদ পাততেন এবং পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত প্রতিপক্ষকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতেন। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতপ্রকাশের জন্য তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। তাকে ছেড়ে দেয়ার একটি শর্ত ছিল, বিতর্কের অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কোন মন্তব্য করা যাবে না। কিন্তু তিনি তা মানেননি। তিনি মৃত্যুকেই গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সক্রেটিসই প্রথম মুক্তচিন্তার জন্য জীবন দিয়েছিলেন।
বর্তমান কালের বিতর্কের সবচেয়ে কাছাকাছি মিল লক্ষ্য করা যায় প্লেটো আর প্রোটাগোরাসের সাথে। অ্যাবডেরার পোটাগোরাসকে বিতর্কের জনক বলা হয়। সক্রেটিস আর প্রোটাগোরাসের বুদ্ধিদীপ্ত বাগযুদ্ধে আধুনিক বিতর্কের সূচনা হয়েছিলো। প্লেটো তার একাডেমিতে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন তার কোন প্রামাণিক দলিল নেই, তবে তার সংলাপগুলোতে দার্শনিক অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে।

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলকে যুক্তিবিদ্যার জনক বলা হয়। জ্ঞান অনুশীলনের ইতিহাসে আর কেউ কোন শাস্ত্রকে এভাবে একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। অতীতে বিতার্কিকদের বিতর্কে যুক্তির কোন প্রয়োগ ছিল না। অ্যারিস্টটল প্রথম বিতর্কে যুক্তিবিদ্যার অবতারণা করেন। তিনিই প্রথম যুক্তির একটি পূর্ণ রূপরেখা প্রদান করেন এবং এবং তা বিতর্কে প্রয়োগ করেন। অ্যারিস্টটলের

www.nagorikpathagar.org

যুক্তি ছিলো অবরোহ পদ্ধতির। আর আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। দীর্ঘ দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে অ্যারিস্টটলের লজিক মানুষের চিন্তার জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে।

খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৩ অব্দে রোমের বিখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক সিসেরো সেখানে বিতর্কের সূচনা করেন। রোমের সমাজেও বিতর্কের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তিনি মনে করতেন সমাজকে কলুষতামুক্ত করতে হলে বিতর্কের প্রয়োজন। ক্লাসরুম বা আদালতে প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে যেকোন পাশে কথা বলার এবং নিজস্ব মত প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বিখ্যাত দার্শনিক সক্রেটিস যেমন বলেছিলেন "নিজেকে জানো" তেমনি সিসেরো পরামর্শ দিয়েছিলেন সমাজের সাথে বিতর্ক করার আগে নিজের সাথে বিতর্ক করার জন্য।

বিভিন্ন দার্শনিক প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মমত, দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস এবং অনৈতিক কর্মকান্ডের ঘোরবিরোধী ছিলেন। তারা তাদের দর্শন আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়গুলোকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতেন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন এপিকিউরাস।

বিভিন্ন দার্শনিক তাদের বক্তব্যে এবং রচিত গ্রন্থে সমাজের নানা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তার নিজস্ব দর্শন তুলে ধরেছিলেন; এ নিয়ে বিতর্ক করেছিলেন আবার নিজেও বিতর্কিত হয়েছিলেন।

আধুনিক কালে যে প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্কের রূপ আমরা দেখতে পাই তা মূলত ইউরোপের আঠারো শতকের নবজাগরণের সময় হয়েছিলো। এ সময়ে লন্ডনে ডিবেটিং সোসাইটি গড়ে ওঠে এবং খুব দ্রুত এটি জাতীয় সংস্কৃতির একটি অংশ হয়ে ওঠে। সমাজ সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, বিচার, প্রেম-ভালোবাসা সকল ক্ষেত্রে বিতর্কশিল্প একটি স্থান দখল করে নিতে শুরু করে। অতীতের বিতর্কের সাথে বর্তমান বিতর্কের পার্থক্য হলো, বর্তমান বিতর্কটি একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে, পূর্বনির্ধারিত বিতার্কিক ও পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের ওপর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।

রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরাও বিতর্কে লিপ্ত হতে শুরু করেন। জন হেনরি একজন পাদ্রি যিনি ১৭২৬ সালে একটি বাগ্মিতা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং মুদ্রণ শিল্পের মাধ্যমে এর ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছেন। তিনি তার ডিবেটিং ক্লাবের জন্য স্থান নির্ধারণ করেছিলেন এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভর্তি করার মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করেছিলেন।

বাংলাদেশে বিতর্কের সূচনা খুব বেশি পুরনো নয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আশির দশকের দিকে বিতর্কের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। এরপর আর থেমে থাকেনি। বর্তমানে আমাদের দেশে বিতর্ক একটি সর্বব্যাপী রূপ লাভ করেছে। বাংলা সংস্কৃতিতে বিতর্ক একটি নতুন সংযোজন। ১৯৮৯ সালের ২৫ মে, কেন্দ্রীয় বিতর্ক আন্দোলন বলে বিতার্কিকদের একটি সংগঠন প্রথমবারের মত বিতর্কের আয়োজন

www.nagorikpathagar.org

করে। এরপর নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় বিতর্ক সংগঠন "ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি"র যাত্রা শুরু হয়। আমাদের দেশে বিতর্ককে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশ টেলিভিশন। বিটিভি প্রথমবারের মত ১৯৭৬ সালে 'তর্ক-যুক্তি-তর্ক' নামে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য টেলিভিশন বিতর্কের আয়োজন করে। এটি তরুণ সমাজে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে এবং দেশে বিতর্ক চর্চার প্রসারে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখে। ১৯৯১ সাল থেকে বাংলাদেশ টেলিভিশন 'যুক্তি তর্ক' শিরোনামে সংসদীয় ধারার অনুষ্ঠান চালু করে। একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয় এবং এর দ্বারা সারা দেশেই বিতর্কচর্চার একটি আবহ তৈরি হয়ে যায়। তবে এটা ঠিক যে, বাংলাদেশ টেলিভিশন কিছু সীমাবদ্ধতার ভেতরেই বিতর্কচর্চা করে যাচ্ছে। বর্তমানে বেসরকারি স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে বিতর্কের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। এটিএনসহ বাংলা কিছু চ্যানেল দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে। বিএসবি ফাউন্ডেশন ও ক্যামব্রিয়ন শিক্ষাপরিবারের অর্থায়নে এটিএন বাংলার 'ক্যামব্রিয়ন ক্যাম্পাস পার্লামেন্ট' বিতার্কিক মহলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের দেশের প্রিন্ট মিডিয়াগুলোও এ ব্যাপারে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সময়ে আমাদের শিক্ষাবোর্ডগুলো, বার্ষিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

বিতর্কচর্চার ক্ষেত্রে ফান্ডিং এর সমস্যাটি বিতর্কের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। অনেক বিতর্ক সংগঠন শুধুমাত্র আর্থিক অসঙ্গতির কারণে বিতর্কের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারে না। এক্ষেত্রে বিত্তশালীদের এগিয়ে আসতে হবে। আশার বিষয় হচ্ছে দেশের বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো বিতর্কের ব্যাপারে ভালোই আগ্রহ পোষণ করছে। বর্তমানে আমাদের দেশে 'জাতীয় বিতর্ক মঞ্চ' সহ জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বিতর্ক সংগঠনগুলো প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতর্ক প্রতিযোগিতা ও বিতর্ক কর্মশালার আয়োজন করছে। এসব সংগঠনগুলো তাদের ওয়েবসাইট, বই, ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে তাদের কর্মকাণ্ডকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যুক্তিবাদী মানুষ গঠনের এই আন্দোলনকে আরো বেগবান করছে।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্ক কেন করবো

বিতর্ক একটি শিল্প। মানবসভ্যতার ইতিহাস হলো শিল্পের ইতিহাস। শুধুমাত্র শিল্পের পার্থক্য দ্বারাই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব হিসেবে বিবেচিত। আবহমানকাল থেকেই মানুষ বিতর্কে লিপ্ত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সে তার নিজস্ব দর্শন ও মতকে যুক্তি-উপস্থাপনা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। কিন্তু কেন? মানুষ কেন বিতর্ক করেছিলো সেটা নিয়ে আমরা "বিতর্কের ইতিহাস" অধ্যায়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছি। অতীতের বিতর্কের প্রেক্ষাপটের তুলনায় বর্তমান কালের বিতর্কচর্চার মধ্যে ব্যাপক মডারেশন রয়েছে। তখনকার সময়ের বিতর্ক ছিলো জীবনভিত্তিক। বর্তমানে বিতর্ক একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার কারণে সমাজের প্র্যাকটিক্যাল জায়গাগুলোতে বিতর্ক করার পূর্বে ডিবেটিং ক্লাবগুলোর মাধ্যমে নিজের উপস্থাপনা ও যুক্তি প্রদানের যোগ্যতাকে শাণিত করে নেয়ার একটি সুযোগ থাকে। তাই অতীতে মনে করা হতো উপস্থাপনা বা বক্তৃতা একটি খোদাপ্রদত্ত বা ইনহেরেন্ট বিষয়। কিন্তু বর্তমানে চাইলে যে কেউ একজন বিতার্কিক হিসেবে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন।

সমাজের একটি সচেতন অংশ হিসেবে নিজেকে পরিবর্তনের পাশাপাশি দেশ তথা জাতিগঠনের জন্য বিতর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা খুব সহজভাবেই বিতর্কের গুরুত্বকে আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। আপনি একজন পেশাদার বিতার্কিক হতে না চাইলে অথবা বিতর্কশিল্পকে নিজের ক্যারিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে না চাইলেও বিতর্কচর্চার মাধ্যমে অনেক উপকার পেতে পারেন। যা আপনার কর্মজীবনকে করে তুলবে গতিশীল ও প্রাণবন্ত। সমাজের বুকে নিজেকে একটি ভিন্ন মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন। নিজে আলোকিত হবেন আপনার আশপাশ

www.nagorikpathagar.org

আলোকিত করবেন। বিতর্ক করার পূর্বে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা জরুরি। শব্দগত জটিলতা পরিহার করে আমরা সহজভাবে বিতর্কের গুরুত্বকে নিচে তুলে ধরলাম :

১. নিজেকে উপস্থাপন

একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে সমাজে নিজের অবস্থান তৈরি করে নেয়া খুব জরুরি। প্রতিটি মানুষ চায় অন্যেরা তাকে চিনুক, জানুক, তার কাছে আসুক। তাই বলে আমরা এখানে নিজেকে অন্যদের চেয়ে বড় ভাবা কিংবা বড়াই করার কথা বলছি না। শুধু খালি নিজের পরিচয়টা অন্যের কাছে তুলে ধরার কথা বলছি। আপনি কে সেটাতো আপনার গায়ে লেখা থাকে না। তাহলে অন্যেরা কিভাবে আপনাকে মূল্যায়ন করবে? আপনার চেহারা সৌন্দর্য দেখে? আপনার পোশাক দেখে? না। অন্যেরা আপনাকে মূল্যায়ন করবে আপনার কথা শুনে। বাইরে থেকে আপনি যত ফিটফাট থাকুন না কেন আপনার কথা শুনেই অন্যেরা বুঝতে পারবে আপনি কোন স্ট্যাটাসের মানুষ। তবে বিষয়টি যে ধ্রুবসত্য কোন বিষয় তা কিন্তু নয়। তবে প্রাথমিক মূল্যায়নের ভিত্তি এটিকেই গণ্য করা হয়।

২. জ্ঞানগত যোগ্যতা বৃদ্ধি

বিতর্ক করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপকারিতা হলো নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডারটিকে সমৃদ্ধ করতে পারা। আপনি যখন বিতর্ক করতে শুরু করবেন তখন প্রয়োজনের তাগিদে বিতর্ক করার খাতিরে আপনি বিভিন্ন বিষয়ে জানতে শুরু করবেন। একজন বিতার্কিককে সববিষয়ে জানতে হয়। জ্ঞানের প্রায় সকল ক্ষেত্রে তার ন্যূনতম কমবেশি ধারণা থাকতে হয়। যাকে এভাবে বলা যায়ঃ Jack of all traits, master of none. কারণ কোন টপিক সম্পর্কে যদি আপনার স্বচ্ছ ধারণা না থাকে তাহলে বিতর্ক করার সময় আপনি গোঁজামিলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হবেন। যা একজন ভালো বিতার্কিকের কাছ থেকে কোনভাবেই কাম্য নয়। ধরুন আপনি একজন কলা অনুষদের ছাত্র। কিন্তু যদি আপনাকে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং সম্পর্কে বিতর্ক করতে বলা হয় তখন আপনার এই কথা বলার কোন সুযোগ থাকবে না যে, আমিতো বিজ্ঞানের ছাত্র নই। আপনি হয়তো বিশারদ হতে পারবেন না কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ততটুকু ন্যূনতম জ্ঞান আপনার থাকতে হবে যতটুকু থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটি ধারণা তৈরি হয়। বর্তমান বিশ্বের চলমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা থাকতে হবে। তেমনিভাবে একজন বিজ্ঞানের ছাত্রকে সভ্যতার ইতিহাস, সংস্কৃতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দর্শন-তত্ত্ব সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখতেই হবে। নিজ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি ও চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। সাথে সাথে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। বিভিন্ন ধর্ম, জাতিগত ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কেও ভালো জানা থাকা চাই।

www.nagorikpathagar.org

আর এভাবে বিতর্ক করতে করতে একজন বিতার্কিক জ্ঞানগত দিক থেকে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

৩. যুক্তিবাদী মননের বিকাশে বিতর্কের অবদান

যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক কথাটির মাঝে অপূর্ব একটা ছন্দ রয়েছে। মানব মস্তিষ্ক যেমন দেহের সকল কাজের কেন্দ্রবিন্দু তেমনি যুক্তি হচ্ছে একটি বিতর্কের প্রাণ। যুক্তিবিহীন বক্তব্যকে আসলে বিতর্ক বলার কোন সুযোগ নেই। সেটাকে নিছক একটি অন্তঃসারশূন্য বক্তব্য হিসেবে অভিহিত করতে পারি। যুক্তি কি শুধু বিতর্কেই কাজে লাগে? অ্যারিস্টটল যখন সর্বপ্রথম যুক্তিবিদ্যার প্রচলন করেন তারপর থেকেই মানবজীবনে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে যুক্তিবিদ্যার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ ঘটেনি। পরিবার, সমাজ, রাজনীতি তথা সর্বক্ষেত্রেই যুক্তির প্রয়োগ আছে। টিভিতে বিভিন্ন প্রোগ্রামে রাজনীতিবিদ বা বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যখন কথা বলেন তখন প্রতি ক্ষেত্রেই তারা যুক্তির অবতারণা করতে চেষ্টা করেন। কারণ যুক্তিপ্রদান ব্যতীত তিনি একমুহূর্তও সেখানে টিকে থাকতে পারবেন না। প্রাতিষ্ঠানিক বিতর্কচর্চা আমাদের যুক্তিবাদী মানুষ হতে শেখায়। যুক্তিবাদী মননগঠনে উদ্বুদ্ধ করে। কথায় আছে: যুক্তিতেই মুক্তি।

৪. নেতৃত্বের বিকাশ

বক্তৃতা করতে পারা নেতৃত্বের একটি সহজাত গুণ। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নেতৃত্ব তৈরি হয়েছে, যারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়েছেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন অথবা স্বীয় অপকর্মের দ্বারা কুখ্যাত নেতা হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি সহজাত গুণ ছিল। সেটি হলো বক্তৃতা দেয়ার ক্ষমতা। একথা সবাই স্বীকার করবে। নেতৃত্বের বিকাশের জন্য এই গুণটি আবশ্যক। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) থেকে শুরু করে চার খলিফা, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম গাজ্জালী, নেপোলিয়ান, হিটলার, আব্রাহাম লিংকন, হাসানুল বান্না, জন এফ কেনেডি, নেলসন মেন্ডেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মার্টিন লুথার কিং সহ আধুনা বারাক ওবামা, প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুবক্তা হিসেবে পরিচিত। তারা তাদের প্রভাবশালী বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। যার যার কাজ সম্পাদন করেছেন। স্বীয় আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। শত বছর ধরে শ্বেতাঙ্গদের হাতে নির্যাতিত কৃষ্ণাঙ্গ বংশোদ্ভূত বারাক ওবামা প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন শুধু তার সম্মোহনী বক্তব্যের জন্য। সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে ফেলেছেন। ৭ই মার্চের এক ভাষণে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে জয় ছিনিয়ে এনেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ছোট মাপের নেতা হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র কথার কারণে আন্দালিব রহমান পার্থকে সবাই চেনে। আমরা দেখেছি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারাই বিভিন্ন জায়গায় নেতৃত্ব দিয়েছে যাদের বক্তৃতা দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৫. খোদা/ঈশ্বরের প্রতি আহ্বান

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে মানুষ প্রেরণ করেছেন শুধুমাত্র তার দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। মানুষকে সৎকাজের আহ্বান করবে আর অসৎ কাজের জন্য নিষেধ করবে। সৎ নেতৃত্ব প্রদানের মাধমে ন্যায়ের শাসন চালু করবে এবং সকল অন্যায় অনাচারের মূলোৎপাটন করবে। দুনিয়ার বুকে যতগুলো ধর্ম প্রচলিত আছে তার মধ্যে ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম হচ্ছে সর্বাধিক মিশনারি ধর্ম। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "তোমরা মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করো এবং বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়"। প্রায় প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই মানুষকে উত্তম কথা দ্বারা ধর্মের প্রতি আহ্বান করার কথা বলা হয়েছে।

৬. প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য

প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করার জন্য আসলে কোন বিতর্কের প্রয়োজন আছে কি? অবশ্যই আছে। আমরা যখন মঞ্চে বিতর্ক করতে উঠি তখনতো প্রতিপক্ষকেই মোকাবেলা করি। তেমনিভাবে আমাদের বাস্তবজীবনে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করার জন্য উপস্থিত বুদ্ধি ও যথাযথ কৌশলের প্রয়োজন আছে। একটি চীনা প্রবাদ আছে "তলোয়ারের আঘাতের চেয়ে কথার আঘাত অনেক ভয়ঙ্কর। তলোয়ারের আঘাতে দেহে রক্তক্ষরণ হয় আর কথার আঘাতে হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়"। যেকোন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য সুন্দর কথা ও বুদ্ধিদীপ্ত বচন অনেক কিছু সহজ করে দিতে পারে। বাগ্‌বিতন্ডা ও কথা কাটাকাটি কোন সমস্যার সমাধান আনতে পারে না বরং তা সংঘাতের পথে ঠেলে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

ক্যারিয়ার বিনির্মাণে বিতর্কের অবদান

আমাদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে বিতর্কের কোন গুরুত্ব আছে কি? আপনার হয়ত মনে হবে কর্মক্ষেত্রে বিতর্কের কি এমন গুরুত্ব আছে? কিন্তু পরিসংখ্যান বলে, ছাত্রজীবনে যারা বিতার্কিক ছিলেন তারা যে পেশাতেই থাকে না কেন প্রত্যেকেই স্ব স্ব পেশায় সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নিচে আমরা সিলেকটিভ কিছু পেশা আলোচনা করেছি যাতে করে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কর্মক্ষেত্রে বিতর্কের গুরুত্ব কতখানি।

*** আইনজীবী**

বোধকরি একজন সফল আইনজীবী হতে হলে তার জন্য বিতর্কচর্চা আবশ্যক। যেখানে আইনপেশার পুরোটাই হলো যুক্তি ও জ্ঞান নির্ভর সেখানে তার জন্য বিতর্কচর্চার চেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা আর কি হতে পারে? বিতর্কচর্চা এবং আইনচর্চা বলতে গেলে প্রায় কাছাকাছি দুটো বিষয়। এ দুটোতেই ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। একজন বিতার্কিক যেমন বিতর্ক করার ক্ষেত্রে তার অবস্থানের পক্ষে উপযুক্ত তত্ত্ব, তথ্য-উপাত্ত ও যথাযথ যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন ঠিক তেমনি একজন আইনজীবী তার মক্কেলের পক্ষে আইনের ধারা, তথ্য ও যুক্তি উপস্থাপন করে তার মক্কেলকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেন। বিতর্কের জন্য যেমন উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ও বক্তব্যের নান্দনিকতা প্রয়োজন তেমনিভাবে একজন সফল আইনজীবী হতে হলে এগুলোর প্রয়োজন আবশ্যক। কারণ শুধুমাত্র জ্ঞানগত যোগ্যতা দিয়ে আইনজগতে ভালো কিছু করা যায় না। আপনি যখন আইনপেশায় লড়তে যাবেন তখন আপনার মক্কেল

www.nagorikpathagar.org

যতই নির্দোষ থাকুক না কেন আপনি যদি তার বিষয়গুলোকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে না পারেন এবং প্রতিপক্ষ উকিলের ছুঁড়ে দেয়া যুক্তিগুলোকে খন্ডন করতে না পারেন তাহলে এই যুক্তিনির্ভর বিচার ব্যবস্থায় আপনার মক্কেলকে কিছুতেই নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন না। আধুনা বিতর্ক জগতে বিতর্কের "আদালত মডেল" নামে আরো একটি নতুন মডেল উদ্ভাবিত হয়েছে। যা আইনপেশায় বিতর্কচর্চাকে আরো বেশি গুরুত্ববহুল করে তুলেছে। নিশ্চিত করে বলতে পারি একজন ভালো বিতার্কিক নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ আইনজীবী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

*** ব্যবসায়ী**

বিশ্বের সফল প্রযুক্তিবিষয়ক উদ্যোক্তা অ্যাপল কর্পোরেশনের সাবেক প্রধান প্রয়াত স্টিভ জবসের নাম নিশ্চয়ই সবাই শুনেছেন। বিশ্বের শীর্ষ ধনী বিল গেটস, কার্লোস স্লিম আর ভারতের মুকেশ আম্বানির কথা কে না জানে? এরা ব্যবসায়ী ছিলেন ঠিক কিন্তু বিশেষ কিছু গুণাবলির কারণে তারা আজ সফল ব্যক্তিদের কাতারে নিজেদের নাম লিখিয়েছেন। অনন্য সৃজনশীল ক্ষমতা, কঠোর পরিশ্রম, পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং অন্যকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা তাদেরকে আজ এই অবস্থান এনে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে কথা হলো একপ্রকার জাদু বা হাতিয়ার যা দ্বারা মানুষের মনকে শিকার বা বশীভূত করা যায় এবং নিজের ইচ্ছাকে অন্যের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া যায়। ব্যবসায় সফল হতে হলে এই গুণটি খুবই দরকারি। বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজারভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার যে হিড়িক লেগেছে তাতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা অতো সোজা কথা না। নিজের পণ্যের বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে ক্রেতাদের কাছে যত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যাবে ততই পণ্যের প্রসার ঘটবে। তাই বলে আমরা আবার বলছি না যে ব্যবসা করতে হলে শুধু বিতর্ক জানলেই চলবে। বরং একজন যোগ্য ব্যবসায়ীর মধ্যে যদি এই গুণটি বিদ্যমান থাকে তাহলে সে অন্যদের তুলনায় ভালো করতে পারবে।

*** শিক্ষক**

শিক্ষক হচ্ছেন জাতি নির্মাণের কর্ণধার। বলা চলে শিক্ষকরাই জাতির অভিভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। সম্পূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমরা একটি গাড়ির সাথে তুলনা করি আর গন্তব্যস্থলে পৌঁছানোকে যদি সফলতা বিবেচনা করি তাহলে শিক্ষক হচ্ছেন সেই গাড়ির চালক এবং শিক্ষার্থীরা হচ্ছে সেই গাড়ির যাত্রী। চালকের যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর নির্ভর করবে এই ভ্রমণের নিরাপত্তা। তেমনি একজন শিক্ষকের যোগ্যতা ও যথাযথ উপস্থাপনার ওপর নির্ভর করবে শিক্ষার্থীদের সফলতা। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পঠিত বিষয়কে কতটা সহজ, প্রাঞ্জল ও চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেন সেখানেই নির্ভর করে একজন ভালো শিক্ষকের যোগ্যতা। আমরা দেখেছি এমন অনেক শিক্ষক আছেন যিনি পিএইচডি সহ বড় বড়

www.nagorikpathagar.org

ডিগ্রির অধিকারী কিন্তু পূর্ববর্তী কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় ক্লাসরুমে তিনি ততটা ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেন না। শিক্ষার্থীরা তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে না। ফলে শুরুতেই তার ওপর শিক্ষার্থীদের একটি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়ে যায়। আবার এমনও শিক্ষক আছেন যাদের খুব আহামরি কোন ডিগ্রি না থাকলেও শ্রেণিকক্ষে তারা যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেন। শিক্ষার্থীরা তার অসাধারণ উপস্থাপনায় মুগ্ধ হয়ে যায়। ক্লাস করা ও পড়ালেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার প্রতি অনীহার একটা বড় কারণ হলো শিক্ষকদের অদক্ষ ভূমিকা। বিতর্ক করতে গিয়ে একজন বিতার্কিকের মধ্যে যে সমস্ত গুণাবলি সঞ্চারিত হয় তার সবগুলোই ব্যক্তিকে একজন সফল ও জনপ্রিয় শিক্ষক হয়ে উঠতে সাহায্য করে।

*** ডাক্তার**

কি? একটু অবাক লাগছে? ডাক্তার হতে হলেও বিতর্ক করতে হয়! ভয় নেই। আমরা কখনোই বলব না যে ডাক্তার হতে হলে আপনাকে বিতর্ক করতে হবে। ডাক্তার হিসেবে আপনাকে স্বীকৃতি পেতে হলে এমবিবিএস ডিগ্রি পেলেই চলবে। তাহলে কেন বিতর্ক করবেন? কথা কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটাই। অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা অর্জনের জন্য। মানুষ যখন অসুস্থ হয় তখন শারীরিকভাবে অসুস্থ হওয়ার পাশাপাশি মানসিক ভাবেও দুর্বল হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একজন দক্ষ ও প্রজ্ঞাবান ডাক্তার প্রথমে যে কাজটি করেন সেটি হলো তিনি তার কথার জাদু দ্বারা রোগীকে একধরনের হিপনোটাইজ বা সম্মোহিত করে ফেলেন। ব্যাস, রোগীর রোগ এখানেই অর্ধেক সেরে যায়। তারপর প্রয়োজনীয় পথ্য প্রেসক্রাইব করেন। মনের শক্তি খুব বড় শক্তি। ভারতের কোন এক প্রদেশের একজন চিকিৎসক ছিলেন তিনি দিনে খুব অল্পকিছু সংখ্যক রোগী দেখতেন। এক একজন রোগীর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলে তাকে সম্মোহিত করে ফেলতেন। শেষে পথ্য হিসেবে লবণ মিশ্রিত একটা পানিয় দ্রবণ দিতেন। যা রোগী ঘুণাক্ষরেও টের পেত না। রোগী সেটাকে মহৌষধ মনে করে সেটা সেবন করতো। এভাবে করেই তিনি ক্যান্সারের মত রোগ ভালো করেছিলেন। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি দেহের মধ্যে একধরনের তীব্র শক্তিশালী প্রতিষেধক তৈরি করে যা দেহের সমস্ত সমস্যাকে দূরীভূত করে দেয়।

*** সাংবাদিক**

এখানে নিশ্চয়ই আপনি আর দ্বিমত পোষণ করবেন না। কারণ সাংবাদিকতার পেশায় বিতর্কের যে কতটুকু প্রয়োজন তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তাহলে আমাদের জন্য কিছুটা সুবিধাই হয়। সাংবাদিকদের জাতির বিবেক বলা হয়ে থাকে। আমরা জানি, একটি দেশের তিনটি পিলার থাকে। এগুলো হল শাসনবিভাগ, বিচারবিভাগ, এবং আইনবিভাগ। কিন্তু বর্তমানে মিডিয়াকে

www.nagorikpathagar.org

অলিখিতভাবে চতুর্থ পিলার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। তার কারণ মিডিয়াই পরোক্ষভাবে এই তিনটি বিভাগকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। বুঝতেই পারছেন মিডিয়ার গুরুত্ব কতখানি। মিডিয়া এতটাই প্রভাবশালী যে, কখনো কখনো একটি ডাহা মিথ্যা কথাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলা যায়। হিটলারের অন্যতম সহযোগী ও পরামর্শদাতা গোয়েবলস বলেছিলেন, একটি মিথ্যা কথাকে একশবার প্রচার কর, তাহলে সেটি সত্যে পরিণত হবে। বর্তমানে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির কল্যাণে দেশের সংবাদমাধ্যম এতো দ্রুত প্রসার লাভ করেছে যা অতীতের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। বর্তমানে প্রত্যেক সফল সাংবাদিকদের ব্যাকগ্রাউন্ড ঘাঁটলে দেখা যায় তারা প্রায় সকলেই ছাত্রজীবনে তুখোড় বিতার্কিক ছিলেন। সাবলীল উপস্থাপনা, প্রত্যুৎপন্নমতি এবং বিচক্ষণতা এসব গুণাবলীই সফল সাংবাদিকতার প্রধান শর্ত যা একজন বিতার্কিক বিতর্কচর্চার মাধ্যমে অনায়াসে তা আয়ত্ত করতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্ক কিভাবে করব

বিতর্ক একটি শিল্প। সুনির্দিষ্ট নিয়ম, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং ঐকান্তিক চেষ্টার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী নিজেকে বিতার্কিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। প্রচুর অধ্যয়ন এবং বারবার অনুশীলন বিতার্কিককে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব একজন বিতার্কিক কিভাবে বিতর্ক শুরু করবে, বিতর্ক করার যাবতীয় উপায় উপাদান এবং কৌশল। আনন্দের বিষয় হচ্ছে বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা বিতর্কের ব্যাপারে ব্যাপক উৎসাহী হচ্ছে এবং প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিতর্কের ধারা শুরু হয়েছে। বিতর্ক আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের একটি অনবদ্য অংশ হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে। জাতীয় বিতর্ক সংগঠন জাতীয় বিতর্ক মঞ্চসহ অনেকগুলো সংগঠন এখন বিতর্ক নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে শুধুমাত্র একটি টেলিভিশন চ্যানেল ছিল যেটি বিতর্ককে জনপ্রিয় করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ২০০০ সালের পর বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ব্যাপকহারে আবির্ভূত হবার ফলে জাতীয় পর্যায়ে বিতর্কের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ের বিতর্কগুলো সবাই দেখার সুযোগ পাচ্ছে এবং উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। ফলে বিতর্ক নামক শিল্পটি এখন আর একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। স্কুল-কলেজ থেকে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে মোটিভেটেড হচ্ছে। যখন একজন শিক্ষার্থী মনস্থির করে যে সে বিতর্ক করবে ঠিক এ পর্যায়ে এসে সে থমকে যায়। কিন্তু কেন? এজন্য যে, সে ভাবে আসলে ঠিক কোন জায়গা বা পয়েন্ট থেকে বিতর্ক শুরু করবে? এক্ষেত্রে আমরা বলব আপনাকে বিতর্ক শুরু করে দিতে হবে। শুরু করে দিলেই দেখবেন একটা পথ তৈরি হয়ে গেছে। তবে বিতর্ক শুরু করার পূর্বে একেবারে মৌলিক কিছু বিষয় আপনাকে আয়ত্ত করতে হবে। সে বিষয়গুলো হলো :

www.nagorikpathagar.org

১. তথ্যবহুল হওয়া
২. ভাষাগতভাবে দক্ষ হওয়া।

তথ্যবহুল হওয়া

একজন ভালো বিতার্কিক হতে হলে বিতার্কিকের দুটি বিষয় থাকতে হবে। বিতর্কের বিষয় সম্পর্কে সে কতটুকু জানলো এবং বিতর্ক করতে গিয়ে সে কতটুকু তথ্য যুক্তিযুক্ত এবং সাবলীলভাবে উপস্থাপন করতে পারলো। এ ব্যাপারে সে যতোটা পারদর্শিতা দেখাতে পারবে ততটা নিজেকে ভাল বিতার্কিক হিসেবে উপস্থাপন করতে পারবে। এখানেই হচ্ছে একজন বিতার্কিকের যোগ্যতা প্রমাণের ক্ষেত্র। বিতর্ক করতে হলে আপনাকে আগে জানতে হবে। এটাই হলো প্রথম শর্ত। জানলেই কেবল আপনি বলতে পারবেন। জ্ঞানের সবগুলো শাখাতে বিতার্কিকের কমবেশি পদচারণা থাকতে হবে। ইংরেজি প্রবাদ বললে এভাবে বলা যায়- Jack of all traits, master of none এবং আপনাকে যথেষ্ট পরিমাণ আপডেট থাকতে হবে।

এক্ষেত্রে যে কাজগুলো করতে হবে-

১. সাধারণ জ্ঞানের একেবারে মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখা। যেমন : কেউ একজন বিতর্ক করবে কিন্তু সে যদি পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না রাখে তাহলে বিতর্ক করতে গিয়ে সে গোঁজামিলের আশ্রয় নিবে যা তার বিতর্কের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নেতিবাচক হবে।

২. নিজ দেশেরসহ আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রাখা দরকার।

৩. ভৌগোলিক মানচিত্র, আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখতে হবে। চমৎকার ভৌগোলিক জ্ঞান থাকলে আপনি যেমন বিতর্কের মঞ্চে ভালো পারফর্ম করতে পারবেন তেমনি পরিষ্কার ধারণা না থাকলে আপনার দ্বারা হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

৪. নিজ দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কৃতি ও চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে এবং এর সাথে সাথে সমসাময়িক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

৫. বিভিন্ন ধর্ম, জাতিগত ও আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত সম্পর্কে ভালো জানা থাকা চাই।

৬. বিভিন্ন মনীষী ও বক্তাদের জীবনী, তাদের উক্তিগুলো নিয়ে পড়ালেখা করতে হবে। বিভিন্ন কবিতার চুম্বকাংশগুলো আয়ত্তে রাখা। এটা আপনার বিতর্ককে অনেকটা সমৃদ্ধ করবে।

৭. বিতর্কে হাস্য রসাত্মক পরিবেশ এবং প্রাণচঞ্চলতা আনার জন্য বিভিন্ন

www.nagorikpathagar.org

জোকস জানা থাকতে হবে। এগুলো কিছুটা হলেও আমরা এই বইতে সংযোজন করে দিয়েছি।

৮. চলমান সমসাময়িক সকল বিষয়ে আপডেট থাকতে হবে। নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি সম্পর্কেও জানা থাকতে হবে।

৯. এর জন্য নিয়মিত যে কাজগুলো করা উচিত-

* লাইব্রেরি ওয়ার্ক করা।
* সার্বক্ষণিক ইন্টানেটের সাথে সম্পর্ক রাখা।
* নিয়মিত পত্র-পত্রিকা পড়া। বিশেষ করে পত্রিকার সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কলামগুলো পড়া।
* বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের যথাসম্ভব ডকুমেন্টেশন করা।
* সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন জরিপ, তথ্য ও প্রকাশনাগুলো সংগ্রহে রাখতে হবে।

মোদ্দাকথা বিতর্ক করতে হলে একজন বিতার্কিককে Every nock and corner এ কম বেশি জ্ঞান রাখতে হবে। তবে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, আপনি আমাদের এই ফিরিস্তি দেখে ভয় পেয়ে যাবেন না। বলতে পারেন যে এতকিছু জেনে আমার পক্ষে বিতর্ক করা অসম্ভব। কিন্তু বিষয়টা আসলে সেরকম কিছু না। আপনি যে বিষয়ের ওপর বিতর্ক করবেন শুরুতেই সে বিষয়ের ওপর সম্যক ধারণা নিবেন। এভাবে আস্তে আস্তে বিতর্ক করতে থাকলে একটা পর্যায়ে আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার খুবই সমৃদ্ধ হয়ে যাবে। আসলে বিতর্ক করার উপকারিতা এখানেই।

ভাষাগতভাবে দক্ষ হওয়া

একজন ভালো বিতার্কিক হতে হলে ভাষাগতভাবে দক্ষ হওয়া যে কতোটা জরুরি তা নিচের আলোচনা পড়লেই বুঝতে পারবেন। একটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে বিতর্কে কিন্তু কোন ধরণের শারীরিক সক্ষমতার কোন বিষয় নেই। বিতর্ক পুরোটাই বাক প্রতিভার ওপর নির্ভরশীল। বিতর্কে যুক্তিনির্ভর হওয়ার পাশাপাশি বাকশৈলীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে হবে। ক্রিকেট খেলায় যেমন হাতের কসরত, ফুটবল খেলায় যেমন পায়ের কসরত দেখাতে হয় তেমনি বিতর্কের ক্ষেত্রে মুখের কসরত দেখাতে হয়। এ পৃথিবীতে সবচাইতে বৈচিত্র্যময় বিষয় হলো ভাষা। অঞ্চলগত পার্থক্যের কারণে একই ভাষাভাষী লোকদের মাঝে বিভিন্ন অঞ্চলের কথা ও উচ্চারণ বিভিন্ন হয়ে যায়। একজন দক্ষ বিতার্কিককে অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রমিত ভাষায় বিতর্ক করতে হবে। আপনি যতোই তথ্যবহুল আর প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন বিতার্কিক হোন না কেন আপনার যদি উচ্চারণে সমস্যা থাকে তাহলে কখনোই বিতর্কে ভালো করতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে ভাষাগতভাবে দক্ষ হওয়ার জন্য দুটি বিষয় লক্ষণীয় :

www.nagorikpathagar.org

১. ব্যাকরণগত দক্ষতা

২. উচ্চারণগত দক্ষতা

এ দুটি বিষয় একে অপরের সাথে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত। শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য আগে উচ্চারণের সঠিক নিয়ম জানা জরুরি। তারপরে বারবার প্র্যাকটিস। মনে রাখবেন উচ্চারণের ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়ার জন্য বেশি বেশি চর্চার কোন বিকল্প নেই। চলতে ফিরতে, নিয়মিত উঠা বসায় কথাবার্তার ক্ষেত্রে যদি শুদ্ধ উচ্চারণ মাথায় রেখে কথা বলা যায় তবে উচ্চারণ আস্তে আস্তে শুদ্ধ হয়ে যাবে সন্দেহ নেই।

আকর্ষণীয় বক্তব্য আয়ত্ত করতে হলে বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে নৈপুণ্য অর্জন করতে হবে। স্বর, রঙ, অনুরণন, সঞ্চালন, ভাব ও রসের প্রয়োগ এবং প্রমিত উচ্চারণ-বাচনভঙ্গিতে অবাধ ও অগাধ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রশ্ন আসতে পারে আমরা স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে বের হবার পরও দেখা যায় অনেক বড় মাপের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও অনেকে আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবমুক্ত হতে পারি না মোটেই। সমস্যাটা কোথায়? আমরা যেসব পাঠ্যপুস্তক পড়ে থাকি সেগুলো প্রমিত ভাষাতেই লেখা কিন্তু আমাদেরকে লেখার জন্য যতটা গুরুত্ব দেয়া হয়, পড়া বা উচ্চারণের জন্য সে ধরণের কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আমরা যত পরীক্ষা দেই তার প্রায় সবটাই লৈখিক পদ্ধতিতে দেয়া হয়। মৌখিক প্রক্রিয়াটা একদম উপেক্ষিত বলা চলে। শুদ্ধ উচ্চারণের ক্ষেত্রে আসলে সমস্যাগুলো কোথায়?

প্রথমত : সমস্যা হলো, আমরা লিখি সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু সেটা পড়ি প্রাকৃত বাংলা ভাষায়। **দ্বিতীয়ত :** বাংলা ভাষায় যতগুলো ধ্বনি আছে লিখিতরূপে ততগুলো বর্ণ (ধ্বনিপ্রতীক) নেই, আবার যতগুলো বর্ণ আছে তার সবগুলোর স্বতন্ত্র ধ্বনি নেই।

তৃতীয়ত : আঞ্চলিকতার সমস্যা। যেমন নোয়াখালী অঞ্চলের লোকেরা প-এর স্থলে ফ/হ আর ফ এর স্থলে প উচ্চারণ করে, সিলেটের লোকেরা ক-এর স্থলে খ, আর ত-এর স্থলে থ উচ্চারণ করে।

এখানে একই কথা, দয়া করে আতঙ্কিত হবেন না। শুদ্ধ উচ্চারণের জন্য ধ্বনিবিজ্ঞান বা ভাষাবিজ্ঞান এর ওপর গভীর জ্ঞান অর্জনের কোন প্রয়োজন নেই বরং প্রাথমিক কিছু উচ্চারণবিধি সচেতনভাবে অনুসরণ ও আন্তরিক আগ্রহে অনুশীলন করতে পারলে ভালো একটা ফল পাওয়া যাবে বলে আশা করি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা উচ্চারণের সংক্ষিপ্ত নিয়ম তুলে ধরব। সেগুলো ভালো করে চর্চা করলেই আপাতত চলবে।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্কের মঞ্চে পারফর্ম করার পূর্বপ্রস্তুতি

আত্মবিশ্বাস থাকা

মঞ্চভীতি নেই এমন লোক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রত্যেক মানুষের বক্তৃতা বা উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সহজাত একটা ভীতি রয়েছে। কিন্তু সফল বিতার্কিক হতে হলে এই ভয়কে জয় করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রবল আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে। মনে রাখবেন, বক্তৃতা দেয়ার সময় আপনার ভেতরে যে ভয়ের সৃষ্টি হয় বিশ্বের যত সেরা বক্তা ছিলেন তারা কেউই এই ভীতি থেকে মুক্ত ছিলেন না। ভার্সাই চুক্তির অন্যতম নায়ক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ প্রথম প্রথম বক্তৃতা দেয়ার সময় মুখ শুকিয়ে যেত, জিহ্বা মুখগহ্বরের সাথে লেপ্টে যেত। তারপরেও তিনি দমে যেতেন না। জার্মানির পুনর্গঠনের অন্যতম নেতা ও এর স্থপতি অটোফান বিসমার্ক স্বীকার করতেন তিনি জনসমক্ষে বক্তৃতা করার সময় অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে যেতেন। বারবার চেষ্টার ফলে তিনি এই অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পান। আপনি একটি সাধারণ বিষয় চিন্তা করুন আপনি যখন কারো সাথে ঝগড়া করেন তখন আপনার মুখ দিয়ে কথার তুবড়ি ছুটতে থাকে। কিন্তু সেই আপনাকে যখন কোন মঞ্চে উঠিয়ে দেয়া হয় তখন আপনার হার্টবিট বেড়ে যায়, হাঁটুদ্বয় বারবার ঠোকাঠুকি খেতে থাকে। কিন্তু এটা হয় কেন? এর আসল কারণ আত্মবিশ্বাস। আপনি যখন ঝগড়া করতে নেমেছিলেন তখন আপনার মাঝে এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, আপনি তার সাথে পারবেন। আর যখন আপনি বক্তব্য দিতে স্টেজে ওঠেন ঠিক তখন আপনার কনফিডেন্স লেভেল একদম নিচে নেমে যায় এই ভেবে যে, এতগুলো লোকের সামনে আমি কিভাবে কথা বলব? যদি কোন ভুল হয়? তাই বক্তব্যের মূল জ্বালানিশক্তি হচ্ছে 'আমিত্ব'। ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বিশ্বখ্যাত উপন্যাস "The Old man the sea" তে ছোট্ট বালক Thanolin এর চোখে বৃদ্ধ জেলে Sanitago ছিল এক উজ্জ্বল চরিত্র : "তোমার চেয়ে অনেক ভালো জেলে হয়তো আছে, কিন্তু তারাতো কেউ তুমি নও"। মনে রাখতেই হবে, একজন বক্তার সবচেয়ে বড় পুঁজি তার আমিত্ব।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্কের স্ক্রিপ্ট তৈরি

আমরা বিতর্ক করার সময় সহায়ক হিসেবে পুরো বক্তব্যের সামারি যে কাগজে লিখে রাখি সেটাকে সাধারণত স্ক্রিপ্ট বলে থাকি। বিতর্ককে সুন্দর ও সাবলীল করার জন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুন্দর স্ক্রিপ্ট বিতর্ককে প্রাণবন্ত করে দিতে পারে। সংসদীয় বা বারোয়ারি টাইপের বিতর্কের ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা অতোটা জরুরি না হলেও সনাতনী বা পূর্বনির্ধারিত বিতর্কে একটি ভালো ঝকঝকে স্ক্রিপ্ট তৈরি করা আবশ্যক। তবে আবার এটাও মনে রাখতে হবে, বিতর্ক করার সময় পুরোপুরি স্ক্রিপ্টনির্ভর হওয়া যাবেনা। কারণ পুরোপুরি স্ক্রিপ্টনির্ভর হয়ে গেলে বিতর্কের প্রাণ নষ্ট হয়ে যাবে। স্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটি সহকারী উপাদান যা বিতর্ক করার ক্ষেত্রে সাপোর্ট দিবে। কিন্তু বক্তব্য দিতে হবে সম্পূর্ণ নিজের স্বতঃস্ফূর্ত উৎস থেকে। যদি হঠাৎ কোন তথ্য বা পয়েন্টের দরকার পড়ে সেক্ষেত্রে স্ক্রিপ্টটা বের করে চোখের পলকে একটু দেখে নেয়া যেতে পারে। আপনি যত বেশি বিতর্কে পারঙ্গমতা অর্জন করবেন ততই আস্তে আস্তে আপনার স্ক্রিপ্টনির্ভরতা কমে যাবে।

একটি ভালো স্ক্রিপ্ট তৈরি করার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে :

১. বিতর্কের স্ক্রিপ্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে দলের সবাইকে একসাথে বসতে হবে এবং দলনেতা সবাইকে সাথে নিয়ে গ্রুপ স্টাডি করে স্ক্রিপ্ট নির্মাণ করবেন।

২. শুরুতেই বিতর্কের জন্য যে বিষয়টি দেয়া হবে সেটি ভালো করে বুঝে পড়ে নিতে হবে। খেয়াল করতে হবে আসলে বিষয়টিতে ঠিক কোন অবস্থানটাকে হাইলাইট করা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

৩. বিতর্কের যে টপিকটি দেয়া থাকবে তার পক্ষে বা বিপক্ষে হিসেব করেই দলের স্ট্যান্ড পয়েন্ট নির্ধারণ করতে হবে।

৪. এবার বিষয়টি সম্বন্ধে যতটা সম্ভব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। বিভিন্ন বই, জার্নাল, ইনটারনেট, ফেইসবুক, ব্লগ, পত্রিকা, গল্প, কবিতার চুম্বকাংশ, মনীষীদের উক্তি থেকে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যগুলো আলাদা করে এগুলোকে সমন্বয় করে নিতে হবে।

৫. বিপক্ষ দল থেকে কোন ধরণের যুক্তি বা প্রশ্ন আসতে পারে সে বিষয়ে ভাবতে হবে এবং তার সম্ভাব্য উত্তর রেডি করে রাখতে হবে।

৬. স্ক্রিপ্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে সিনিয়র কোন বিতার্কিক বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন পেশাজীবীর সাথে আলোচনা করলে ভালো একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

৭. এবার দলনেতা বিতর্কের জন্য সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত, বিতার্কিকের যোগ্যতা ও সময় বিবেচনা করে বক্তব্যের অংশগুলো প্রত্যেক সদস্যকে ভাগ করে দিবেন যাতে পুরো দলে একটা ফুল কাভারেজ হয়ে যায়।

৮. স্ক্রিপ্টের বক্তব্যগুলোকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর কম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ভাগ করে নিতে হবে। যদি বিতর্কের সময় না পাওয়া যায় তবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো দিয়েই বক্তব্য শেষ করে দিতে হবে।

৯. সবশেষে সময় ব্যবস্থাপনার জন্য বিতর্কের কয়েকটা ট্রায়াল দিতে হবে যাতে করে পুরো দলের মধ্যে একটা টিম স্পিরিট তৈরি হয়ে যায়। এবার স্ক্রিপ্ট না দেখে বক্তব্য দেয়ার চেষ্টা করুন যাতে স্ক্রিপ্টনির্ভরতা কিছুটা হলেও কমে যায়।

স্ক্রিপ্ট তৈরির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো লক্ষণীয়

১. কোন ভাবেই বর্ণনামূলক স্ক্রিপ্ট তৈরি করা যাবে না: স্ক্রিপ্ট হবে সংক্ষিপ্ত।

২. স্ক্রিপ্টের পয়েন্টগুলো 'কেন' দিয়ে শুরু করা ভালো। নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তিগুলো পয়েন্ট আউট করা এবং বিপক্ষ যুক্তিগুলোর দুর্বল অংশ খুঁজে বের করে উত্তর লিখে রাখতে হবে।

৩. স্ক্রিপ্ট তৈরির সময় দলগত কৌশল এবং দলীয় সমঝোতার বিষয়টি ভালোভাবে মাথায় রাখতে হবে। তা না হলে এক পক্ষে দুইজন বক্তার বক্তব্য যদি ওভারলেপিং হয়ে যায় তখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সেটা নেতিবাচক হবে।

৪. স্ক্রিপ্ট লেখার কাগজ একটু ছোট সাইজের হওয়া উচিত। A4 সাইজের চারভাগের একভাগ আকৃতির কাগজ স্ক্রিপ্টের জন্য আদর্শ।

৫. মনে রাখবেন বিতর্কের ক্ষেত্রে স্ক্রিপ্ট শুধু সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আপনি যতো বেশি স্ক্রিপ্টনির্ভরতা কমাতে পারবেন ততই বিতর্কে আপনি ভালো করতে পারবেন।

www.nagorikpathagar.org

বডি ল্যাঙ্গুয়েজ

বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে বাংলায় আমরা 'দেহের ভাষা' বুঝে থাকি। দেহের ভাষা আবার কি? দেহেরও কিন্তু একটা ভাষা আছে। গান আছে না "চোখ যে মনের কথা বলে"। আমরা অনেক সময় দেহের অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অনেক কিছু বুঝিয়ে থাকি। চলচ্চিত্রে নীল পর্দায় মঞ্চে যে অভিনেতা বডি ল্যাঙ্গুয়েজে যত বেশি এক্সপার্ট সে তত বেশি সফল। বিতর্কের মঞ্চেও আমরা একেকজন অভিনেতার ভূমিকাই পালন করে থাকি। আপনি খুব ভালো কথা বলতে পারেন কিন্তু মঞ্চে উঠে যদি রোবটের মত দাঁড়িয়ে থাকেন সেটা দর্শকের কাছে মোটেই ভালো লাগবে না। কোনভাবেই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে থাকা যাবে না আবার পারফর্ম করতে গিয়ে লাফালাফিও করা যাবে না। নিচের বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে মাথায় রাখতে হবে :

১. স্পিকার হাতে নিয়ে ফুঁ দিয়ে সাউন্ড চেক করবেন না, আঙুলের টোকা দিয়ে চেক করুন।

২. নিজের স্বরের স্কেল ঠিক রাখুন।

৩. স্টেজে দাঁড়িয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়াবেন না বা অযথা হাত-মাথা ঝাঁকাঝাঁকি করবেন না।

৪. প্রাণোচ্ছল থাকুন এবং বক্তব্যের স্কেল অনুযায়ী সুষম অঙ্গভঙ্গি করুন।

৫. দর্শকদের দিকে আই কন্টাক্ট রাখুন এবং হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে তাকান। তবে এক্ষেত্রে নবীন বক্তাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হলো প্রতিপক্ষ বা দর্শকদের চোখের দিকে সরাসরি না তাকানোই ভালো। কারণ তাদের কোন অঙ্গভঙ্গি বা ইশারাতে আপনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে পারেন। তাহলে এর সমাধানটা কি? পরামর্শ হলো আপনি তাদের চোখের দিকে না তাকিয়ে কপালের দিকে তাকান। দর্শক মনে করবে আপনি তাদের চোখের দিকেই তাকাচ্ছেন।

৬. স্টেজে দাঁড়িয়ে বুক ভরে দম নিন এবং আস্তে আস্তে ছাড়ুন। দেখবেন দুরুদুরু ভাবটা কেটে গেছে; আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে। তো শুরু করে দিন এবং দর্শকদের মাতিয়ে রাখুন।

বিতর্কে প্রত্যুৎপন্নমতি

বিতর্ক হলো একটি সৃজনশীল চর্চা। গতানুগতিক ধারা আর মুখস্থ বুলি আউড়িয়ে আপনি বিতর্ক জগতে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। কখনো কখনো দেখা যাবে আপনি খুব ভালো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন, জবরদস্ত স্ক্রিপ্ট আর দুর্দান্ত টিম ওয়ার্ক করে ব্যাপক আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিতর্ক করার জন্য স্টেজে উঠেছেন কিন্তু আপনার প্রতিপক্ষ এমন যুক্তি উপস্থাপন করলো এবং প্রশ্ন আপনার দিকে ছুঁড়ে দিলো যার জন্য আপনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। এ সময় আপনি যদি উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি সামাল দিতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার পক্ষের অনুকূল পরিবেশ পুরো আপনার বিপরীতে চলে যেতে পারে। সহজ ভাষায় এই

www.nagorikpathagar.org

উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগটাকে আমরা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলতে পারি। বলা হয়ে থাকে উপস্থিত বুদ্ধিটা অনেকাংশে ইনহেরেন্ট বা সহজাত প্রবৃত্তির একটা অংশ। কিন্তু আমরা মনে করি ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আপনি এ পথে দক্ষতা আনতে পারেন। একটা জিনিস খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাবো যে এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের ছুঁড়ে দেয়া যুক্তিখন্ডন করাটা প্রত্যুৎপন্নমতির প্রধান বিষয়। বিতর্কের জন্য প্রয়োজন প্রতিপক্ষের প্রতিটি যুক্তিকে তাৎক্ষণিক এবং যৌক্তিকভাবে খন্ড করা। সেটা না করা হলে বিতর্ক আর বিতর্ক থাকে না; প্রাণহীন হয়ে যায়। বস্তুত যুক্তিখন্ডনের সময়গুলোতে বিতর্ক একদম ক্লাইমেক্স পর্যায়ে থাকে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বিতর্ককে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রদান করে।

কথা আসতে পারে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব কি শুধু তাৎক্ষণিক একটা বিষয়? এটা কি শুধু উপস্থিত বুদ্ধির বিষয়? ব্যাপারটা পুরোপুরি সেরকম না। কারণ তাহলে বিতর্ক চটুল কূটতর্কে পরিণত হতো। প্রত্যুৎপন্নমতি অর্জনের প্রধান উপায় হচ্ছে জ্ঞানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করা। আগেই বলেছি, বেশি বেশি অনুশীলন এবং বিতর্ক দর্শন আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্জনে সহায়ক হবে। আপনার অর্জিত জ্ঞানের ভান্ডারই আপনাকে বিতর্কের মঞ্চে তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানে সাহায্য করবে। কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে :

১. প্রত্যুৎপন্নমতিতা দেখাতে গিয়ে কখনোই গোঁজামিলের আশ্রয় নেবেন না বা অসত্য/ভুল তথ্য পরিবেশন করবেন না। তাহলে এটা আপনার জন্য হিতে বিপরীত হতে পারে।

২. জবাব দিতে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং যতটা সম্ভব সংক্ষেপে উত্তর দেওয়া উচিত।

৩. প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে আবেগের নিয়ন্ত্রণ থাকাটা জরুরি। কোনভাবেই আক্রমণাত্মক বা হেয়কারী কোন মন্তব্য করা যাবে না। এ সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে কথা বলাটা অনেক জরুরি।

বিতর্কে পারফর্ম করার জন্য অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়

১. পর্যাপ্ত অনুশীলন : ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে- practice makes a man perfect. যথাযথ অনুশীলন এবং নিরলস চেষ্টা আপনাকে বিতর্কের মঞ্চে সফলতা এনে দিতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমে নিজের মানবিক দুর্বলতা, আস্থাহীনতা একদম ঝেড়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে। ভয়েস রেকর্ডারে নিজের কথাগুলো রেকর্ড করে শুনুন। আপনার উচ্চারণ বা শব্দচয়নের ক্ষেত্রে ভুলগুলো চিহ্নিত করে নিয়ে সেগুলো সংশোধনের চেষ্টা করুন। দেখবেন আস্তে আস্তে বক্তব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে যা আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খুব সহায়ক হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. বিতর্ক দেখা এবং শোনা : বিতর্কের মারপ্যাঁচ ও কৌশলগুলো রপ্ত করতে হলে আপনাকে বেশি বেশি বিতর্ক দেখতে হবে। বর্তমানে মিডিয়ার কল্যাণে প্রায় সব চ্যানেলেই বিতর্কের প্রোগ্রাম দেখানো হয়। এছাড়া আপনি ইউটিউবে সার্চ দিয়ে বিতর্কের অনেক ভিডিও পাবেন। মনে রাখবেন, সংসদীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে বিতর্ক দেখে শিখাটা খুব জরুরি।

৩. গেটআপ-সেটআপ : বিতর্কের মঞ্চে একটি ভালো গেট-আপ আপনার আত্মবিশ্বাসের স্তরটাকে বাড়িয়ে দেয়। তাই বিতর্কের মূল বিষয়ের প্রস্তুতির পাশাপাশি নিজের বাহ্যিক ক্ষেত্রে যথাযথ প্রস্তুতি থাকা চাই। যা আপনার নিজেকে অন্যান্য বিতার্কিক, দর্শক ও বিচারকদের নজর আকর্ষণ করাতে সক্ষম হবে। উদ্ভট পোশাক এবং অগোছালো ড্রেস-আপ আপনার বিতর্কে ভালো করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

৪. সময়ের আগে পৌঁছানো : প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের আগে প্রোগ্রামস্থলে পৌঁছে যান। এটা আপনাকে বিতর্কের পূর্ব-প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ দিবে।

৫. চারপাশের পরিবেশের সাথে নিজেকে অ্যাডাপ্ট করে নেয়া : প্রোগ্রাম রুমে এসে চারপাশের সবকিছু ভালো করে তাকান। বিতর্কের স্টেজ, দর্শক সারি, চারপাশের আয়োজন ইত্যাদি সবগুলোতে নজর বুলিয়ে নিন। নিশ্চিত করে বলতে পারি বিতর্ক করার সময় এটা আপনাকে বাড়তি সাপোর্ট দেবে।

৬. টিম মিটিং : আপনি যদি বিতর্ক শুরুর কমপক্ষে একঘন্টা আগে প্রোগ্রামস্থলে উপস্থিত হয়ে থাকেন তাহলে দলের সবাইকে নিয়ে ছোটখাটো একটা টিম মিটিং করে ফেলুন। বিতর্কের বিষয় নিয়ে আবার আলোচনা করুন। দলনেতা দলের প্রত্যেক সদস্যকে যার যার দায়িত্বগুলো আবার ভালো করে বুঝিয়ে দিন। দেখবেন নিজেদের অনেক হালকা মনে হবে। বিতর্কের মঞ্চে যথেষ্ট গতি পাবেন যা আপনাকে সফলতার দিকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৭. আকর্ষণীয় উপস্থাপনা : একবার যদি আপনি দর্শক-শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন তাহলে শ্রোতারা একেবারে কান খাড়া করে শুনবে।

৮. হাস্যরসাত্মক উপস্থাপনা : সব বয়সের দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দিতে সক্ষম এমন হাস্যরসপূর্ণ বক্তব্য দিতে পারলে জমজমাট হয়ে উঠবে বিতর্কের পরিবেশ।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্কের প্রকারভেদ

যেহেতু বিতর্ক একটি প্রাচীনতম শিল্প তাই কালের বিবর্তনে সময়ের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন আঙ্গিকে তার প্রস্ফুটন ঘটে। মুঘল সম্রাট আকবরের ধর্মনিরপেক্ষ সভা থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একে বিভিন্ন ধারায় বিকশিত হতে দেখা যায়। ভুল শুদ্ধির দ্বৈরথে চিরকালীন চলার যে মানবিক ধর্ম সেটিকে সঙ্গী করে বিতর্ক শিল্প আজকের পরিশীলিত ধারায় বিকশিত হয়েছে। এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আমাদের দেশে চর্চিত বিতর্কের বহুল প্রচলিত ধারাগুলোর (সনাতনী, সংসদীয়, রম্য, বারোয়ারি ইত্যাদি) বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি আরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে অন্যান্য ধারাগুলোকে বর্তমান প্রজন্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার তাগিদে সেগুলোকে নিচে উল্লেখ করা হলো। ভবিষ্যতে এই বিষয়গুলোকে আরও বিস্তৃত আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করছি। নিচে বিবৃত বেশ কয়েকটি ধারার বিতর্ক এখনও নিরীক্ষর (Experiment) পর্যায়ে রয়েছে। আমাদের ধারণায় তা এখনও পুস্তকে ধারণ করার মতো পূর্ণাঙ্গতা অথবা অবয়ব ধারণ করেনি। তথাপি এ বিষয়ে আরো গবেষণালব্ধ তথ্য পরিবেশন করে অদূর ভবিষ্যতে অন্য কোনো পরিসরে আলোচনা করার আশা ব্যক্ত করছি। যেহেতু এই পুস্তকের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে কোমলমতি বিতর্কপ্রেমী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং এরকম একটি সুশীল ধারাকে তাদের কাছে পরিবেশন করে যোগাযোগ তৈরি করা; তাই জটিল আলোচনা পরিহারের লক্ষ্যে অপ্রচলিত ধারার বিতর্কের আলোচনা অন্তর্ভুক্তি থেকে বিরত থাকা হয়েছে। তারপরেও এ শিল্পের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের সাথে নবীনদের পরিচয় করিয়ে দেবার স্বার্থে কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আংশিক আলোচনা করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। নিম্নে বিতর্কের ধারাগুলিকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করছি।

www.nagorikpathagar.org

বিতর্কের শ্রেণিবিন্যাস :

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিতর্ক দুই প্রকার, যথা :

বিতর্কের শ্রেণিবিন্যাস

প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক

- সনাতনী বিতর্ক
- সংসদীয় বিতর্ক
- বারোয়ারি বিতর্ক
- জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক
- ওয়ার্ল্ড মডেল ডিবেট

প্রীতি বিতর্ক

- রম্য বিতর্ক
- তারকা বিতর্ক
- টকশো বিতর্ক
- প্লানচেট বিতর্ক
- জুটি বিতর্ক
- সৃষ্টি-স্রষ্টা বিতর্ক
- শিশু বিতর্ক

অপ্রচলিত ধারার বিতর্ক

আঞ্চলিক বিতর্ক
প্রি-ইলেকশন সিস্টেম ডিবেট
মুক্ত সংসদীয় বিতর্ক
নাট্য বিতর্ক
আদালত মডেল বিতর্ক
এক্সিকিউটিভ সিস্টেম ডিবেট
ইস্যু সিস্টেম ডিবেট
সারপ্রাইজ ডিবেট
মুক্ত আলোচনা বিতর্ক
নির্ধারিত বিতর্ক
আত্মদ্বান্দ্বিক বিতর্ক
নির্ধারিত বিতর্ক
ত্রিমাত্রিক বিতর্ক
বহুমাত্রিক বিতর্ক
ছায়া বিতর্ক
স্বর্গীয় বিতর্ক
কজ অ্যানালাইসিস বিতর্ক
অনলাইন স্যাটেলাইট বিতর্ক
চেজ বিতর্ক
গ্যাম্বলিং ডিবেট
শ্রেণিকক্ষ বিতর্ক
আলোচনা বিতর্ক
ব্যঙ্গাত্মক বিতর্ক
পরম্পরা বিতর্ক
কিংস ডিবেট
রেফারেন্স বিতর্ক
ইকুইলিব্রিয়াম বিতর্ক
তাত্ত্বিক বিতর্ক
ফরেন পলিসি বিতর্ক
ল রিভিউ ডিবেট
বিগ ব্যাং ডিবেট
সংলাপ বিতর্ক
পলিসি বিতর্ক
প্রিন্সিপাল বিতর্ক

www.nagorikpathagar.org

সনাতনী বিতর্ক

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবাসী তর্কপ্রিয়। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে এই মাত্রায় বাঙালি আরও বেশি অগ্রগামী।

মহাভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ ভগবত গীতা। এতে প্রতিভাত হয় কৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের নানান মৌলিক তর্কের সংঘাত। এই তর্কের পরিণামেই তারা অধিষ্ঠিত হন বিভিন্ন মৌলিক জীবনদর্শনের স্বরূপ উন্মোচনে। একজন যখন যোদ্ধার ক্ষেত্রে ন্যায়ের পক্ষাবলম্বনের সূত্র দেন অন্যজন তখন যুদ্ধ করাই যোদ্ধার কাজ বলে তুলে ধরেন অর্থাৎ কর্তব্য পালনের ওপর জোর দেন। প্রাচীন শাস্ত্রের এই উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ভারতীয় সমাজে তর্কের সংস্কৃতি কতটা সুপ্রাচীন।

বর্তমান যুগকে যদি বিজ্ঞানের যুগ বলা হয় তাহলে বিজ্ঞানের অগ্রসরতায় প্রতিনিয়ত যে জিনিসটির সন্ধান পাওয়া যাবে সেটি হলো কৌতূহল। আর কৌতূহল মানুষকে তর্কমুখী করে। গুহাবাসী মানুষ থেকে আধুনিক নগরজীবনে উত্তরণের পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মানুষ দ্বৈত শক্তির সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা হলো চৈনিক সভ্যতা। আর সংখ্যাতত্ত্বের সূচনা অনেকটা সেখান থেকেই। এই সংখ্যাতত্ত্বের শ্রেণিবিন্যাসে তারা যে দুটি ধারার ব্যবহার করেছে, সেগুলো “ইয়াং” আর “ইন” অর্থাৎ নর ও নারীর শিকারসূচক এবং অধিকারসূচক জীবনের মূল তত্ত্বের মেরুপ্রবণতা; যা দ্বারা চীনা আদর্শ প্রভাবিত হয়েছে। এখান থেকে স্পষ্ট হয় মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই বিতর্কের সূত্রপাত।

বিতর্কের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশের মানুষের কাছে যে ক্ষেত্রটি সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে তার নাম সনাতনী বিতর্ক। গত চার দশক ধরে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিবিধ

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্নভাবে চর্চিত হয়েছে বিতর্ক শিল্পের এ ধারাটি। সনাতনী ধারার বিতর্কে যে নিয়ম-কানুনগুলো অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ :

সনাতনী বিতর্কের প্রাথমিক অবকাঠামো

* এ ধারার বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে।
* দু'টি পক্ষ দৈব নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে।
* সাধারণত উভয় দলে তিন (০৩) জন করে মোট ছয় (০৬) জন বক্তা ৫ মিনিট করে বক্তব্য রাখার সময় পান।
* প্রথমে পক্ষের প্রথম বক্তা প্রস্তাবের সমর্থনে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন।
* এই ধারায় একে একে উভয় দলের সব বক্তা পর্যায়ক্রমে তাদের নির্ধারিত বক্তব্য নিয়ে হাজির হন।
* এর মাধ্যমে বক্তাগণ গঠনমূলক বক্তব্যের শেষ পর্বে উপনীত হন।
* সবশেষে উভয় দলের দলনেতা অথবা দলের মনোনীত কেউ যুক্তিখণ্ডনের জন্য ৩ মিনিট করে অতিরিক্ত সময় পান।
* নির্ধারিত এই সময়ে কোনো নতুন ধারণা উপস্থাপন না করে শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের ওপর নম্বর প্রদান করা হয়। এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে একজন বক্তার তার্কিক হিসেবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দক্ষতা।
* যুক্তিখণ্ডন পর্বে প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে বক্তা তার দলীয় অবস্থান আরও সুদৃঢ় করার সুযোগ পান, সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাসঙ্গিককতার ওপর জোর দিতে হবে। কোনো অবস্থাতে যাতে বিচারকদের কাছে কথিত বক্তব্য বাতুলতা বলে প্রতীয়মান না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

Script বিনির্মাণ

সনাতনী বিতর্কের ক্ষেত্রে Script বিনির্মাণ একটি অতীব জরুরি বিষয়। কোনো অবস্থাতেই দুর্বল Script নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়ে জয়ী হবার চিন্তা করা যায় না। Script বিনির্মাণের ওপর নির্ভর করে এ ধরনের বিতর্কের চূড়ান্ত সাফল্য।

* ধরা যাক বিতর্কের বিষয় "নারী সমাজের কর্মক্ষেত্রে অধিক অংশগ্রহণ পরিবার ভাঙনের মূল কারণ"। Script বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বক্তার বিষয়টিকে কয়েকবার পড়ে নিয়ে মূল বিষয়ের মূল ভাবটি অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। উল্লিখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবার পাঠ করে বক্তা Script নির্মাণ করতে শুরু করলে স্বাভাবিকভাবে তিনি নারীদের কর্মক্ষেত্রে অধিক অংশগ্রহণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে যুক্তি উপস্থান করবেন। কিন্তু বিষয়টির গভীরে গেলে তিনি একটি সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। একটু চিন্তা করলেই তার কাছে প্রতীয়মান হবে যে কর্মক্ষেত্রে অধিক অংশগ্রহণ নারীর আর্থিক সক্ষমতাকে বলিষ্ঠ করে। এমতাবস্থায় অন্যায়, আচার-আচরণ এবং পুরুষশাসিত সমাজে চাপিয়ে দেয়া কুসংস্কার ছিন্ন করে

www.nagorikpathagar.org

বেরিয়ে আসার সাহস দেখাতে পারেন। সুতরাং এখন পক্ষের ১ম বক্তা নারীদের কর্মক্ষেত্রে অধিক অংশগ্রহণ এবং আর্থিক সক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ভাঙন নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক স্বরূপ উন্মোচিত হবে এবং ১ম বক্তাকে দায়িত্ব নিয়ে এই অবস্থানে দলীয় বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে। এর ভিত্তিতে সমসাময়িক বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সুশৃঙলভাবে সাজিয়ে জোরালোভাবে নিজের বক্তব্য প্রস্তুত করে অনর্গল আত্মস্থ করতে হবে। যাতে করে বক্তব্য উপস্থাপনের সময় শ্রোতারা বিশেষ করে বিচারকরা মুখস্থ বলার রোবোটিক চেষ্টা বলে মনে না করেন।

বিতর্কের ব্যাকরণ অনুযায়ী পক্ষের ১ম বক্তার করণীয় বিষয়গুলো হলো :

* প্রস্তাবের ভাব অনুধাবনের ভিত্তিতে দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করা।
* বিষয়টি বিশ্লেষণ করে এর চুলচেরা অংশগুলোর উপস্থাপন।
* আলোচিত বিষয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টিকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়।
১. নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ
২. পরিবার ভাঙন এবং
৩. নারীদের কর্মক্ষেত্রে অধিক অংশগ্রহণ কিভাবে পরিবার ভাঙনে ভূমিকা রাখে।
* বিষয়ের ব্যাপ্তিতে Script এর ধরন ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন- "অবাধ মুক্তবাজার অর্থনীতি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।" এ আলোচনা অবশ্যই ১ম বক্তাকে অবাধ মুক্তবাজার অর্থনাতি এবং তৃতীয় বিশ্বের সংজ্ঞা স্পষ্ট করতে হবে এবং কিভাবে মুক্তভাজার অর্থনীতি সেই দেশগুলোর উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে সে ব্যাপারটি পরিষ্কার করতে হবে। সমসাময়িক উন্নত দেশগুলোর উদাহরণ উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজের যুক্তিকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব। অনেক সময় আমাদের দেশে তার্কিকরা বিতর্কের বিষয় পাওয়া মাত্র বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। এতে করে বিতর্কচর্চার উৎকর্ষতা বাধাগ্রস্ত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারী বিতর্কের অংশগ্রহণ থেকে নিজের চেতনা প্রস্ফুটিত করবার অনবদ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এহেন চর্চা বিতর্ক শিল্পের সৌন্দর্যকে ব্যাহত করে। বরং সহজ শর্টকাট ভাষা পরিহার করে অংশগ্রহণকারী তার্কিকগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞের রেফারেন্স অনুযায়ী স্বীয় চেষ্টায় পাঠোদ্ধার করলে তা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনেক বেশি ফলপ্রসূ নেতৃত্ব উন্মেষের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে; যেটি বিতর্ক শিল্পের মূল অনুরণন।

* অধিক পরিমাণ পরিসংখ্যান পরিহার করা। এক্ষেত্রে একটি গল্পের অবতারণা করতে চাই। মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি আকবর অত্যন্ত অল্প বয়সে মোগল সাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। মধ্যবয়সে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হলেও স্বল্প বয়সে তাঁর রাজত্ব বিভিন্ন খামখেয়ালি গল্পে সমৃদ্ধ ছিল। একবার তার খায়েস হলো তার রাজ্যে কাকের সংখ্যা গণনা করার। বিবিধ পণ্ডিতকে একে

www.nagorikpathagar.org

একে দায়িত্ব দিয়ে তারা ব্যর্থ হলে গর্দান কেটে তিনি তা উসুল করতেন। এ অবস্থা থেকে প্রজাগণের জীবন রক্ষায় আবির্ভূত হন বীরবল। তিনি স্বীয় ইচ্ছায় সম্রাটের কাছ থেকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন এবং নির্ধারিত সময়ে সম্রাটের কাছে কাকের সংখ্যা ব্যক্ত করেন। ৫৬১টি কাক সম্রাটের রাজ্যে আছে এই পরিসংখ্যান দিয়ে সম্রাটকে তিনি গণনা করে পরখ করার পরামর্শ দেন এবং এও যোগ করেন যে কাকের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি হলে অন্য রাজ্য থেকে তাদের রাজ্যে কাক বেড়াতে এসেছে আর কম হলে তাদের রাজ্য থেকে কাক অন্য রাজ্যে বেড়াতে গিয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং পরিসংখ্যান অনেক ক্ষেত্রেই অনুমাননির্ভর বাস্তবতা বিবর্জিত একটি সংখ্যা। Script বিনির্মাণে অহেতুক পরিসংখ্যানের ব্যবহার বক্তব্যের সৌন্দর্যকে ব্যাহত করতে পারে। সুতরাং নিতান্তই প্রয়োজনীয় উপাত্ত ছাড়া পরিসংখ্যানের অলংকরণ পরিহারের চেষ্টা করতে হবে।

* ব্যবহৃত পরিসংখ্যানের উৎস ব্যক্ত করে তার যৌক্তিকতা উপস্থাপন অত্যন্ত জরুরি।

* পরিসংখ্যান ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের বরাতে হালনাগাদ উপাত্ত উপস্থাপন অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত। অনেক ক্ষেত্রে সনাতন উপাত্তের ব্যবহার বক্তব্যের নান্দনিকতা ব্যাহত করতে পারে। বিষয়টিকে অবশ্যই হালকাভাবে নেবার কোনো সুযোগ নেই।

* প্রতিপক্ষের বক্তব্য এবং কৌশল অনুমান করে আগাম খণ্ডন করার ভেতরে বক্তার দক্ষতা অনেক বেশি প্রতীয়মান হয়। তবে সেক্ষেত্রে যুক্তির উপস্থাপন দলীয় সকল বক্তার সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* সার্বিক বক্তব্য উপস্থাপন শেষে সমন্বিত একটি ধারালো উপসংহার টানতে হবে। এর মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন তার সমস্ত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ভাব প্রতিফলিত হবে পাশাপাশি তার পরবর্তী বক্তা তার বক্তব্যের সূত্রটি খুঁজে পাবেন।

বিপক্ষের ১ম বক্তার Script বিনির্মাণ

গোর্কি ঋষি টলস্টয়ের কথা শুনেছেন কিন্তু কখনও দেখেননি তাঁকে। সাহস করে ১৯০০ সালের গোড়ার দিকে তিনি দেখতে গেলেন টলস্টয়কে। ফিরে এসে তিনি শেকভকে লিখলেন প্রিয় সন্তান। আমি সত্যিই নিকোলাইভিচকে দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর আট দিন পার হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তাকে দেখার ভাবটি গুছিয়ে আনতে পারছিনে। টলস্টয়ের যে জিনিসটি প্রথমে আমাকে আঘাত করল সেটা তাঁর চেহারা। টলস্টয় এমন হবে তা আমি ভাবতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল টলস্টয় হবে আরো লম্বা, আরো চওড়া, আরো শক্ত। কিন্তু আমি সামনে দেখলাম একটি ছোটখাটো বৃদ্ধ মানুষকে। কিন্তু এই বুড়ো মানুষটি যখন কথা বলতে আরম্ভ করলেন, তখন আমি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনতে লাগলাম। যাই তিনি

www.nagorikpathagar.org

বলেন না কেন, আমার ধারণা মতে, তা অসম্ভব রকম আকর্ষণীয় বলে বোধ হতে লাগল। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তাঁর সরলতা। সবকিছু মিলিয়ে আপনার মনে হবে সে যেন সঙ্গীতের অর্কেস্ট্রা বা ঐকতান। সে সঙ্গীতে সব যন্ত্রই যে সঙ্গীত সৃষ্টি করে বাজছে এমন নয় তবু সব মিলিয়ে সে দুরারোগ্য। কেননা সে মানবিক। অনেকে টলস্টয়কে বলে জিনিয়াস বা অলৌকিক শক্তি। কিন্তু মানুষকে জিনিয়াস বা অলৌকিক আখ্যা দেয়ার মতো বোকামি আর কিছু হতে পারে না। গোর্কির কথাকে উদ্ধৃত করেই আমরা বলতে পারি- বড় কথা এই নয় যে টলস্টয় একজন মানুষ, একজন সাহিত্যিক। বড় কথা এই যে একজন মানুষ, একজন সাহিত্যিকও টলস্টয় হতে পারে।

উপরের আলোচনায় এ কথাই প্রতীয়মান হয়, একজন টলস্টয় তাঁর কাজের কুশলতা দিয়ে তাঁর প্রকাশের মাধ্যমটিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছেন। আর এর পেছনে মূল নিয়ামক হলো তাঁর সহজ প্রকাশ এবং বক্তব্যে অবাধ বোধগম্যতা।

বিপক্ষের ১ম বক্তার বক্তব্যে সহজ এবং বোধগম্যতার ব্যাপারে একটু বেশি জোর দিতে হবে। কারণ তার পূর্বেই পক্ষের ১ম বক্তার বক্তব্য বিচারক এবং দর্শকদের মানসপটে সজীব হয়ে আছে। সেই কথাটি মাথায় রেখে অধিক চিন্তা দূরে ঠেলে দিতে প্রথম অর্ধ-মিনিটের ভেতরেই তাকে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে হবে। এ কথা মাথায় রেখে তাকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। তাই বলে সস্তা কোনো কথা দিয়ে শুরু করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

ধরুন বক্তব্যের বিষয় "ফ্যাসিবাদী দর্শন যুগের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ।" বিষয়ের বিপক্ষে ১ম বক্তা যেভাবে শুরু করতে পারেন- তা হলো একেবারে অব্যবহৃত একটি ছোট ইংরেজি কোটেশন দিয়ে। যেমন "A philosopher a blind man who searching for a black cat in a dark room which is not there".

এর মাধ্যমে উপরের ধারণাটিকে বিস্তৃত করে তিনি বলতে পারেন দর্শন একটি বিমূর্ত ধারণা। এটি মানুষের জ্ঞান উপলব্ধিকে বিস্তৃত করে। সুতরাং ফ্যাসিবাদী দর্শনের যুগোপযোগিতা খুঁজতে চাওয়া এটি আমূল ভ্রান্ত ধারণা। এটি হলো প্রতিপক্ষের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া। এর মাধ্যমে তার্কিক শুরুতেই বিতর্কের মঞ্চে একটি সুদৃঢ় অবস্থান করে নিলেন। যেখানে বিতার্কিকের এবং বিচারকদের বিদ্যমান সবুজ ধারণাগুলো হলুদাভ গড়ন লাভ করবে। এর পরেই Script বিনির্মাণের সৌন্দর্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। ১ম বক্তা যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবে তা হলো :

* প্রথমেই তার দলীয় অবস্থান সুস্পষ্ট করবে।
* দলীয় বক্তব্য সম্প্রসারণে পরবর্তী দুই বক্তার দায়িত্বের কথাটিও পরিষ্কার করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

* এরপরেই সরাসরি চলে যেতে হবে দলীয় অবস্থানে তার উপরে অর্পিত অংশের বিস্তৃতিকরণে।
* দলীয় অবস্থানে অনেকগুলো বিষয়কে জড়িয়ে প্রতিপক্ষের কাছে বহুমাত্রিক যুক্তি খণ্ডনের অস্ত্র তুলে না দিয়ে বিশেষ একটি অবস্থানে থেকে সেটিকে কেন্দ্র করেই বক্তব্যের বিস্তৃতি ঘটাতে হবে।
* দলীয় অবস্থান স্পষ্ট করার পরেই তাকে প্রতিপক্ষের ১ম বক্তার প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বিষয় বিশ্লেষণের বিচ্যুতি নির্দেশ করে তার অবস্থানের পক্ষে বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ দিতে হবে।
* প্রতিপক্ষের ১ম বক্তার বক্তব্যের কমপক্ষে ৩টি যুক্তি খণ্ডন করতে হবে।
* সবশেষে তার বক্তব্যের উপসংহার টেনে দলীয় পরবর্তী বক্তার Space (মাত্রা) প্রস্তুত করে যেতে হবে।

পক্ষের ২য় বক্তার Script বিনির্মাণ

সনাতনী বিতর্কে পক্ষের ২য় বক্তার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্যায়ে বিতর্কের মঞ্চে উভয় দলেরই অবস্থানটি স্পষ্ট হয়েছে। উভয় অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ২য় বক্তা দলীয় অবস্থান নিশ্চিত করতে পারেন। তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং যুক্তির ধারালো প্রয়োগে বিপক্ষের অবস্থানকে ধূলিসাৎ করতে পারে। এক্ষেত্রে পক্ষের ২য় বক্তার আরো যে সকল বিষয় নজর দেয়া উচিত তা হলো :
* সমসাময়িক ঘটনা থেকে উদাহরণ টেনে তার দলীয় অবস্থান সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।
* প্রদত্ত বিষয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত এবং পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে বিতর্কের ক্ষেত্রটিকে নিজেদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে সেখানে কোন আত্মঘাতি বক্তব্য যেন না থাকে যেখান থেকে প্রতিপক্ষ কৌশলগত সুবিধা আদায় করতে পারে।
* উপসংহারে তার সমগ্র বক্তব্যের সমন্বিত একটি ভাব দুই এক কথায় উপস্থাপন করে শেষ বক্তার বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রটিকে অবারিত করতে হবে।

বিপক্ষের ২য় বক্তার Script বিনির্মাণ

পক্ষের ২য় বক্তার ন্যায় বিপক্ষের ২য় বক্তা তার দলের জন্য গুরুত্ব বহন করে। তার বক্তব্যের জোরালো অবস্থানের ওপরেই নির্ভর করে দলীয় জয়-পরাজয়। এক্ষেত্রে ধারালো বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য যে বিষয়গুলোর ওপর নজর দিতে হবে তা অনেকটা নিম্নরূপ :
* সর্বাপেক্ষা জোরালো ওপেনিং হতে পারে পক্ষের ২য় বক্তার বক্তব্যের একটি দুর্বলতা খুঁজে নিয়ে তার ওপরেই স্বীয় দলীয় অবস্থার যুক্তিকে দীর্ঘ করা।
* ২য় বক্তার বক্তব্যে সম-সাময়িক বিশ্বের ঘটমান বাস্তবতা থেকে উদাহরণ টানলে

www.nagorikpathagar.org

বক্তব্য অনেক বেশি সজীবতা পায়। তবে পরিস্থিতি এবং কৌশলভেদে বক্তব্যের মাত্রা ভিন্ন রকম হতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতে বক্তব্যের দুরূহ বা অবোধগম্যতা পরিহার করার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

* শ্রোতার বহুমাত্রিকতা কল্পনা করে জটিল রূপক উপস্থাপন পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি।

* উপসংহারে বক্তব্যের সমন্বয় জরুরি তবে সেটি সংক্ষিপ্ত হতে হবে। অবশ্যই এমন একটি উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যের উপসংহার টানতে হবে যাতে করে দলনেতা তার বক্তব্য শুরু করার সূত্রটি পেয়ে যান।

পক্ষের দলনেতার Script বিনির্মাণ

দলনেতার বক্তব্য উপস্থাপনে সমন্বয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; অর্থাৎ দলীয় প্রথম দুই জন বক্তার রেখে যাওয়া ক্ষেত্রটির উপরে তার শৈল্পিক কুশলতা দিয়ে নিজেদের অবস্থানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। আবারও বলছি যৌক্তিক প্রকাশটি কোনোভাবেই যেন স্থূল মনে না হয়। পরিশীলিত এবং বিশেষভাবে বাছাইকৃত যৌক্তিক উপাত্ত, তত্ত্ব, পরিসংখ্যান মূলক বক্তব্য আশাবাদী হবার সম্ভাবনা থাকে। তবে নিজের পোস্টে নির্ধারিত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের পূর্বে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব একজন দক্ষ তার্কিকের অন্যতম উপকরণ, এর প্রমাণ রাখতে প্রতিপক্ষের বক্তা শেষ মুহূর্তে উল্লেখিত একটি যুক্তির শক্তিশালী খণ্ডন বিতর্কের ধারাকে নিজের অনুকূলে টেনে আনার একটি অন্যতম উপসর্গ। প্রতিপক্ষের কৌশলগত অবস্থানের অসারতা প্রমাণ করতে বায়বীয় কৌশল গ্রহণ বা যুক্তিপ্রদান খুব একটা কার্যকরী নয়। বরং বাস্তব দৃশ্যমান জগতের অবস্থা অনেক বেশি জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। ধরা যাক বিতর্কের নির্ধারিত বিষয় "নারীর ক্ষমতায়নের অভাব সামাজিকভাবে তাদের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ নয়।" এখানে সুস্পস্ট প্রতিপক্ষের অবস্থান নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারীর পশ্চাৎপদতা হ্রাসকরণের পক্ষে; এর বিপরীতে আপনি যে অবস্থানটি নিতে পারেন তার জন্য সামান্য একটি ভূমিকা করতে পারেন। যেমন : সম্মানিত সভাপতি, প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, আমার পরিবারের কর্তা যেহেতু আমার পিতা তাই আমি অপুষ্টিতে ভুগছি। একই বাস্তবতায় আমার মাতা কর্ত্রী হলে আমার শারীরিক পুষ্টি নিশ্চিত হতো। ঠিক এমন একটি অপ্রাসঙ্গিক যুক্তিহীন ক্ষেত্র তৈরি করে প্রতিপক্ষ তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করছেন। নারীর পশ্চাৎপদতার সাথে নারীর ক্ষমতায়নের কোনো সংশ্লেষ নেই। বরং নারীর পশ্চাৎপদতার পেছনে প্রধান কারণ হলো পুরুষ শাসিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ রকম একটি সহজ, সাবলীল আর বোধগম্য উপস্থাপন আপনাকে বিজয়ের লিড নেবার সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে। দলনেতা হিসেবে উপসংহারে এই পর্বটি পুরো বিতর্কের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক। নিজেদের প্রবহমান যুক্তির ধারার ছেদ টেনে মোটাদাগে প্রস্তাবের যথার্থতা সুস্পষ্ট

www.nagorikpathagar.org

এবং সুদৃঢ় করতে হবে। কোনোভাবেই এ অংশে দুর্বলতাকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে এতক্ষণের যুদ্ধের পুরো কৌশলটি ভেস্তে গিয়ে বিতর্কের ধারণাটি নিজেদের দিকে টেনে নিতে পারে। যেহেতু উপসংহারই দলীয় গঠনমূলক বক্তব্যের শেষ অধ্যায় সুতরাং এটি খুব কৌশলী, চমকপ্রদ, ধারালো এবং সহজ বোধগম্য গুণাবলির সমন্বিত একটি ককটেল হতে হবে। যা দিয়ে প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগকে গুঁড়িয়ে দিয়ে বিজয়ের রথ গোলপোস্ট ভেদ করে আবার মধ্যমাঠে ফিরে আসবে।

বিপক্ষের দলনেতার Script বিনির্মাণ

বিপক্ষের দলনেতা জায়গাটি সনাতনী বিতর্কে বিশেষভাবে লোভনীয় কারণ তার সামনে খোলা থাকে যুক্তিসঙ্গত কৌশল নিয়ে নিজেদের অবস্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুবর্ণ সুযোগ। প্রত্যাশার দিক বিবেচনা করে বক্তব্য উপস্থাপনে চমকপ্রদ যুক্তি উপস্থাপনের পাশাপাশি ভাষার সাবলীলতা ও সহজ বোধগম্যতার বিষয়টির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা অতীব জরুরি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিপক্ষের শেষ বক্তার উপসংহারের কৌশলে ফাঁক খুঁজে নিজের বক্তব্যের পরবর্তী ক্ষেত্রটিকে অবারিত করতে হবে। ধরা যাক, বিতর্কের বিষয় “পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য মডেল হতে পারে না।” স্বভাবতই প্রতিপক্ষ উন্নয়নের সংজ্ঞা দাঁড় করে পূর্ব এশিয়ার সামাজিক বাস্তবতা এবং বাংলাদেশের সামাজিক বাস্তবতার বৈসাদৃশ্য দিয়ে তার ফলিত ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা টেনে আনবেন। সেক্ষেত্রে আপনার বক্তব্যে যে কথাটি আসতে পারে সেটি এরকম ধরা যাক, বাংলাদেশের ভুরুঙ্গামারীর মঙ্গন মিয়া ক্ষুধার্ত। স্বভাবতই তার ক্ষুধা নিবারণে তিনি তখন ভাতের সন্ধান করবেন। অন্যদিকে মালয়েশিয়ার মাহাতির মোহাম্মদ ক্ষুধার্ত হলে ভাতের বদলে আমেরিকান বার্গার বা অন্য কিছু খুঁজবেন। এখান থেকে আপনি এই উপসংহার টানতে পারেন এখানে সাদৃশ্যের উপজীব্য ক্ষুধা। অবশ্যই ভাত বা বার্গার নয়। উন্নয়নের প্রশ্নটিও এমনই একটি মৌলিক ধারণা। সুতরাং তাদের উন্নয়ন ধারণা যেকোনো দেশ বা স্থানের উন্নয়নের বক্তব্যের নিহিত মূল আলোচনাটিকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই প্রাণের অস্তিত্ব যেই শেকড়ে সেখানে না গিয়ে তারা অযথাই ডালপালায় ঘোরাঘোরি করে মূল্যবান সময় অপচয় করছেন। এই একটি বাস্তব উদাহরণই পুরো বক্তব্যের ডিসকোর্স আপনি আপনার অনুকূলে আনতে পারেন। যেখান থেকে পরবর্তী বক্তব্যের সূত্র খুঁজে নিয়ে দলীয় বক্তব্য সমন্বয়ের মাধ্যমে বিজয়ী দলের একটি প্রাণবন্ত উপসংহার টানতে পারেন। তবে আপনার কাছে বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থাপন একটু বেশি প্রত্যাশা থাকায় প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রতীয়মান অবশ্যই সাহসিকতার মাধ্যমে দেখাতে হবে। এর মাধ্যমে সূচিত হতে পারে আপনার দলীয় বিজয় সুনিশ্চিত করার একটি নন্দন সম্ভাবনা।

www.nagorikpathagar.org

একজন আদর্শ বক্তার যে বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগী হতে হবে

* বক্তব্য উপস্থাপনের সাবলীলতা অনেকের ক্ষেত্রে সহজাত। তবে চর্চার মাধ্যমে এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে বক্তার জিহ্বার জড়তা কাটাতে বক্তব্যের Script তৈরি করে আয়নার সামনে পাঠ করে নিজের সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে এবং ক্রমাগতভাবে Trail & Error এর ভিত্তিতে নিজের বক্তব্য উপস্থাপনের একটি মাত্রা নিরূপণ করতে হবে। তবে কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত কোনো বক্তার অনুকরণ বিশুদ্ধতাকে অথবা নিজের স্বকীয়তাকে বিনষ্ট করতে পারে। সেক্ষেত্রে নিজের সম্ভাবনাগুলো উন্মোচিত না হয়ে বরং আমরণ অবরুদ্ধ নিষ্ফলতায় অপচয় হতে পারে।

* Script নির্মাণে সহজ শব্দ চয়ন বিতর্কের বোধগম্যতা নিশ্চিত করতে পারে। সেক্ষেত্রে Script নির্মাণের পরে বারবার শ্রবণের মাধ্যমে শব্দের অসামঞ্জস্যতা পরখ করে তুলনামূলক সহজ শব্দ গ্রহণ করে বক্তব্যকে অনেক বেশি সাবলীল করে তোলা সম্ভব। এক্ষেত্রে অনেক সম্পূর্ণ বক্তব্য তৈরি করে রেকর্ডে ধারণ করে বারবার শুনলে অসামঞ্জস্যতা বেশি করে চিহ্নিত করা যায়। ফলে বক্তব্যকে আরও বেশি পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করে উপস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

* তাত্ত্বিক আলোচনায় দুর্বোধ্যতা পরিহার করতে অধিক সংখ্যক রেফারেন্স ঘেঁটে সবচাইতে সাবলীল এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা খুঁজে বের করতে হবে। যাতে করে শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি না হয়। বরং বিষয়টির বোধগম্যতা তার মধ্যে পরবর্তী বক্তব্য শোনার ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে।

* ভাষা ব্যবহারে সাধু ভাষার ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে একঘেয়েমিপূর্ণ বোধ হতে পারে। আবার আঞ্চলিকতার টান কিংবা অশুদ্ধ উচ্চারণ পুরো বক্তব্যের সৌন্দর্যকে নস্যাৎ করতে পারে। সেক্ষেত্রে শব্দের ব্যবহার সাধু-চলিত ভাষার সংমিশ্রণ না করা, আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার না করা এবং অশুদ্ধ উচ্চারণ পরিহারের দিকে বিশেষত নজর রাখতে হবে।

* যেহেতু বিতর্ক এক ধরনের প্রতিযোগিতা এবং যে কোনো বক্তার জন্য নির্ধারিত সময় প্রদত্ত সময়ের দিকটি বিবেচনায় রেখে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপন থেকে বিরত থাকা, অহেতুক পুনঃ পুনঃ একই ধরনের যুক্তি পরিহার করা এবং দলীয় অবস্থানের সাথে সঙ্গতিহীন বক্তব্য পরিহারের দিকে নজর রাখা একজন বিতার্কিকের অন্যতম গুণ। একজন বিতার্কিককে অবশ্যই প্রদত্ত সময়ের মধ্যে তার বক্তব্য শেষ করতে হবে। সময়ের পূর্বে বক্তব্য শেষ করাটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।

www.nagorikpathagar.org

সনাতনী বিতর্কের বিষয়

শিক্ষা

* শিক্ষা ছাত্রমুখী হবে না বরং ছাত্রকেই হতে হবে শিক্ষামুখী।
* কেবল মুক্তবাজার অর্থনীতিই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে পরিণত করেছে শিক্ষাবাজারে।
* প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাবই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান অন্তরায়।
* ভার্চুয়াল গেমস্ শিশুদের মাঠবিমুখ হবার প্রধান কারণ।
* প্রায়োগিক বিজ্ঞান শিক্ষার অভাবই বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার একমাত্র কারণ।
* গবেষণায় বিনিয়োগের অভাবই আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* একমাত্র সুশিক্ষার মাধ্যমেই গণসচেতনতা তৈরি করা সম্ভব।
* প্রশ্নপত্র ফাঁস আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে পুস্তকবিমুখ করছে।
* বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ।
* গাইড বই সাহিত্যকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।
* বহুমুখী শিক্ষাব্যবস্থাই শিক্ষা উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* জীবনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।
* প্রশিক্ষণ ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।
* '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ শিক্ষকদেরকে ঈশ্বরের শক্তি দান করেছে।
* শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রক্রিয়া ঢেলে সাজানো মানোন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
* অতিরিক্ত ফেসবুকিং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পাঠবিমুখ করছে।

www.nagorikpathagar.org

* নিয়ন্ত্রণহীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জননিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।
* অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে হুমকির দিকে ঠেলে দেয়।
* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অবাধ ব্যবহার নাগরিক জীবনকে অস্থির করে তুলছে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তথ্যের বিভ্রাট বাড়িয়ে দেয়।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুজব সৃষ্টির একটি কার্যকর পন্থা।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণতন্ত্রায়নের অন্যতম নিয়ামক।
* পাশ্চাত্যের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার তথ্যের গোপনীয়তা ব্যহত করে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার অসৎ রাজনীতির প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার তরুণ সমাজের মানসিক বিকাশের প্রধান অন্তরায়।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার নিছক সময়ের অপচয়।
* ফেসবুকিং এর সুবিধা ব্যবহারে বয়সের সীমা ঠিক করা উচিত।
* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যক্তি সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য অর্জনের প্রধান অন্তরায়।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যতীত রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা অসম্ভব।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অসুস্থ প্রতিযোগিতাকে উসকে দেয়।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রধান অন্তরায়।
* নিয়ন্ত্রণহীন তথ্যের প্রচার সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অদক্ষ করে তোলে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দেশীয় টেলিযোগাযোগ সংস্থাগুলোকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।
* দেশীয় যোগাযোগমাধ্যমের উত্তরণ ছাড়া সার্বভৌমত্বের নিশছিদ্রতা নিশ্চিত করা অসম্ভব।
* অবাধ আকাশ সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক বহুমুখিতার নামে অপসংস্কৃতি আমদানি করছে।
* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার ছাড়া একুশ শতকের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়া অসম্ভব।
* ফেসবুকিং প্রযুক্তি সামাজিক যোগাযোগের নতুন মাত্রা উন্মোচন করেছে।
* অনিয়ন্ত্রিত ফেসবুকিং সামাজিক অদক্ষতাকে উৎসাহিত করে।
* অবাধ ফেসবুকিং কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিপথে চালিত করে।

www.nagorikpathagar.org

* ভার্চুয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের ভিত্তি তৈরি করতে ব্যর্থ।
* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধুত্বের মাত্রাকে অগভীর করে তুলছে।
* আধুনিক সেলফি সমাজ আত্মপ্রচারপ্রিয়।
* জনবহুল সেলফি স্ট্যাটাস উৎপাদনমুখী ফেসবুকিং-এর প্রধান অন্তরায়।
* রাত ১২টার পর ফেসবুকিং বন্ধ রাখা উচিত।
* সেলফি প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যক্তি সংঘাতের মাত্রাকে উসকে দিচ্ছে।
* অবাধ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুরুত্বহীন বিষয়ের অধিক প্রচার ত্বরান্বিত করে।
* শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত ফেসবুকিংই মাধ্যমটিকে জনজীবনে জনপ্রিয় করে তুলতে পারে।
* সরকারি হস্তক্ষেপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিশুদ্ধতা নস্যাৎ করবে।
* সন্ত্রাসবিরোধী প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম একটি কার্যকরী উপায়।
* জনসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ফেসবুকিং একটি মাইলফলক।
* অনিয়ন্ত্রিত তথ্যের অবাধ প্রচার জনজীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
* নিয়ন্ত্রণহীন তথ্যের প্রচার বিশুদ্ধ তথ্যের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দিয়েছে।
* ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার ছাড়া বর্তমান সময়ে যুগোপযোগী পাঠদান অসম্ভব।
* বিজ্ঞানাগারবিহীন বিজ্ঞানশিক্ষা অবান্তর।
* সেমিস্টার পদ্ধতির শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে অধিক পাঠ্যপুস্তকমুখী করে তোলে
* শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করে শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়ন অসম্ভব।
* পাঠচক্রের ধারণা বর্তমান বিশ্বে অকার্যকর।
* বাণিজ্য শিক্ষার সাথে ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
* বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মেষ শিক্ষাব্যবস্থাকে ভারসাম্যহীনতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।
* বিদ্যালয়ের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে শিক্ষকের চেয়ে প্রশাসকের ভূমিকা অধিক কার্যকর।
* উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা একটি বাস্তবতাবিবর্জিত বাক্য।
* অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের শিক্ষার্থীদের যথাযথ মেধাবিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।
* গবেষণাকর্ম ব্যতীত দেশজ জ্ঞানের সমৃদ্ধি অসম্ভব।
* তরুণ সমাজে মেধাবিকাশে সৃজনশীল চর্চা অপরিহার্য।
* পাঠ্যক্রমের আধুনিকায়ন ব্যতীত তরুণ সমাজের পাঠ্যক্রমে আগ্রহ সৃষ্টি করা অসম্ভব।
* প্রযুক্তির পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিত না করে শিক্ষাক্রমের আধুনিকায়ন অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

* পশ্চাদপদ শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষ মানবশক্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
* দেশজ জ্ঞানের প্রজনন ব্যতিরেকে আদর্শ উন্নয়ন পরিকল্পনা অসম্ভব।
* কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই বেকারত্ব বৃদ্ধির প্রধান কারণ।
* সৃজনশীল পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব।
* বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ থাকে সে পরিমাণ অর্থ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ থাকলে বাংলাদেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে।
* বাজারজাতকৃত নোট বইয়ের ওপর অপরিসীম নির্ভরশীলতাই শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বিকশিত হওয়ার প্রধান অন্তরায়।
* পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার অভাবই বাংলাদেশের যুবকদের বেকারত্বের একমাত্র কারণ।
* শিক্ষার অভাবই শিশুশ্রমের অন্যতম কারণ।
* পারিবারিক শিক্ষা নয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই আসল শিক্ষা।
* গাইড বই শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও মেধা যাচাই এর পথে প্রধান বাধা।
* মেধা নয় ভালো ফলাফলের জন্য অনুশীলনই যথেষ্ট।
* নৈতিক শিক্ষার অভাবই সর্বব্যাপী দুর্নীতির প্রধান কারণ।
* শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই বেকারত্ব সৃষ্টির মূল কারণ।
* শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌঁছানোর মাধ্যমেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব।
* শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শহরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট একটি এলাকায় গড়ে তোলা উচিত।
* শিক্ষার মানোন্নয়নে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন বৃদ্ধি করা হোক।
* উচ্চশিক্ষার সংস্কার ছাড়া বেকারত্ব দূর করা অসম্ভব।
* মেধা পাচারই আমাদের মেধা ঘাটতির প্রধান কারণ।
* মেধা পাচারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
* শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়।
* পরীক্ষার হলে নকল প্রবণতাই শিক্ষার মান সঙ্কটের জন্য দায়ী।
* পরীক্ষার হলে নকল প্রবণতা দূরীকরণে সামাজিক সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই।
* ইংরেজি স্কুলগুলো শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য তৈরি করছে।
* কম্পিউটার বই পড়ার অভ্যাস কমাচ্ছে।
* প্রযুক্তির উন্নয়ন সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলছে।
* গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা নয়, কম্পিউটার শিক্ষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব।
* মেধা পাচার রোধে উচ্চশিক্ষার নামে বিদেশ গমন বন্ধ করা উচিত।
* প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের কর্মবিমুখ করে তুলছে।

www.nagorikpathagar.org

* শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব আমাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ।
* নারীশিক্ষার অগ্রগতিই পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম পন্থা।
* বাণিজ্যই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান মূল উদ্দেশ্য।
* প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা জীবনমুখী নয়।
* উচ্চশিক্ষার সহজলভ্যতা বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করছে।
* শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমেই দ্রুততম অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।
* ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মাধ্যমেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব।
* বিদ্যালয়ের খেলাধুলা ছাত্রদের চিত্তবিনোদনের প্রধান উৎস।
* বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি করছে।
* শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কড়াকড়ির চাইতে অভিভাবকদের উদাসীনতাই বর্তমান প্রজন্মের সৃজনশীলতা বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধক।
* মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষার দুর্বলতাই বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সীমাবদ্ধতা।
* ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি করছে।
* কারিগরি শিক্ষার সুযোগ স্বল্পতাই দক্ষ জনশক্তি রফতানির প্রধান অন্তরায়।
* বই পড়ার প্রয়োজনহীনতাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান সীমাবদ্ধতা।
* পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যর্থতাই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতিকে বিকশিত করছে।
* মেধার অবমূল্যায়নই মেধা পাচারের মূল কারণ।
* শিক্ষাক্ষেত্রে কোটাপ্রথা মেধা চর্চাকে নিরুৎসাহিত করছে।
* শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার সম্পর্কহীনতাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা।
* আগামী প্রজন্মের শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্য ও দর্শনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।
* নারীশিক্ষা বিস্তারে পুরুষের ভূমিকাই মুখ্য হওয়া উচিত।
* প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি।
* বিজ্ঞাননির্ভর ব্যতীত শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্য ও দর্শনের প্রয়োজন নেই।
* শিক্ষার সংস্কার ব্যতীত অর্থনৈতিক সংস্কার মূল্যহীন।
* মেধা নয় ভালো ফলাফলের জন্য অনুশীলনই যথেষ্ট।
* নারীর শিক্ষার অভাবই বাল্যবিবাহের মূল কারণ।
* ধর্মীয় শিক্ষাই পারে মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে।
* যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব আমাদের সামাজিক মূল্যবোধগুলোকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।
* যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষার অভাব মৌলবাদী চেতনা উসকে দেবার প্রধান কারণ।
* বাণিজ্য শিক্ষার পাঠ্যক্রম পুনর্বিন্যাস ব্যতীত বিশ্বায়নের কুফল মোকাবিলা করা অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

* শিক্ষার জন্য আর্থিক সঙ্গতি নয়, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশই বেশি প্রয়োজন।
* দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা নয় বরং রাজনৈতিক অস্থিরতাই শিক্ষাঙ্গনকে স্থবির করছে।
* শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই বেকারত্ব সৃষ্টির প্রধান উৎস।
* বর্তমান প্রেক্ষিতে শিক্ষা অধিকার নয় সুযোগ।
* একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার মানকে ত্বরান্বিত করবে।
* শুধু উচ্চশিক্ষা নয়, যথার্থমানের উচ্চশিক্ষাই জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি।
* সাধারণ শিক্ষা নয়, কারিগরি শিক্ষাই বাংলাদেশের উন্নয়নের চাবিকাঠি।
* পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমেই নকল প্রতিরোধ সম্ভব।
* গ্রামমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত সুষম শিক্ষা অপরিহার্য।
* পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ডাবল শিফট চালু করা উচিত।
* স্বনির্ভরতার জন্য উচ্চশিক্ষা নয়, পরিশ্রমই যথেষ্ট।
* সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ব্যতীত সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

কোচিং সেন্টার

* কোচিং সেন্টারের প্রসার শিক্ষাকে সংকুচিত করেছে।
* বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতায় কোচিং সেন্টার ব্যবসা প্রসারিত হয়েছে।
* শিক্ষার বাণিজ্যিকায়ন রোধ করতে এই মুহূর্তে কোচিং সেন্টার বন্ধ করে দেয়া উচিত।
* কোচিং সেন্টারগুলো সহায়ক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করছে।
* কোচিং সেন্টার বন্ধ করলে মেধাতালিকায় শহরের মান কমে যাবে।
* কোচিং এর শিক্ষা, শিক্ষা নয় বাণিজ্য।
* কোচিং সেন্টার লেখাপড়ার মান কমাচ্ছে।
* কোচিং সেন্টারগুলোতে বিনিয়োগ লাভজনক।
* কোচিং সেন্টার এবং সনদমুখী শিক্ষা একই।
* কোচিং সেন্টার প্রমাণ করে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দুর্বল।
* শিক্ষকদের বেতন বাড়ালেই কোচিং সেন্টার থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা মুক্তি পাবে।
* বাণিজ্যিক স্কুল-কলেজগুলো নামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আসলে কোচিং সেন্টার।
* কোচিং সেন্টার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা নয়, মন্ত্রণালয়ের দুর্বলতা।
* শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের অভাবেই শিক্ষার্থীরা কোচিংমুখি।
* কোচিং বাণিজ্যের প্রধান কারণ সরকারের উদাসীনতা।
* কোচিং নির্ভরতাই শিশুর সৃজনশীলতা ধ্বংসের একমাত্র কারণ।
* কোচিং ব্যবস্থাই আজকের শিশুদের মানসিক উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* শিক্ষাব্যবস্থায় কোচিং সংস্কৃতি শিক্ষার মানকে নিম্নমুখী করছে।

www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযুদ্ধ

* মুক্তিযুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি।

* মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ প্রজন্ম চাইলে এখনই প্রতি শ্রেণিতে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক আলাদা পাঠ্যবই প্রয়োজন।

* অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

* গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

* ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠাই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

* বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠাই মুক্তিযুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

* মৌলবাদই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়।

* অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রধানতম লক্ষ্য।

* বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে না।

* ভাষা শহিদদের স্বপ্ন আজও পূর্ণতা পায়নি।

* দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অঙ্গীকার।

* বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিচ্যুত বলেই দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে।

* মুক্তিযোদ্ধারাই শুধু মুক্তিযুদ্ধ করেছেন।

* রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সফল সাহিত্যের উন্মেষ ঘটেনি।

* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ ভূলুণ্ঠিত।

* তিন দশকের সমীকরণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ মৃতপ্রায়।

* মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ কোটাব্যবস্থা মুক্তিযোদ্ধাদেরই অবমূল্যায়নের শামিল।

* ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল সময়ের অপরিহার্য বাস্তবতা।

* স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ তৈরি জাতিকে বিভক্ত করারই নামান্তর।

* তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রবীণরা।

* আমাদের জাতিসত্তা বিকাশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অপরিহার্য।

* আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ প্রয়োজন।

* পদ্মা-মেঘনা-যমুনার স্রোতে আজও মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত বয়ে চলেছে।

* বাংলাদেশ তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মূল্যায়ন করেনি।

* দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশই হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অঙ্গীকার।

* ৭১ আমাদের স্বাধীন ভূমি দিয়েছে কিন্তু স্বাধীন মন দেয়নি।

* মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালিত্ব রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার।

* স্বাধীনতার চেতনা বিনির্মাণে ৭ মার্চই মূল অনুপ্রেরণা।

* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

* মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক সংস্কৃতিই পারে তরুণ সমাজের অবক্ষয় রোধ করতে /মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে।

* মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তৈরি বর্তমান প্রেক্ষাপটে কল্পনাবিলাস মাত্র।

* আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ৯ মাসের নয় দু'শ বছরের।

www.nagorikpathagar.org

* ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ ছিল ভাষা আন্দোলনের চেতনায় প্রতিফলন।
* ১৬ ডিসেম্বর এখন আর কর্ম নয় আবেগ দিয়েই উপলব্ধি করা হয়।
* স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা আজও মূল্যায়িত হয়নি।
* দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশই হোক মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অঙ্গীকার।
* মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর আমাদের ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত।
* স্বাধীনতার চেতনা বিনির্মাণে ৭ মার্চই মূল অনুপ্রেরণা।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

* তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির জন্য হুমকিস্বরূপ।
* তথ্য প্রযুক্তি নয়, কৃষিভিত্তিক শিল্পব্যবস্থার উন্নয়নই আমাদের বেশি প্রয়োজন।
* বেসরকারীকরণই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির একমাত্র উপায়।
* কপিরাইট আইনের দুর্বলতাই সফটওয়ার শিল্প বিকাশের প্রধান বাধা।
* তথ্যপ্রযুক্তিই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ার।
* দারিদ্র্য বিমোচন নয়, তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নই বর্তমান শতকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
* লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়নের চিন্তা অসম্ভব।
* প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণেই কেবলমাত্র অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব।
* দক্ষ জনশক্তি নয় বরং সক্ষম উদ্যোক্তার অভাবই তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমাদের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ।
* বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তিই বাংলাদেশের একমাত্র অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।
* তথ্যপ্রযুক্তির উত্তরণ নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলবে।
* তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ব্যতীত তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অসম্ভব।
* প্রযুক্তি নির্ভরতা ব্যতীত বর্তমানের সামাজিক পরিবর্তন অসম্ভব।
* প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাই কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
* তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশই মানুষকে সাহিত্যবিমুখ করেছে।
* ফেসবুকিং মানুষের অপ্রাপ্তির বোধকে উসকে দেয়।
* সেলফি সমাজ একটি আত্মপ্রচারপ্রিয় সমাজ।
* সেলফি সমাজ একটি অন্তর্মুখী সমাজ।
* সেলফি প্রজন্ম ব্যক্তিকেন্দ্রিক।
* সমাজের সাথে ভারসাম্যহীন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার আমাদের জাতীয়তাবাদকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।
* প্রযুক্তির বাজারে আধিপত্যই বর্তমানে উন্নতির মূল মানদণ্ড।
* ফেসবুক মানুষকে সামাজিক নয়, অসামাজিক করে তোলে।
* কম্পিউটার আমাদের শারীরিক উন্নতি নয়, অবনতি ঘটায়।
* ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা তরুণ সমাজ ধ্বংসের মূল কারণ।
* বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন মূলত প্রযুক্তিনির্ভর।

www.nagorikpathagar.org

* পারমাণবিক গবেষণার অধিকার উন্মুক্ত করে দেয়া উচিত।
* তথ্যপ্রযুক্তি নব্য সাম্রাজ্যবাদের প্রধান হাতিয়ার।
* বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলো সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করছে।
* বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবই গ্রামীণ অনুন্নয়নের প্রধান কারণ।
* এই মুহূর্তে প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারই অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে।
* দক্ষ জনশক্তি নয় বরং সক্ষম উদ্যোক্তার অভাবেই তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমরা পশ্চাৎপদ।
* তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন অপরিহার্য।
* বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন মূলত প্রযুক্তিনির্ভর।
* বর্তমান প্রজন্ম বিজ্ঞানমনস্ক।
* প্রযুক্তিনির্ভরতাই দারিদ্র্য বিমোচনের বৈশ্বিক লড়াইয়ের স্থায়ী সমাধান।
* প্রযুক্তির জোয়ারে সাহিত্য আজ নির্বাসনে।
* কৃষিখাতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই খাদ্যে স্বনির্ভর হওয়া সম্ভব।
* প্রযুক্তির উদ্ভাবন নয়- প্রযুক্তির ব্যবহারই দ্রুত উন্নতির উপায়।
* প্রযুক্তির উৎকর্ষতাই দুর্নীতি দূরীকরণের প্রধান উপায়।
* প্রযুক্তির উন্নয়ন সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলছে।
* তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের কাছে সব সময়ই স্বপ্ন, কখনোই বাস্তব নয়।
* তথ্যপ্রযুক্তিকে আমাদের উন্নয়ন কৌশলে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।
* তথ্যপ্রযুক্তির বিশ্বায়নই তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য নিরসনে সক্ষম অথবা কেবলমাত্র তথ্য প্রযুক্তির বিশ্বায়নই তৃতীয় বিশ্বের দারিদ্র্য দূর করতে পারে।
* কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর প্রশাসনিক ব্যবস্থাই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে পারে।
* এ মুহূর্তে প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহারই অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে সক্ষম।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি

* আমাদের ইতিহাস বিকৃত তাই সুনির্দিষ্ট কোনো ঐতিহ্য নেই।
* সঠিক ঐতিহ্য চেতনার অভাবেই আমাদের জাতীয়তাবাদ বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।
* আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণিই প্রকৃত ঐতিহ্য লালন করছে।
* আমাদের ঐতিহ্য বিশ্বকেন্দ্রিক।
* আমাদের ঐতিহ্য চিন্তার থেকে ভবিষ্যৎ চিন্তার বেশি প্রয়োজন।
* কাল পরিক্রমায় দেশীয় ঐতিহ্য হয়ে যাচ্ছে একটি কেতাবি বস্তু।
* বর্তমান প্রজন্ম দেশীয় ঐতিহ্য পালনে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে।
* পহেলা বৈশাখ আজ শুধুই আনুষ্ঠানিকতা।
* পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনে দেশীয় ঐতিহ্য বিলুপ্তপ্রায়।
* পশ্চিমা সভ্যতার অংশ হয়েই আমাদের উন্নত হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

* পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ দেশীয় সংস্কৃতি বিকাশে প্রধান বাধা
* হিমুর মতো চরিত্রগুলো আমাদের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করছে।
* এই প্রজন্ম বিল গেটস এর, রবীন্দ্রনাথ এর নয়।
* বর্তমান বিশ্বের দ্বন্দ্ব মূলত সাংস্কৃতিক।
* স্যাটেলাইট সংস্কৃতি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিপন্ন করে তুলছে।
* মৌলবাদের উত্থান বাঙালি সংস্কৃতির জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি।
* সংস্কৃতি বিকাশের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অপরিহার্য নয়।
* আগামীতে পূর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতি অভিন্ন হবে।
* গণমাধ্যমের ব্যর্থতাই বর্তমান প্রজন্মকে সংস্কৃতির মৌল বিষয়গুলোর চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।
* উগ্র জাতীয়তাবোধ নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি গভীর আস্থার প্রকাশ।
* আমাদের গণমাধ্যম উন্নয়নমুখী নয়।
* আমাদের গণমাধ্যম স্বাধীন।
* আকাশ সংস্কৃতি এদেশের তরুণ সমাজকে বিপথগামী করছে।
* গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কল্পনা মাত্র।
* মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সাংস্কৃতিক নয়, রাজনৈতিক।
* আগামী দশকে সংস্কৃতিই হবে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান হাতিয়ার।
* আকাশ সংস্কৃতি আমাদের দেশের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি।
* দর্শক নয়, পরিচালকরাই দেশীয় চলচ্চিত্রের অশ্লীলতার প্রধান কারণ।
* মধ্যবিত্তরাই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় প্রধান ভূমিকা রাখছে।
* হ্যারি পটারের আগ্রাসনে ডালিমকুমার আজ বিস্মৃত।
* পাশ্চাত্যের যান্ত্রিকতা আমাদের কাব্য প্রতি কমিয়ে দিচ্ছে।
* বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে আমাদের চলচ্চিত্রে সেন্সর প্রথা অর্থহীন।
* আমাদের সাহিত্যে কোনো উপযুক্ত নায়ক চরিত্র নেই।
* একুশ আজ একটি ব্যর্থ উৎসব।
* বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বাংলা একাডেমির ভূমিকা প্রশংসার যোগ্য নয়।
* আমাদের বিজ্ঞাপন মাধ্যমটিকে আলাদা শিল্পের মর্যাদা দেয়া হোক।
* গণমাধ্যম গণমানুষের কথা বলে না।
* স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্যে জীবনবোধের গভীরতা হ্রাস পেয়েছে।
* স্বাধীনতাত্তোর বাঙালি সংস্কৃতিতে অর্জনের চেয়ে সহিষ্ণুতাই বেশি।
* বাঙালিয়ানা আজ কেবল পুস্তকেই আবদ্ধ।
* ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ ছিল একটি রাজনৈতিক ভুল।
* স্যাটেলাইট সংস্কৃতির বিস্তারই যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ।
* জাতীয় সংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত জাতীয় মুক্তি অসম্ভব।
* সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই নৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* জাতীয় সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ব্যতীত স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন অসম্ভব।
* স্যাটেলাইট সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা।
* ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে প্রধান বাধা।
* হালের ফ্যাশনে আজ জীবনবোধ অনুপস্থিত।
* দেশীয় মূল্যবোধ বিপন্ন হওয়ার জন্য আকাশ সংস্কৃতিই দায়ী।
* নতুন প্রজন্মকে অপসংস্কৃতি থেকে বাঁচানোর উপায় সংস্কৃতি সচেতন করে তোলা।
* আকাশ সংস্কৃতি নয়, পরিচর্যার অভাবই দেশীয় সংস্কৃতি ধ্বংসের কারণ।
* আকাশ সংস্কৃতি শহরের তুলনায় গ্রামের সংস্কৃতিকে বেশি ক্ষতি করছে।
* আকাশ সংস্কৃতির দাপটে বাঙালি সংস্কৃতি শেষ অবধি মূল ধারা থেকে বিচ্যুত হবে।
* কোনো সংস্কৃতিই অপসংস্কৃতি নয়।
* বাধাহীন বিনিময়ই আমাদের সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে।
* আমাদের বৈশাখ পোশাকে আছে, চেতনায় নেই।
* অনুকরণ প্রবণতাই আমাদের সংস্কৃতিকে সঙ্কটাপন্ন করে তুলছে।
* সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বই সংস্কৃতির বিকাশের নিয়ামক।
* সংস্কৃতি আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক অবস্থার প্রতিফলক নয়।
* সংস্কৃতির জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় এদেশে অর্থহীন।
* আজ শিক্ষার চেয়ে সংস্কৃতি জরুরি।
* বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পাঠ্যক্রমে আজ বিবর্তন অনুপস্থিত।
* চাকরিরবাজার নয়, শিক্ষার নিম্নমানই শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষাবিমুখ করছে।
* জিএম শস্য জৈবনিরাপত্তার জন্য হুমকি।
* বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান গবেষণায় প্রধান বাধা শিক্ষকদের মানসিকতা।
* বাংলাদেশে বিজ্ঞান গবেষণায় কৃষির সর্বাধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত।
* বিজ্ঞানবিমুখতাই এখন যুগের চাহিদা।
* কর্মসংস্থানের অভাব নয়, সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের অভাবই এ প্রজন্মকে বিজ্ঞানবিমুখ করে তুলছে।
* আগামী বিশ্ব যতটা না বাণিজ্যের তার চেয়ে বেশি বিজ্ঞানের।
* বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন একটি শ্বেতহস্তী।
* কর্মসংস্থানমুখী শিক্ষার ব্যবস্থার ফলেই আর সত্যেন বোসের আবির্ভাব হচ্ছে না।
* বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিউটনের তৃতীয় সূত্র খাটে না।
* এরাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হবে।
* এই বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার ওপর অভিকর্ষের প্রভাব নেই।
* অত্যানুকূল পরিবেশ ছাড়া বিপ্লব হয় না।
* পরমাণু গবেষণা উন্মুক্ত করা হোক।

www.nagorikpathagar.org

* নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার আগামীতে শক্তির সঙ্কট মোকাবেলায় যথেষ্ট।
* প্রান্তিক সমাজে তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহারই প্রকট।
* ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে।
* ইতিহাস অনেককেই ক্ষমা করে।
* প্রাচ্যের ইতিহাস নিছক ধর্মের ইতিহাস।
* পৃথিবীর তাবৎ ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।
* আমাদের ইতিহাসে বীরত্বের চেয়ে গ্লানি বেশি।
* ইতিহাস বলতে কিছুই নেই, সবই জীবনী।
* ইতিহাস মুজিব জিয়াকে অনুসৃচিত করে।
* কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা নিরপেক্ষ ইতিহাস তৈরি এদেশে সম্ভব না।
* আমাদের সঠিক ইতিহাস রচিত হওয়ার সম্ভাবনা আর নেই।
* আদর্শ ইতিহাস পরিবর্তনে সহায়ক।
* আমাদের ইতিহাসে ৭৫ এর জায়গা নেই।
* ৭৪ এর সঠিক ইতিহাস তখনকার সরকারকে রক্ষা করে।
* ইতিহাসজ্ঞান না থাকায় আমরা পিছিয়ে।
* উপমহাদেশের ইতিহাসে সাহসের থেকে প্রতারণা বেশি।
* ধর্মনিরপেক্ষতা ইতিহাসের কালস্রোতে হারিয়ে গেছে।
* ইতিহাস বার বার আসে ফিরে।
* আমাদের ইতিহাস জাতিরজনক খুঁজে পায়নি।
* আমাদের ইতিহাসে কোনো স্বর্ণযুগ নেই।
* এরশাদের ৯ বছর আমাদের ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়।
* ইতিহাস নিজেকেই সৃষ্টি করে।
* ইতিহাস অমর নয়, অমর তার প্রেক্ষাপট।

পরিবেশ

* শিল্পোন্নত বিশ্বের আগ্রাসী মনোভাবই পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
* সরকার কর্তৃক তৈরিকৃত জনসচেতনতাই একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ-পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করতে পারে।
* তিস্তা চুক্তি বাস্তবায়নে ভারত সরকারের ভূমিকাই প্রধান।
* গ্রিনহাউস ইফেক্টই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।
* অতিমাত্রায় বনভূমি নিধনই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ।
* নিরাপদ জ্বালানির অভাবই হবে আগামী শতকে আমাদের প্রধান বিপর্যয়।
* পরিবেশ সংরক্ষণ প্রশ্নে মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে আমরা ব্যর্থ।
* পরিবেশ উন্নয়নের পথে পরনির্ভর অর্থনীতিই প্রধান বাধা।
* পরিবেশের বিপর্যয় রোধই এই শতকের বড় চ্যালেঞ্জ।

www.nagorikpathagar.org

* মঙ্গলাভিযান মানবসভ্যতার জন্য নিশ্চয়ই অপচয়।
* এই সংসদ ভিনগ্রহবাসীদের আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।
* রাষ্ট্রীয় আইনই হতে পারে পরিবেশের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।
* তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যাই পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী।
* সামাজিক আন্দোলনই পারে বাংলাদেশকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে।
* নদীদূষণই বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
* আগামী সংকট পরিবেশের নয় ক্ষুধার।
* কার্বন নিঃসরণই নগরীর পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী।
* শিল্পোন্নত বিশ্বের আগ্রাসী মনোভাবই পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
* অপরিকল্পিত নগরায়ণই পরিবেশের স্বাভাবিক চক্র বিনষ্ট করছে।
* সভ্যতার অতি আধুনিকায়নই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী।
* পরিবেশ দূষণ রোধে জাতিসংঘ আজ অনেকটাই ব্যর্থ।
* জলবায়ুর ভারসাম্যহীনতাই পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
* পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নয় বরং সতর্কতামূলক পদক্ষেপ বেশি জরুরি।
* নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই পরিবেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।
* ভারসাম্যহীন পরিবেশই সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীন অর্থনীতি।
* খাদ্যে বিষক্রিয়া অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফসল।
* পরিবেশ দূষণই অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।
* রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগ নয়, সামাজিক আন্দোলনই পারে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে।
* পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নয় বরং প্রয়োজন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।
* দক্ষ প্রশাসনই পারে দূষণমুক্ত নগরী গড়তে।
* ভবিষ্যৎ পৃথিবীর লক্ষ্য পরিবেশ দূষণ রোধ নয়, পরিবেশ বিশুদ্ধকরণ।
* তৃতীয় বিশ্বের জন্য পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন অবাস্তব কল্পনামাত্র।
* ঢাকার অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ মানেই পরিবেশ বিষয়ে সচেতন মানুষ নয়।
* পরিবেশ দূষণ রোধই হবে একুশ শতকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
* পরিকল্পিত নগরায়ণের মাধ্যমেই পরিবেশ বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।
* পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করার ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল নয়, উন্নত দেশগুলোই দায়ী।
* মূলত সচেতনতার অভাব নয়, আর্থিক অসচ্ছলতাই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করার জন্য দায়ী।
* পরিবেশ রক্ষায় সামাজিক অঙ্গীকারের চাইতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
* পরিবেশ সচেতনতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিলাসিতা মাত্র।

www.nagorikpathagar.org

* পরিবেশ দূষণে দরিদ্র দেশের চাইতে ধনী দেশগুলোই অধিক দায়ী।
* দারিদ্র্য দূরীকরণ নয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাই এ সময়ের মূল দাবি।
* উন্নয়নশীল বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়ে উন্নত বিশ্বই দায়ী।
* পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজের ভূমিকা রাষ্ট্রের চেয়ে অধিক।
* কেবলমাত্র ব্যাপক বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মাধ্যমেই পরিবেশের বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব।
* পরিবেশ বিপর্যয়ই হবে এই শতকের প্রধান সমস্যা।
* ব্যাপক সামাজিক বনায়নের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব।
* ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধনই বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়ের মূল কারণ।
* নগরায়ণ নয় বরং বনায়নই আমাদের মূল পদক্ষেপ হওয়া উচিত।
* অতি ভোগপ্রবণতাই ব্যাপক হারে বৃক্ষ নিধনের মূল কারণ।
* নিকট ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় হুমকি পরিবেশ বিপর্যয়।
* তৃতীয় বিশ্বের জন্য পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন অবাস্তব কল্পনামাত্র।
* অতিমাত্রায় বনভূমি নিধনই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ।
* জাতীয় বাজেটে মূল ফোকাস হওয়া উচিত পরিবেশ।
* পলিথিন নয়, পাটের অধিক ব্যবহারই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।
* অধিক পরিমাণে বৃক্ষরোপণই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।
* পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পলিথিনের ব্যবহার বন্ধ করা উচিত।
* পরিবেশ রক্ষায় অনুন্নত বিশ্বের ভূমিকাই গৌণ।

গণতন্ত্র, রাজনীতি ও সুশাসন

* রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাই উন্নয়নের পূর্বশর্ত।
* ছাত্ররাজনীতি শিক্ষার পরিবেশকে কুলষিত করেছে।
* মৌলবাদী রাজনীতিই বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ।
* সুস্থ রাজনৈতিক চর্চা রাজনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ।
* গণসচেতনতার মাধ্যমেই দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
* কেবলমাত্র গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমেই সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব।
* জনসচেতনতা ব্যতিরেকে সুশাসন আশা করা যায় না।
* রাষ্ট্রীয় কজে বিরোধীদলের অংশগ্রহণ না থাকায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
* অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থহীন।
* হরতাল, ধর্মঘটের রাজনীতিই জাতিকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে।
* আদর্শিক লড়াইয়ের মাধ্যমেই রাষ্ট্রকে অন্ধত্ব ও জড়তার অনুসারী থেকে মুক্ত করা সম্ভব।
* চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত না হলে রাষ্ট্র প্রদত্ত অন্যান্য অধিকারগুলো খর্ব হয়।
* জনসাধারণের ওপরে নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের জন্য কোনো সুফল বয়ে

www.nagorikpathagar.org

আনবে না।
* কেবল একটি কর্তৃত্ববাদী সরকারই পারে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে।
* নাগরিকের সচেতন নজরদারিই পারে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে।
* কিছু সময়ের জন্য ভিন্নমত দমন না করলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্ভব নয়।
* অবকাঠামোগত উন্নয়ন নয়, একটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত জাতির মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়ন।
* উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে হলে জাতির মনস্তাত্ত্বিক উন্নয়নই আগে প্রয়োজন।
* একটি মুক্তমনা জাতিই কেবল পারে নিজেদের আধুনিক এবং উন্নত বলে দাবি করতে।
* সরকারব্যবস্থা হিসেবে সংসদীয় নয় রাষ্ট্রপতি পদ্ধতিই উন্নত।
* রাজনীতিতে বয়স্করাই বাংলাদেশের দুর্দশার প্রধান কারণ।
* রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাই দেশের উন্নতির পথে প্রধান বাধা।
* নিম্ন আয়ের দেশে গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র জরুরি।
* গণতন্ত্রে গণ আছে তন্ত্র নেই।
* ৩য় বিশ্বে গণতন্ত্র মূর্খের শাসন।
* পশ্চিমা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতারণা গণতন্ত্র।
* দরিদ্র বিশ্বে গণতন্ত্র আভিজাত্যের জন্মদাতা।
* ৩য় বিশ্বে গণতন্ত্র মানে সামরিক বাহিনীর কনসেশন।
* অর্থনৈতিক সু স্বাধীনতা ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন।
* রাষ্ট্রীয় কাজে বিরোধী দলের অংশগ্রহণ না থাকার ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
* অংশগ্রহণই অর্ধবিজয়।
* বিনিয়োগে বিদেশি অংশগ্রহণ এদেশকে নব্য উপনিবেশে পরিণত করবে।
* অংশগ্রাহক না হয়ে নেতা হবার প্রবণতাই এ দেশে অসংখ্য দল সৃষ্টির কারণ।
* অযোগ্য অংশগ্রহণ যোগ্যের পরাজয়ের চেয়ে গ্লানিকর।
* বহুদলীয় গণতন্ত্রের চাইতে দ্বি-দলীয় গণতন্ত্র উত্তম।
* একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি অপ্রয়োজনীয়।
* জনসচেতনতাই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্ত।
* রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চাই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।
* তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো গণতন্ত্রের জন্য উপযুক্ত নয়।
* জনসচেতনতাই গণতন্ত্র বিকাশের প্রধান শর্ত।
* বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের মানসিকতাই উপমহাদেশীয় রাজনীতির প্রধান অন্তরায়।
* দুর্বল অর্থনৈতিক কাঠামোই গণমানুষের রাজনৈতিক অবচেতনতার মূল কারণ।
* শ্রেণীসংঘাতই রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশে সবচেয়ে বড় বাধা।

www.nagorikpathagar.org

* আমাদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ম্লান করে ফেলেছে।
* আমাদের আর্থসামাজিক বাস্তবতাই বুর্জোয়া রাজনীতি বিকাশের প্রধান কারণ।
* অভিনেতা হিসেবে রাজনীতিবিদরাই সফল।
* ১১ই জানুয়ারি রাজনীতিবিদদের ব্যর্থতা নয় বরং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ফসল।
* তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি ব্যর্থ ধারণা।
* নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মতামত প্রতিফলিত হয় না।
* দুর্বল গণতন্ত্রের চেয়ে শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রই তৃতীয় বিশ্বের জন্য গ্রহণযোগ্য।
* ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আর কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন নেই।
* স্বাধীন নির্বাচন কমিশন থাকলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রয়োজন নেই।
* শক্তিশালী অর্থনীতি গণতান্ত্রিক সাফল্যের পূর্বশর্ত।
* বিপথগামী গণতন্ত্রের চেয়ে একনায়কতন্ত্র শ্রেয়।
* প্রশাসন নয়, প্রার্থীরা পারে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে।
* তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা গণতন্ত্রের জন্য হুমকি।
* রাজনীতিই বাংলাদেশের মানুষের অবনতির মূল কারণ।
* রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনে সুশীলসমাজ কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।
* আমরা ১১ই জানুয়ারির জন্য অনুতপ্ত।
* দারিদ্র্যই রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রধান কারণ।
* সকল ক্ষেত্রে কোটাপ্রথা নিষিদ্ধ করা উচিত নয়।
* সংস্কার একটি ধারণা মাত্র।
* আমাদের বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
* বর্তমান বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অসম্ভব।
* স্বাধীনতার অপব্যবহারই স্বাধীনতাকে অর্থহীন করেছে।
* আমাদের পূর্বপুরুষের অসতর্কতাই বর্তমান প্রজন্মকে স্বাধীনতার ফল ভোগ করতে দিচ্ছে না।
* মৌলবাদ নয়, গণনিঃস্পৃহতাই স্বাধীনতাকে হুমকির সম্মুখীন করছে।
* আমাদের স্বাধীনতার বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা আজ এক অলীক কল্পনা।
* বাঙালি হিসেবে আমি গর্বিত।
* ৭১-এর যুদ্ধ একটি অসমাপ্ত যুদ্ধ।
* ৭১ আবার আসুক।
* বাংলাদেশের জন্য আগামী দিনগুলো অপার সম্ভাবনাময়।
* স্বপ্নের বাংলাদেশ এ প্রজন্মের হাতেই গঠিত হবে।
* তরুণ প্রজন্মই গড়ে তুলবে স্বপ্নের বাংলাদেশ।
* এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিচ্যুত।
* ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে শ্রমজীবীদের ভূমিকা বেশি ছিল।
* নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণেই বাংলাদেশ আজ ব্যর্থ।

www.nagorikpathagar.org

* দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচনে ভোটের রাজনীতির চেয়ে জোটের রাজনীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
* রাজনীতিই জনগণকে রাজনীতিবিমুখ করে।
* ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করা হলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব মেধাহীন হয়ে পড়বে।
* একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাঙ্গনে ছাত্ররাজনীতি অপ্রয়োজনীয়।
* রাজনীতিবিদরা নয় এ দেশের সাধারণ মানুষই স্বাধীন বাংলাদেশ এনেছে।
* রাজনীতিবিদদের অন্তর্দ্বন্দ্বই বিদেশি হস্তক্ষেপকে ত্বরান্বিত করে।
* বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতিই গণতন্ত্র বিকাশের প্রধান সহায়ক।
* স্বতঃস্ফূর্ত গণআন্দোলনই পারে সমাজ পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে।

সামাজিক বিজ্ঞান

* সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তরুণ প্রজন্মকে অসামাজিক করে তুলেছে।
* বাণিজ্য শিক্ষা সমাজবিজ্ঞানের অংশ নয়।
* সামাজিক বিজ্ঞান সামাজিক ব্যবস্থার ধারণাকে লালন করতে পারেনি।
* সামাজিক ব্যবসায় তৃতীয় বিশ্বের উদ্ভাবন।
* সামাজিক ব্যবসার প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব নয়।
* আর্থ-সামাজিক অবস্থা একটি জাতির ভবিষৎ বিনির্মাণের প্রধান নিয়ামক।
* দুর্বল সামাজিক ব্যবস্থা দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের উত্তরাধিকার।
* পশ্চাৎমুখী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের জাতীয় স্বাস্থ্যের দুর্বলতার প্রধান উপজাত।
* সুশিক্ষা ব্যতীত দায়িত্বশীল নাগরিক সমাজ একটি নিছক কল্পনা।
* শ্রমের মর্যাদা নিশ্চিত না করে উন্নত সমাজ নকল করা একটি করুণ পরিহাস।

আইন, সংবিধান, বিচার

* সংবিধানের ৫৭ অনুচ্ছেদই মুক্তবুদ্ধি চর্চার প্রধান অন্তরায়।
* একবিংশ শতাব্দীর শিকলের নাম সংবিধান।
* আইন প্রয়োগে কঠোরতাই ট্রাফিক জ্যাম নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়।
* আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত জনজীবনে শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা অসম্ভব।
* পুলিশ বাহিনীর অসততাই আমাদের আইন প্রয়োগের প্রধান অন্তরায়।
* আমলাতান্ত্রিক অদক্ষতা আইন প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায়।
* দুর্বল বিচারব্যবস্থা আমাদের আইনের প্রতি বিনম্রশ্রদ্ধার মূল কারণ।
* সুশিক্ষার অভাবই আমাদের যথাযথ আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে।
* ত্রুটিপূর্ণ বিচারব্যবস্থা অপরাধীর যথাযথ শাস্তি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ।
* দুর্বল পর্যবেক্ষণের কারণে আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়।
* কেবলমাত্র ন্যায়পাল নিয়োগের মাধ্যমেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

* আইন সর্বদা সবলের পক্ষে।
* জনসচেতনতা ব্যতিরেকে নিম্ন আদালতের কাছ থেকে ন্যায়বিচার আশা করা অবস্তব।
* নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালতের সমন্বয়হীনতা আমাদের বিচারব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা।
* বিচারপতিদের শীতকালীন অবকাশ বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রীতাকে ত্বরান্বিত করে।
* কেবলমাত্র বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করার মাধ্যমে সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।
* গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা নীতিমালা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।
* গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা নীতিমালা মানবাধিকারের প্রশ্নে একটি মাইলফলকের উন্মোচন।
* শুধুমাত্র নীতিমালা প্রণয়ন করে গৃহকর্মীদের নিরাপত্তা প্রদান করা সম্ভব নয়।
* গৃহকর্মী নীতিমালা শ্রমিক অধিকার আইনের সাথে সাংঘর্ষিক।
* নীতিমালা আইন প্রণয়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ।

চিকিৎসা

* গণসচেতনার মাধ্যমেই মারণব্যাধি এইডসের মোকাবেলা করা সম্ভব।
* মানবকোলন সভ্যতার সুস্থ বিকাশে অন্যতম প্রধান হুমকি।
* ঔষুধ শিল্পের মান উন্নয়নে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।
* কেবলমাত্র যথাযথ নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসকদেরকে রোগীর সেবায় আত্মনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।
* সেবা খাতের উচ্চ ব্যয় আমাদের দেশের রোগীদেরকে বিদেশে চিকিৎসা গ্রহণে প্রলুব্ধ করে।
* ঔষধ শিল্পের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই খাতটি রফতানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রধান উপকরণ হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।
* জ্ঞানহীন চিকিৎসক, উপায়হীন রোগী।
* আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানোর একমাত্র উপায় মেডিক্যাল কলেজ বাড়ানো।

ধর্ম ও কুসংস্কার

* ধর্মীয় অনুশাসনই পারে সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করতে।
* সাম্প্রদায়িকতা অবাধ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।
* সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ধর্মীয় নয় একটি অর্থনৈতিক সমস্যা।
* জনসচেতনতার অভাবই বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ।
* অপশিক্ষা নয় সামাজিক ঐতিহ্য আমাদের ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রধান কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* সুশিক্ষিত সমাজব্যবস্থাই কুসংস্কারমুক্ত জাতিগঠনের একমাত্র নিয়ামক।
* ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিকতার উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।
* পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা মানুষের মানবতাবোধকে জাগ্রত রাখার একমাত্র উপায়।
* বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত কুসংস্কারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব।
* কুসংস্কারাচ্ছন্নতা অভিশাপ নয়, দীর্ঘদিনের সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার ।
* জন্মগতভাবেই মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন।
* কুসংস্কারমুক্ত সমাজ দুর্নীতিমুক্ত সমাজ নিশ্চিত করতে পারে না।
* সবকিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে।
* কুসংস্কার আর কিংবদন্তি এক এবং অবিচ্ছেদ্য ।
* কিংবদন্তি একটি জনপ্রিয় অপপ্রচার।
* ধর্মহীনতাই মূলত ধর্মীয় মৌলবাদীদের উস্কে দেয়।
* ঈশ্বর নেই।
* ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত।
* ঈশ্বর ধারণা থাকলে বর্তমানে স্বল্প সময়েই মানব অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।
* ঈশ্বর জীবননাট্য রচনায় ব্যর্থ বিধাতা।
* আগামী দিনে ঈশ্বরের আস্থা বিলীন হবে।
* ঈশ্বর হচ্ছে মানবজীবনের মধুরতম গুজব।
* মানবতার সর্বাধিক শান্তি নিশ্চিতকারী বিষয়ের নাম ঈশ্বর।
* নিরীশ্বরবাদীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা কম।
* অনগ্রসর মহাদেশে/অঞ্চলে অন্ধ ঈশ্বর ভক্তি বেশি।
* প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর এক তবে তাদের সম্মিলিত ঈশ্বর এক নন।

খেলাধুলা
* শক্তিশালী ক্লাব ফুটবলই বিশ্ব ফুটবলে ইউরোপীয় আধিপত্যের একমাত্র কারণ।
* পেশাদারিত্বের অভাব দেশের খেলার অঙ্গনে অনগ্রসরতার প্রধান কারণ।
* কেবলমাত্র স্কুল পর্যায়ের নিয়মিত ক্রিকেট চর্চার মাধ্যমেই আমাদের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করা সম্ভব।
* কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই ক্রিকেটে জালচুরি অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব।
* বিপিএল দেশের ক্রিকেটের মান উন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখবে না।
* ২০ ওভারের ফানি ক্রিকেট উন্মাদনা ক্রিকেটের রাজকীয় ঐতিহ্যের প্রতি পরিহাস।
* সীমিত ওভারের ক্রিকেট ক্রিকেটের রাজকীয় ঐতিহ্যকে ক্ষুন্ন করেছে।
* ক্রিকেট ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদী স্মৃতির এক দগদগে ঘা।
* সময়ের বিবর্তনে টেস্ট ক্রিকেটের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

* প্রলম্বিত ক্রিকেট ঐতিহ্য একটি সেকেলে ধারণা।
* টেস্ট ক্রিকেট দর্শক হারিয়েছে।
* ফুটবলের মান উন্নয়নে বিদেশি কোচের চেয়ে বিদেশি খেলোয়াড়ের সমাগম অনেক বেশি কার্যকরী।
* নিয়মিত দাবা লিগের আয়োজন আমাদের দাবার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে আনতে পারে।
* খুদে প্রতিভাধরদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে জাতীয় দাবার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব
* আর্থিক অসচ্ছলতাই জাতীয় দাবার মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* ইনডোর অবকাঠামোর অভাবে আমাদের ক্রীড়া ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন হচ্ছে না।
* যথাযথ পৃষ্ঠপোষকের অভাব শুটিং এর উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেছে।
* সাঁতারে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ ছাড়া শিরোপা জয় একটি কল্পনা।
* সদস্য দেশগুলোর ক্ষমতার ভারসাম্য সৃষ্টি না করে দুর্নীতিমুক্ত ফিফা প্রত্যাশা করা যায় না।
* ফিফার কার্যনির্বাহী পরিষদে ইউরোপীয় সংগঠকের আধিপত্য ফুটবলের বিশ্বায়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
* তৃণমূল ক্রীড়া কাঠামোর উন্নয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের ক্রীড়া সাফল্য অসম্ভব।
* সরকারি পর্যায়ে ক্রিকেটের অধিক পৃষ্ঠপোষকতা জাতীয় ক্রীড়ানীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
* স্বতন্ত্র মাঠ না থাকাই আমাদের ক্রিকেট উন্নয়নের মূল সমস্যা।
* দারিদ্র্য দেশের ক্রীড়া বাজেট অপচয়ের নামান্তর।
* বাংলাদেশের ক্রীড়া সাফল্যের সূচনা অর্থনৈতিক সাফল্যকে ত্বরান্বিত করবে।

দুর্নীতি

* আয়ের ভারসাম্যহীনতা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত দুর্নীতিমুক্ত সমাজ কল্পনা অসম্ভব।
* পারিবারিক সুশিক্ষার অভাবই দুর্নীতি বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক।
* তরুণেরাই পারে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করতে।
* সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধি দুর্নীতির মাত্রা রোধে আশাব্যঞ্জক ভূমিকা রাখবে না।
* আয়ের সাম্যতা নিশ্চিত করে দুর্নীতিমুক্ত সমাজের নিশ্চিতকরণ সম্ভাবনা।
* সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি আয়ের ভারসাম্যহীনতাকে উসকে দিয়েছে।
* নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ বেতন বৃদ্ধির চাপে চরম দারিদ্র্যের পথে ধাবিত হয়েছে।
* আয়ের ভারসাম্যহীনতা শুধুমাত্র সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করে নিশ্চিত করা যাবে না।
* অস্বাভাবিক বেতনবৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির লাগামহীন ঘোড়াকে বেপরোয়া করে তুলবে।

www.nagorikpathagar.org

* কেবলমাত্র দুদকের কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমেই দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।
* দুদকের জবাবদিহিতার প্রশ্নে আইনসভার নিরপেক্ষ থাকা উচিত।
* বিচারপতিদের জনপ্রতিনিধির কাছে জবাবদিহিতা বিচারালয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
* শক্তিশালী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুদককে একটি কার্যকরী সংস্থায় পরিণত করা সম্ভব।
* দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্র আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা।
* ছাত্রসমাজই দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রধান শক্তি।
* সীমাহীন দুর্নীতিই আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ হতে দেয়নি।
* আইন প্রয়োগ করে দুর্নীতি বন্ধ করা সম্ভব।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধই যথেষ্ট।
* প্রশাসনিক অদক্ষতাই দুর্নীতিকে ত্বরান্বিত করছে।
* সামাজিক দুর্নীতি অনুসন্ধানে সংবাদপত্রের ভূমিকাই প্রধান।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধই যথেষ্ট।
* তৃণমূল পর্যায় থেকে সংস্কার ছাড়া দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব নয়।
* নৈতিক শিক্ষার অভাবই সর্বব্যাপী দুর্নীতির প্রধান কারণ।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধই যথেষ্ট।
* প্রশাসনিক অদক্ষতাই দুনীতিকে ত্বরান্বিত করছে।
* সামাজিক দুর্নীতি অনুসন্ধানে সংবাদপত্রের ভূমিকাই প্রধান।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধই যথেষ্ট।
* দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের কার্যকারিতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে।
* সীমাহীন দুর্নীতিই আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ হতে দেয়নি।
* এসিড সন্ত্রাস প্রতিরোধে আইনের চেয়ে গণসচেতনতাই মুখ্য ভূমিকা রাখে।
* দুর্নীতি দূরীকরণ কর্মসূচি ঢাকা শহর থেকে শুরু করাই যুক্তিযুক্ত।
* সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের অবক্ষয়ই দুর্নীতির প্রধান কারণ।

আন্তর্জাতিক

* ইরাকের ভূখণ্ডে মার্কিনিদের অনুপ্রবেশ জাতিসংঘ সনদের কার্যকারিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
* একুশ শতকে জাতিসংঘ একটি অকার্যকর সংস্থায় পর্যবসিত হয়েছে।
* জাতিসংঘের মহাসচিব নিছক ঠুঁটো জগন্নাথ।
* জাতিসংঘ মার্কিন স্বার্থের তল্পিবাহক।
* নিরাপত্তা পরিষদের গঠনে আধুনিকায়ন ছাড়া জাতিসংঘ সময়ের দাবি পূরণে ব্যর্থ।
* কাশ্মীর সমস্যা ভূ-রাজনৈতিক নয় সাম্প্রদায়িক।

www.nagorikpathagar.org

* জাতিসংঘের ইতিবাচক ভূমিকা ছাড়া কাশ্মীর সমস্যার সফল সমাধান আশা করা যায় না।
* চীনের অন্তর্ভুক্তি সার্কের কার্যকারিতাকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
* ভারতের নিষ্ক্রিয়তা সার্কের অকার্যকারিতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে।
* আসিয়ানভুক্তি দেশগুলোর দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্য মডেল হতে পারে না।
* ব্রিক' বিশ্বব্যাংকের অস্তিত্বের প্রতি একধরনের হুমকি।
* দেশজ পরিস্থিতিতে বৈদেশিক বাণিজ্য অনুঘটক দেশগুলোর জন্য ইতিবাচক ফলাফল আনতে পারে।
* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ একটি হটকারী সিদ্ধান্ত।
* পাকিস্তানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ বর্তমান সরকারের নিছক রাজনৈতিক কৌশল।
* আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা অসম্ভব।
* মিয়ানমারে মুসলিম সংখ্যালঘুর নির্যাতন অং সান সূচির ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে।
* সামরিক জান্তার ক্ষমতার ভাগাভাগির নীতিতে আপস করে অং সান সূচি তাঁর শান্তিকামী চেতনা থেকে সরে এসেছেন।
* অং সান সূচির অংশগ্রহণ মিয়ানমার নির্বাচন আয়োজনের ইতিবাচকতা আনয়ন করেছে।
* সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভারতীয় রাজনীতির প্রধান প্রতিবন্ধক।
* সাত সহোদরার প্রতি বৈরিতা গান্ধীর অসহিংসনীতির লংঘন।
* সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয় বরং রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ অখন্ড ভারত উপমহাদেশের প্রধান অন্তরায়।
* নেহেরুর সমাজতান্ত্রিক চেতনা ভারতের জাতীয় প্রবৃদ্ধিকে শ্লথ করে রেখেছিল।
* মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্ব কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িকতা প্রমাণ করে না।
* পাকিস্তানের ধারণা অখন্ড ভারত উপমহাদেশ চেতনার একমাত্র হন্তারক।
* মাউন্টব্যাটেনের কূটকৌশল ভারত উপমহাদেশের খন্ডায়নকে ত্বরান্বিত করেছে।
* চার্চিলের উন্মাষিকতা ভারতীয় উপমহাদেশের পরাধীনতাকে প্রলম্বিত করেছে।
* মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত একটি অর্থনৈতিক বিষয় যা ধর্মের মোড়কে ঢাকা।
* ভূ-খন্ডগত অবস্থান আফগানিস্তানে বিদেশি শক্তি হস্তক্ষেপ পুনরাবৃত্তি করে তুলেছে।
* ফরাসি বিপ্লব সভ্যতার আধুনিকায়নে তৃতীয় ধারার উন্মেষের প্রথম সোপান।
* আমেরিকান সংবিধান আধুনিক সংবিধানের প্রথম দৃষ্টান্ত।
* সাম্প্রদায়িক বৈষম্য মার্কিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নিয়ামক।

www.nagorikpathagar.org

* সাম্প্রদায়িক চেতনা অপশিক্ষা নয় একটি উত্তরাধিকার।
* অক্ষ শক্তির পরাজয় হিটলারের শক্তিমত্তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে না।
* আনা কারেনিনা প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসের চেয়ে উৎকৃষ্ট সৃষ্টি।
* অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাই সোহরাব-রোস্তম কাহিনীকে বিশ্রুত করেছে।
* ইলিয়টের আন্তর্জাতিক প্রসার পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসনের অন্যতম বাহন।
* চাণক্যের অর্থনীতি যুগের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ।
* গ্রিসের নাগরিক সমাজ কার্যকরী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম উদাহরণ।
* ইউরোপের শরণার্থী সমস্যা একটি সম্প্রাদায়িক বিষয়।
* ইউরোপের শরাণার্থী বিপর্যয় ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সবচাইতে বড় ব্যর্থতা।
* যুক্তরাজ্যের অপসারণ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কার্যকারিতাকে অর্থহীন করবে।
* প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকের সংঘাত মতাদর্শের নয় অর্থনীতির।
* জেরুসালেমের সংঘর্ষের অভ্যুদয় ধর্মীয় নয় অর্থনৈতিক আধিপত্যের লড়াই।
* প্যালস্টাইনের সহস্র রক্তপাত ফ্রান্সের সন্ত্রাসী হামলাকে খাটো করে দিতে পারে নি।
* প্যালেস্টাইনে স্বাধীনতাকামী জনতার সাথে ফ্রান্সের সন্ত্রাসের ভুক্তভোগী জনগণের বৈরিতা খোঁজার চেষ্টা অর্থহীন।
* জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণহীনতা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান বিরোধগুলো প্রকট করে তুলছে
* আত্মঘাতী বোমা হামলা মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
* ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি অনুসরণেই আঞ্চলিক জোটগুলোর সফলতা অর্জন সম্ভব।
* এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা বিশ্বশান্তির জন্য অনুকূল নয়।
* শক্তিশালী দেশগুলোর অসহযোগিতার কারণেই সার্ক অকার্যকর হয়ে পড়েছে।
* অস্থির মধ্যপ্রাচ্য মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির ফসল।
* সাম্রাজ্যবাদই সন্ত্রাসবাদের মূল পোশাক।
* জাতিসংঘের ব্যর্থতাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করবে।
* রাষ্ট্রসমূহের গণতন্ত্রায়নেই মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সমাধান নিহিত।
* শক্তিশালী আঞ্চলিক জোটই উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে।
* অচিরেই বিশ্বে সমাজতন্ত্র ফিরে আসবে।
* নিকট ভবিষ্যতেও মার্কিন অর্থনীতিই বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করবে।
* দুই কোরিয়ার পুনঃ একত্রীকরণ কল্পনাবিলাস মাত্র।
* ইউরোপীয় ইউনিয়ন অচিরেই ব্যর্থ হবে।
* ভূমি বন্টনব্যবস্থার সংস্কারই আফ্রিকার সমস্যা সমাধানের উপায়।
* চীন নয় ভারতই আগামীতে এশিয়াকে নেতৃত্ব দিবে।
* এক মেরু ভারতই আগামীতে এশিয়াকে নেতৃত্ব দিবে।

www.nagorikpathagar.org

* এক মেরু পৃথিবীই অধিক নিরাপদ।
* ভারতের আধিপত্যবাদের কারণেই দক্ষিণ এশিয়া অস্থির।
* পাকিস্তানের গণতন্ত্রায়নে প্রধান বাধা মার্কিন চাপ।
* তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হওয়াটাই জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
* বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন প্যালেস্টাইন কল্পনাবিলাস।
* জাতিসংঘ একটি শ্বেতহস্তী।
* জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণহীনতা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান বিরোধগুলো প্রকট করে তুলেছে।
* আত্মঘাতী বোমা হামলা মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
* ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতি অনুসরণেই আঞ্চলিক জোটগুলোর সফলতা অর্জন সম্ভব।
* এককেন্দ্রিক দেশগুলোর অসহযোগিতার কারণেই সার্ক অকার্যকর হয়ে পড়েছে।
* আগামীকাল ইউরোপ বিশ্বের নেতৃত্ব দিবে।
* জাপান ইউরোপের শিল্পখাতের প্রধান হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।
* আবারো ইউরোপের নেতৃত্ব দিবে জার্মানি।
* হে ইউরোপ, আমরা কৃতজ্ঞ।
* ইউরোপের আন্তঃদেশীয় সীমান্ত এশিয়ার জন্য মডেল।
* সার্কের ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত।
* ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্ভাবনাশীল বাজার।
* তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মূল কারণ।
* আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যতীত পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সম্ভব নয়।
* সংরক্ষণমূলক বাণিজ্যই বিশ্ব অর্থনীতিক মন্দার মূল কারণ।
* আঞ্চলিক সহযোগিতাই জঙ্গিবাদ রোধের প্রধান উপায়।
* মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কট নিরসনে জাতিসংঘের ভূমিকা প্রয়োজন।
* ভারতের আন্তঃ নদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ এর অধিকার লংঘিত হবে।
* সীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশের চেয়ে ভারত অধিক আন্তরিক।
* কূটনৈতিক দূরদর্শিতাই পারে বাংলাদেশের সীমান্তকে নিরাপদ রাখতে।
* প্যাটেন্ট আইন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ঔষধ শিল্পকে ধ্বংস করবে।
* বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বৈরী আচরণ আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতারই ফসল।
* এক মেরু বিশ্বের চেয়ে দ্বিমেরু বিশ্ব অধিক ভয়ঙ্কর।
* জাতিসংঘ নয় আঞ্চলিক জোট গঠনই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সব থেকে কার্যকর।
* ইসরাইলি আগ্রাসন চির অবসানের লক্ষ্যে আরব শীর্ষ সম্মেলন জরুরি।
* অসম বন্টন তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসরতার মূল কারণ।
* এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা আমাদের তথ্যপ্রযুক্তির সম্ভাবনার দ্বারকে রুদ্ধ করে

www.nagorikpathagar.org

দিচ্ছে।
* একরৈখিক বিশ্বব্যবস্থা ভারত ও চীনের তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।
* এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক জোটগুলি আজ শুধুই অলঙ্কারিক।
* মেধাস্বত্ব আইন বর্তমান বিশ্বে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি করছে।
* জাতিসংঘ নয় আঞ্চলিক জোট গঠনই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সব থেকে কার্যকর।
* ইরাক যুদ্ধ পাশ্চাত্য বনাম ইসলামের দ্বন্দ্বেরই বহিঃপ্রকাশ।
* বিশ্বরাজনীতি অধিক স্থিতিশীল।
* শান্তিকামী মানুষের জন্য অবিলম্বে বিকল্প জাতিসংঘ গঠন করা উচিত।
* বিশ্ববাণিজ্য সংস্থাই উন্নত বিশ্বের স্বার্থরক্ষার প্রধান হাতিয়ার।
* সার্ক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোটে পরিণত হবে।
* সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য মুক্তি সম্ভব।
* পারমাণবিক কর্মসূচিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ইরানের অধিকার লঙ্ঘনের শামিল।
* সঠিক নেতৃত্বের অভাবই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।
* দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ সন্ত্রাসবাদ।
* মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানি বন্ধের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক।
* দক্ষিণ এশিয়ার নির্বাচনে ভোটের রাজনীতির চেয়ে জোটের রাজনীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
* তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর মধ্যে অনৈক্য মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির মূল কারণ।
* বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির বিকল্প নেই।
* বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মুক্তবাজার অর্থনীতির পতনের সূচনা করছে।
* বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা পুঁজিবাদের আধিপত্যকে খর্ব করবে।
* বর্তমান বিশ্বে জেন্ডার একটি নামসর্বস্ব শ্লোগান মাত্র।
* আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথার্থ ব্যবহার সম্ভব।
* বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাই উন্নত বিশ্বের স্বার্থরক্ষার প্রধান হাতিয়ার।
* সাম্প্রদায়িকতা বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার মূল কারণ।
* অস্ত্র প্রতিযোগিতা নির্মূল নয়, অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনই বিশ্বশান্তির পথে প্রধান পদক্ষেপ।
* তথ্যপ্রযুক্তি সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ার।
* আই.এস. মৌলবাদের দিগন্তকে নতুন ধারায় প্রসারিত করেছে।
* সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতন সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতাকে নিশ্চিত করতে পারেনি।
* সার্কের কার্যকারিতা দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নের নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* সার্ক ব্যবস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ে শক্তিশালী করা সম্ভব ।
* আধুনিক চীনের রূপকার মাও সেতুং নয় কনফুসিয়াস।
* সার্ক একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক জোটে পরিণত হবে।
* দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক উন্নয়ন/সন্ত্রাসবাদ।
* শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে আর একটি স্নায়ুযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।
* মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকাই প্রধান।
* আরব বিশ্বের অনৈক্যই ইসরাইলকে শক্তিশালী ও সাহসী করেছে।
* অবাধবাণিজ্য চালু করলে সার্ক অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হবে।

সন্ত্রাস ও মাদক

* সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডই তরুণ সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখতে পারে।
* মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতাই মাদকাসক্তির প্রধান কারণ।
* একমাত্র পারিবারিক অসচেতনতাই বর্তমান মাদকাসক্তি বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
* সন্ত্রাসবাদ একটি মার্কিন সাম্রাজ্যাবাদী অপকৌশল।
* সন্ত্রাসবাদ সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থার একমাত্র উপজাত।
* অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ বিনির্মাণ অসম্ভব।
* ইরাকের কুয়েত আক্রমণ বিংশ শতকের সবচাইতে বড় সন্ত্রাস।
* বিশ্বায়নের বিপরীতে সন্ত্রাসবাদের অভিষেক অবশ্যম্ভাবী।
* সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয় বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাই সন্ত্রাসবাদের প্রধান উপকরণ।
* অর্থনৈতিক মুক্তিই সন্ত্রাস নির্মূলের উপায়।
* দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ সন্ত্রাসবাদ।
* আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থাই সকল প্রকার সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে পারে।
* বর্তমান সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের কৌশল সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টিতে সহায়ক।
* সন্ত্রাসবাদের কারণ রাজনৈতিক নয় বরং মনোজাগতিক।
* তরুণদের মাদকাসক্তি তাদের জীবনের অনিশ্চয়তার ফসল।
* মাদকাসক্তি নিয়ন্ত্রণে পরিবারই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে।
* মাদক নিরাময়ে পরিবারের চেয়ে সমাজের ভূমিকাই অধিক।

নারী

* ইভটিজিংয়ের প্রধান কারণ নিম্নমানের চলচ্চিত্র।
* কেবল নারীবাদই পারে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে।
* বিশ্বের নারী নেতারা নারীদের প্রতিনিধি নয় তারা সকলেই রুগ্ণ পিতৃতন্ত্রের প্রিয় সেবাদাসী।

www.nagorikpathagar.org

* নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে নারীদেরই।
* ইতিহাসে নারী কেবল ব্যবহৃত হয়েছে, ক্ষমতায়িত হয়নি।
* নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কঠিন আইন করে সমাজ তার দায় এড়াচ্ছে।
* সহিংস সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ একটি ইউটোপিয়ান ধারণা।
* নারীর জন্য বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ নারী স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে।
* বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো অপ্রতুল।
* নারী শিক্ষার অগ্রগতিই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বোত্তম অঙ্গীকার।
* নারীর ওপর বিনিয়োগের মাধ্যমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
* নারীনীতি প্রণয়ন নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই পারে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করতে।
* নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকায় পর্যটন শিল্প বিকাশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
* ইভটিজিং রোধে পারিবারিক মূল্যবোধই প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।
* বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন তরুণরাই মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে থাকে।
* পর্যটন শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগই বেশি প্রয়োজন।
* নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করতে পারে।
* স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাবই মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর প্রধান কারণ।
* মূল্যবোধের পরিবর্তনই বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা দূর করতে পারে।
* কন্যাশিশুর বিকাশে পরিবারই প্রধান বাধা।
* নারীকে আরো দীর্ঘকাল সমানাধিকারের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।
* নারী উন্নয়ন ব্যতীত যৌতুকবিরোধী আইন অর্থহীন।
* নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন থাকা উচিত।
* মহিলা সাংসদদের জন্য সংরক্ষিত কোটা নয় দরকার সরাসরি নির্বাচন।
* নারীবাদ নারীমুক্তি অর্জনে ব্যর্থ।
* পারিবারিক জীবনে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
* মূল্যবোধের অবক্ষয়ই ইভটিজিং এর প্রধান কারণ।
* সঠিক চিত্তবিনোদনের অভাবই ইভটিজিং এর প্রধান কারণ
* নারীরা আজও স্বাধীন বাংলাদেশ পায়নি।
* বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো অপ্রতুল।
* নারীর ক্ষমতায়ন ব্যতীত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করা অসম্ভব।
* নারীর জন্য বিশেষ অধিকার সংরক্ষণ নারী স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছে।
* নারী বৈষম্য নির্বাসন সম্ভব।
* কন্যাশিশুর বিকাশে পরিবারই প্রধান বাধা।
* নারী পুরুষের অসমতাই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।
* কিশোর-কিশোরীদের পৃথক বিদ্যালয় ব্যবস্থাই ইভটিজিং এর প্রধান কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* বাল্যবিবাহই মাতৃমৃত্যুর প্রধান কারণ।
* যৌতুক প্রথাই নারী নির্যাতনের প্রধান কারণ।
* কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যই নারীর উচ্চশিক্ষা বিস্তারে প্রধান প্রতিবন্ধক।
* এইডস প্রতিরোধে নারীর ভূমিকাই মুখ্য।
* চিত্তবিনোদনের অভাবই নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণ।
* নগরায়ণই নগর জীবনে নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারন।
* নগরায়ণই নগর জীবনে নারী নির্যাতনের মূল কারণ।
* ইভটিজিং প্রতিরোধে পরিবারের চেয়ে সমাজের ভূমিকা অনেক বেশি।
* নারী শিক্ষার অগ্রগতিই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বোত্তম অঙ্গীকার।
* নারী শিক্ষার অগ্রগতিই পরিবেশ সংরক্ষণের সর্বোত্তম অঙ্গীকার।
* নারী-পুরুষের সমানাধিকার মূলত কল্পবিলাস।
* মহিলা সাংসদদের জন্য সংরক্ষিত কোটা নয় দরকার সরাসরি নির্বাচন।
* নারী শিক্ষার অগ্রগতিই পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম পন্থা।
* কর্মক্ষেত্রে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণই অর্থনৈতিক সচ্ছলতার চাবিকাঠি।
* সরাসরি নির্বাচনই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে।
* নারীনীতি প্রণয়ন নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনই পারে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করতে।
* আইন প্রণয়ন নয়, সামাজিক সচেতনতাই শিশু ও নারী নির্যাতন রোধের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম।
* শুধুমাত্র মূল্যবোধের পরিবর্তনই বাংলাদেশে নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ করতে পারে।
* রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যতীত নারীর ক্ষমতায়ন অসম্ভব।
* রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নয়, সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনই নিশ্চিত করতে পারে বাংলাদেশে নারীর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতায়ন।
* মূল্যবোধের পরিবর্তনই বাংলাদেশের নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধ করতে পারে।
* রাষ্ট্র নয় পরিবারের সহযোগিতা পারে কন্যাশিশুর প্রতিভা বিকাশে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে।
* অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাই নারীর প্রতি বৈষম্যের মূল কারণ।
* অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাই নারীর ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি।
* সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অনুপস্থিতিই নারী অধিকারকে খর্ব করেছে।

জনসংখ্যা

* শুধুমাত্র গণসচেতনতাই পারে দেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান করতে।
* জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, দরিদ্রতা-ই আমাদের উন্নতির পথে প্রধান বাধা।

www.nagorikpathagar.org

* জনসংখ্যা বৃদ্ধি বনভূমি ধ্বংসের অন্যতম কারণ।
* ভৌগোলিক পরিবেশ নয় মানুষের অসচেতনতাই প্রাণী বৈচিত্র্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ।
* দেশে বেকারত্বের মূল কারণ অতিরিক্ত জনসংখ্যা।
* কৃষি ক্ষেত্রের বিপ্লব জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে অভিশাপ নয় আশীর্বাদে উন্নীত করেছে।
* চীনের এক সন্তান নীতি একটি সেকেলে ধারণা।
* বাংলাদেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যা অভিশাপ নয় আশীর্বাদ।
* অর্থনীতির প্রশ্নে দ্বৈতনীতি চীনের রাজনীতিতে মাওবাদের আপস।
* সম্পদের অভাব নয়, অতিরিক্ত জনসংখ্যাই আমাদের প্রধান সমস্যা।
* জনসংখ্যার বহুমুখী ব্যবহারই জনসংখ্যা সমস্যা সমধানের একমাত্র উপায়।
* অপরিকল্পিত জনসংখ্যাই বাংলাদেশের সঠিক অগ্রগতির প্রতিবন্ধক।
* কেবল সামাজিক সচেতনতাই পারে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে।
* জনসংখ্যা সমস্যাই বাংলাদেশের উন্নয়নে মূল প্রতিবন্ধক।
* জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে উন্নয়ন সম্ভব নয়।
* তৃতীয় বিশ্বে জনসংখ্যাই পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য প্রধানত দায়ী।
* জনসংখ্যার বহুমুখী ব্যবহার জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।
* দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনগণের প্রধান সমস্যা।

মুক্তবাজার, বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদ

* বিশ্বায়ন আমাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে বিনষ্ট করছে।
* বিশ্বায়ন মূলত একটি সাম্রাজ্যবাদী ধারণা।
* বিশ্বায়ন একটি পুরনো ধারণা।
* একমাত্রিক বিশ্বব্যবস্থা বিশ্বায়নের সম্ভাবনাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
* জনসচেতনতার মাধ্যমেই ভারত বিশ্বায়নকে ইতিবাচক পথে ব্যবহার করেছে।
* সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষ পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রধান কারণ।
* বিশ্বায়নের ধারণা বাংলাসাহিত্যের বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করেছে।
* বিশ্বয়নের সুবাতাস আমাদের সংস্কৃতি আরো শক্তিশালী করছে।
* বিশ্বায়ন উন্নয়নশীল বিশ্বকে আরও পরনির্ভর করে তুলছে।
* শুধুমাত্র বিশ্বায়নই পারে বাংলাদেশের অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে।
* বিশ্বায়ন মানি লন্ডারিং বিষয়টিকে বেগবান করেছে।

ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়ক

* বাংলাদেশের বস্ত্রবালিকারা পুঁজিবাদের অসহায় কৃতদাসী।
* গ্রামীণ ব্যাংকের উপস্থিতি আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

www.nagorikpathagar.org

* বৈদেশিক অনুদান মুদ্রাস্ফীতির মাত্রাকে ত্বরান্বিত করে।
* আমরা গরিব কারণ আমরা গবির।
* মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা এটিএম সেবাকে সেকেলে করে তুলবে।
* ভোক্তা ঋণের ব্যাপকতা মুদ্রাস্ফীতির পাগলাঘোড়াকে লাগামহীন করে তোলে।
* মোবাইল ব্যাংকের ব্যবহার আগামী দিনের টাকার বাস্তবতাকে অস্বীকার করবে।
* কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের অভাব ব্যাংকিং খাতের অদক্ষতার প্রধান কারণ।
* ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের হার ব্যবসায় খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।
* সঞ্চয়ী হিসেবের সুদের হার কমিয়ে ব্যাংকিং খাতের দক্ষতা নিশ্চিত করা সম্ভব।
* মুদ্রাস্ফীতির লাগামহীন ঘোড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণেই সুস্থির থাকতে পারে।
* বৈদেশিক নির্ভর বিনিয়োগ আমাদের অর্থব্যবস্থার দুর্বলতার প্রধান কারণ।
* সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছাড়া শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অসম্ভব।
* ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আমাদের অর্থব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে।
* ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণা অবাস্তব।
* স্থানীয় কাঁচামালের ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিদেশি বিনিয়োগের চেয়ে দেশি বিনিয়োগ অনেক বেশি কার্যকর।
* স্বকীয় জ্ঞানের অভাব টেকসই উন্নয়ন ধারার প্রধান অন্তরায়।
* মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকিং সেবাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিবে।
* ব্যাংকিং খাতের গোপনীয়তা অনলাইন ব্যাংকিং সেবার কারণে হুমকির মুখে।
* কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব।
* বৈদেশিক নির্ভর উন্নয়ন টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করে।
* পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই শোষক শ্রেণির শোষণের একমাত্র হাতিয়ার।
* সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার চাইতে শ্রেয়।
* অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয়।
* সম্পদের অভাব নয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ই বাংলাদেশের উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে সরকারকেই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।
* অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা নয় মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই আমাদের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়।
* বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা কমালে দেশের উন্নয়নপ্রক্রিয়া গতিশীল হবে।
* সম্পদের সাহায্যে নির্ভরশীলতা কমালে দেশের উন্নয়নপ্রক্রিয়া গতিশীল হবে।
* সম্পদের অভাব নয় নৈতিক অবক্ষয় এদেশের সার্বিক উন্নতির পথে প্রধান বাধা।
* দেশের সার্বিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ স্বচ্ছ বাজেটের ঘাটতি।
* মানবিক মুক্তি অপেক্ষা অর্থনৈতিক মুক্তি বেশি জরুরি।
* দুর্বল শিল্পায়নের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটই মূলত দায়ী।

www.nagorikpathagar.org

* আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাজার ব্যবস্থার সংস্কার অত্যাবশ্যক।
* অর্থনীতিই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে।
* সকল সংগ্রামের মূল কারণ অর্থনীতিতে নিহিত।
* ক্রমবর্ধমান সামাজিক সন্ত্রাসের কারণ রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক।
* বিশ্বায়ন জাতীয় উন্নয়ন পরিপন্থী।
* স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশ্বায়ন আদতে কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না।
* অর্থনৈতিক যুদ্ধ সামরিক যুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ।
* বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতিকে দুর্বল করছে।
* সিন্ডিকেটই দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতির মূল কারণ।
* অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্রের চর্চা মুখ্য নয়।
* পরনির্ভর অর্থনীতিই টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।
* স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে মানহীনতা নয় মানসিকতাই প্রধান অন্তরায়।
* ক্ষুদ্রঋণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সুফলের চেয়ে অধিক কুফল বয়ে এনেছে।
* চীনের মুক্তবাজার সাফল্য আমাদের জন্য অনুকরণীয়।
* গ্যাস রফতানি আমাদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
* সম্পদের অভাব নয় অতিরিক্ত জনসংখ্যাই আমাদের প্রধান সমস্যা।
* দুর্বল শিল্পায়নের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক সংকটই মূলত দায়ী।
* আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাজারব্যবস্থার সংস্কার অত্যাবশ্যক।
* অর্থনৈতিক মুক্তিই সন্ত্রাস নির্মূলের উপায়।
* অর্থনৈতিক শৃঙ্খল মননশীলতা বিকাশের পথে অন্তরায়।

নাস্তিকতা

* ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা উত্তম।
* সমাজের নাস্তিকদের চেয়ে আস্তিকদের অন্যায় বেশি।
* আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বিজ্ঞানভীতি বেশি।
* নাস্তিকরা সাম্যতার পৃথিবী তৈরি করবে।
* নাস্তিকতাই ধর্ম।

হরতাল

* হরতালে অধিকাংশ মানুষের অনাস্থা এসেছে।
* হরতাল ধর্মঘটের রাজনীতিই জাতিকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে।
* হরতাল-ধর্মঘটের বিকল্পানুসন্ধানে ব্যর্থতাই রাজনীতির অনুর্বরতা প্রমাণ করে।
* মালিকশ্রেণির শিল্প ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই হরতাল ধর্মঘটের আধিক্য সৃষ্টি করে।
* হরতাল যুগে যুগে আমাদের বিপ্লবের মাধ্যম।

www.nagorikpathagar.org

* হরতাল আসলে মানুষের কথা বলে।
* এই সংসদ আত্মহত্যাকে স্বীকৃতি দিবে।
* এই সংসদ ক্রীড়া ক্ষেত্রে কোনো বহুজাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতার অনুমতি দিবে না।
* এই সংসদ বাশার আল আসাদকে সমর্থন দিবে।
* এই সংসদ রাষ্ট্রের ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিবে।
* এই সংসদ মনে করে যে সেক্যুলারিজম একটি মিথ।
* এই সংসদ শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিবে।
* এই সংসদ মনে করে যে মানবসভ্যতার প্রগতিশীলতায় বৈষম্য আবশ্যক।

বাস্তব

* বাস্তববাদী চিন্তাই বুর্জোয়া রাজনীতি বিকাশের প্রধান কারণ।
* বাস্তবতা আমাদের সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে।
* বাস্তববাদী চিন্তাই আজকের মানবিক পরিত্রাণের সর্বোত্তম পন্থা।
* আমাদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে।
* তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যাই পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।
* শিল্পোন্নত বিশ্বের আগ্রাসী মনোভাবই পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
* নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই পরিবেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।
* ভারসাম্যহীন পরিবেশই সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীন অর্থনীতি।
* খাদ্যে বিষক্রিয়া অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফসল।
* পরিবেশ দূষণই জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।
* রাষ্ট্রসমূহের উদ্যোগ নয়, সামাজিক আন্দোলনই পারে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে।
* পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নয় বরং প্রয়োজন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।
* দক্ষ প্রশাসনই পারে দূষণমুক্ত নগরী গড়তে।
* ফিরিয়ে দাও অরণ্য, লও এ স্বাধীনতা।
* চিরকালই রাষ্ট্রপক্ষ অপরাধের মূল পৃষ্ঠপোষক।
* বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।
* বাঙালির সাংগঠনিক দুর্বলতা মূলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করবে।
* উদার অভিবাসননীতি ইউরোপের সঙ্কট উত্তরণের পথকে সুগম করবে।
* ইনোসেন্স অব মুসলিমস' এ যুগের ক্রুসেড।
* সভ্যতার দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

www.nagorikpathagar.org

* সভ্যতার পরিক্রমায় ধর্ম অস্তিত্ব হারাবে।
* ধর্মের উত্থান বৈষম্যের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে।
* বিশ্বে অর্থনৈতিক একত্ববাদ অনিবার্য।

শাসন

* সবলের চেয়ে দুর্বলের শাসন অধিক ভয়ঙ্কর ।
* আজ শাসনের চেয়ে শোষণের ইতিহাস জরুরি।
* পাঠক্রমে শাসনের ইতিহাস বাদ দিয়ে শোষণের ইতিহাস প্রণয়ন জরুরি।
* শাসনমুখী সকল রাজনৈতিক আদর্শই দুর্নীতিযুক্ত।
* শ্রমিকের শাসন অর্থনৈতিক অধঃপতনের পূর্বশর্ত।

ফ্যাসিজম

* ধর্মীয় মৌলবাদীরাই সবচেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট।
* আগামী বিশ্বে ফ্যাসিজমের কদর বাড়বে।
* দরিদ্র বিশ্বে দ্রুত রাজনৈতিক অস্থিরতার থেকে ফ্যাসিজম উত্তম।
* কম্যুনিজম ফ্যাসিজমে উত্তরিত হয়।
* জার্মান একত্রীকরণ ইউরোপে ফ্যাসিজমের উদ্দীপক।

ক্ষুধা

* আগামী দিনের সংকট ক্ষুধার নয় পরিবেশের।
* আগামী দিনে ক্ষুধাই যুদ্ধের কারণ হবে।
* আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা ক্ষুধা নয় গৃহযুদ্ধ।
* খাদ্যসহায়তা ক্ষুধার্ত মানুষ তৈরি করে।
* জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনভাবেই ক্ষুধার মূল কারণ হতে পারে না।
* সকল ক্ষুধার মূলে খাদ্য সঙ্কট নয় দায়ী কূটনৈতিক সঙ্কট।

ক্ষমতা

* ক্ষমতায় স্বৈরাচার সৃষ্টি অনিবার্য
* ক্ষমতার স্বাদ ক্ষীয়মাণ।
* বিদ্যমান কাঠামোতে দারিদ্র্যের ক্ষমতায়ন অসম্ভব।
* দেশপ্রেম নয়, ক্ষমতার মোহই সকল সামরিক শাসনের উৎস উদ্দীপনা ।
* ক্ষমতার অপব্যবহার না করে ক্ষমতা সৃষ্টি সম্ভব নয়।

কালো টাকা

* কালো টাকা সাদা করাতে এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.org

* মুক্তবাজারের সম্প্রসারণে কালো টাকা সংকুচিত হবে।
* শেয়ারবাজারে কালো টাকা সাদা করতে দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।
* আমলারাই কালো টাকার পোষক।
* সরকার কালোটাকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বাজেট ঘাটতি হতো না।
* কালো টাকাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আধিপত্য

* স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে বৃহৎ শক্তিগুলোর আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।
* আজ সামরিক আধিপত্যের চেয়ে অর্থনৈতিক আধিপত্য ভয়ঙ্কর।
* গৃহস্থের প্রশ্রয় না পেলে কোনো বাইরের শক্তি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম নয়।
* কূটনৈতিক আধিপত্যই পারে শান্তি আনতে।
* আধিপত্য নয় বন্ধুত্বেই জয়।

আগামী

* আজ নয়, আগামীতে।
* আগামীর প্রত্যাশাই মানুষের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি।
* প্রেমের আগামী সুন্দর বিয়ের সাজ।
* অর্থনীতির চেয়ে রাজনীতির আগামী ভয়ঙ্কর।
* পাশ্চাত্যে আজ সুন্দর প্রাচ্যের আগামী।
* আগামীর স্বপ্ন।
* আগামীকালই মুক্তি আসবে।

ঋণ

* জামানতের বিপরীত ঋণ এদেশে অকার্যকর।
* বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ঋণ অনেক বড় বাধা।
* বিদেশি ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারই পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আসতে।
* আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন নেই।
* ঋণ আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে।
* ঋণের বদলে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব পারে আমাদের এগিয়ে নিতে।
* উৎপাদন মূলক খাতে ঋণ দেয়া উচিত।
* এশীয়া নয়, ইউরোপ।
* পূর্ব এশিয়ার প্রবৃদ্ধি বিশ্বকে নেতৃত্ব দিবে।
* আফ্রিকার চেয়ে এশিয়া অধিক অন্ধকারাচ্ছন্ন।
* ভাববাদ এশিয়ার পিছিয়ে থাকার মূল কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* এশিয়াই পারে পৃথিবীকে বদলে দিতে।
* প্রাক ব্রিটিশ ভারতের উৎপাদনকে সামন্তবাদ না বলে এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বলা উচিত।

এনজিও
* এনজিওগুলো আমাদের নির্ভরশীল করে তুলছে।
* এনজিও কর্মকান্ডের সরকারি নীতিমালা থাকা জরুরি।
* সমাজতান্ত্রিক চেতনা বিকাশে এনিজিও বাধা।
* গ্রামীণ বাংলাদেশের এনজিও ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব না।
* আমাদের সততার চেয়ে রাজনৈতিক ঐক্য বেশি জরুরি।
* অর্থনৈতিক বৈষম্যই আমাদের একতা সৃষ্টির পথে মূল বাধা।
* আমাদের নীতির চেয়ে দুর্নীতিতে একতা বেশি।
* আজ ক্রেতার চেয়ে সক্ষমতা অধিক প্রয়োজন।
* জনবিচ্ছিন্নতা নয় একতার অভাবই বাম দলগুলোর মূল ব্যর্থতা।
* এনজিও কর্মকান্ডে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা উচিত।

ইংরেজ
* ইংরেজি শাসনই ভারতকে এক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে গেছে।
* পরোক্ষভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যের সূর্য এখানো জ্বলছে।
* শিল্পায়নের জন্য সবার ইংরেজদের ওপর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।
* ইংরেজদের সমুদয় সম্ভাবনা অস্তমিত।

অধিকার
* মানবাধিকারের রূপরেখা সবার জন্য এক হওয়া উচিত।
* অধিকার চেতনার অভাবই নারী স্বাধীনতার অন্তরায় ।
* আমলাতন্ত্রের প্রসারে মানবাধিকার লংঘিত হয়।
* পৃথিবীর পরে কর্ম।
* সঠিক অধিকারবোধের অভাবই ব্যাপক নিরক্ষরতার মূল কারণ।
* সামরিকতন্ত্রে মানবাধিকার অর্থহীন ।
* মূর্খের গণতন্ত্রে মানবাধিকার অর্থহীন ।
* জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সব দেশে প্রযোজ্য নয় বলে এর পরিবর্তন করা উচিত।
* আমলাতন্ত্রের প্রসারে মানবাধিকার লজ্ঘিত হয়।
* সৃজনশীলতার প্রধান সহায়ক অধিকাররোধ।

www.nagorikpathagar.org

অজ্ঞতা

* অজ্ঞতা মূর্খতার জন্মদাতা।
* নিরক্ষরতার চেয়ে অজ্ঞতা বিপজ্জনক।
* প্রাচ্যের অজ্ঞতার চেয়ে পাশ্চাত্যের নগ্নতা অধিক বিপজ্জনক।
* অজ্ঞতাই বেকারত্ব সমাধানের প্রধান বাধা।
* ধর্মভীরুতার প্রধান আধার অজ্ঞতা।
* বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাই অজ্ঞতার প্রতিপালক।
* মেধা পাচার আমাদের ব্যাপক অজ্ঞতার প্রধান কারণ।
* দারিদ্র্যই অজ্ঞতার একমাত্র কারণ।
* অশিক্ষাই অজ্ঞতার একমাত্র কারণ নয়।

অতীত

* আমাদের ভবিষ্যতের চেয়ে অতীত উজ্জ্বলতর।
* অতীতবাদিতা আমাদের রাজনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ।
* অতীত কিছু শেখায়, কিছু করায় না।
* অতীতের সাথে প্রতারণাই আধুনিক কূটনৈতিক সাফল্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
* সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্তমানের চেয়ে অতীত গুরুত্বপূর্ণ।

যোগাযোগ ও অবকাঠামো

* সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রধানতম উপায় গণসচেতনতা।
* সড়কপথে চলার সময় যাত্রীদের অসচেতনতাই দুর্ঘটনার মূল কারণ।
* অপরিকল্পিত নগরায়ণই বাংলাদেশের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়।
* অবকাঠামো নয়, জনগণের অসহযোগিতাই যানজটের মূল কারণ।
* সড়ক দুর্ঘটনার জন্য জনগণ নয়, চালকেরাই বেশি দায়ী।
* অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভবন ধ্বংস না করে নতুন করে কোনো অপরিকল্পিত ভবন স্থাপন না করাই যুক্তিসংগত।
* অপরিকল্পিত এবং অননুমোদিত স্থাপনা উচ্ছেদের মাধ্যমেই ঢাকার যানজট নিরসন সম্ভব।
* আইনের কঠোর বাস্তবায়নই পারে সিএনজি অটোরিক্সা চালকদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করতে।
* ঢাকা শহরের গার্মেন্ট শিল্পগুলো ঢাকার বাইরে নির্দিষ্ট এলাকায় স্থাপন করা উচিত।
* আবাসিক এলাকায় গড়ে ওঠা সকল ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করা দেয়া উচিত।
* অতিরিক্ত যানবাহন ও জনসংখ্যাই যানজটের কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* কেবল রাজধানী স্থানান্তরই ঢাকার সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।
* আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থাই সকল যানজট নিরসন করতে পারে।
* আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে সিএনজি অটোরিক্সা চালকদের নীতিহীন আচরণ বন্ধ করতে।
* সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবই ঢাকার যানজটের মূল কারণ।
* কেবলমাত্র রাজধানীর বিকেন্দ্রীকরণই পারে ঢাকার সকল সমস্যার সমাধান করতে।
* পাতাল রেল স্থাপনের মাধ্যমেই ঢাকা শহরের যানজট নিরসন সম্ভব।
* গ্রামীণ অবকাঠামোকে অবহেলাই ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর সবচেয়ে বড় ত্রুটি।
* যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইনের উন্নয়নই দুর্ঘটনা কমাতে পারে।
* দুর্বল অবকাঠামো বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে প্রধান বাধা।
* রিক্সার সংখ্যা হ্রাস নয় ট্রাফিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণই যানজট নিরসনের প্রধান উপায়।
* ঢাকার অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষ পরিবেশ বিষয়ে সচেতন নয়।
* কেবল রাজধানী স্থানান্তরই ঢাকার সকল সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।
* সরকারি যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তের সঠিক বাস্তবায়নই পারে ঢাকার যানজট সমস্যার সমাধান করতে।
* জনগণের সচেতনতাই পারে ঢাকাকে দূষণমুক্ত শহরে পরিণত করতে।
* যথোপযুক্ত সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ঢাকাকে দূষণমুক্ত নগরীতে পরিণত করা সম্ভব।
* অপরিকল্পিত নগরায়ন নয়, দুর্নীতিই বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের মূল কারণ।
* ঢাকার দূষণরোধে ঢাকা শহরের সম্প্রসারণের বিকল্প নেই।
* অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণই ঢাকা শহরের সকল সমস্যার কারণ।
* কেবল দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণই পারে সিএনজি অটোরিক্সা চালকদের অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ করতে।
* বর্তমান প্রেক্ষাপটে নতুন শিল্প-কারখানাসমূহ ঢাকা শহরের বাইরে স্থাপন করা উচিত।
* ঢাকা শহরের গার্মেন্ট শিল্পগুলো ঢাকার বাইরে নির্দিষ্ট এলাকায় স্থাপন করা উচিত।
* আবাসিক এলাকায় গড়ে ওঠা সকল ব্যবসা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া উচিত।
* দুর্বল নগর পরিকল্পনাই নাগরিক ভোগান্তি বৃদ্ধির জন্য দায়ী।
* দুর্ঘটনার পরে নয় আগে পদক্ষেপ নেয়াই ক্ষতি ও জীবন দুই-ই রক্ষা করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* পরিকল্পনার অভাব ঢাকা শহরের দুর্দশার মূল কারণ।
* পুনর্বাসন ছাড়া বস্তি উচ্ছেদ দায়িত্বহীনতার নামান্তর।

মিডিয়া

* ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতা প্রসারের ফলে সংবাদপত্রের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।
* সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা সংবাদপত্রের প্রকৃত স্বাধীনতাকে খর্ব করে।
* সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিছক স্বপ্নবিলাস।
* নতুন সংবাদপত্রের জন্ম জাতীয় উন্নয়নের নির্দেশক।
* গণমাধ্যম সবসময়ই গণমানুষের কথা বলে।
* সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহ নিরপেক্ষ।
* বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে সংবাদপত্রসমূহ ব্যর্থ।

কৃষি

* আবাদি ভূমির স্বল্পতাই এদেশে স্বনির্ভর খাদ্য উৎপাদনে প্রধান প্রতিবন্ধক।
* বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনই আগামী দিনের ক্ষুধা নিবারণে মূল ভূমিকা পালন করবে।
* কৃষি ঋণের সুব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কৃষিক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করা সম্ভব।
* কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির পুনর্গঠনই আমাদের জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত।
* একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৃষিখাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের বিকল্প নেই।
* কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কৃষকরা আজ অবহেলিত।
* খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতির বিকল্প নেই।
* ভূমি সংস্কার নয় প্রয়োজন কৃষি সংস্কার।
* ভূমি সংস্কার ছাড়া কোনাভাবেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়।
* তথ্যপ্রযুক্তি নয় কৃষিভিত্তিক শিল্প ব্যবস্থাই জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে।
* ভূমি সংস্কার ছাড়া কোনোভাবেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব নয়।
* ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে ভূমিহীন বাড়তেই থাকবে।
* বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাই ভূমিহীন তৈরি করতে প্রধান ভূমিকা পালন করছে।
* কৃষিপণ্যের বিপণন দুর্বলতাই ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।
* কৃষিবিপ্লবের চেয়ে শিল্পবিপ্লব আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
* দেশের ভূমিব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের চাইতে বেসরকারি উদ্যোগই অধিক
গুরুত্বপূর্ণ।
* কৃষি উপকরণের সু-ব্যবস্থাপনাই বাম্পার ফলনের মূল কারণ।
* প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারই উন্নয়ন নিশ্চিত করার প্রধান শর্ত।

www.nagorikpathagar.org

শিল্প

* আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য প্রতিযোগিতার অভাবই মুলত দায়ী।
* শিল্পের বাণিজ্যিকীকরণ শিল্পের সৌন্দর্যকে বিনষ্ট করছে।
* দেশীয় পণ্যের সুরক্ষা ব্যতীত শিল্পায়নের গতি আনয়ন অসম্ভব।
* কৃষি নয় শিল্পের বিকাশের মাধ্যামেই কেবল উন্নয়ন সম্ভব পর।
* বৃহৎ নয় ক্ষুদ্র শিল্পই কেবল দ্রুত শিল্পায়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
* দেশীয় শিল্প পণ্যের মান বৃদ্ধি করার চেয়ে পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করা বেশি জরুরি।
* শিল্প বিকাশের জন্য প্রশাসনিক জটিলতাই প্রধান অন্তরায়।
* শিল্পোন্নত দেশগুলোর উদাসীনতাই পরিবেশ বিপর্যয়কে ত্বরান্বিত করছে।
* বৃহৎ শিল্পনির্ভর নয়, উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়া আবশ্যক।

বিবিধ

* একমাত্র যুক্তিবাদিতাই পারে প্রগতির জন্ম দিতে।
* বর্তমান সময় লেখকদের নয়, প্রকাশকের।
* মানুষ সিংহের প্রশংসা করে কিন্তু আসলে গাধাকেই পছন্দ করে।
* বিনয়ীরা সুবিধাবাদী আর সুবিধাবাদীরা বিনয়ী।
* শ্রদ্ধা হচ্ছে শক্তিমান কারো সাহায্যে স্বার্থোদ্ধারের বিনিময়ে পরিশোধিত পারিশ্রমিক।
* পারমাণবিক গবেষণার অধিকার উন্মুক্ত করে দেয়া উচিত।
* বাঁশের বেড়ার ঘরে গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব।
* বিতর্কের বিচারপ্রক্রিয়ায় তৎক্ষণাৎ রায় প্রদান ব্যবস্থাটি স্বচ্ছতাকে নস্যাৎ করে।
* বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে বি.টি.ভি.-র সরকারীকরণের প্রসঙ্গ অবান্তর।
* বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র বলে পৃথিবীতে কিছু নেই।
* সিভিল সোসাইটির ধারণা অবাস্তব/কল্পিত।
* বাংলা ভাষার মানোন্নয়নে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কোনো বিকল্প নেই।
* দরিদ্র্য বিমোচনে সরকারি উদ্যোগের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগ অধিক কার্যকর।
* নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ছাড়া বর্তমান শতকে টেকসই উন্নয়ন কল্পনা করা অসম্ভব।
* স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে মানহীনতা নয়, মানসিকতাই প্রধান অন্তরায়।
* মুক্তমত প্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম বিতর্ক।
* কেবলমাত্র বিতর্কই পারে একটি জাতিকে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করতে।
* গণমাধ্যম গণমানুষের নয়, ধনিক শ্রেণির কথা বেশি বলে।
* একুশ শতকে চিন্তার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা।

www.nagorikpathagar.org

* উন্নত বিশ্বে সেনাবাহিনী অপরিহার্য নয়।
* আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* তরুণদের আড্ডার বিষয়গুলোই বাংলাদেশকে নতুন স্বপ্ন দেখায়।
* দুই বাংলা সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনই পারে কাঁটাতারের দুঃখ ঘুচাতে।
* তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য সেনাবাহিনী একটি অতিরিক্ত বোঝা।
* সরকার নয় পরিবারই শিশুর স্বাভাবিক উন্নতিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম।
* জনসচেতনতাই দেশের মানব প্রচার রোধের একমাত্রা অবলম্বন।
* আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পর্যাপ্ত তৎপরতার অভাবই বর্তমান নৃশংস শিশু নির্যাতনের মূল কারণ।
* বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান সোনার হাঁস নয় গলার ফাঁস।
* দেশপ্রেমের অভাবই জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* বিজ্ঞান আশীর্বাদ নয় অভিশাপ।
* ভারতীয় টিভি চানেলগুলোই আমাদের দেশের দাম্পত্য অশান্তির মূল কারণ।
* অতিরিক্ত বিধি বিধানই মানুষকে উচ্ছৃখল করে তোলে।
* দেশে বেকারত্বের মূল কারণ কর্মসংস্থানের অভাব।
* মূল্যবোধের অবক্ষয়ই আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* ভোগবাদী মানসিকতা ভাগ্যান্বেষীদের দুর্দশার মূল কারণ।
* শান্তিতে নোবেল ভালো কাজের অবমূল্যায়ন।
* পেশা কভু প্রভু নয়।
* মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়।
* আইন করে নয়, বরং সমাজকে সচেতন করেই সামাজিক অনাচার রোধ করা সম্ভব।
* সর্বস্তরে দ্রুত বাংলা প্রচলনের জন্য জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণই একমাত্র পন্থা।
* সঠিক চিত্তবিনোদনের অভাবই ইভটিজিং এর প্রধান কারণ।
* নৌপরিবহন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই যোগাযোগব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।
* বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা আমাদের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* বিশ্বায়ন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি করছে।
* বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা উচিত।
* স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন।
* রাজনীতিবিদদের অন্তর্দ্বন্দ্বই বিদেশী হস্তক্ষেপকে ত্বরান্বিত করে।
* অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব।
* এই শতকে বাংলাদেশ এশিয়ার সফলতম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
* দুর্নীতিমুক্ত একটি সফল বাংলাদেশ পেলেই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।
* মুক্ত বাংলাদেশ আজও মুক্ত সংস্কৃতি পায়নি।

www.nagorikpathagar.org

* শহুরে সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির হুমকিস্বরূপ।
* শহুরে সংস্কৃতি গ্রামীণ সংস্কৃতির জন্য প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।
* নগরবাসীকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করার দায়িত্ব সরকারের।
* নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান কেবল সরকারের দায়িত্ব।
* সুষ্ঠু পানিবন্টন ব্যবস্থার অভাব নয়, পানির অপচয় ও সংরক্ষণের ব্যর্থতাই শুষ্ক মৌসুমে ঢাকার পানি সংকটের মূল কারণ।
* পানির অতিরিক্ত চাহিদাই ঢাকার পানি সংকটের মূল কারণ।
* ঢাকার মানুষ যতটা সচেতন তার চেয়ে বেশি অসচেতন।
* বাজারদর বৃদ্ধি প্রতিরোধের প্রধান ভূমিকা সচেতন নগরবাসীর।
* তরুণ প্রজন্মের অবক্ষয়ের জন্য আকাশ সংস্কৃতি নয়, অভিভাবকেরাই দায়ী।
* অভিভাবকদের উদাসীনতাই তরুণ প্রজন্মের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী।
* মানবাধিকার বাস্তবায়নে আইনের ভূমিকাই মুখ্য।
* জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসে গণমাধ্যম প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।
* সরকারি ডাক্তারদের প্র্যাকটিস জনগণের স্বাস্থ্য-সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রধান বাধা।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে।
* সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধই জঙ্গিবাদের বিস্তার রোধের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা।
* মধ্যপ্রাচ্যে জনশক্তি রফতানি বন্ধের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক।
* বৈশ্বিক রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির বিকল্প নেই।
* দুর্নীতি দমন কমিশন তাদের কার্যকারিতা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে।
* পরনির্ভরশীল অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার প্রধান বাধা।
* কঠোর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নিরসন সম্ভব।
* অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সাংস্কৃতিক মুক্তি অসম্ভব।
* আইনের কার্যকর প্রয়োগের অভাবই সামাজিক অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ।
* বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা মুক্তবাজার অর্থনীতির পতনের সূচনা করছে।
* আগামী বিশ্ব সমস্যার নয়, সম্ভাবনার।
* বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা পুঁজিবাদের আধিপত্যকে খর্ব করবে।
* অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার অর্থনীতিতে ধস নামাবে।
* বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আমাদের স্বপ্নগুলোকে পারমাণবিক করে তুলেছে।
* নিরাপদ জ্বালানি সংকটই হবে আগামী দশকের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।
* সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানবতা বঞ্চিত হচ্ছে।
* শুধুমাত্র আইনের কঠোর বাস্তাবায়নই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে।
* স্বাস্থ্য জ্ঞানের অভাবই মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর একমাত্র কারণ।
* মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার অভাবই অনুন্নত বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রধান কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাই শিল্পখাতে ভর্তুকির প্রধান কারণ।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকারই সমৃদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান শর্ত।
* সহজশর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমেই দরিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।
* শব্দদূষণ প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের কোনো বিকল্প নাই।
* ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ ব্যতীত সেবা সার্ভিসসমূহের মানোন্নয়ন সম্ভব নয়।
* দেশীয় পণ্যের সুরক্ষা ব্যতীত শিল্পায়নের গতি আনয়ন অসম্ভব।
* সম্পদের অভাব নয় ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাই অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।
* কেবলমাত্র চিকিৎসাসেবার শহরকেন্দ্রিকতার অবসানই জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে।
* খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই অনাহার দূরীকরণের প্রধান মাধ্যম।
* প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য নয়, মানবসম্পদের উন্নয়নই অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান পূর্বশর্ত।
* অধিক মাত্রায় আমদানি নির্ভরশীলতাই দ্রব্যমূল্য অস্থিতিশিলতার মূল কারণ।
* কম উৎপাদন নয় বিদ্যুতের অপচয়ই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ঘাটতির মূল কারণ।
* জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সহজলভ্য না হওয়াই এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় বাধা।
* একটি কার্যকর অর্থনীতিনির্ভর রাষ্ট্রীয় নীতিই পারে ভিশন ২০২১ কে সফল করতে।
* একমাত্র অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাই ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন সফল করতে পারে।
* একমাত্র সুষ্ঠু ত্রাণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলা সম্ভব।
* আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবই তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী করছে।
* জ্বালানি সংকট হবে একুশ শতকের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।
* আমদানি বিকল্প নয়-রফতানিমুখী উন্নয়ন কৌশলই কেবল দ্রুত উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
* আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমেই কেবল কাঙ্ক্ষিত প্রযুক্তির উন্নয়ন সম্ভব।
* নগরকেন্দ্রিক নয় গ্রামভিত্তিক কৌশলই কেবল বৈষম্যহীন উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
* উচ্চতর প্রবৃদ্ধিই দরিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র উপায়।
* আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যতীত একুশ শতকের বাংলাদেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব নয়।
* সম্পদের অভাবে নয় অসম বন্টন ব্যবস্থাই দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।
* বৈদেশিক সাহায্য দেশকে আরও পরনির্ভর করে তোলে।
* পুঁজি নয়-প্রযুক্তিই উন্নয়নের চাবিকাঠি।

www.nagorikpathagar.org

* মুক্তবাজার নয় নিয়ন্ত্রিত বাজারই কেবল মন্দা থেকে মুক্তি দিতে পারে।
* দারিদ্র্যই জঙ্গিবাদের মূল কারণ।
* মাত্রাতিরিক্ত ভোগ-লালসাই বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার মূল কারণ।
* বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাই কেবল মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে।
* সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানবতা বঞ্চিত হচ্ছে।
* স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প নয় অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই মা-বাবাদের উৎসাহিত করবে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে।
* একমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছাই বাংলাদেশের জনগণের চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারে।
* একমাত্র অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই পারে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে।
* তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চেয়ে গণসচেতনতাই শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে পারে।
* সরকারি নীতিমালার কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই বাংলাদেশে ২০২১ সালের মধ্যে পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব।
* অবাধ ও বৈষম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলাদেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব।
* বাংলাদেশের অভাব সম্পদের নয় সঠিক ব্যবহারের।
* শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি ব্যতীত বাংলাদেশে পানি চুক্তির কার্যকারিতা সম্ভব নয়।
* একুশ শতকের উন্নয়ন পরিক্রমায় বাংলাদেশ এশিয়ার সফলতম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
* পার্বত্য শান্তিচুক্তি পার্বত্য এলাকার শান্তি আনেনি।
* রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র চর্চাই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।
* নতুন প্রজন্মকে অপসংস্কৃতি থেকে বাঁচানোর উপায় সংস্কৃতিসচেতন করে তোলা।
* বেসরকারীকরণের মাধ্যমেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব।
* ইভটিজিং রোধে পারিবারিক মূল্যবোধই প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।
* পর্যটন শিল্পে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি উদ্যোগই বেশি প্রয়োজন।
* দারিদ্র্যই যৌতুকের প্রধান কারণ।
* শুধুমাত্র সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নয় জনগণের অংশগ্রহণই পারে পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে।
* প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান বিশ্বশান্তি পরিস্থিতিকে উন্নত করবে।
* বৈদেশিক সাহায্য আমাদের রাজনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে।
* নিয়মিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনই তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র বিকাশের প্রধান শর্ত।
* শক্তিশালী অর্থনীতি শক্তিমান গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকারই সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* শক্তিশালী জনমত ব্যতীত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত নয়।
* আমাদের দেশে শিক্ষা সংস্কারের প্রধান শর্ত হচ্ছে শিক্ষাকে গ্রামমুখী করা।
* যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইনের দুর্বলতা সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।
* ভারীশিল্প নয়, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে।
* একবিংশ শতাব্দীর প্রধান চ্যালেঞ্জ হবে কৃষিতে স্বনির্ভরতা অর্জন।
* অপরিকল্পিত কৃষিনীতিই বাংলাদেশের কৃষিখাতে স্ব-নির্ভরতা অর্জনে প্রধান অন্তরায়।
* প্রকৃতি নির্ভরতা নয় ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাই কৃষিখাতে আমাদের অনগ্রসরতার জন্য দায়ী।
* ভারতের তৈরি বাঁধই বাংলাদেশের বন্যার প্রধান কারণ।
* অতীত সরকারগুলোর কূটনৈতিক ব্যর্থতাই বাংলাদেশের সীমান্ত সমস্যার মূল কারণ।
* একুশ শতকের উন্নয়ন পরিক্রমায় বাংলাদেশ এশিয়ার সফলতম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
* পার্বত্য শান্তিচুক্তি পার্বত্য এলাকার শান্তি আনেনি।
* দেশের খনিজসম্পদ আজ কার্যত বিদেশীদের হাতে।
* স্বল্পমেয়াদি প্রকল্প নয়, অর্থনৈতিক সচ্ছলতাই মা-বাবাদের উৎসাহিত করবে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে।
* রাজনৈতিক সদিচ্ছাই বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনতে পারে।
* অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই পারে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করতে ।
* তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চেয়ে গণসচেতনতাই শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে পারে।
* সর্বস্তরে সংকোচবিহীন আলোচনার পরিবেশই পারে এইড্স বিস্তার রোধ করতে।
* বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এইড্স সম্পকির্ত সচেতনতাই বৃদ্ধির যথার্থ সময় আসেনি।
* সচেতনতার অভাব নয় আর্থিক অসচ্ছলতাই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে।
* অবাধ ও বৈষম্যহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলাদেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সম্ভব।
* বিশ্বায়নই পারে বাংলাদেশে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে।
* খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য আমাদের হাইব্রিড ব্যবহার করা উচিত।
* হাইব্রিড বীজ ব্যবহার ব্যতীত তৃতীয় বিশ্বের খাদ্যচাহিদা পূরণ সম্ভব নয়।
* সকল ব্যর্থতা সরকারের ওপর চাপানো আমাদের চেতনার সবচেয়ে বড় ব্যাধি।
* স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাসই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

* গ্রামীণ অবকাঠামোকে অবহেলা করার ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর মুল কারণ সামাজিক নয় অর্থনৈতিক।
* অধিকার সচেতন না হলে সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব নয়।
* সংগ্রাম নয় এবার সমন্বয়ের পালা।
* বর্তমান সময়ে ছাত্ররাজনীতি অপ্রাসঙ্গিক।
* গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি নির্মাণে বুদ্ধিজীবীদের কোনো ভূমিকা নেই।
* পুঁজিবাদই মৌলবাদের জন্মদাতা।
* ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ড শিল্পখাতে লোকসানের মূল কারণ।
* বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর উন্নয়ন বাজেট আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করছে।
* রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রধান কারণ অর্থনীতি।
* বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশসমূহকে দরিদ্রতর করছে।
* আকাশ সংস্কৃতিই আমাদের দেশি সংস্কৃতির বিকাশের অন্তরায়।
* আইনের কঠোর বাস্তবায়নই পারে বাল্যবিবাহ রোধ করতে ।
* সচেতনতার অভাব নয় আর্থিক অসচ্ছলতা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে।
* প্যাটেন্ট আইন উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ঔষধ শিল্পকে ধ্বংস করবে।
* একুশ শতকে সামরিক শক্তির প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে।
* চলচ্চিত্রে অশ্লীলতা সময়ের চাহিদা মাত্র।
* গ্রামীণ অবকাঠামোকে অবহেলাই ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর সবচেয়ে বড় ত্রুটি।
* সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সংঘটিত সহিংস ঘটনাগুলোর মূল কারণ সামাজিক নয় অর্থনৈতিক।
* রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক।
* আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অতিক্রম করছি।
* দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দারিদ্র্য ও ক্ষুধা-নির্মূল করা সম্ভব।
* বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালের মধ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন সম্ভব নয়।
* অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাই পারে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করতে।
* তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার চেয়ে গণসচেতনতাই শিশু মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে পারে।
* মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকারি বিধি নিষেধ নয় গণ সচেনতাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
* দারিদ বিমোচন নয় পরিবেশ রক্ষাই হবে এই শতকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
* অদূর ভবিষ্যতে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বিলুপ্ত হবে।
* আঞ্চলিক সহযোগিতা ছাড়া বাংলাদেশের দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস সম্ভব নয়।
* স্থানীয় সরকারের ক্ষমতায়ন ছাড়া বাংলাদেশের দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

* বৈদেশিক অনুদান নয়, দেশীয় সম্পদের যথার্থ ব্যবহারই দারিদ বিমোচনে সফলতা আনবে।
* জীবন বোধের অভাব আগামী প্রজন্মের মূল সংকটে পরিণত হয়েছে।
* সমানাধিকারের সংগ্রামে নারীকে একাই লড়াই করতে হবে।
* শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশ আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত করছে।
* অধিকার সচেতন না হলে সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সম্ভব নয়।
* আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব।
* উন্নয়নশীল বিশ্বের জোট উন্নত বিশ্বের জোটকে শক্তিশালী করছে।
* গ্রামসরকার গঠন দুর্নীতি দমনের একমাত্র উপায়।
* প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পথ ধরে মার্কিন আধিপত্য বন্ধ হবে।
* আগামী শতাব্দীর সকল যুদ্ধ হবে রক্তপাতহীন।
* পৃথিবী সাম্যের নয় অসাম্যের।
* আইন করে অভিবাসন বন্ধ করা উচিত।
* সংস্কৃতি রক্ষার গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলতে হবে।
* মাদক নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের চেয়ে সামাজিক অঙ্গীকারই মুখ্য।
* রাজনীতি নয় সাম্প্রদায়িকতাই বিশ্বশান্তি নষ্ট করছে।
* সম্পদ নয় নেতৃত্বের সংকট আমাদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ।
* ছাত্ররাজনীতি নয়, শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষাঙ্গনের সুস্থ কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার জন্য দায়ী।
* আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা।
* কর্মক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীরা অধিক দায়িত্বশীল।
* সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানবতা বঞ্চিত হচ্ছে।
* পরাশক্তির ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ায় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে।
* সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবেই জনশক্তি রফতানির প্রধান অন্তরায়।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে।
* কোটাপ্রথা সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে দিচ্ছে।
* বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আলোকিত।
* প্রবীণদের অনুভূতি সঞ্চালনে ব্যর্থতাই তরুণদের জীবনবিমুখ করছে।
* আকাশ সংস্কৃতি শহরের তুলনায় গ্রামের সংস্কৃতিকে বেশি ক্ষতি করছে।
* উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের অধিক জনসংশ্লিষ্ট করে তোলা সম্ভব।
* শক্তিশালী প্রতিবেশী দেশ আমাদের উন্নয়ন ব্যাহত করছে।
* অধিকার সচেতন না হলে সঠিক জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সম্বব নয়।
* উপযুক্ত অনুবাদের অভাব আমাদের সাহিত্য উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* তরুণদের জীবনবিমুখতার প্রধান কারণ আদর্শের সংকট ।
* শক্তির ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে আর একটি স্নায়ুযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

www.nagorikpathagar.org

* সকল ব্যর্থতা সরকারের ওপর চাপানো আমাদের চেতনার সবচেয়ে বড় ব্যাধি।
* পাঠদানে ব্যাপক পরিবর্তন ও চাপ বৃদ্ধির মাধ্যমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হ্রাস করা সম্ভব।
* বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলো মানুষকে বিপথগামী করছে।
* অর্থনীতি সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক।
* সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব দারিদ্র বিমোচনের প্রধান অন্তরায়।
* মুক্তবাজার অর্থনীতি নব্য সাম্রাজ্যবাদের মূল হাতিয়ার।
* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্রণ সাংস্কৃতিক সংকটের মূল কারণ।
* সাম্প্রদায়িকতা নয়, রাজনীতিই বর্তমানে বিশ্বে সব সমস্যার মূল।
* অর্থনীতিই সংস্কৃতির মূল।
* পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবই বর্তমানে মূল প্রতিবন্ধক।
* সম্পদের অভাব নয়, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবই তৃতীয় বিশ্বের মূল সমস্যা।
* আমাদের স্বাধীনতা অর্জন নয়, সময়ের অপরিণত উপহার মাত্র।
* কল্যাণমূলক অর্থনীতির তত্ত্বই পারে বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস করতে।
* মাদক নিরাময়ে সামাজিক অঙ্গীকারের চেয়ে রাজনৈতিক অঙ্গীকার অধিক প্রয়োজনীয়।
* আগামী পৃথিবীতে সাহিত্য ও দর্শন গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।
* আমাদের অনুন্নয়নের প্রধান কারণ বর্ণিল বিভাজন।
* স্থানীয় সরকার নয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারই আমাদের উন্নয়নের পূর্ব শর্ত।
* রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব আমাদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার প্রধান কারণ।
* আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদে ধর্ম নয়, উন্নত বিশ্বের শোষণমুক্ত মনোভাবই প্রধান ইন্ধন যোগাচ্ছে।
* জাতিসংঘে বাংলাদেশের সক্রিয় অংশগ্রহণ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রভাব হ্রাস করবে।
* শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকাই মুখ্য।
* সরকার নয় জনগণের অসহযোগী মনোভাবই অপরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য প্রধানত দায়ী।
* সময় এখন বিতর্কের নয় বিপ্লবের।
* কার্টুন ছবি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।
* আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত।
* ভূমি সংস্কার ছাড়া কোনভাবেই দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়।

www.nagorikpathagar.org

* আকাশ সংস্কৃতি নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুলছে।
* বাজার অর্থনীতিতে পণ্যের মান নয় বিপণন কৌশলই রফতানি বাণিজ্যে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।
* মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তিগত অসচেতনতাই প্রধানত দায়ী।
* সরকার জনগণের অসহযোগী মনোভাবই অপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য প্রধানত দায়ী।
* প্রযুক্তির উন্নয়ন সাহিত্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তুলছে।
* প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়ন বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচনের সমাধান নয়।
* ব্যক্তি খাতের ব্যাপক অংশগ্রহণ ব্যতীত দরিদ্র দেশে শিল্প উন্নয়ন সম্ভব নয়।
* কেবলমাত্র শাস্তিমূলক ব্যবস্থাই অপরাধ প্রবণতা দূর করতে পারে।
* মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা উচিত।
* নিয়মিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনই তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র বিকাশের প্রধান শর্ত।
* জাতীয় বাজেটের মূল ফোকাস হওয়া উচিত পরিবেশ উন্নয়ন।
* আমলাতান্ত্রিক অসাধুতাই খেলাপি সংস্কৃতির প্রধান ভিত্তি।
* আইনের চেয়ে প্রথা শক্তিশালী।
* এদেশে চলমান উদ্যোক্তা শ্রেণি দিয়ে শিল্পায়ন সম্ভাবনা নেই।
* একতার চেয়ে সততা আজ অধিক প্রয়োজন।
* ক্ষুদ্র ঋণ নয়, খাসজমি বিতরণের মধ্য দিয়েই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব।
* শ্রেণী বৈষম্যের অর্থনীতিই আমাদের দারিদ্র্যর প্রধান কারণ।
* শিক্ষিত শ্রেণির আত্মকেন্দ্রিকতাই আমাদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ।
* মান ঘাটতিই দেশীয় পণ্যের বড় বাজার সৃষ্টি না হওয়ার প্রধান কারণ।
* আগামী প্রজন্মের শিক্ষাব্যবস্থায় সাহিত্য ও দর্শনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পাবে।
* প্রকৃত মৎস্যজীবীদের হাতেই খাস জলাশয় তুলে দেয়া উচিত।
* বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়াই বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগের উন্নতির একমাত্র উপায়।
* সর্বস্তরের মানুষের শহরমুখী প্রবণতাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান বাধা।
* সমাজে বিদ্যমান শিশু শ্রমের চাহিদা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।
* ব্যাপক জাতীয়করণ ব্যতীত বেকারত্ব হ্রাস সম্ভব নয়।
* অবাধবাণিজ্য চালু করলে সার্ক অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হবে।
* এ মুহূর্তে প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহারই অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে সক্ষম।
* পাঠ্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা অর্থহীন।
* জনসচেতনতার অভাবই গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার মূল দুর্বলতা।
* মানহীনতা নয়, মানসিকতাই পারে স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে।
* দারিদ্র্য নয় প্রাচুর্যই পরিবেশের প্রতি প্রধান হুমকি।
* এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তিই হবে নিয়ন্ত্রক।

www.nagorikpathagar.org

* বিশ্বায়ন ধনী দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনবে।
* যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের একমাত্র শর্ত।
* আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই সুসংহত বাংলাদেশ গড়বার প্রধান অন্তরায়।
* ব্যান্ড সঙ্গীত আমাদের নিজস্ব সঙ্গীত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে।
* আইন নয়, নাগরিক সচেতনতাই পারে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে।
* জনসংখ্যার বহুমুখী ব্যবহার জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়।
* আকাশ সংস্কৃতি দেশীয় সংস্কৃতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
* সাংস্কৃতিক সংকটই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দৈন্যতার মূল কারণ।
* সামাজিক অস্থিতিশীলতার প্রধান কারণ সম্প্রদায়িকতা।
* ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকান্ডই শিল্পখাতে লোকসানের মূল কারণ।
* বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর উন্নয়ন বাজেট অর্থনীতিকে পঙ্গু করছে।
* সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধিতে সেবাখাতগুলো বেসরকারীকরণ করা উচিত।
* তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য মৃত্যুফাঁদ।
* মঙ্গল গ্রহে অভিযান উন্নত বিশ্বের বিলাসিতা।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত।
* সংস্কৃতি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গেছে।
* উপযুক্ত উদ্যোক্তার অভাবেই আমাদের শিল্পায়ন স্থবির।
* একবিংশ শতাব্দীতে সামাজিকতা বৃদ্ধি পাবে তবে আন্তরিকতা হ্রাস পাবে।
* দেশের জাতীয় উন্নয়নে বুদ্ধিজীবীর চেয়ে শ্রমজীবীরাই অধিকতর ভূমিকা পালন করে।
* শ্রমের প্রতি অমর্যাদাই আমাদের অনগ্রসরতার একমাত্র কারণ।
* ইলেকট্রনিক সাংবাদিকতা প্রসারের ফলে সংবাদপত্রের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।
* আমাদের শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য প্রতিযোগিতার অভাবই মূলত দায়ী।
* আইন করে নয় বরং সমাজকে সচেতন করেই সামাজিক অনাচার রোধ করা সম্ভব।
* পারিপার্শ্বিকতা নয়, মানসিকতাই ডাক্তারদের গ্রামে যাওয়ার পথে প্রধান অন্তরায়।
* সর্বস্তরে দ্রুত বাংলা প্রচলনের জন্য জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণই একমাত্র পন্থা।
* আইনের কঠোর প্রয়োগ ব্যতীত প্রকাশ্য স্থানে ধূমপান নিবারণ সম্ভব নয়।
* প্রযুক্তিনির্ভরতাই দারিদ্র্য বিমোচনের বৈশ্বিক লড়াইয়ের স্থায়ী সমাধান।
* স্যাটেলাইট সংস্কৃতির বিস্তারই যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ।
* বিশ্বায়নের সুবাতাস আমাদের সংস্কৃতিকে আরো শক্তিশালী করছে।
* নৌপরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই যোগাযোগব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব।
* তৃতীয় বিশ্বের জন্য গণতন্ত্র উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা নয়।
* পরিবেশ বিপর্যয় বর্তমান বিশ্বের প্রধান হুমকি।

www.nagorikpathagar.org

* বৈদেশিক সাহায্যনির্ভরতা আমাদের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* ক্লোনিং গবেষণা বন্ধ করা দরকার।
* বিশ্বায়ন ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বৃদ্ধি করছে।
* জাতিসংঘ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ব্যর্থ প্রতিষ্ঠান।
* প্রযুক্তির জোয়ারে সাহিত্য আজ নির্বাসনে।
* বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা উচিত।
* সাংস্কৃতিক আগ্রাসনই নৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ।
* মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আজ সভা-সেমিনারে সীমাবদ্ধ।
* পলাশীর অস্তমিত সূর্য আজও উদিত হয়নি।
* বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে বুদ্ধিজীবী শ্রেণির দায়িত্বই বেশি।
* অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পাওয়া সম্ভব।
* শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে পৌছানোর মাধ্যমেই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা সম্ভব।
* এই শতকে বাংলাদেশ এশিয়ার সফলতম রাষ্ট্রে পরিণত হবে।
* দুর্নীতিমুক্ত একটি সফল বাংলাদেশ পেলেই স্বাধীনতা অর্থবহ হবে।
* স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের ধারাবাহিকতা মাত্র।
* মুক্ত বাংলাদেশ আজও মুক্ত সংস্কৃতি পায়নি।
* বাংলাদেশ তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মূল্যায়ন করেনি।
* ঢাকায় সন্ত্রাস প্রতিরোধে জনসচেতনতাই একমাত্র সমাধান।
* আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যথাযথ মনিটরিং ব্যবস্থাই সকল প্রকার সন্ত্রাস প্রতিরোধ করতে পারে।
* বাজারদর বৃদ্ধি প্রতিরোধে প্রধান ভূমিকা সচেতন নগরবাসীর।
* তরুণ প্রজন্মের অবক্ষয়ের জন্য আকাশ সংস্কৃতি নয় অভিভাবকেরাই দায়ী।
* অভিভাবকদের উদাসীনতাই তরুণ প্রজন্মের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী।
* গণমাধ্যম সব-সময়ই গণমানুষের কথা বলে।
* মানবাধিকার বাস্তবায়নে আইনের ভূমিকাই মুখ্য।
* প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকাই মুখ্য।
* জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি হ্রাসে গণমাধ্যম প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে।
* তৃতীয় বিশ্বের জন্য গণতন্ত্রই উপযোগী।
* সরকারি ডাক্তারদের প্র্যাকটিস জনগণের স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রধান বাধা।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকার সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে।
* সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধই জঙ্গিবাদের বিস্তার রোধের সবচেয়ে কার্যকরী পন্থা।
* বিদ্রোহী বিডিআরদের সামরিক আইনে বিচার করা উচিত।
* পরনির্ভরশীল অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনার প্রধান বাধা।

www.nagorikpathagar.org

* কঠোর আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ নিরসন সম্ভব।
* অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সাংস্কৃতিক মুক্তি অসম্ভব।
* আইনের কার্যকর প্রয়োগের অভাবই সামাজিক অপরাধ প্রবণতার মূল কারণ।
* যে কোনো দাবির চেয়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি এই সময়ের প্রথম দাবি হওয়া উচিত।
* স্যাটেলাইট সংস্কৃতির প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বকীয়তা।
* বিশ্বায়নের সুবাতাস আমাদের সংস্কৃতিকে আরো বেশি শক্তিশালী করছে।
* ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশে প্রধান বাধা।
* ইতিহাস বিকৃত করা যায় না।
* কেবল সামাজিক সচেতনতাই পারে জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করতে।
* পারিবারিক আলাপ-আলোচনাই এইডস প্রতিরোধের প্রধান মাধ্যম।
* সচেতন নাগরিকই পারে বিদ্যুৎ বিভ্রাট রোধে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে।
* কম উৎপাদন নয় বিদ্যুতের অপচয়ই আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতির প্রধান কারণ।
* সরকার নয়, জনগণের অসচেতনতাই নদীর পানি দূষণের প্রধান কারণ।
* কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নই পারে ঢাকার দূষণসমূহ বন্ধ করতে।
* নগরবাসীকে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় করার দায়িত্ব সরকারের।
* নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান কেবল সরকারেরই দায়িত্ব।
* সুষ্ঠু পানি বন্টন ব্যবস্থার অভাব নয় পানির অপচয় ও সংরক্ষণের ব্যর্থতাই শুষ্ক মৌসুমে ঢাকার পানি সংকটের মূল কারণ।
* পানির অতিরিক্ত চাহিদাই ঢাকার পানি সংকটের মূল কারণ।
* আকাশ সংস্কৃতি গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করছে।
* বুদ্ধিজীবী শ্রেণি অপেক্ষা শ্রমজীবী শ্রেণিই পারে একটি দেশের উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা রাখতে।
* শান্তির জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য।
* সভ্যতার ক্রমবিকাশ মানুষকে ক্রমশ জটিল করে তুলেছে।
* সকল সংগ্রামের মূল কারণ অর্থনীতিতে নিহিত।
* বর্তমান প্রজন্মের ভবিষ্যৎ আলোকিত।
* আমাদের বর্তমান বিজ্ঞাপন চিত্রগুলোতে দেশীয় মূল্যবোধগুলো বিপন্ন হচ্ছে।
* মুনাফা প্রবণতা হ্রাসের মাধ্যমেই একটি সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি সম্ভব।
* মধ্যবিত্ত পাঠকের রুচিকে প্রাধান্য দানের মাধ্যমেই একটি সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি সম্ভব।
* প্রতিযোগিতার অভাবই আমাদের শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতার মূল কারণ।
* জনসংখ্যার বহুমুখী ব্যবহারই আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দিতে পারে।
* পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবই আমাদের যুবসমাজের অস্থিরতার মূল কারণ।

www.nagorikpathagar.org

* উন্নততর প্রযুক্তি আহরণের মাধ্যমেই দেশের খনিজ সম্পদসমূহের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

* শান্তির জন্য যুদ্ধ অপরিহার্য নয়।

* দেশের জলাবদ্ধতা নিরসনে জনসচেতনতার চেয়ে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

* দেশের সন্ত্রাস দমনে গণমাধ্যমের ভূমিকাই প্রধান।

* আমদানি নির্ভরতা হ্রাসের মাধ্যমেই দেশের কাঁচাবাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব।

* ডাক্তারের মানসিকতাই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করছে।

* আবাদি ভূমির স্বল্পতাই এ দেশে স্বনির্ভর খাদ্য উৎপাদনের প্রধান প্রতিবন্ধক।

* রণাঙ্গনে বিজয়ের জন্য কৌশলের চাইতে দেশপ্রেমই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

* শুধুমাত্র সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নয় জনগণের অংশগ্রহণই পারে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ঘটাতে।

* শ্রমিকদের কাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির নিশ্চয়তাই পারে দেশের পোশাক শিল্পের উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে।

* পর্যাপ্ত উৎপাদন নয় বরং সুষম বন্টন-ই পারে উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে।

* আপস করা মানেই পরাজিত হওয়া নয়।

* অর্থনীতি নয়, রাজনীতি-ই হবে আগামী বিশ্বের প্রধান নীতিনির্ধারক।

* শিল্পায়ন নয় গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব।

* শাস্তি নয়, সংশোধনের মাধ্যমেই অপরাধ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

* মূল্যবোধের অভাবই বাংলা নাটকের বর্তমান বিপন্নতার প্রধান কারণ।

* আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আমাদের চাইতে সৃজনশীল ছিল।

* ধৈর্যের অভাব নয়, সাহসের অভাবই আমাদের পশ্চাৎপদতার মূল কারণ।

* আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাই পারে সুস্থ ধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে।

* মানবাধিকার রক্ষায় আন্তর্জাতিক সংস্থার ভূমিকাই প্রধান।

* সাংস্কৃতিক সংকটই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দৈন্যতার মূল কারণ।

* অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া সন্ত্রাস দূরীকরণ সম্ভব নয়।

* ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মূল কারণ সামাজিক নয় অর্থনৈতিক।

* সুস্থধারার চলচ্চিত্র নির্মাণে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতাই পারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে।

* সঙ্গীত নয়, সাহিত্যচর্চাই পারে বাঙালির অস্থিরচিত্তে প্রশান্তি দান করতে।

* মূল্যবোধের অভাবই বাংলা নাটকের বর্তমান দুরবস্থার মূল কারণ।

* নাগরিক সচেতনতাই পারে ঢাকার বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে।

www.nagorikpathagar.org

* নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনই সংবাদপত্রের মানোন্নয়নের প্রধান শর্ত।
* মূল্যবোধের বিকাশই উন্নত জাতিগঠনের একমাত্র শর্ত।
* আইনের কঠোর প্রয়োগই এসিড নিক্ষেপের প্রবণতা দূরীভূত করতে পারে।
* সর্বস্তরের মানুষের শহরমুখী প্রবণতাই দেশের সার্বিক উন্নয়নের প্রধান বাধা।
* পিতা-মাতার সচেতনতার ওপরই সন্তানের সাফল্য নির্ভর করে।
* ব্যাপক পরিবেশ দূষণই নগর জীবনের প্রধান সমস্যা।
* চিকিৎসকদের শহরমুখী প্রবণতাই মা ও শিশুর স্বাস্থ্যহীনতার জন্য দায়ী।
* তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমেই শিশুদের পুষ্টিহীনতা রোধ করা সম্ভব।
* মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার অভাবই অনুন্নত বিশ্বে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রধান কারণ।
* ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাই শিল্পখাতে ভর্তুকির প্রধান কারণ।
* শক্তিশালী স্থানীয় সরকারই সমৃদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান শর্ত।
* সহজশর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমেই দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব।
* বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনই আগামী দিনের ক্ষুধা নিবারণে মূল ভূমিকা পালন করবে।
* সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাই সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার প্রধান শর্ত।
* শব্দ দূষণ প্রতিরোধে আইন প্রণয়নের কোনো বিকল্প নাই।
* ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ ব্যতীত সেবা সার্ভিসসমূহের মানোন্নয়ন সম্ভব নয়।
* দেশীয় পণ্যের সুরক্ষা ব্যতীত শিল্পায়নের গতি আনয়ন অসম্ভব।
* সম্পদের অভাব নয়, ব্যবস্থাপনার অদক্ষতাই অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক।
* কেবলমাত্র চিকিৎসা সেবার শহরকেন্দ্রিকতার অবসানই জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারে।
* আইন প্রণয়ন নয়, সামাজিক সচেতনতাই দুর্নীতি প্রতিরোধে একমাত্র কার্যকর উপায়।
* খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিই অনাহার দূরীকরণের প্রধান মাধ্যম।
* প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য নয়, মানবসম্পদের উন্নয়নই অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান পূর্বশর্ত।
* সংবাদের আধিক্য নয় বরং অনুষ্ঠানের প্রচারই টেলিভিশন চ্যানেলকে জনপ্রিয় করতে পারে।
* মৌলবাদের উত্থানই বাঙালি সংস্কৃতির জন্য সবচাইতে বড় হুমকি।
* অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমেই শিক্ষার বৈষম্য দূর করা সম্ভব।
* নগরকেন্দ্রিক নয়, গ্রামভিত্তিক কৌশলই কেবল বৈষম্যহীন উন্নয়নের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
* বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্যই পারে টেলিভিশন অনুষ্ঠানের মান বজায়

www.nagorikpathagar.org

রাখতে।
* ভূমিব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন না করলে ভূমিহীন বাড়াতেই থাকবে।
* আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যর্থতা নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবই ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মূল কারণ।
* মানবাধিকার সংকটই তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক দৈন্যতার মূল কারণ।
* অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ছাড়া সন্ত্রাস দূরীকরণ সম্ভব নয়।
* ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মূল কারণ সামাজিক নয়, অর্থনৈতিক।
* অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই সুখ ও শান্তির পূর্বশর্ত।
* সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সামাজিক ভারসাম্য সুরক্ষার প্রধান দাবি।
* রাষ্ট্রের সার্বভৌম চেতনার উন্মেষ সাধনে মেধা ও শ্রম রফতানি নিরুৎসাহিত করা উচিত।
* মুক্তবাজার অর্থনীতির বিরোধিতা নয় বরং শ্রমের অবাধ স্থানান্তর আইনসিদ্ধ করা উচিত।
* বিশ্বায়ন দরিদ্র দেশসমূহকে দরিদ্রতর করছে।
* রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক।
* আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থাপনাই বৈদেশিক বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করছে।
* গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অবকাঠামোগত উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।
* তৃতীয় বিশ্বে শিশুশ্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা অমানবিক।
* কর্মক্ষেত্রে কোটাপ্রথাই অদক্ষ ব্যবস্থাপনার প্রধান কারণ।
* মুক্তবাজার অর্থনীতি তৃতীয় বিশ্বের স্বনির্ভর অর্থনীতি বিকাশের প্রধান অন্তরায়।
* যথাযথ আইন প্রয়োগের ব্যর্থতাই নৌ দুর্ঘটনার মূল কারণ।
* বাংলাদেশের অর্থনীতি শিল্পনির্ভর নয়, বাণিজ্যনির্ভর হওয়া উচিত।
* আকাশ সংস্কৃতি সামাজিক অশ্লীলতার প্রধান উৎস।
* বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর উন্নয়ন বাজেট আমাদের অর্থনীতিকে পঙ্গু করবে।
* প্রকৃত সমাজমনস্কতাই সুনাগরিক গড়তে পারে।
* ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী শ্লোগানটি মূল বিচারে বাণিজ্যিক।
* সুদক্ষ অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে সমবায়ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত।
* মুক্তবাজার অর্থনীতিতে প্রবেশের জন্য আমাদের আরও সময় নেয়া উচিত।
* সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিই এগিয়ে যাবার পথে প্রধান বাধা।
* প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমেই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা আনয়ন সম্ভব।
* শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলুন' শ্লোগানটির বাস্তবায়নে রাজনৈতিক অঙ্গীকারের চেয়ে সামাজিক অঙ্গীকার অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

* সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারি দলের চেয়ে অধিক।
* আমলাতান্ত্রিক জটিলতাই সুসংহত বাংলাদেশ গড়বার প্রধান অন্তরায়।
* আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রাষ্ট্র নয় পরিবারের ভূমিকাই মুখ্য।
* যুদ্ধোত্তর সময়কে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে বিবেচনা করা হোক।
* বাধাহীন বিনিময়ই আমাদের সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে পারে।
* স্যাটেলাইট সংস্কৃতি সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ নয় বিপণন কর্মকান্ড।
* প্রযুক্তি নির্ভরতাই দারিদ্র্য বিমোচনের বৈশ্বিক লড়াই এর স্থায়ী সমাধান।
* সমাজে বিদ্যমান শিশু শ্রমের চাহিদা অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।
* ব্যাপক জাতীয়করণ ব্যতীত বেকারত্ব হ্রাস সম্ভব নয়।
* যানবাহন নিয়ন্ত্রণ আইনের উন্নয়নই দুর্ঘটনা কমাতে পারে।
* সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব চরিত্রের অবনতি ঘটছে।
* সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানবতা বঞ্চিত হচ্ছে।
* বিজ্ঞান/সভ্যতা দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ।
* ছাত্ররাজনীতি শিক্ষার অন্তরায়।
* এখন সময় সমন্বয়ের, দ্বন্দ্বের নয়।
* আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে নিগৃহীত দিক হচ্ছে চলচ্চিত্র।
* ভাষাসৈনিকদের আন্দোলন বৃথা যায়নি।
* আইনের কঠোর প্রয়োগই পারে নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।
* পরিচ্ছন্ন শহরের জন্য বস্তি উচ্ছেদের বিকল্প নেই।
* গ্রামকে আধুনিকীকরণের ওপরই বাংলাদেশের উন্নতি নির্ভর করে।
* দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য অবকাঠামোর উন্নয়নই যথেষ্ট।
* বাণিজ্য অবাধকরণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।
* শুধু অর্থনৈতিক নীতি সংস্কার উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হতে পারে না।
* আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব তরুণ প্রজন্মকে বিপথগামী করছে।
* অর্থনৈতিক মন্দা ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার অর্থনীতিতে ধস নামাবে।
* বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আমাদের স্বপ্নগুলোকে পারমাণবিক করে তুলেছে।
* হালের ফ্যাশনে আজ জীবনবোধ অনুপস্থিত।
* তৃতীয় বিশ্বের অনগ্রসরতার জন্য তৃতীয় বিশ্বই দায়ী।
* দুই মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বের চেয়ে এক মেরুকেন্দ্রিক বিশ্ব অধিক নিরাপদ।
* দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধই যথেষ্ট।
* প্রশাসনিক অদক্ষতাই দুর্নীতিকে ত্বরান্বিত করছে।
* নিরাপদ জ্বালানি সংকটই হবে আগামী দশকের সবচেয়ে বড় বিপর্যয়।
* মূল্যবোধের অবক্ষয়ই আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* নিম্ন আয়ের দেশে গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতন্ত্র জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

* ভোগবাদী মানসিকতা ভাগ্যান্বেষীদের দুর্দশার মূল কারণ।
* মানবিক মুক্তি অপেক্ষা অর্থনৈতিক মুক্তি বেশি জরুরি।
* আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা বাড়ানোর একমাত্র উপায় মেডিক্যাল কলেজ বাড়ানো।
* শান্তিতে নোবেল ভালো কাজের অবমূল্যায়ন।
* পেশাদারিত্বের অভাব দেশের খেলার অনগ্রসরতার প্রধান কারণ।
* মূল্যবোধের অবক্ষয়ই জাতি উন্নতির প্রধান অন্তরায়।
* দেশপ্রেমের অভাবই আমাদের ব্যর্থতার মূল কারণ।
* জাতির উন্নতির মূল এখন বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি।
* মুক্তিযুদ্ধের অনুপ্রেরণাই পারে দেশে সূর্যসন্তানের জন্ম দিতে।
* মানুষের পক্ষে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ করা সম্ভব।
* অপরিকল্পিত নগরায়ণই শহরে পরিবেশ দূষণের মূল কারণ।
* সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশই পারে দেশ থেকে মৌলবাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে।
* মৌলবাদ বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।
* কেবলমাত্র প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনাই পারে দেশকে জঙ্গিমুক্ত করতে।
* কেবলমাত্র প্রগতিশীল সাহিত্য চর্চাই পারে দেশকে জঙ্গিমুক্ত করতে।
* লালনের আদর্শে বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমেই জঙ্গিবাদ দমন করা সম্ভব।
* একমাত্র অসাম্প্রদায়িকতাই পারে দেশকে মৌল ও জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত রাখতে।
* ধর্মীয় কুশিক্ষাই মৌলবাদ উত্থানের প্রধান নিয়ামক।
* মৌলবাদ সন্ত্রাসবাদের রূপ লাভে বাধ্য।
* মৌলবাদ একটি কল্পিত ধারণা।
* আদর্শবাদ এবং মৌলবাদ একে অন্যের পরিপূরক।
* সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধিতে বিশ্বায়ন প্রধানতম নিয়ামক।
* আয়ের বৈষম্য বৃদ্ধি বিশ্বায়নের অন্যতম উপহার।
* বিনিয়োগের বিদেশী অংশগ্রহণ এদেশকে নব্য উপনিবেশে পরিণত করবে।
* পুঁজিবাদ শুধু মনুষ্য শ্রমকেই নয়, মানুষকেও পরিণত করেছে পণ্যে।
* নৈরাজ্যবাদ শুধুই একটি তাত্ত্বিক আলোচনা।

www.nagorikpathagar.org

সংসদীয় বিতর্ক

ক্রিকেটের যেমন বিভিন্ন ফরম্যাট রয়েছে তেমনি বিতর্কেরও রয়েছে বিভিন্ন ফরম্যাট। বিভিন্ন মডেলের বিতর্ক আজকাল বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে সংসদীয় বিতর্ক সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে ঢাকার বাইরে এখনও এটি তেমন একটা প্রচলিত নয়। এখনও আমরা সনাতনী বিতর্কে বুঁদ হয়ে রয়েছি।
বিতর্ক অঙ্গনে '৯১ এর সংবিধান সংশোধনীর আগে থেকেই বিভিন্নভাবে সংসদীয় বিতর্কের চর্চা প্রচলিত থাকলেও অনেকটা জাতীয় রাজনীতির উপচে পড়া প্রভাবে মূলধারার বিতর্ক মডেলে পরিণত হয় '৯২-'৯৩ বা সমসাময়িক সময়ে। অল্প সময়ের মধ্যে সংসদীয় রীতির বিতর্ক একটি জনপ্রিয় ধারায় পরিণত হয়। জাতীয় টেলিভিশনে এবং প্রাইভেট টিভি চ্যানেলগুলোতে সংসদীয় বিতর্কের প্রচলন বলে দেয় প্রচলিত সনাতনী ধারা বা অন্য যেকোন ধারার মতই এই ধারাটিও সমৃদ্ধ এবং শক্তিশালী।

সংসদীয় বিতর্কের মূল ধারাটি এসেছে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'হাউজ অব কমনস' বা নিম্নকক্ষের অধিবেশনে আয়োজিত বিষয়ভিত্তিক তর্কযুদ্ধকে অনুসরণ করে। এ পর্যন্ত সংসদীয় রীতির বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক রূপরেখায় তেমন বিশেষ কোন পার্থক্য নেই।

এখানে মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে সংসদীয় বিতর্কের নীতিমালা বর্ণনা করা হবে।
১ম পরিচ্ছেদ : পরিকাঠামো

www.nagorikpathagar.org

২য় পরিচ্ছেদ : স্পিকার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা
৩য় পরিচ্ছেদ : বিতর্কের বিষয়বস্তু (সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা), বিশ্লেষণ ও কৌশলপত্র
৪র্থ পরিচ্ছেদ : বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য
৫ম পরিচ্ছেদ : পয়েন্টসমূহ

নিচে পরিচ্ছেদগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ দেয়া হলো :

১ম পরিচ্ছেদ : পরিকাঠামো

১.১ : সংসদীয় বিতর্কে দুটি দল অংশগ্রহণ করবে।
১.২ : দল দুইটি সরকারি ও বিরোধী দল হিসেবে চিহ্নিত হবে।
১.৩ : সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলে তিনজন করে বিতার্কিক থাকবেন। তবে দুইজনের সংসদীয় বিতর্কও অনুষ্ঠিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সব নিয়ম তিনজনের সাথে একই থাকবে, তবে বক্তার সম্বোধন হবে তিনজনের সংসদীয় বিতর্কের ১ম ও ৩য় বক্তার অনুরূপ।

১.৪ : বিতার্কিকদের পরিচিতি
ক) সরকারি দল : ১ম বক্তা (প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ নেতা), ২য় বক্তা (মন্ত্রী / সরকারদলীয় হুইপ), ৩য় বক্তা (সরকারদলীয় সংসদ সদস্য)
খ) বিরোধী দল : ১ম বক্তা (বিরোধীদলীয় নেতা), ২য় বক্তা (বিরোধীদলীয় উপনেতা) / বিরোধীদলীয় হুইপ), ৩য় বক্তা (বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য)

১.৫ : বক্তব্য প্রদানের ক্রমটি হবে- প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা, মন্ত্রি/সরকারদলীয় হুইপ, বিরোধীদলীয় উপনেতা / বিরোধীদলীয় হুইপ, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য, বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য, বিরোধীদলীয় নেতা (যুক্তিখণ্ডন), প্রধানমন্ত্রী (যুক্তিখণ্ডন ও সমাপনী বক্তব্য)।

১.৬ : বিতর্ক দুই ভাগে বিভক্ত। গঠনমূলক ও যুক্তিখণ্ডন।

১.৭ : একজন স্পিকার বিতর্ক পরিচালনা করবেন।
১.৮ : বিতর্ক মঞ্চে স্পিকার ও দুই দলের বিতার্কিক ব্যতীত একজন সময় রক্ষক (স্পিকার এর ডান দিকে) এবং আয়োজক কর্তৃক নির্ধারিত অনূর্ধ্ব দুইজন স্বেচ্ছাসেবক (স্পিকার এর বামদিকে) উপবেশন করবে।

১.৯ : সময়সীমা সংক্রান্ত ধারাসমূহ
ক) প্রধানমন্ত্রী তার গঠনমূলক পর্বে উদ্বোধনী বক্তব্যে সময় পাবেন ৫ (পাঁচ) মিনিট।

www.nagorikpathagar.org

এক্ষেত্রে ১মিনিট ও ৪ মিনিট শেষে সতর্ক সংকেত এবং ৫ মিনিট শেষে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে।

খ) প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তী পাঁচজন বক্তাও প্রত্যেকে গঠনমূলক পর্বে ৫ (পাঁচ) মিনিট করে সময় পাবেন। এক্ষেত্রে ১ মিনিট ও ৪ মিনিট শেষে সতর্ক সংকেত এবং পাঁচ মিনিট শেষে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে।

গ) প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা তাদের যুক্তিখণ্ডন ও সমাপনী বক্তব্যের জন্য প্রত্যেকে ৩ মিনিট সময় পাবেন। এক্ষেত্রে ১ মিনিট ও ২ মিনিট শেষে সতর্ক সংকেত এবং ৩ মিনিট শেষে চূড়ান্ত সংকেত দেয়া হবে।

ঘ) প্রত্যেক বক্তাকে অবশ্যই তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে হবে।

১.১০ : সংসদীয় ধারায় বিতর্কের মঞ্চ ও স্থানকে 'অধিবেশন কক্ষ' বা 'হাউস' বলে অভিহিত করতে হবে।

১.১১ : সম্বোধন সংক্রান্ত ধারাসমূহ

ক) বিতার্কিকগণ সংসদ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন তাই তাদের সম্বোধন করা হবে সংসদীয় রীতিতে।

খ) সরকারদলীয় সদস্যদের যথাক্রমে 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী', 'সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়' বা 'সম্মানিত হুইপ' এবং 'সম্মানিত সরকারদলীয় সংসদ সদস্য' রূপে সম্বোধন করা হবে।

গ) বিরোধীদলীয় সদস্যদের 'সম্মানিত বিরোধীদলীয় নেতা', 'সম্মানিত বিরোধীদলীয় উপনেতা' বা 'সম্মানিত বিরোধীদলীয় হুইপ' এবং 'সম্মানিত বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য' রূপে সম্বোধন করতে হবে।

ঘ) বিতার্কিকগণ স্পিকারকে 'জনাব / সম্মানিত / মাননীয়' স্পিকার বলে সম্বোধন করে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করবে।

ঙ) এছাড়াও অবমাননাকর নয় এমন যে কোন সম্বোধন স্পিকার ও উভয় দলের বিতার্কিকদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে।

চ) কোনক্রমেই স্পিকারকে 'মহামান্য' বলে সম্বোধন করা যাবে না।

১.১২ একাধিক (অনূর্ধ্ব তিনটি) বিষয়ের মধ্যে থেকে অংশগ্রহণকারী দলসমূহ বাছাই প্রক্রিয়ায় একটি বিতর্কের বিষয় নির্ধারণ করবে। বাছাই প্রক্রিয়াটি আয়োজকদের দ্বারা নির্ধারিত এবং পরিচালিত হবে।

১.১৩ : 'কয়েন টস' এর মাধ্যমে সরকারি ও বিরোধী দল নির্বাচিত হবে।

১.১৪ : বিষয় ও পক্ষ নির্ধারিত হবার ২০ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে বিতর্ক অবশ্যই শুরু করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১.১৫ : প্রস্তুতি গ্রহণের সময় বিতার্কিকেরা তাদের প্রয়োজনমত বই, পত্রিকা এবং জার্নাল ব্যবহার ছাড়াও যে কারো সঙ্গে বিতর্কের বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবে।

২য় পরিচ্ছেদ : স্পিকার, দায়িত্ব ও ক্ষমতা

২.১ : একজন মনোনীত স্পিকার বিতর্কটি পরিচালনা করবেন।

২.২ : স্পিকারের দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ
ক. তিনি উত্থাপিত আপত্তিসমূহ বিবেচনা করবেন।
খ. প্রয়োজনে সাময়িক সময়ের জন্য বিতর্ক অধিবেশনের মুলতবি ঘোষণা করবেন।
গ. অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাবলি দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবেন।

২.৩ : যদি বিচারক সংখ্যা ২-৩ জন হয় সেক্ষেত্রে স্পিকার স্বয়ং বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন। তবে এর বেশি বিচারকের উপস্থিতির ক্ষেত্রে স্পিকার শুধুমাত্র বিতর্ক পরিচালনা করবেন।

২.৪ : বিভিন্ন উত্থাপিত আপত্তি সম্বন্ধে স্পিকারের সিদ্ধান্তই নিরপেক্ষ এবং চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
২.৫ স্পিকার নিজে বিতর্ক শেষে এর মান ও দিক সম্পর্কে সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করবেন এবং জুরি বোর্ডের এক বা একাধিক সদস্যকে মূল্যায়ন করার ফ্লোর দেবেন। তবে সমগ্র ব্যাপারটি নির্ধারিত সময়ের ওপর নির্ভর করবে।

২.৬ : স্পিকার কোন বক্তার নির্ধারিত সময় শেষ হবার ১৫ সেকেন্ড পর (যদি বক্তা বক্তব্য চালিয়ে যায়) তাকে একবার সতর্ক করে দেবেন। এর ৫ সেকেন্ডের মাঝে বক্তব্য শেষ না হলে স্পিকার তাকে শেষ বাক্য বলে বসে পড়ার অনুরোধ জানাবেন।

২.৭ : স্পিকার কোনোভাবেই কোন বক্তার বক্তব্যের মাঝে তাকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে বসে পড়তে বলতে পারবেন না।

২.৮ : যদি বক্তা তার নির্ধারিত সময়ের পর ১৫ সেকেন্ড এবং স্পিকার কর্তৃক সতর্কিত হবার ৫ সেকেন্ড পরেও বক্তব্য শেষ না করেন তাহলে তার অতিরিক্ত সময় গণনা করা হবে এবং উক্ত সময়ের কোন বক্তৃতাই গ্রহণযোগ্য হবে না এবং মাননীয় স্পিকার সময়রক্ষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত সময়ের হিসাব নিয়ে তা স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা জুরি বোর্ডের কাছে পাঠাবেন।

www.nagorikpathagar.org

২.৯ : বিতর্ক শুরুর পূর্বে স্পিকারের নিকট বিতর্কের সকল নীতিমালা সরবরাহ করা হবে এবং স্পিকারের সমগ্র ব্যাপারটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে, যাতে করে বিতর্ক চলাকালীন এর আবহ নষ্ট না হয়।

২.১০ : স্পিকারের যে কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হাউজ এ উপস্থিত বিতার্কিক, দর্শক, স্বেচ্ছাসেবক ও কর্তব্যরত কর্মকর্তাবৃন্দ সকলেই বাধ্য থাকবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ : বিতর্কের বিষয়বস্তু সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কৌশলপত্র

৩.১: বিল সংক্রান্ত ধারা-

ক) সে সব বিষয়বস্তু বিল হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পাবে যেগুলো সরকারি দল সংসদে আইন হিসেবে পাস করতে চায় যেমনটি সত্যিকার সংসদে হয়।

খ) বিলের দ্বান্দ্বিক আবেদন থেকে বাস্তবধর্মী প্রায়োগিক আবেদনটি মুখ্য।

গ) সে বিষয়গুলো বিলের মর্যাদা পেতে পারে যেগুলো 'হোক' বা 'উচিত' শব্দমালা দিয়ে শেষ হয়।

ঘ) উদাহরণ- শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রদান রহিত করা হোক; অর্থনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশের অবিলম্বে গ্যাস রফতানি করা উচিত।

৩.২ : কোন বিতর্কের বিষয়কে একবার বিল হিসেবে উত্থাপিত করলে-

ক) পুরো বিতর্কে বিষয়বস্তুকে বিল হিসেবে উচ্চারণ করতে হবে। পুনরায় একে প্রস্তাব হিসেবে উল্লেখ করা অবকাশ নেই। তা না হলে এটি Point of Order এর আওতায় আসবে।

খ) বিল এর মূল বিশ্লেষণ হবে নির্দিষ্ট Specified and Identified কি কারণে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছে এবং এটি পাস করে তার প্রভাব কি কি হবে এগুলো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করতে হবে।

গ) বিল উত্থাপন করলে এর সাথে অনেকগুলো ধারা উল্লেখ করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে ধারা প্রয়োগ ভালো ফলাফল বয়ে আনে। যেমন :- থ্রি হুইলার নিষিদ্ধ করা উচিত। এই বিলের ওপর বিতর্কে কিছু ধারা আসতে পারে; থ্রি হুইলারের বিকল্পে সিএনজি চালু করা হবে; নতুন সিএনজি জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করা হবে যার যথেষ্ট মজুদ আমাদের আছে এবং এর সাথে কিছু তথ্য; ক্ষতিগ্রস্ত চালকদের পুনর্বাসন করা হবে কিভাবে করা হবে তার ব্যাখ্যা।

ঘ) ধারা সংযোজন করা যায় তখনই যখন সেগুলো 'বিল' এর উদ্দেশ্য ও প্রায়োগিক দিক সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।

৩.৩ : প্রস্তাবের সংজ্ঞা

যেগুলো সংসদীয় বিতর্কে 'বিল' হবার মত অবস্থায় থাকছে না সেগুলো সবই প্রস্তাব

www.nagorikpathagar.org

হিসেবে পরিগণিত। সব ধরণের বিষয় প্রস্তাবের মর্যাদা পাবে। অন্যভাবে বললে সকল ধরণের বিল প্রস্তাবও বটে কিন্তু সকল প্রস্তাব বিল নয়।

৩.৪ : প্রস্তাবের ধরণ ও বিশ্লেষণ

ক) তুলনামুলক অনুষঙ্গ : সংজ্ঞা ও উদাহরণ : এ ধরনের বিষয়বস্তুতে দুটো মূল চলক Variable এর মধ্যে একটিকে অপরটির চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। যেমন : - দারিদ্র্য বিমোচন নয়, তথ্যপ্রযুক্তির উত্তরণই একবিংশ শতকের প্রধান চ্যালেঞ্জ; কৃষি নয়, শিক্ষাই হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সোপান।

খ) প্রধান/মূল বিতর্ক- সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা : এ ধরনের বিতর্কের বিষয়ে 'ই' প্রত্যয় কিংবা 'মূল' বা 'প্রধান' জাতীয় শব্দ থাকে। কিন্তু এরা কখনোই একমাত্র বোঝায় না। যেমন : - শিক্ষার অভাবই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান বাধা; যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্রহীনতাই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের প্রধান কারণ। উভয় বিষয়ে 'ই' প্রথমটিতে এবং 'প্রধান' দ্বিতীয়টিতে কখনোই একমাত্র বোঝায় না। 'ই' প্রত্যয় ব্যবহার করা হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর ওপর Emphasis করার জন্য ব্যবহার করা হয়। 'প্রধান' ও 'মূল' শব্দদ্বয়ের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। তবে-

গ) একটি নির্দিষ্ট বক্তব্য বা Statement: যেমন:- জাতিসংঘ একটি অচল সংস্থা। - বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বিচ্যুত। লক্ষ্য করে দেখতে হবে এ ধরনের বিষয়বস্তুতে আগের দু'ধরনের মত কোন বাঁধাধরা Grammatical নিয়ম নেই। এখানে দু'পক্ষের কোন পক্ষই নির্দিষ্ট কোন বিন্দুতে আটকা থাকতে বাধ্য নন। 'মূল বা প্রধান কারণ' অথবা শুধুমাত্র দুটো অনুষঙ্গতেই বাঁধা হয়ে থাকতে হচ্ছে না কাউকে। এ ধরনের একটু কঠিন। কারণ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও আরও অনেক বিষয়ে বিতার্কিকের জ্ঞানের প্রয়োজন। যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান থাকলে বিষয়কে যে কোন দিকে 'মোড় ঘোরানো' বা 'Twist' করানো সম্ভব। এধরনের প্রস্তাবে সরকারি দলের সুবিধাটি হচ্ছে তার বিষয়বস্তুকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করবে বিরোধী দলকেও সেভাবেই বিতর্ক করতে হবে। যেমন : 'বর্তমান প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিচ্যুত'- এই প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক করতে গেলে সরকারি দল যদি 'বর্তমান প্রজন্ম' বলতে ৯০ 'এর দশকের পরবর্তী প্রজন্ম বোঝায় তবে বিরোধী দলকেও তা মেনে নিতে হবে। তাদের তখন বর্তমান প্রজন্মের Time Limit পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে কোনোভাবেই কোন সমান্তরাল বিতর্ক শুরু করা যাবে না।

৪র্থ পরিচ্ছেদ : বক্তার বৈশিষ্ট্য

৪.১ সংসদের প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যের কিছু সুনির্ধারিত বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

৪.২ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য-

- বিষয়বস্তুর পূর্ণ ব্যাখ্যা এবং যদি কোন শব্দ সংজ্ঞার দাবি রাখে তা প্রদান করা

www.nagorikpathagar.org

- বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার সাথে প্রধান প্রধান দলীয় যুক্তিগুলো উপস্থাপন করা এবং দলীয় অবস্থান সুদৃঢ় করা
- কোন বিল নিয়ে আলোচনা হলে প্রস্তাবিত আইনের সংশ্লিষ্ট কোন উপধারা থাকলে তা উল্লেখ করা
- কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রচলিত কোন ব্যবস্থার পরিবর্তন চাইলে এর পরিবর্তে তারা কি চাইছেন তা ব্যাখ্যা করা।
- সর্বোপরি পরবর্তী বক্তা কী বলবেন তা উল্লেখ করা।

৪.৩ বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্য
- প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত সংজ্ঞা বা প্রস্তাবের ব্যাখ্যার যদি যৌক্তিক অসঙ্গতি থাকে তবে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করা।
- যদি প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞার সাথে একমত হয় তবে বিরোধিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা।
- উত্থাপিত প্রস্তাবের/বিলের বিপরীতে পাল্টা যুক্তি তুলে ধরা।
- পরবর্তী বক্তার সম্ভাব্য যুক্তিগুলোর একটি আবর্তন নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন করা।

৪.৪ উভয় দলের দ্বিতীয় বক্তার বক্তব্য-
- দলীয় নেতার প্রদত্ত 'দলীয় অবস্থান' বা 'দলীয় কৌশল' সুদৃঢ় করা।
- বিপক্ষ দলের কিছু যুক্তি খন্ডন করা এবং নিজেদের অবস্থানের পক্ষে যৌক্তিক উদাহরণ প্রদান করা।

৫ম পরিচ্ছেদ : সংসদীয় বিতর্কে পয়েন্টসমূহ :
৫.১ কোন বক্তার বক্তব্যের মাঝখানে বাধা দেয়ার ক্ষমতা সব সদস্যের রয়েছে। কাজটি পয়েন্ট উত্থাপনের মাধ্যমে করতে হবে।
৫.২ পয়েন্ট তিন রকম-
1. Point of Order (PO)
2. Point of Privilege(PP)
3. Point of Information(PI)
৫.৩ যেসব ক্ষেত্রে Point of Order তোলা যাবে-
- কোন বিতার্কিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যেও বক্তব্য শেষ না করলে।
- বিতার্কিক যুক্তি খন্ডন পর্বে নতুন যুক্তি উপস্থাপন করলে।
- প্রধানমন্ত্রী/বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্যের পর মন্ত্রী/বিরোধীদলীয় উপনেতা প্রস্তাবকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করলে।

৫.৪ যেসব ক্ষেত্রে Point of Privilege তোলা যাবে-

www.nagorikpathagar.org

- কোন বিতার্কিকের বক্তব্যকে বিপক্ষের বিতার্কিক ত্রুটিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করলে বা তার মতামত ভুলভাবে প্রকাশ বা বিকৃত করলে।

- কোন বিতার্কিকের বক্তব্য পেশের সময় বিপক্ষের সদস্যের প্রতি অবমাননাকর কথা বললে বা ব্যক্তিগত আক্রমণ করলে।

- দ্রষ্টব্য : এটি দলগতভাবেও উপস্থাপন করা যাবে। তবে যাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হবে কেবল তিনিই এটি উত্থাপন করতে পারবেন।

৫.৫ যেসব ক্ষেত্রে Point of Information তোলা যাবে-

একজন বক্তা বক্তব্য রাখার সময় তার প্রতিপক্ষের কোন বক্তা তার কাছে (PI) তুলবেন দুটি ক্ষেত্রে-

- যদি তিনি যে বক্তা বক্তব্য রাখছেন, তার বক্তব্যের তথ্যসূত্র জানতে চান।

- যিনি বক্তব্য রাখছেন তার বক্তব্যের একটি নির্দিষ্ট অংশের খুব সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা জানতে চাইবেন।

- বক্তব্য সম্পর্কিত কোন উদাহরণ জানতে চাইতে পারেন।

- যে কোন তথ্যসূত্র জানার জন্য (PI) তোলা যাবে। তবে তা যৌক্তিক হতে হবে।

চ্যালেঞ্জ বিতর্ক : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞায়ন যদি এমন হয় যে, তাঁর সংজ্ঞায়নের মধ্য থেকে বিতর্ক চালিয়ে যাওয়া বিরোধীদলের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় সেই অবস্থায় বিরোধীদলীয় নেতা প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞায়নকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। চ্যালেঞ্জ বিতর্কটি দুই গ্রাউন্ড থেকে করা যায়। প্রথমত : টটোলজিক্যাল গ্রাউন্ড এবং দ্বিতীয়ত ট্রুইজম গ্রাউন্ড।

১. টটোলজিক্যাল গ্রাউন্ড : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞায়ন যদি অত্যন্ত সংকীর্ণ হয় যে, তার মধ্য থেকে বিতর্ক করা যায় না বললে চলে তা টটোলজির আওতাভুক্ত হবে। যেমন- বিতর্কের প্রস্তাব হবে, "এই সংসদ হরতাল বাতিল করবে।" এখানে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হরতাল বলতে শুধুমাত্র সেই সকল হরতাল বুঝালেন যেগুলোতে সহিংসতা হয়।" তাহলে এই বিতর্কে বিরোধী দলের সহিংস হরতাল বাতিলের বিপক্ষে বলে কোনোভাবেই বিতর্ক করতে পারবে না। এই ধরনের সংজ্ঞায়ন টটোলজির আওতাভুক্ত।

২. ট্রুইজম গ্রাউন্ড : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যদি এমন সংজ্ঞায়ন করেন যে, তা ধ্রুবসত্য এবং বিপক্ষে স্বাভাবিকভাবে যুক্তি দেয়া সম্ভব নয়, তাহলে তা ট্রুইজমের আওতাভুক্ত হবে। যেমন- ধরুন, বিতর্কের প্রস্তাব, "মানব জীবনে বার্ধক্য বলে কিছু নেই।"
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "মানবজীবন" বলতে বোঝালেন, "মানুষের সামাজিক জীবন" এবং বার্ধক্য বলতে বোঝালেন, "স্থবিরতা" অর্থাৎ সংজ্ঞাটি দাঁড়ায়, মানুষের সামাজিক জীবনে স্থবিরতা নেই, পরিবর্তিত হয় সবকিছু।" এর বিরুদ্ধে বলতে গেলে দেখাতে হবে, সমাজে পরিবর্তন হয় না। অথচ পরিবর্তনীয় ধ্রুব ও সমাজের

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। ফলে এই সংজ্ঞায়নে বিতর্কে চালানো বিরোধী দলের পক্ষে সম্ভব নয়। এটি ট্রুইজমের আওতাভুক্ত হবে।

চ্যালেঞ্জ বিতর্কের ক্ষেত্রে বিতার্কিকদের করণীয় : চ্যালেঞ্জ বিতর্কের ক্ষেত্রে বিরোধীদলীয় নেতাকে মূলত দু'টি কাজ করতে হয়। যথা :

১. কোন গ্রাউন্ড থেকে চ্যালেঞ্জ করছেন তা প্রমাণ করতে হবে।

২. নতুন ভাবে সংজ্ঞায়ন করতে হবে।

মন্ত্রীর বক্তব্য চ্যালেঞ্জ বিতর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিরোধীদলীয় নেতা চ্যালেঞ্জ করলে মন্ত্রীকে এসে দেখাতে হবে, চ্যালেঞ্জ না করেও বিরোধী দল কিভাবে বিতর্ক করতে পারেন। মন্ত্রীকে বিতর্ক করার জায়গাটি স্পষ্ট করতে হবে। পরবর্তীতে বিরোধীদলীয় উপনেতার কাজ হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী যেই স্ট্যান্ড দিয়েছেন, সেই জায়গা থেকে যে বিতর্ক করা যায় না তা দেখানো এবং নতুন সংজ্ঞায়নের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান। এভাবেই অবশিষ্ট বিতর্ক চলতে থাকবে। সবশেষে যদি বিরোধী দল প্রমাণ করতে পারে যে আসলেই এই সংজ্ঞানের বিতর্ক করার সম্ভব ছিল না। তাহলে চ্যালেঞ্জটি গৃহীত হবে। আর যদি সরকার দল প্রমাণ করতে পারে তাদের সংজ্ঞায়নের মধ্য থেকেও বিরোধী দল বিতর্ক করতে পারত তাহলে সরকারি দলের উত্থাপিত প্রস্তাবটিই গৃহীত হবে।

সংসদীয় বিতর্কের পদ্ধতিগত বিভাজন : সংসদীয় বিতর্কের ক্ষেত্রে অনেক পদ্ধতি লক্ষণীয়। চারটি পদ্ধতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যথা : প্রিন্সিপাল বিতর্ক, পলিসি বিতর্ক, তত্ত্বীয় বিতর্ক ও কজ অ্যানালাইসিস।

১. প্রিন্সিপাল বিতর্ক (Principal Debate) : যেই বিতর্কগুলোতে নীতি, আইন, উপকারিতা বা অপকারিতা নিয়ে আলোচনা হয় তাক প্রিন্সিপাল বিতর্ক বলে। যেমন- "এই সংসদ লিঙ্গভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করবে" এটি সংসদের আলোচনার বিষয়। লিঙ্গভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে লাভ বেশি না ক্ষতি বেশি তার তুলনামূলক বিশ্লেষণই হবে বিতর্কের মূল বিষয়বস্তু। প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করা সম্ভব কি, সম্ভব না তা আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়।

২. পলিসি বিতর্ক (Policy Debate) : কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে যখন বিতর্ক হয় তখন তাকে পলিসি বিতর্ক বলে। যেমন- "এই সংসদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করবে"। এই বিতর্কে সরকারি দল সমন্বিত ভর্তি প্রক্রিয়া কেন হবে তা নিয়ে বিতর্ক করেন, তা হলে বিরোধী দলকেও সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ায় অকার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক করতে হবে।

৩. তত্ত্বীয় বিতর্ক (Theoretical Debate) : বিভিন্ন তত্ত্বের আলোকে বিতর্ক পরিচালনাকে তত্ত্বীয় বিতর্ক বলে। যেমন- "এই সংসদ নব্য নাস্তিকতার ধারণাকে সমর্থন করে"। আবার "এই সংসদ এস.পি হান্টিংটনের Clash of Civilization তত্ত্বকে সমর্থন করে না।" অর্থাৎ তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েই বিতর্কই

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে তত্ত্বীয় বিতর্ক।

৪. কজ অ্যানালাইসিস (Cause Analysis) : Cause Analysis বিতর্কের মাধ্যমে কোনো ঘটনা বা প্রবন্ধের কারণ অনুসন্ধান করা হয়। যেমন : একটি প্রস্তাব, "দুর্নীতিই সন্ত্রাসের প্রধান কারণ।" এই বিতর্কে সরকারি দল দেখানোর চেষ্টা করবে দুর্নীতির মাধ্যমে সন্ত্রাস সংঘটিত হয়, অপরদিকে বিরোধী দলকে দুর্নীতির পরিবর্তে অন্য একটি প্রধান কারণকে সন্ত্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করতে হবে।

মূলত, কারণ অনুসন্ধানের বিষয়টি বিতর্কে সর্বাধিক গুরুত্ব বহন করাটাই হবে 'Cause Analysis' বিতর্কের ধরন।

স্ক্রিপ্ট- ১

প্রস্তাব: এই সংসদ মনে করে, কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক

সরকারি দল

প্রধানমন্ত্রী:

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এই সংসদে সুযোগ প্রদান করার জন্য। আজকের সংসদের সামনে প্রস্তাব, এই সংসদ মনে করে, কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক। আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রস্তাবটির সংজ্ঞায়ন করে যাচ্ছি এবং একইসাথে আমাদের যুক্তিগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কেন আজকে প্রস্তাবটি সমর্থন করছি সেটি বলে যাচ্ছি।

সংজ্ঞায়ন

মাননীয় স্পিকার, এই সংসদ বলতে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদকে বুঝাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টার বলতে আমরা মনে করি বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার; যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শ্রেণী কক্ষে বাইরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত অর্থের বিনিময় শিক্ষা সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। মাননীয় স্পিকার শিক্ষার মান উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝাবো প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের প্রচলিত পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে শিক্ষার যে সৃজনশীল ধারা চলছে সেটির গুণগত উন্নয়ন ঘটানো।

মাননীয় স্পিকার, আমরা বলছি, শিক্ষার মান উন্নয়ন হবে তখন, যখন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের প্রচলিত পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে কিন্তু মাননীয় স্পিকার, বাস্তবিক পক্ষে প্রচলিত সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থা কিভাবে এই তিনটি স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়ন করছে কি?

www.nagorikpathagar.org

মাননীয় স্পিকার প্রশ্নটির উত্তর হল এই তিনটি স্তরে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা উপকরণ পৌছাতে পারছে না। যেমন : বাংলাদেশের সব প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ নেই, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ওপর দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অপরপক্ষে তুলনামূলকভাবে কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষার মান উন্নয়নে কিভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে তা কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে যাব।

ক্ষেত্র গুলো হচ্ছে :

–সময়োপযোগী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

–শ্রেণী কক্ষে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অধিক যত্নের সাথে শিক্ষা প্রদান করে।

–প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

–প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় আগ্রহ সৃষ্টি করে।

সর্বশেষ সহায়ক বলতে মাননীয় স্পিকার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহযোগিতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করাকে বুঝাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার, আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজকের সংসদে (১) সময়োপযোগী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং (২) শ্রেণী কক্ষে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অধিক যত্নের সাথে শিক্ষা প্রদান করে; এই ক্ষেত্র দুটি নিয়ে আলোচনা করব। মাননীয় মন্ত্রী এসে বাকি ক্ষেত্রগুলো উদাহরণসহ বাস্তবিক আলোচনা করবেন এবং প্রস্তাবের পক্ষে উপযুক্ত যুক্তি প্রদান ও বিরোধী দলের যুক্তি খণ্ডন করবেন এবং মাননীয় সাংসদ সার্বিক আলোচনা ও সমন্বয় করার মাধ্যমে এ প্রস্তাবের উপযুক্ততা প্রমাণ করবেন এবং বিরোধী দলের যুক্তি খণ্ডন করবেন।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের দলীয় অবস্থান হলো আমরা যে চারটি ক্ষেত্র দেখিয়েছি এই ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে কোচিং সেন্টার কিভাবে শিক্ষার মান উন্নয়নেসহায়ক ভূমিকা পালন করে সেটি আমরা প্রমাণ করে যাব। অপরপক্ষে বিরোধী দল যদি মনে করে কোচিং সেন্টারে প্রচলিত শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে না তাহলে তাদের দেখিয়ে দিয়ে যেতে হবে, কে শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং উন্নয়নে প্রক্রিয়া গুলো কী হবে ?

মাননীয় স্পিকার, এবার আসি ক্ষেত্র বিশ্লেষণে, মাননীয় স্পিকার লক্ষ্য করুন, কোচিং সেন্টার গুলো দক্ষ শিক্ষক দ্বারা ক্লাস পরিচালনা করে অর্থাৎ যারা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র তারাই ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন আর তারা প্রচলিত সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতির ওপর দক্ষ এবং তারা সময়োপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে নিজেদের অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হচ্ছেন। ফলে যখন তারা শিক্ষাদান করতে যান তখন তারা অনেক সহজ, আধুনিক এবং সৃজনশীল পদ্ধতির সাথে

www.nagorikpathagar.org

সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদান করতে পারেন যেটি বাংলাদেশের বেশিরভাগ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি এসব অপ্রশিক্ষিত শিক্ষকের চাইতে কোচিং সেন্টারের শিক্ষকরাই শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

মাননীয় স্পিকার, লক্ষ্য করুন, শ্রেণিকক্ষে অনেক বেশি ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ক্লাস করানো হয় যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বর্তমান সৃজনশীল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে কোচিং সেন্টারগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম থাকায় প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষা নিতে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্য পায় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিকভাবে এ পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে, আর এর মাধ্যমে পিএসসি, জেএসসি এবং এসএসসিতে অনেক ভালো ফলাফল করছে। আবার অন্যদিকে আমরা জানি, কোচিং সেন্টার গুলোতে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে পরীক্ষাগ্রহণ করার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে তাদের নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারে এবং ভালো ফলাফল করতে পারে। তাই মাননীয় স্পিকার, এই সংসদে আমি বলবো কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং আজকের এই প্রস্তাবটি সংসদে গৃহীত হবার দাবি রাখে। মাননীয় স্পিকার, আপনার মাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

মন্ত্রী

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এই সংসদে সুযোগ প্রদান করার জন্য। আজকের সংসদের সামনে প্রস্তাব, এই সংসদ মনে করে কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক। আমার দলের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে প্রস্তাবটির সংজ্ঞায়ন করে প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন কেন কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু বিরোধীদলীয় নেতা এসে কিছু অবাস্তব কথা বলে গেলেন এবং একটি দুর্বল বিরোধিতার ক্ষেত্র দেখিয়ে গেলেন, যেটি আমাদের দলীয় অবস্থান থেকে দুর্বল।

মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষক সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত নয়। এর পড়াশোনার পাশাপাশি একজন শিক্ষকের আরো অনেক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত থাকতে হয় বলে তারা ঠিক মতো ক্লাস নেয়ার সুযোগ পায় না। একটি ক্লাসরুমে একই সাথে ৭০-৮০ জন ছাত্রের একই সাথে পাঠদানের ফলে সকল শিক্ষার্থী মধ্যে তাদের পাঠদান পৌছায় না। যে কারণে মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টারই শিক্ষার্থীদের একমাত্র আশা ভরসার জায়গা, যেখানে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে পরিচিত হয়।

মাননীয় স্পিকার, বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই শিক্ষক সঙ্কটে ভুগছে। যে কারণে ধর্মের শিক্ষক বিজ্ঞান আবার সমাজের শিক্ষক ইংরেজির ক্লাস নিয়ে থাকেন যে কারণে শিক্ষার্থীদের যত্ন সহকারে পড়াশোনা করানো তো দূরের কথা,

www.nagorikpathagar.org

ঠিকঠাক মতো সঠিক বিষয়ে পাঠদান করাতে পারছে না। মাননীয় স্পিকার, আজকের সংসদে আমরা বলছি যতদিন বাংলাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সঙ্কট দূর না হবে ততদিন কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় স্পিকার, বিরোধীদলের দেখিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো কোচিং সেন্টার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা না রাখলে কারা কারা শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। শিক্ষকের পক্ষে আসলেই সকল প্রকার পাঠদান শ্রেণী কক্ষের মধ্যেই সম্পন্ন করে দেয়া সম্ভব কি না? এটি একটি বড় প্রশ্ন, আশা করি উত্তর দিয়ে যাবেন। ফলে আজ শিক্ষাক্ষেত্রে যে দক্ষ শিক্ষকের সঙ্কট তৈরি হয়েছে, সেই অভাবের মধ্যে থেকে কখনোই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। সুতরাং মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টারগুলো তাদের মেধাবী শিক্ষকদের দিয়ে এই দক্ষ শিক্ষকের অভাবটি পূরণ করে থাকে। কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্রদের নিবিড় পরিচর্যা করে থাকে। যা শিক্ষার মান উন্নয়নে অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

সুতরাং মাননীয় স্পিকার আমাদের আজকের সংসদে আমরা যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছি সেটি সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং গ্রহণযোগ্যতার দাবিদার। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এবং ধন্যবাদ সকলকে।

সরকারদলীয় সংসদ সদস্য

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, এই সংসদের সুযোগ প্রদান করার জন্য। আজকের সংসদের সামনে প্রস্তাব, এই সংসদ মনে করে কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক। আমার দলের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে প্রস্তাবটি সংসদের সামনে উত্থাপন করে সংজ্ঞায়ন করেছেন। কোচিং সেন্টার বলতে আমরা দেখিয়েছি বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার, যেমন প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শ্রেণীকক্ষে বাইরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অতিরিক্ত অর্থের বিনিময় শিক্ষায় সহায়কতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার মান উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝিয়েছি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকদের প্রচলিত পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করার মাধ্যমে শিক্ষার যে সৃজনশীল ধারা চলছে সেটির গুণগত উন্নয়ন ঘটানো এবং আমরা মাননীয় স্পিকার আমাদের দলীয় অবস্থান চারটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছিলাম-

১) কোচিং সেন্টার সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

২) মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব পূরণ করছে।

৩) পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের অধিক যত্ন নিচ্ছে।

৪) শিক্ষার মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে কোচিং সেন্টার।

কিন্তু বিরোধীদল তাদের কোনো অবস্থান না দেখিয়ে কিছু হাস্যকর যুক্তি উত্থাপন করেছেন এবং যেগুলো আমাদের অবস্থানকে সমর্থন করে। আমাদের দলের প্রথম

www.nagorikpathagar.org

বক্তা এসে সংজ্ঞায়নের মাধ্যমে দেখিয়ে গিয়েছেন কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক এবং তিনি কোচিং সেন্টার সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করে তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে বিরোধীদলীয় নেতা এসে কিছু হাস্যকর যুক্তি উত্থাপন করে গিয়েছেন, যেগুলোর মাধ্যমে কোনোভাবেই শিক্ষার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষার মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে কোচিং সেন্টারগুলো কারণ আমাদের দেশের গাঁটছড়া শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতার মনোভাব নেই। তারা দায়সারা পরীক্ষা নিয়ে থাকেন যে কারণে তাদের গৃহীত পরীক্ষায় কোনো প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয় না। কোচিং সেন্টারগুলো নিয়মিত পরীক্ষার আয়োজন করে থাকেন যেগুলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি করে।

মাননীয় স্পিকার, আমাদের মন্ত্রী এসে কোচিং সেন্টার কিভাবে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব পূরণ করছে এবং পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের অধিক যত্ন নিচ্ছে সেটি দেখিয়ে গিয়েছেন কিন্তু অপরপক্ষে তাদের উপনেতা এসে আমাদের কোনো যুক্তিখন্ডন করতে পারেননি এবং নতুন কোনো যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন নি।

সুতরাং আমরা আমাদের দলীয় অবস্থান তাদের থেকে বেশি শক্তিশালী তা প্রমাণ করে দিয়েছি। তাই এই সংসদ মনে করে কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক।

যুক্তিখন্ডন

প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ, আবার এ মহান সংসদে সুযোগ প্রদানের জন্য। মাননীয় স্পিকার আজকের বিতর্কে বিরোধী দল তাদের কথায় কোন অবস্থান দেখাতে পারেনি। আমরা চারটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছি কোচিং সেন্টার প্রচলিত শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মাননীয় স্পিকার, বিরোধী দল বলছে কোটিং সেন্টার নামক আবর্জনা শিক্ষাকে সহায়তা তো করছেই না বরং শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার, যেখানে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা সব ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পরিবেশ সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে পারছে না ঠিক কোচিং সেন্টার সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করছে না বরং শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করছে।

মাননীয় স্পিকার, তারা আরও বলেছেন কোচিং সেন্টারগুলোতে পরীক্ষা নেয়া হয় নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে, মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টার যেভাবে সাপ্তাহিক, মাসিক, পাক্ষিক পরীক্ষা নিয়ে পরীক্ষার ভীতি দূর করে ফলে এই ছাত্রছাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে বোর্ড পর্যায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। মাননীয় স্পিকার, সার্বিকভাবে কোচিং সেন্টার ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবিকাশ এবং শিক্ষার মান

www.nagorikpathagar.org

উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং মাননীয় স্পিকার, আজকের এই প্রস্তাবটি সংসদের গ্রহণযোগ্যতার জোর দাবি রাখে।

বিরোধীদল

বিরোধীদলীয় নেতা

মাননীয় স্পিকার, আজকের ছায়া সংসদের আমাকে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার অনুমতি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে প্রস্তাবটি এই মহান সংসদের উত্থাপন করেছেন তাহলো, "কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক।" মাননীয় স্পিকার, প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংজ্ঞায়নের দুর্বলতাগুলো দেখিয়ে যাবো এবং তারপর বিতর্কে আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে, যুক্তি তত্ত্ব এবং তথ্যের মাধ্যমে আমাদের বিতর্কের গ্রহণযোগ্যতা তুলনামূলক বেশি প্রমাণ করে যাব। মাননীয় স্পিকার, প্রথমেই এটি বলে নেয়া দরকার যে আমরা সরকারি দলের সংজ্ঞায়ন মেনে নিয়েই আজকে বিতর্কটি করব। আজকের সরকারি দল শিক্ষার মানোয়ন্নয়নে সহায়ক হিসেবে এমন একটি বিষয় নিয়ে এসেছে যেটি কোনোভাবে শিক্ষার মানের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং ক্ষতিকর। তাদের দেখিয়ে যাওয়া উচিত ছিলো কিভাবে কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়ন করে? এই উন্নয়ন টেকসই উন্নয়ন কিনা?

এ পর্যায়ে মাননীয় স্পিকার, তাদের সংজ্ঞায়নের ভুলগুলো দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। আজকে তারা সহায়ক ভূমিকার ক্ষেত্র দেখিয়ে গিয়েছে কিন্তু তারা গুণগত মানের কোন ক্ষেত্র সংসদে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়নি। তাদের সহায়ক ভূমিকাগুলো কিভাবে গুণগত পরিবর্তন করছে তা তারা দেখিয়ে যায়নি। তাদের পয়েন্টগুলো ছিলো- সময়োপযোগী সৃজনশীল শিক্ষাব্যবস্থার সাথে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অধিক যত্নের সাথে শিক্ষা প্রদান করে; প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে দক্ষ শিক্ষকের অভাব পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে; প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি কর। মাননীয় স্পিকার, তাদের এই চারটি ক্ষেত্রে যে কতটা হাস্যকার তা আজকের সংসদে দেখিয়ে যাবো। আমরা তাদের অবস্থান মেনে নিয়ে তাদের উল্লেখিত ক্ষেত্রের মধ্যে থেকেই প্রমাণ করে যাবো, কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা তো রাখছেই না বরং ক্ষতিকর।

মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টারে যারা ক্লাস নিয়ে থাকেন তারা অধিকাংশই বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, যাদের সৃজনশীল কাঠামোবদ্ধ শিক্ষার উপরে কোনো প্রশিক্ষণই নেই। কোচিং সেন্টারগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের গাইড, নোটনির্ভর করে তুলেছে। এসব ব্যাঙের ছাতার মতো বেড়ে ওঠা কোচিং সেন্টার শিক্ষার্থীদের মেধাকে বিনষ্ট করছে, সহায়ক ভূমিকা তো নয়ই।

মাননীয় স্পিকার, আমার দলের মাননীয় উপনেতা এসে তাদের যুক্তিখন্ডন ও

www.nagorikpathagar.org

আমাদের দলীয় অবস্থান কেন তাদের থেকে শক্তিশালী তা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দিবেন এবং আমার দলের তৃতীয় বক্তা সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করে যাবেন তাদের যুক্তি কোনোভাবেই সংসদে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং মাননীয় স্পিকার, এই সংসদ কোনোভাবেই মনে করে না যে, কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক।

বিরোধীদলীয় উপনেতা

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার এই সংসদের সুযোগ প্রদান করার জন্য। আজকের সংসদের সামনে প্রস্তাব, এই সংসদ মনে করে কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক। সরকারিদলের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাব উত্থাপন করার পরে তাদের যে দলীয় অবস্থান উত্থাপন করেন সেটি আমার দলের মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা এসে দুর্বল প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন। আমরা বলছি কোচিং সেন্টার নামক আবর্জনা শিক্ষাকে সহায়তা তো করছেই না বরং শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করে দিচ্ছে। মাননীয় স্পিকার, আমরা জানি একটি শিশুর জীবনের ভিত রচিত হয় বিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই একটি শিশু শিক্ষা পায় আগামীর। কিন্তু কোচিং সেন্টারগুলো পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের লোভ দেখিয়ে ছাত্রদের নির্দিষ্ট প্রশ্ন মুখস্থ করিয়ে তাদের মেধার বিকাশকে বাধগ্রস্ত করে তুলছে। মাননীয় স্পিকার শিক্ষার মান যাদের হাতে নির্ভর করে তাদের হাত ধরেই শিক্ষার মান উন্নয়ন ঘটছে এবং ঘটবে। এখন দেশের সব বিদ্যালয়ে মাসিক পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে, প্রতিটি ছাত্রের আলাদা আলাদা প্রোফাইল তৈরি করে তাদের সার্বক্ষণিক তদারকি নেয়া হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার, গাইড বই নির্ভরতা এবং মুখস্থ করার প্রবণতা থেকে শিক্ষার্থীদের বের করে নিয়ে আসতে বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই নির্ভর করে তুলছে। তাদের নিয়মিত পাঠ্যবই পড়ার অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে মেধার সুপ্ত বিকাশ সাধিত হচ্ছে, যেটি শিক্ষার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেগুলো কোচিং সেন্টার মাধ্যমে কখনোই সম্ভব নয়। মাননীয় স্পিকার, আমরা দেখতে পাই কোচিং সেন্টারগুলোর মধ্যে এক ধরনের ব্যবসায়িক মানসিকতা বিদ্যমান, যে কারণে তারা বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। মাননীয় স্পিকার, আমাদের দলীয় অবস্থান পরিষ্কার করলাম এবং আমাদের যুক্তিগুলো তুলে ধরলাম। আজকে সরকারি দলের অবস্থানের থেকে আমাদের দলীয় অবস্থান শক্তিশালী হওয়ায় আজকের আশা করি প্রস্তাবটি গৃহীত হবে না।

বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য

মাননীয় স্পিকার, এই সংসদে সুযোগ প্রদান করার জন্য ধন্যবাদ। আজকের সংসদের সামনে প্রস্তাব, এই সংসদ মনে করে কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে

www.nagorikpathagar.org

সহায়ক। আজকের সংসদের সরকারি দল যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছে সেটি সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমার দলের বিরোধীদলীয় নেতা দেখিয়ে গিয়েছেন কোচিং সেন্টারগুলো শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা তো রাখছেই না বরং মান নষ্ট করছে। তাদের তিন বক্তাই চারটি দুর্বল ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। দেখুন কোচিং সেন্টারের মতো একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কি করে শিক্ষার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে?

লক্ষ করুন মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টারগুলোতে পরীক্ষা নেয়া হয় ঠিকই কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নগুলো অনেক আগেই দিয়ে দেয় যার ফলে পরীক্ষার ফলাফল ভাল হয় ঠিকই কিন্তু শিক্ষার মানের কতটুকু উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এটি একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টারগুলোতে পরীক্ষা নেয়া হয় নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নপত্র অনুরসণ করে যার ফলে তাদের এই শিক্ষা পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা বিকাশে কোন রকম সহায়তা তো করছেই না বরং ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাগত বিকাশের ক্ষেত্রে পঙ্গুত্ব সৃষ্টি করছে।

মাননীয় স্পিকার তাহলে সার্বিক সমন্বয় করলে যা দেখা যায়, তাহলো প্রধানমন্ত্রী বলেছেন; কোচিং সেন্টার প্রচলিত শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে অপরপক্ষে বিরোধীদলীয় নেতা দেখিয়ে গেছেন; কোচিং সেন্টার শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা তো রাখছেই না বরং ক্ষতি করছে।

মাননীয় স্পিকার, এবার আসি সরকারদলীয় মন্ত্রীর দিকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক সঙ্কট রয়েছে আর তারা কোচিং সেন্টার দিয়ে শিক্ষকের অভাব মোচন করছেন অপরপক্ষে বিরোধীদলীয় উপনেতা দেখিয়ে গেছেন কোচিং সেন্টার তো শিক্ষকের অভাব পূরণ করছে না বরং তাদের এক ধরনের ব্যবসায়িক মানসিকতা বিদ্যমান, যে কারণে তারা বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করে; যার ফলে শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশ ও শিক্ষার গুণগত উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। মাননীয় স্পিকার, সরকারদলীয় সংসদ বললেন প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষকরা শ্রেণীকক্ষে না কি দায়সারানোর পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। মাননীয় স্পিকার, কোচিং সেন্টারগুলো যেভাবে পরীক্ষার পূর্বেই প্রশ্ন ফাঁস করে দেয় যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ভাল ফলাফল করে এবং তাদের কোচিং ব্যবসা ভালভাবে জমে ওঠে। মাননীয় স্পিকার, তাদের এ শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষার মান উন্নয়ন তো হচ্ছেই না বরং ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাকে নষ্ট করছে। সুতরাং মাননীয় স্পিকার, আজকের এই প্রস্তাবটি কোনভাবেই সংসদে গৃহীত হবার দাবি রাখে না। মাননীয় স্পিকার, আপনার মাধ্যমে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।

•

www.nagorikpathagar.org

যুক্তিখন্ডন

বিরোধীদলীয়, নেতা :

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ আবার এ মহান সংসদের সুযোগ প্রদানের জন্য। মাননীয় স্পিকার, আজকের বিতর্কে সরকারিদল চারটি ক্ষেত্র দেখিয়েছেন এবং তারা বলেছেন কোচিং সেন্টার এই ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করছে। মাননীয় স্পিকার, লক্ষ করুন, তাদের দেখানো ক্ষেত্রগুলো বর্তমান প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতিতে কোন কার্যকরী ভূমিকা রাখছে না বরং জাতির ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা ইতোমধ্যে আমরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছি। মাননীয় স্পিকার, তারা একটি যুক্তি দিয়েছিলেন সেটি ছিল এ রকম কোচিং সেন্টার কম ছাত্র-ছাত্রী থাকাতে তারা ভালভাবে শিক্ষা প্রদান করতে পারেন, মাননীয় স্পিকার, তারা জানে না এখন বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং মাননীয় স্পিকার, প্রত্যেক ১৫-২০ জন ছাত্র-ছাত্রীদের একজন করে শিক্ষককে ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নেয়ার ক্ষেত্রে আর কোন সমস্যা থাকছেনা। মাননীয় স্পিকার, তারা আরও বলেছেন বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বিদ্যালয়গুলোতে যে শিক্ষকরা শিক্ষা দিয়ে থাকেন তারা সৃজনশীল পদ্ধতি সম্পর্কে ভালভাবে জানেন না। মাননীয় স্পিকার, সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে ২০১০ সালে আর এখন ২০১৮ সালে এসে তাদের মনে হল শিক্ষকরা এ পদ্ধতিতে দক্ষ না। মাননীয় স্পিকার, সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর আগেই শিক্ষকদের এ পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সুতরাং মাননীয় স্পিকার, তারা যে যুক্তি দেখিয়েছেন এ যুক্তি গুলো কোণভাবে টেকে না। তাই মাননীয় স্পিকার, আজকের এ প্রস্থাবটি গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে না।

স্ক্রিপ্ট ২

প্রস্তাবঃ এই সংসদ মনে করে যে, আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে।

সরকারি দল

প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ আপনার অনুমতিক্রমে এই সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করছি, এই সংসদ মনে করে যে, আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে। প্রথমে বিতর্কের প্রতিটি শব্দ সংজ্ঞায়নের দাবি রাখে, তাই প্রতিটি শব্দের সংজ্ঞায়ন করছি। এই সংসদে বলতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদকে নির্দেশ করছি। আজকে আকাশ সংস্কৃতি বলতে স্যাটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেটকে বোঝাচ্ছি। শিশু বলতে বাংলাদেশের শিশু অধিকার অনুযায়ী ০-১৮ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স

www.nagorikpathagar.org

সকলকে এই সংজ্ঞায়নের আওতাভুক্ত করবো। সৃজনশীলতা বলতে, মেধা মনন চিন্তাধারা ও চিরায়ত স্বাভাবিক কর্মকান্ডে স্বাভাবিক মাত্রায় বিকাশকে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি করাকে বোঝাবে। আজকে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে আমরা তিনটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করছি–

১) শিশু তার নিজস্ব মেধা কাজে লাগিয়ে সমস্যা সমাধান করতে পারবে বা শিখবে।

২) শিশুর মানবীয় গুণাবলির বিকাশ।

৩) নতুন উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ হচ্ছে না।

সবশেষে নষ্ট বলতে বোঝাবো বিকাশের মাত্রাটি স্বাভাবিক অবস্থার থেকে কম হওয়া বা বিকাশটি নেতিবাচক হওয়া। আমরা আজকে প্রমাণ করে যাবো যে, এই মানদন্ডের মাধ্যমে সৃজনশীলতা কিভাবে নষ্ট হচ্ছে আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে। মাননীয় স্পিকার, আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সৃজনশীলতার প্রথম ক্ষেত্রটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা দিবো। অপরপক্ষে মাননীয় মন্ত্রী বাকি দুটি ক্ষেত্র উদাহরণসহ উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করবেন। মাননীয় সংসদ সদস্য এসে ক্ষেত্রগুলো আরও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন। মাননীয় স্পিকার, আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এবং আগামী বিশ্বের নেতৃত্বের জন্য শিশুর তৈরি হওয়ার জন্যে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তারা যা দেখছে এবং যা শিখছে তা মেধা ও মননের বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করছে। যেমন-জাপানি কার্টুন দেখে নবিতার সব সমস্যা ডোরিমন সমাধান করে। এটি তাদেরকে পরনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দেয়। মাননীয়, স্পিকার সামুরাই এক্স কার্টুনে যখন বাচ্চারা দেখে দৈত্য তাদের সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে তখন তারা আরও পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। নিজের সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে বলেই আমরা বলছি সৃজনশীলতার ক্ষমতা নষ্ট করে দিচ্ছে যখন তারা তাদের নিজের মেধা খাটিয়ে গণিত কিংবা বিজ্ঞানের কোনো সমস্যার সমাধান করতে চায় না। যা তাদের নিজের মেধাকে শাণিত করার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করে।

মাননীয় মন্ত্রী

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সংসদে যে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রগুলো উপস্থাপন করেছেন সেগুলোর ব্যাখ্যা করছি, যেমন- স্যাটেলাইট চ্যানেলে কাল্পনিক গল্প, অসম সম্পর্কের গল্প কিংবা অশ্লীল অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সেগুলো দেখে শিশুরা অপসংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মানবিক মূল্যবোধ ও চেতনার বিকাশ বাধাগ্রস্থ হয়। বিশেষ করে ভারতীয় টিভি চ্যানেলগুলোতে যেভাবে অসম সম্পর্কের বিষয়, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, বউ শাশুড়ির বিবাধগুলো দেখানো হয়, সেগুলো শিশুদের কোমল মনে মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তে হিংসা ও ঘৃণার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে। শিশুর মানবিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয় যদি তার সামনে ভৌতিক কাল্পনিক মারামারিসহ এমন কিছু দৃশ্য যা শিশুর কোমল মনে ভীতির সৃষ্টি করে, যার কারণে তার স্বাভাবিক গুণাবলির বিকাশ

www.nagorikpathagar.org

ঘটছে না। আবার, মাননীয় স্পিকার, ইন্টারনেটের অবাধ প্রবাহের কারণে ইউটিউবের অশ্লীল ভিডিও এর মাধ্যমে শিশুদের মানবিক বিকৃতি হচ্ছে। আবার মায়েরা সন্ধ্যা বেলা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জি বাংলা, স্টার জলসা নিয়ে ব্যস্ত থাকে ফলে শিশুদের সময় দিতে অক্ষম। এই শিশুদের একাকিত্বের কারণেও তাদের মানসিক বিকাশ ও সৃজনশীলতা ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে। শিশুরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতার কারণে দিন ও রাতের বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকার কারণে শিশুদের সৃজনশীলতার নষ্ট হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার, মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা যুক্তিগুলো খন্ডন করে, উদাহরণসহ আমাদের ক্ষেত্রগুলোর ব্যাখ্যা দিয়ে প্রমাণ করলাম স্যাটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেট শিশুদের সৃজনশীলতার বিকাশকে নষ্ট করছে। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, আজকের সংসদে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হবে।

সরকারি দলের সদস্য

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। লক্ষ করুন, মাননীয় স্পিকার, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম শিশুরা ঘন্টার পর ঘন্টা ফেসবুকে কাটিয়ে দেয় চ্যাট করে এর মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীলতা ব্যাপকভাবে নষ্ট হচ্ছে। এই ধরনের কার্যক্রমে শিশুরা যখন ব্যাপকভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে তখন তাদের উদ্ভাবনী চিন্তার মানসিকতা থেকে বের হয়ে আসে। তখন আর উদ্ভাবনী চিন্তা থাকে না। ইন্টারনেটে অবাধ ব্যবহারে মাধ্যমে শিশুরা বিভিন্ন অসামাজিক সাইটে ভিজিট করে সময় কাটায়, যার ফলে তাদের পড়াশুনার বাইরে জ্ঞান আহরণের সুযোগ ও সময় কমে যাচ্ছে, যা তার সৃজনশীলতার বিকাশ নষ্ট করছে। মাননীয় স্পিকার, ভারতীয় চ্যানেলগুলো থেকে যখন তারা পারিবারিক অশান্তি, কলহসহ বিভিন্ন অসামাজিকতার চিত্র দেখে, তা হতে তাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করছে। যে হতাশা তাদের ইতিবাচক চিন্তা হতে বিরত রাখছে। তাই তাদের উদ্ভাবনী শক্তিও হ্রাস পাচ্ছে, ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উদ্ভাবনী শক্তিহীন, সৃজনশীলতাবর্জিত একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার, আমি যদি সম্পূর্ণ বিতর্কটিকে সার্বিক সমন্বয় করি, তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংজ্ঞায়ন করেছেন, ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এবং সৃজনশীলতার ৩টি ক্ষেত্র দেখিয়ে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করেছেন। তারপর মাননীয় মন্ত্রী দুইটি ক্ষেত্রের বাস্তব সম্মত উদাহারণসহ ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি বিরোধীদলীয় নেতার যুক্তি খন্ডন করেছেন, অপরদিকে মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন ও মাননীয় উপনেতা উপযুক্ত উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরিশেষে আমি ক্ষেত্রগুলো উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করে ও তাদের যুক্তি খন্ডন করে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দেখিয়ে গেলাম যে, আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে। আপনার মাধ্যমে সংসদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.nagorikpathagar.org

যুক্তিখন্ডন

প্রধানমন্ত্রী :

আমরা জানি শিশুরা কার্টুন কিংবা প্রোগ্রাম দেখে না বরং চরিত্রগুলোকে ধারণ করে অনুকরণ করে এবং যেহেতু স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর অধিকাংশ প্রোগ্রাম অবাস্তব ও তাদের মেধা বিকাশে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং, আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে। মাননীয় স্পিকার, আজকে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে ফেসবুক, টুইটার, ইন্সট্রাগ্রামে শিশুরা ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে তারা স্বাভাবিক জীবনের কর্মকান্ডে মনোযোগ দিতে পারছে না। গভীর রাত পর্যন্ত ফেসবুকিং করার ফলে নিদ্রাহীনতায় ভুগছে। এভাবে তাদের দিনকে দিন আকাশ সংস্কৃতি সৃজনশীলতা নষ্ট করছে।

একটি দেশের শিশু বেড়ে উঠবে তার সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে কিন্তু আকাশ সংস্কৃতির ফলে এদেশের শিশুরা এমন সংস্কৃতির চর্চা করছে যা আমাদের সংস্কৃতির সাথে সাংঘর্ষিক। আর এই কারণে আজকের শিশুরা সমাজে এলিয়নদের মত গণ্য হচ্ছে। এবং এর ফলে তাদের দেশীয় সংস্কৃতির তাল মিলিয়ে নতুন কিছু তৈরি করতে পারছে না।

বিরোধীদল

বিরোধীদলীয় নেতা

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ আপনার অনুমতিক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংসদে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন তা হলো, আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে। মাননীয় স্পিকার, প্রথমে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সংজ্ঞায়ন মেনে নিয়ে সংজ্ঞায়নের দুর্বলতাগুলো দেখিয়ে দিবো এবং সংজ্ঞায়নের বিস্তারিত আলোচনা করার মাধ্যমে ভুলগুলো দেখিয়ে দিবো। তারপর আমাদের বিরোধিতার ক্ষেত্র ও অবস্থান ব্যাখ্যা করবো।

প্রথমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি সুন্দর সংজ্ঞায়ন আশা করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাদের আশাহত করেছেন, তিনি তিনটি ক্ষেত্র দেখিয়ে এগুলো সৃজনশীলতা ধ্বংস করছে। অন্যদিকে আমরা দেখিয়ে দিয়ে যাবো এই তিনটি ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেট কিভাবে সৃজনশীলতা নষ্ট করছে না বরং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করছে তা দেখিয়ে দিয়ে যাবো।

মাননীয় স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন শিশুরা নিজেরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। কিন্তু মাননীয় স্পিকার স্যাটেলাইট চ্যানেলে সিসিমপুর, নের কথা, ক্ষুদে গানরাজ, স্পেলিং বি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা নিজেদের মেধা বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে এবং নিজের মেধা বিকাশের সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন এবং নতুন কিছু করার মাধ্যমে নিজের মেধার বিকাশ ঘটায়। মাননীয় স্পিকার, এখন আমাদের দল থেকে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলো থেকে

www.nagorikpathagar.org

দেখাবো এবং ক্ষেত্রগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করবো স্যাটেলাইট চ্যানেল ও ইন্টারনেট শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণসহ প্রমাণ করছি যে, যেমন বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আল কুরআনের আসর, কুরআন প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে মানবিক চর্চার বিকাশ ঘটায়। মাননীয় স্পিকার, আমার দলের উপনেতা আরো যুক্তি, তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে এই তিনটি ক্ষেত্রে শিশুর সৃজনশীলতা বিকাশের উপায়গুলো আলোচনা করবেন এবং আমার দলের সাংসদ এসে সার্বিক সমন্বয় ও যথাযথ যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের বিরোধিতার শক্তিশালী অবস্থান ব্যাখ্যা করবেন। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে।

বিরোধীদলীয় উপনেতা

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। মন্ত্রীর বক্তব্যের যুক্তিখন্ডন দিয়ে শুরু করছি। তিনি স্যাটেলাইট চ্যানেলের অনেক অপকারিতার কথা বললেন। কিন্তু মাননীয় স্পিকার বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল সৃজনশীল কর্মকান্ডের প্রতিযোগিতার আয়োজন করছে, যেমন-চ্যানেল আই সেরা কণ্ঠ, ক্ষুদের গানরাজ, এন টিভি ক্লোজ আপ তোমাকে খুঁজছে বাংলাদেশ, বি টিভি নতুন কুঁড়ি ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলো শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। মাননীয় স্পিকার, আজকে স্পেলিং বি কিংবা বিটিভির জাতীয় স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতাগুলো তাদের মেধাকে শাণিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করছে। সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোর মাধ্যমে ক্লাস পরীক্ষা ইত্যাদি তথ্য জানতে পারি। ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি শিশুদের সামাজিকীকরণ ছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তুলছে। ইউটিউব এর বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিও গুলো যেমন খান একাডেমি, শিক্ষক বাতায়ন দেখার মাধ্যমে শিশুরা তাদের শিক্ষাকার্যক্রমে সহায়তা পাচ্ছে শিশুরা বিভিন্ন অনুপ্রেরণামূলক ভিডিও দেখে তাদের জীবনের নতুন লক্ষ্য স্থির করছে। মাননীয় স্পিকার তাদের যুক্তিগুলো খন্ডন করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা নষ্ট করছে না বরং বৃদ্ধি করছে। সুতরাং, আজকের এই প্রস্তাবটি কোনোভাবেই গৃহীত হবার দাবি রাখে না।

বিরোধীদলীয় সাংসদ

মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় সাংসদের যুক্তিখন্ডন দিয়ে শুরু করছি, তিনি বলে গিয়েছেন যে উদ্ভাবনী চিন্তার বিকাশ হচ্ছে না, ব্যাখ্যা দিচ্ছি-রূপকথা, তিন বছর বয়স থেকে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এখন মোবাইল এপস তৈরি করছে, এটা কি উদ্ভাবনী চিন্তা শক্তির বিকাশ কিনা? শিশুরা বিভিন্ন সাইটে এপস তৈরির ভিডিও দেখে, বিভিন্ন বিজনেস প্ল্যান দেখে তারা এগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে মেধার বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী কাজের বিকাশ ঘটছে। শিশুরা

www.nagorikpathagar.org

স্যাটেলাইট ভিশনের মাধ্যমে বিতর্ক দেখে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশী বিদেশী বিভিন্ন বিতার্কিকদের বিতর্ক দেখে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটেছে। ৪ বছর থেকে কম্পিউটার চালানো শিখে চট্টগ্রামে এক শিশু বর্তমানে বাংলাদেশে বসে এপেলের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে। সে এবছর ফেসবুক গুগল থেকে হল অব ফ্রেম পুরস্কার পেয়েছে। এটা কি তার সৃজনশীলতার বিকাশ নয়? মাননীয় স্পিকার, বিতর্কটির সার্বিক সমন্বয় করলে দেখা যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে দুর্বল সংজ্ঞায়ন করেছেন ও ৩টি ক্ষেত্র দেখিয়েছেন, মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা এসে আমাদের অবস্থান ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি খন্ডন করেছেন, তারপর মন্ত্রী এসে যথাযথভাবে তাদের অবস্থান উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরদিকে মাননীয় উপনেতা, মন্ত্রীর যুক্তি খন্ডন করার পাশাপাশি আমাদের অবস্থান উদাহরণসহ সুদৃঢ় করেছেন। সরকারদলীয় সংসদ সদস্য উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, অন্যদিকে আমি উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশে অনেকগুলো উদাহরণ দিলাম ও পাশাপাশি সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি, যে আকাশ সংস্কৃতি শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়তা করছে।
মাননীয় স্পিকার, আকাশ সংস্কৃতির ইতিবাচক ব্যবহার উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছে। ধন্যবাদ, মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে।

যুক্তিখন্ডন

বিরোধীদলীয় নেতা

মাননীয় স্পিকার, শিশুরা আকাশ সংস্কৃতির মাধ্যমে দেখা শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলো থেকে চর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন আবিষ্কার করতে শেখে। বিশ্ব আজকে তাদের হাতের মুঠোয়। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে বিশ্বের বাকি দেশগুলোর সাথে তাল মিলাতে হবে। আর ইন্টারনেট এই ব্যবস্থা করে দিয়েছে যার ফলে আমাদের শিশুদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাননীয় স্পিকার, কবিগুরু বলেছেন মিলায়ে মিলিবে অর্থাৎ আমার কিছু অর্জন করতে হবে অন্যের কাছ থেকে আর এই অর্জনের সুযোগটি করে দিচ্ছে আকাশ সংস্কৃতি। মাননীয় স্পিকার, আজকে ইউটিউবে জটিল গণিতের সমাধান কিংবা ইংরেজি ব্যাকরণ শিখতে পারছে আমাদের শিশুরা। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছে। সুতরাং আকাশ সংস্কৃতি আমাদের শিশুদের সহায়তা করছে সৃজনশীলতার মাধ্যমে নতুন কিছু তৈরি করার মাধ্যমে।

স্ক্রিপ্ট ৩

এই সংসদ মনে করে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই।

প্রধানমন্ত্রী : মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার অনুমতিক্রমে আজকের

www.nagorikpathagar.org

এই ছায়া সংসদে যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে যাচ্ছি। তাহলো "এই সংসদ মনে করে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই" বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে এই প্রস্তাবের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো সংজ্ঞায়নের দাবি রাখে তার সংজ্ঞায়ন করছি। প্রথমত, বৈশ্বিক উষ্ণতা বলতে বুঝাচ্ছি পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে জীবজগতের অস্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে টিকে থাকার জন্য উপযোগী তাপমাত্রার ক্রমবৃদ্ধি ও জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন। রোধ বলতে বুঝাচ্ছি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে কমিয়ে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা অথবা বর্তমানে যে পর্যায়ে আছে তা হতে আর বাড়তে না দেয়া। দরিদ্র দেশ বলতে বুঝাচ্ছি, তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ুর স্থায়ী পরিবর্তনের ফলে যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হচ্ছে বা হবে তার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় অপারগ রাষ্ট্রসমূহ। যেমন : বাংলাদেশ, মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস এর মত আরও অনেক দেশ।

করণীয় নেই বলতে এই উষ্ণায়ন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার মত শক্তি ও সামর্থ্য এই সকল দেশসমূহের নেই। মাননীয় স্পিকার, এখন আসা যাক, কেন আমরা বলছি দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় কিছু নেই?–তিনটি প্যারামিটারের আলোকে সে কারণগুলো ব্যাখ্যা করছি।

এক, দেশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থাগত কারণ।

দুই, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও শিল্পে অনগ্রসরতা।

তিন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সীমাবদ্ধতা।

চার, বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নেতৃত্ব প্রদানের অক্ষমতা। দলীয় অবস্থান হতে আমি এখন সামগ্রিক বিষয়টি ব্যাখ্যা করে যাব। আমার দলের মন্ত্রী এসে কারণগুলো বিশ্লেষণ করে যাবেন এবং দলীয় সাংসদ এসে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে প্রমাণ করে যাবেন "বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই।"

লক্ষ্য করুন মাননীয় স্পিকার, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কেন হচ্ছে এবং কারা মূলত এর জন্য দায়ী? একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব যে, শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার জন্য প্রতিনিয়ত বনভূমি ধ্বংস করে শিল্পকারখানা গড়ে তুলছে। যার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে এবং বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ডুবে যাচ্ছে। এই সবগুলো পরিবেশগত পরিবর্তনের পেছনে দায়ী কিন্তু এসব শিল্পউন্নত দেশগুলো। কিন্তু এ সমস্ত দুর্যোগের ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তার অধিকাংশই যাচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোর ওপর দিয়ে। কিউটো প্রোটকল মতে উন্নত দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা থাকলেও তার কিছুই পাচ্ছে না এই দরিদ্র দেশগুলো। ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন এর মতো এসব উন্নত দেশগুলোতে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ

www.nagorikpathagar.org

সবচেয়ে বেশি। তারা যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করে প্রতিবছর তা বলা বাহুল্য। তাই উন্নত দেশগুলোর কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। তা যদি সম্ভব না হয় তবে ক্ষতিপূরণের অর্থ দরিদ্র দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য দিতে হবে। মাননীয় স্পিকার, দরিদ্র দেশগুলোতে নানান সমস্যা বিদ্যমান। নিজেদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাই সমাধান করতে যখন তারা হিমশিম খায় তখন তাদের পক্ষে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে করার মত কিছুই নাই। বরং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলো দরিদ্র দেশে সুলভমূল্যে সরবরাহ করতে পারলেই কেবল এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমিয়ে আনা সম্ভব। এক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র উন্নত দেশগুলোই সেই অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে।

মাননীয় স্পিকার, ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই বাংলাদেশসহ এমন অনক সমুদ্র উপকূলবর্তী দেশ ও নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কার মত এসকল দ্বীপ রাষ্ট্রসমূহ সার্বক্ষণিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকির মধ্যে থাকে। সুতরাং তারা নিজেরাই যখন এসব উন্নত দেশ সমূহের পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট খামখেয়ালিপনার শিকার সেখানে এ দেশগুলোর পক্ষে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধ করার মত কিছুই নেই।
মাননীয় স্পিকার, আজকে যদি আমরা দরিদ্র দেশগুলো অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে তাকাই তবে দেখব সেখানে তাদের প্রচুর ঘাটতি। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের জন্যও এসব দেশকে নির্ভর করে থাকতে হয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ এর মত উন্নত দেশসমূহের সৃষ্ট এসব বৈদেশিক দাতা সংস্থার কাছে। নিজেদের অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্যই যখন তারা উন্নত দেশের দাতা সংস্থার ওপর নির্ভরশীল সেখানে তারা কি করে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে ভূমিকা রাখবে।
মাননীয় স্পিকার, জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার মান সব কিছুতেই পিছিয়ে আছে দরিদ্র দেশগুলো। এসব তাই বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নেতৃত্ব দেয়ার মত কোন ক্ষমতা রাখে না। তাই এক্ষেত্রেও দরিদ্র দেশগুলোর করার মত কিছু নেই। মাননীয় স্পিকার, নিত্যনতুন প্রযুক্তি পণ্যের জন্য দরিদ্র দেশগুলো সবসময়ই উন্নত দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল। আর তাই নিজেদের প্রযুক্তির প্রসারের খাতিরেই তারা উন্নত দেশগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা রাখে না।

মাননীয় স্পিকার, দরিদ্র দেশগুলোর এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সিংহভাগই যেহেতু উন্নত দেশগুলোর কারণেই হচ্ছে তাই এটি রোধেও একমাত্র ভূমিকা সেই উন্নত দেশগুলোই রাখতে পারে। সেটি হতে পারে তাদের কার্বনের নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে, দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার পরিবেশ দূষণকারী পদার্থের নির্গমন হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও তা দরিদ্র দেশগুলোতে হস্তান্তর।

www.nagorikpathagar.org

তাই মাননীয় স্পিকার প্রস্তাবটি মহান সংসদে গৃহীত হওয়ার আশা রাখছি। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে।

সরকারদলীয় মন্ত্রী

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে ধন্যবাদ। ছায়া সংসদের আজকের এই অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো "এই সংসদ মনে করে যে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই।" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দলীয় অবস্থানটি সুস্পষ্ট করেছেন। প্রস্তাবের আলোকে যে চারটি ক্ষেত্র নিয়ে আজকে আমাদের দল থেকে আলোচনা করব তা হলো-

এক, দেশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থাগত কারণ

দুই, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ও শিল্পে অনগ্রসরতা

তিন, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সীমাবদ্ধতা

চার, বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে নেতৃত্ব প্রদানের অক্ষমতা

মাননীয় স্পিকার, বিরোধী দলের দলনেতা আমাদের সংজ্ঞায়নটি মেনে নিলেও তার বিরোধিতার ক্ষেত্রগুলো সুস্পষ্ট করে যেতে পারেন না। তিনি এসে বলে গেলেন দরিদ্র দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে দায়ী রাষ্ট্রগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগের কথা। কিন্তু কিভাবে সেই চাপ প্রয়োগ করবেন তার কোন রূপরেখা দেখিয়ে যেতে পারেননি।

দরিদ্র দেশগুলোর বার্ষিক বাজেট ঘাটতিই যখন পূরণ হয় না বৈদেশিক ঋণ সাহায্য না নেওয়া ছাড়া সেখানে এই চিন্তা করাই যায় না যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে এই দরিদ্র দেশগুলো কোন ভূমিকা আদৌ রাখতে পারবে। মাননীয় স্পিকার, আমরা আজকে দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কথা বলছি। যে অর্থনৈতিক বাধাঁর কারণে এসকল দেশগুলো শিল্পে অগ্রসর হতে পারছে না ফলে বেশিরভাগ শিল্প পণ্যের জন্য তাদেরকে উন্নত দেশগুলোর ওপরই নির্ভর করতে হয়। উন্নত দেশগুলো যখন প্রতিনিয়ত দরিদ্র দেশগুলোর ওপর শিল্পঋণ ও উন্নয়ন ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে আর সেই ঋণের দায়েই জর্জরিত বলেই তারা উন্নত দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া বেআইনি পরিবেশ নীতির বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে পারছে। ফলে এক্ষেত্রেও এটিও হয় যে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় কিছু নেই।

মাননীয় স্পিকার, আজকে বিরোধীদল থেকে বলা হয়েছে ৭০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্য দায়ী উন্নত বিশ্বের ধনী দেশগুলো যেমন ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, মেক্সিকো, দঃ কোরিয়ার মত দেশগুলো। আর ৩০ শতাংশ দায়ী দরিদ্র দেশগুলো। এখন তাদের প্রশ্ন হল এই ৩০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণের জন্য দরিদ্র দেশগুলোর তো করণীয় আছে। হ্যাঁ মাননীয় স্পিকার, আমরা মানছি সে করণীয়

www.nagorikpathagar.org

তাদের আছে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর বিপুল পরিমাণে কার্বন নিঃসরণের সাথে পাল্লা দিয়ে তা কখনই পরিবেশের ক্ষতিকে সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসতে পারবে না। মাননীয় স্পিকার, উন্নত দেশগুলো প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন প্রযুক্তি পণ্য তৈরি করে চলেছে। এ সকল প্রযুক্তি পণ্য থেকেও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সাহায্য করছে। এক্ষেত্রে তারা যদি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার না বাড়ায় আর শিল্প ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পরিবর্তন না নিয়ে আসে তবে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না। এটা সম্পূর্ণই উন্নত দেশগুলোর সদিচ্ছার ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। যাতে দরিদ্র দেশগুলোর করার মত কিছু নেই।

মাননীয় স্পিকার, বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নাঞ্চলগুলোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা সম্পূণরূপে নিমজ্জিত হবে। এর প্রভাব পড়বে বিশ্বের প্রায় সকল দেশগুলোর ওপর। যার দায়ভার সম্পূর্ণরূপে ধনী রাষ্ট্রগুলোর।

মাননীয় স্পিকার, আমরা আজকে কথা বলছি বৈশ্বিক নেতৃত্ব নিয়ে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেতৃত্ব দেয়ার মত বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দরিদ্র দেশগুলোতে শোষণমূলক পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণরূপে এজন্য দায়ী।

মাননীয় স্পিকার, আজকে পরিবেশ সুরক্ষায় পরিবেশ আদালত থাকলেও সেখানে ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র দেশগুলোর কোন দাবি দাওয়া গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয় না। কারণ সেসব সংগঠনগুলোর যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা সকলেই ধনী দেশগুলোর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় চলে। আজকে বিরোধীদলকে দেখিয়ে যেতে হবে কিভাবে এই সকল পরিবেশবাদী আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোকে দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোর অবস্থার পরিবর্তন হবে ?

সরকারদলীয় সাংসদ

মাননীয় স্পিকার, সুযোগ প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যে প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছে তা হলো "বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় কিছু নেই।"

মাননীয় স্পিকার, আজকে বিরোধী দল থেকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলা হচ্ছে তা হল

–ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহ হতে জোরালো দাবি জানানো।

–দারিদ্র দেশগুলোর নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ দূষণ রোধে কাজ করা।

ও সকল রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা।

মাননীয় স্পিকার, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই উপায়ে কি আদৌও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধ করা সম্ভব হবে কিনা ?

www.nagorikpathagar.org

আজকে তারা দাবি জানানোর কথা বলছেন। কিন্তু কী কী দাবি? কাদের মাধ্যমে জানাবেন, এবং সেই দাবি আসলেই আদায় হবে কিনা তার কি নিশ্চয়তা আছে? সেটি তারা আজকে দেখিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দরিদ্র দেশগুলো যে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ দূষণ রোধে কাজ করবে সেই আর্থিক অবস্থা এবং নিজস্ব প্রযুক্তি তাদের আছে কিনা? তৃতীয়ত সকল রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় যে সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখছেন সেটি কিভাবে সম্ভব হবে তার কোন রূপরেখা তারা আজকে দেখিয়ে যেতে পারেনি।

লক্ষ করুন মাননীয় স্পিকার, দরিদ্র দেশগুলো এখনও তাদের নিজেদের মধ্যকার সামাজিক সমস্যাগুলো দূর করতে পারেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, শিশু মৃত্যু, শিশুশ্রম ইত্যাদি নানান সমস্যায় তারা জর্জরিত। এ সকল সমস্যা সমাধান করতেই তাদের অর্থনীতি যখন হিমশিম খায়, তখন পরিবেশ দূষণরোধে তারা কতটুকুই বা ভূমিকা রাখতে পারবে সেটি ভাববার বিষয়।

বিরোধীদলীয় উপনেতা বলে গেলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট ভূখণ্ডের ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু মাননীয় স্পিকার দরিদ্র দেশগুলোতে যে হারে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে জনসংখ্যা বাড়ছে এবং তাদের সে আবাসন সমস্যার সমাধান করার জন্য যে হারে বনভূমি উজাড় করা হচ্ছে তাতে করে ২৫ শতাংশ বনভূমি ঠিক রাখা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব না।

মাননীয় স্পিকার, উন্নত দেশগুলো চাইলেই যেমন তাদের কার্বন নিঃসরণের হার কমিয়ে আনতে পারে ঠিক তেমনি তারা পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহারের মাধ্যমে এই পরিবেশ দূষণ রোধ করতে পারে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি হতে পারে জ্বালানি সাশ্রয়ী বাতি, খনিজ জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তি ও বায়ুশক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

এই সমস্ত পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি কিন্তু দরিদ্র দেশগুলো তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে নিজেরা তৈরি করতে পারছে না। যা অতি সহজে উন্নত দেশগুলো তৈরি করে দরিদ্র দেশগুলোতে পৌঁছে দিতে পারে।

মাননীয় স্পিকার, প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দরিদ্র দেশগুলো যদি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কাজ করতে চায় তাও তারা উন্নত দেশগুলোর সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

মাননীয় স্পিকার, এতক্ষণ আমরা আমাদের দল থেকে এটিই দেখাতে চেষ্টা করলাম যে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে আসলে কেন দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় বলতে কিছু নেই এবং যদি তারা কিছু করতেও চায় তবুও তা উন্নত দেশগুলোর ইচ্ছা ও সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব না।

মাননীয় স্পিকার, বিরোধী দল থেকে এখন একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, তাহলে উন্নত দেশগুলো কিভাবে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারে ?

www.nagorikpathagar.org

উত্তরটি হল,

প্রথমত : কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর ব্যাপারে দায়ী রাষ্ট্রগুলোকে ঐকমতে পৌছাঁতে হবে।

দ্বিতীয়ত : ক্ষতিপূরণ হিসেবে যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে দেয়ার কথা তা আদায় করতে হবে।

তৃতীয়ত : পরিবেশের ক্ষতি করে এমন প্রযুক্তির ব্যবহার ধীরে ধীরে বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, সেটি নিজেরা ব্যবহার করতে হবে এবং দরিদ্র দেশগুলোতে তা সরবরাহ করতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, সংক্ষেপে দলীয় সমন্বয় সাধন করলে পুরো বিষয়টি দাঁড়ায়, আমরা দেখাতে চেয়েছি দরিদ্র দেশগুলোর কী কী সীমাবদ্ধতা রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে। সেই সাথে এটিও দেখাতে চেষ্টা করেছি কি করে উন্নত দেশগুলো তাদের উদাসীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে আর বাড়িয়ে দিচ্ছে। যদি সত্যিই আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে রোধ করতে চাই তবে উন্নত এবং দায়ী দেশগুলোর করণীয় কী কী হবে তা আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি।

সার্বিক বিবেচনায় এই প্রস্তাবটি যেন এই মহান সংসদে গৃহীত হয়। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে।

যুক্তিখণ্ডন

প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় স্পিকার, পুনরায় সুযোগ প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। সরাসরি যুক্তি খণ্ডনে চলে যাই। মাননীয় বিরোধীদলীয় নেতা এসে বলে গেলেন, কিছু সম্ভাবনার কথা কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে কোন সম্ভাবনার কথা বলে এটি সমাধান করা সম্ভব নয়। কেননা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলোচিত ও উদ্বেগজনক একটি বিষয়। এর সমাধান করতে হলে এখনি আমাদের করণীয় ঠিক করতে হবে।

বিরোধীদলীয় উপনেতা এসে বলে গেলেন, দরিদ্র দেশগুলো থেকে উন্নত দেশগুলো বিভিন্ন উপায়ে সস্তা শ্রমের মাধ্যমে অনেক কাজ আদায় করে নিচ্ছে। এসব দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে তারা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় স্পিকার শুধুই যে তারা লাভবান হচ্ছে তা কিন্তু নয়; এর মধ্য দিয়ে দরিদ্র দেশগুলোতে অনেক কর্মসংস্থা তৈরি হচ্ছে; তার মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতিও শক্তিশালী হচ্ছে তাই তাদের এই যুক্তিটি মেনে নেয়া যায় না।

মাননীয় স্পিকার, বিরোধীদলীয় সাংসদ বলে গেলেন, দরিদ্র দেশগুলো নাকি তাদের নিজেদের কারণে ৩০ শতাংশ বৈশ্বিক উষ্ণায়নে দায়ী। কিন্তু মাননীয় স্পিকার, দরিদ্র দেশগুলো কখনই প্রত্যক্ষভাবে এই পরিমাণ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী নয়। বরং উন্নত বিশ্বের চাপিয়ে দেয়া ক্ষতিকর প্রযুক্তির কারণেই পরিবেশ ক্ষতি হচ্ছে।

সার্বিকভাবে মাননীয় স্পিকার, একথা খুবই পরিষ্কার যে উন্নত ও দায়ী দেশগুলোর

www.nagorikpathagar.org

সদয় ইচ্ছা ছাড়া এই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কখনই কমিয়ে আনা সম্ভব না। কেননা দায়ী তারাই তাই কমাতে হলেও তাদেরকেই সবার আগে এগিয়ে আসতে হবে এবং ঐক্যমতে পৌঁছাতে হবে। দরিদ্র দেশগুলো এক্ষেত্রে শুধু বাস্তবায়নে সহায়তা করতে পারে কিন্তু কখনই তারা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাদের করার মত তেমন কিছুই নেই।

তাই এই প্রস্তাবটি যেন মহান সংসদে গৃহীত হয়। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে।

বিরোধী দল

বিরোধীদলীয় নেতা

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, এই মহান সংসদে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দান করার জন্য। মাননীয় স্পিকার, আপনার অনুমতিক্রমে যে প্রস্তাবটি আজ এই মহান সংসদে উত্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই। প্রধানমন্ত্রীর দেয়া প্রস্তাবটির সংজ্ঞায়নটি মেনে নিয়ে আমরা যে জায়গাতে বিরোধিতা করছি তা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোয় অনেকাংশের করণীয় আছে। এখন মাননীয় স্পিকার প্রশ্ন আসতে পারে দরিদ্র দেশগুলোর যদি করণীয় থাকে তবে এখন পর্যন্ত দরিদ্র দেশগুলো বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে কী করেছে। মাননীয় স্পিকার বিষয়টি দাবি করে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্রদেশগুলোর করণীয় কিছু আছে কিনা? অর্থাৎ সম্ভাবনা নিয়ে। তাই মাননীয় স্পিকার আমরা দেখিয়ে দিয়ে যাব যে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে কোন কোন ক্ষেত্রে দরিদ্রদেশ গুলোর সম্ভাবনা রয়েছে।

১। কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর ওপর জোরালো দাবি জানানো।
২। নিজ দেশগুলোর মধ্যে নিজস্ব সম্ভাবনার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চত করা।
৩। একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করা।

আমি ১ম ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করব, উপনেতা এসে পরবর্তী দুটি ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করবেন এবং সংসদ সদস্য সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দেখিয়ে যাবেন যে বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই প্রস্তাবটি যেন মহান সংসদ গ্রহণের যোগ্যতার দাবি রাখে না।

মাননীয় স্পিকার, আমি আমার মূল বক্তব্যে যাওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ১টি যুক্তিখন্ডন করতে চাই, তিনি বলে গেলেন ভৌগোলিক কারণেই দরিদ্রদেশগুলো নাকি অনেকাংশেই হুমকির মুখে। আমরাও তা জানি। তাই বলে কি উন্নত দেশগুলো অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ফলে তাদেরকে আমরা হুকির মুখে ফেলে দিব? তাদের এই অন্যায় কেন দরিদ্রদেশগুলো মুখ বুজে সহ্য করবে? না কখনোই না, তাই আমরা বলছি কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোর ওপর দরিদ্র দেশগুলো জোরালো দাবি জানাচ্ছে। মাননীয় স্পিকার লক্ষ্য করুন কিভাবে কমাবে? সত্যিকার

www.nagorikpathagar.org

অর্থে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য আন্তর্জাতিক পরিবেশ আদালত গঠনের কথা বলেছেন এবং পরিবেশ পুলিশ সৃষ্টির কথা বলেছেন। মাননীয় স্পিকার, এখন প্রশ্ন আসতে পারে উন্নত দেশগুলো কেন দরিদ্রদেশগুলোর দাবি মানবে? মাননীয় স্পিকার, আমার একবারই বলছি যে তারা অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণদেশগুলোর মধ্যে তেল, গ্যাস, কয়লা রয়েছে তা উত্তোলন করতে না দেয়া যেমন- আন্তর্জাতিক সংগঠন ফ্রেন্ডস অব দ্য আর্থ এর নিমো বাসীর বলেন- কয়লা গহ্বরের ভেতরেই থাকুক; তেল মাটির তলায় থাকুক।

প্রধানমন্ত্রী বলে গেলেন, ভৌগোলিক অবস্থার জন্য দরিদ্র দেশগুলো কিছু করতে পারে না। দেখুন আজ বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বিশ্বপরিমন্ডলে অর্থনীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব টিকিয়ে রাখার জন্য দরিদ্র দেশগুলোর ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল। যেমন উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি- এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের প্রভাব বজায় রাখতে চায় তবে ভারত ও চীনকে বিভিন্ন ভাবে দমিয়ে রাখার জন্য বাংলাদেশের ভূখন্ড তাদের জন্য একটি বিশাল ক্ষেত্র। তাই সেদিক থেকে যুক্তরাষ্ট চাইবে তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য বাংলাদেশের চাওয়া পাওয়া পূরণ করতে। তাই আমরা বলতে পারি দরিদ্র দেশগুলো একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। তাদের দাবিগুলো আদায় করার ক্ষেত্রে।
আর এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্র দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংঘটিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা সেটি আদায় করতে পারবে। আপনারা বলে গেলেন জীবনযাত্রার মান, শিক্ষার মান এসব সূচকে পিছিয়ে আছে দরিদ্রদেশগুলো, তাই তারা কিছু করতে পারছে না। আমাদের কথাও সেটি যে সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে তাদের নিজেদের সামর্থ্যের সর্বোচ্চটি ব্যবহার করতে হবে।

মাননীয় স্পিকার, একটু লক্ষ্য করুন বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দায়ী দেশগুলোর কাছে থেকে ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে দরিদ্রদেশগুলো এক জোট হয়ে কথা বলতে পারে। যেমনটি আমরা বলতে পারি, এতোদিন পরিবেশবাদী আন্দোলনটি ছিল শুধুমাত্র ধনীদের সৌখিনতা কিন্তু এখন তা গরিবদের বাঁচার আন্দোলনে পরিণত হল। তাইতো দরিদ্র দেশগুলোকে ২০০৯ সালের কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে একজোট হয়ে বলতে দেখা যায় কার্বন নিঃসরণে উন্নত দেশগুলো দরিদ্রদেশগুলোকে যে ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলেছে তা দিয়ে আমাদের দরিদ্রদেশগুলো দাফনের খরচও উঠবে না। আর এভাবেই যদি আমরা এক জোট হয়ে দাবি আদায়ে সচেষ্ট হই তবেই সত্যিকার অর্থে দাবি আদায় হবে। তাই মাননীয় স্পিকার, প্রস্তাবটি মহান সংসদে গৃহীত না হওয়ার দাবী করছি।

www.nagorikpathagar.org

বিরোধীদলীয় উপনেতা

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার আমাকে এই মহান সংসদে কিছু বলার সুযোগ প্রদানের জন্য। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত প্রস্তাবটি হল এমন 'বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই"। আমার দলের নেতা তার বক্তব্যে আমাদের বিরোধিতার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করেছেন এবং দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে দরিদ্র দেশগুলোর কোন করণীয় নেই। এই মানদন্ডে যুক্তি উপস্থাপন করলেন অথচ বেশিরভাগ দরিদ্র ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। বেশিরভাগ দরিদ্র দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর আকর্ষণের মূল হয়। তাদের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের (তেল, গ্যাস, কয়লা) প্রাচুর্যতার জন্য।

সামগ্রিক উন্নতি নিশ্চিত করা: উন্নত দেশগুলোর ৭০% দরিদ্র দেশগুলো ৩০% বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য দায়ী। দরিদ্র দেশগুলোকে উষ্ণায়নের দায়ভার কমিয়ে আনতে হবে। এখন তাহলে প্রশ্ন আসে কিভাবে এটি সম্ভাব্য কলকারখানাগুলো তাদের দূষিত ধোঁয়া ও বর্জ্য সুষ্ঠু পরিবেশ বিধিমালা না মেনে নির্গমন করছে তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থাগ্রহণ ও সে সব কলকারখানায় পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও বর্জ্য নির্গমনপ্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে। জন্যসংখ্যা বৃদ্ধি দরিদ্রদেশগুলোর একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার আধিক্য আবাদি জমিও বনাঞ্চল ধ্বংসের পেছনে প্রধান প্রভাবক হিসেবে কাজ করছে। ন্যূনতম মোট আয়তনের ২৫% বনভূমি রক্ষা করতে পারছে না। তাছাড়াও অধিক মানুষের চাহিদা মেটাতে গিয়ে যেখানে অপরিকল্পিত ভাবে কল-কারখানা গড়ে উঠেছে যা ব্যাপক পরিমাণে বিষাক্ত গ্যাস পরিবেশে নির্গমন করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করছে।

মন্ত্রী এসে বললেন, শিল্পে অনগ্রসরতার কথা ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতার কথা। দেখুন আজকে তাদের দেশের বড় বড় সেলিব্রেটিরা তাক লাগানো যে পোশাকটি পরিধান করছে তাও হয়তো বাংলাদেশের কোন এক গার্মেন্টসে তৈরি। উন্নত বিশ্বের এই অগ্রসরতা দরিদ্রদেশগুলোর সস্তাশ্রমের ওপর অনেকাংশ নির্ভরশীল। দরিদ্রদেশগুলো যদি এক কাতারে দাঁড়িয়ে উন্নতদেশগুলোকে তাদের এই নির্ভরশীলতার কথাটি জানান দেয় তবে উন্নতদেশগুলো সযত্ন হতে বাধ্য। আপনারা বললেন বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নেতৃত্ব প্রদানের মতো দরিদ্রদেশগুলোর নেই, অথচ আজকে টেকসই উন্নয়ন নীতিমালা, জলবায়ু সংরক্ষণ নীতিমালাসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতিমালাগুলো প্রণয়নে দরিদ্রশেগুলো বেশি ভূমিকা পালন করছে। নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য তথা সমগ্র বিশ্বের স্বার্থরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালাগুলো প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামালের জন্য ও উন্নতদেশগুলোকে দরিদ্রদেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল। সর্বপরি তাদের এই

www.nagorikpathagar.org

নির্ভরশীলতার জায়গায় দরিদ্রদেশগুলোর করণীয় যেটি রয়েছে সেটি হল নিজেদের একতার জায়গাটি সমুন্নত রাখা অর্থাৎ একক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্য ঐক্য ভেঙে না ফেলা। এক কাতারে দাঁড়িয়ে জোরালো দাবি জানানো যে আপনারা যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করছেন তার হার কমাতে হবে যে নীতিমালাগুলোতে স্বাক্ষর করেছেন তা পূরণে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ, ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্টন ফান্ডে সময়মত যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করার কথা সেটি করা।

নিজস্ব সম্ভাবনার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা

দেখুন নিজেদের যে সম্পদগুলো রয়েছে দরিদ্রদেশগুলো তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারছে না অসচেতন জনগোষ্ঠীর জন্য। নিজস্ব সম্ভাবনার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করা কারণ জনগণ শিক্ষিত হলেই কেবল তারা সচেতন হবে। আর সচেতন জন্যগোষ্ঠিই পারে তাদের দেশের নিজস্ব সম্ভাবনার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করে কোথায় ব্যবহার করবে, জ্বালানি, খনিজ ও প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন, শিল্প-কলকারখানা তথা পরিবেশের ক্ষতি করছে ও কার্বন নির্গমন করছে এমন দেশগুলোতে।

সংসদ সদস্য

ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, এই মহান সংসদে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দানের জন্য। মাননীয় স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যে প্রস্তাবটি আজ এই মহান সংসদে উত্থাপিত হয়েছে তা হচ্ছে "বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্রদেশগুলোর কিছু করণীয় নেই"। বিরোধিতা করছি। তাই আমরা বিরোধীদলীয় নেতার দেখানো ক্ষেত্রগুলো আলোচনার মাধ্যমে ও সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়ে যাব যে, প্রস্তাবটি কেন আজ এই মহান সংসদে গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে না। মাননীয় স্পিকার, একটু লক্ষ করুন, আজ সরকারি দল থেকে বারবার বলে যাচ্ছে যে, কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো ধনী হওয়ায় দরিদ্র দেশগুলোর করার তেমন কিছুই নেই। সরকারি দল আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, ১টি বিষয়ে অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে, দরিদ্ররা যেমন ধনীদের ওপর নির্ভরশীল ঠিক তেমনি ধনীরাও কিন্তু দরিদ্রদের ওপর নির্ভরশীল। যেমনঃ আপনি অনেক ধনী কিন্তু সাংসারিক কাজকর্ম করতে অক্ষম, এখন আপনার কাজের শক্তি যদি না আসে তবে আপনাকেই সব কাজ করতে হবে। আপনি কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গরিব লোকগুলোর ওপর নির্ভরশীল। এখানে এটিই দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীল এখন যে সকল দরিদ্র দেশ রয়েছে তারা যদি একজোট হয়ে সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে তাদের জোরালো দাবি জানায়, তবে অবশ্যই উন্নত দেশগুলো তাদের দাবি রাখতে বাধ্য থাকবে। আর এ বিষয়টি আমরা আমাদের দল থেকে

www.nagorikpathagar.org

দেখানোর চেষ্টা করেছি। মাননীয় স্পিকার আবার একটি সুন্দর পৃথিবীর জন্য সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। কেননা ধনীদেশগুলো অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলব। কিন্তু সর্বদা হেসে খেলে চলতে থাকলে তা হয়না ধনী দেশগুলোর পছন্দের "পুষিয়ে নেয়া" কার্বন বাণিজ্য কিংবা বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন সংগ্রহ করার মত পদ্ধতিগুলো কোন কাজেই আসে না। কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলো পৃথিবীকে বাঁচাতে নতুন জ্বালানি ব্যবস্থায় বেশি কর দিতে হবে, আর কম প্লেনে চড়তে হবে আর এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, এরপর আমরা সুখী ও প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করতে পারবো। জলবায়ু বিপদমুক্ত দেশ গড়তে পারলে সত্যিকারভাবে ধনী কিংবা দরিদ্র সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

মাননীয় স্পিকার আমি চলে যাচ্ছি সমন্বয় সাধনে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে তার স্ট্যান্ড পয়েন্টই পরিষ্কার করতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি যে ক্ষেত্রগুলো দেখিয়ে দিয়ে গেছেন তা আমাদের দেখানো ক্ষেত্রগুলোর মধ্যেই রয়েছে। আবার মন্ত্রী এসে আমাদের দেখানো একটি ক্ষেত্রের ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারেননি। তারপর সংসদ সদস্যের কাছেও অনেক বেশি আশা করেছিলাম যে তিনি হয়তোবা প্রস্তাবের আলোকে যুক্তিযুক্ত কিছু বলবেন। সে জায়গাতে তারা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়েছেন। অপরদিকে আমার দলের বিরোধীদলীয় নেতা এসে একটি যুক্তিযুক্ত stand point দাঁড় করেছেন এবং তার আলোকে কিছু ক্ষেত্র দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তার ফলশ্রুতিতে আমার দলের উপনেতা এসে ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে গেছেন এবং সবশেষে আমি বিরোধীদলীয় সাংসদ এসে সার্বিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রমাণ করতে পেরেছি যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে দরিদ্র দেশগুলোর করণীয় নেই প্রস্তাবটি যেন মহান সংসদে গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে না। তাই মাননীয় স্পিকার প্রস্তাবটি যেনো কিছুতেই মহান সংসদে গৃহীত না হয়। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার, ধন্যবাদ সবাইকে।

যুক্তিখন্ডন

বিরোধীদলীয় নেতা

মাননীয় স্পিকার, আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আমাকে পুনরায় কিছু বলবার সুযোগ দানের জন্য। সরকারি দলের মন্ত্রী এসে বলে গেলেন, পররাষ্ট্রনীতির দুর্বলতার কথা ও বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নেতৃত্ব প্রদানে অক্ষমতার কথা। হ্যাঁ, মাননীয় স্পিকার, অক্ষমতা আছে সেটি আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আজকের প্রস্তাবটি দাবি করে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে দরিদ্র দেশগুলোর কিছু করণীয় আছে কিনা অর্থাৎ সম্ভাবনা আছে কিনা সেটি নিয়ে আলোচনা করা।

জলবায়ু সম্বন্ধীয় নীতিমালা প্রণয়নে তারা অবদান রাখছে ও বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে

www.nagorikpathagar.org

সচেতনতামূলক চুক্তিগুলোতে স্বাক্ষর করতে উন্নত দেশগুলোকে এক টেবিলে নিয়ে আসছে এই দরিদ্র দেশগুলো। উন্নত দেশগুলোকে শর্তপূরণের দাবি জানানোর দায়িত্বও পালন করছে দরিদ্র দেশগুলো। তাই বলছি দরিদ্র দেশগুলোরও করণীয় রয়েছে।

আপনারা বলে গেলেন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সীমাবদ্ধতার কথা। কিন্তু দেখুন করণীয় জায়গাটিতে দরিদ্র দেশগুলো নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী যদি সচেতন হয়ে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিনির্ভর শিল্প কলকারখানা চালু করে তা বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালনের সাথে সাথে শিল্পকে অগ্রসর করবে।

নেতৃত্ব প্রদানের অক্ষমতার কথায় আপনারা বলেছেন দরিদ্র দেশগুলোর নেতৃত্বদানের কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমরা বলছি দরিদ্র দেশগুলো সবসময় ধনী দেশগুলো কর্তৃক নির্যাতিত হয়ে আসছে এবং ধনীদেশগুলো তাদের নিজের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রকৃত নেতৃত্ব দরিদ্র দেশগুলো থেকে সৃষ্টি হতে দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলো যখন এক কাতারে দাঁড়াবে তখন তারা বুঝবে এটি শুধু বাংলাদেশ, মালদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কা জাতীয় দেশগুলোর একক সমস্যা নয় বরং এটি সবার সমস্যা। আর এই সচেতনতাই সব দেশকে একজন প্রকৃত নেতা তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে, যা দরিদ্র দেশগুলোর হয়ে দাবি আদায়ে সচেষ্ট ভূমিকা পালন করবে। আর এতেই আমরা দেখিয়ে গেলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উত্থাপিত প্রস্তাবটি এই সংসদে গৃহীত হওয়ার গ্রহণযোগ্যতা রাখে না। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার ধন্যবাদ সবাইকে।

www.nagorikpathagar.org

সংসদীয় বিতর্কের বিষয়

* হাউজ প্রস্তাব করছে, শিশুদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির প্রধান বাধা হিসেবে অভিভাবকদের চিহ্নিত করা হোক।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, শিশুর সার্বিক বিকাশে পরিবারের চেয়ে সরকারের ভূমিকাই বেশি হওয়া উচিত।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, আমরা করব জয়, একদিন নয়, এখনই।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, দেশের উন্নয়নে বড়দের চেয়ে শিশুদের ভূমিকাই প্রধান হওয়া উচিত।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, শিশুদের জন্য হ্যাঁ বলায় সরকারের চেয়ে বিরোধীদের ভূমিকাই প্রধান হওয়া উচিত।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, শিশুসাহিত্যের বিকাশকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির মূলমন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হোক।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, সমাজে হাসি বাধ্যতামূলক করা হোক।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, দেশে নোট বই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, পরীক্ষায় নকলবাজদের নির্বাসনে পাঠানো হোক।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, শহরে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, সনদের জন্য নয় শিক্ষা হোক জ্ঞানের জন্য।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, তরুণদের পথ নির্দেশনায় লেখকদের দায়িত্বই বেশি হওয়া উচিত।
* হাউজ প্রস্তাব করছে, দিন আসছে দিন বদলের।
* মহান এই সংসদ প্রস্তাব করছে, এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে।

www.nagorikpathagar.org

* মহান এই সংসদ প্রস্তাব করছে, কর্মকে অধিকারের আগে স্থান দেয়া হোক।
* মহান এই সংসদ প্রস্তাব করছে, অধিকারকে কর্মের আগে স্থান দেয়া হোক।
* এই সংসদ মনে করে, ফ্রান্সের জঙ্গিবাদ বিরোধী সামরিক অভিযান বন্ধ করা উচিত।
* এই সংসদ মনে করে, সাম্রাজ্যবাদের গর্ভ থেকে সন্ত্রাসবাদ জন্ম নিয়েছে।
* এই সংসদ মনে করে, পুঁজিবাদের সঙ্কটই বৈশ্বিক অশান্তির মূল কারণ।
* এই সংসদ মনে করে, মুক্ত চিন্তার কোনো সীমা রেখা নেই।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশ একদলীয় শাসন স্থাপন করবে।
* এই সংসদ মনে করে, উত্তরের অনুকরণে বাংলাদেশে কল্যাণ অর্থনীতি চালু করবে।
* এই সংসদ মনে করে, আইএস বৈশ্বিক রাজনীতির সবচেয়ে বড় ট্রামকার্ড।
* এই সংসদ মনে করে, ইউরোপ আর কোন শরণার্থী গ্রহণ করবে না।
* এই সংসদ মনে করে, বর্তমান বাস্তবতায় গণজাগরণ নয় হেফাজতীরাই বেশি সফল।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গমনইচ্ছুক শ্রমিকদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা বাধ্যতামূলক।
* এই সংসদ মনে করে, কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই বেকারত্বের মূল কারণ।
* এই সংসদ মনে করে, চাকরির বাজারের দৈন্যদশাই কর্মমুখী শিক্ষার ব্যর্থতার মূল কারণ।
* এই সংসদ মনে করে, কর্মমুখী নয় গবেষণাধর্মী শিক্ষায় বেশি বিনিয়োগ করা উচিত।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশে কমপক্ষে ২০টি কারিগরি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত।
* এই সংসদ মনে করে, মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার সমন্বয় করে নতুন একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করা উচিৎ।
* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই সুদের হারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত।
* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার স্বার্থেই পুঁজির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, খেলাপি ঋণের সংস্কৃতিই ব্যাংকিং খাতে উচ্চ সুদের প্রধান কারণ।
* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ব্যাংকিং খাত অপেক্ষা পুঁজিবাজার বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, পর্যাপ্ত উদারীকরণের অভাবেই বৈদেশিক বিনিয়োগ আশানুরূপ বাড়ছে না।

www.nagorikpathagar.org

* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, উচ্চ সুদের দেশীয় ঋণের পরিবর্তে স্বল্প সুদের বৈদেশিক ঋণ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।
* এই সংসদ বিশ্বাস করে যে, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই বাংলাদেশ ব্যাংকের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত।
* এই সংসদ ড্রোন প্রযুক্তিকে বৈধতা দেবে।
* এই সংসদ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনে মানব ক্লোনিংকে বাধা দেবে না।
* এই সংসদ মনে করে, আগামী সংসদ নির্বাচনকালীন সময়ে অনির্বাচিত সরকার সমর্থন করে না।
* এই সংসদ মনে করে, মুক্তবাজার অর্থনীতি ৩য় বিশ্বের জন্য নয়।
* এই সংসদ একাডেমিক শিক্ষা থেকে ধর্ম শিক্ষা বাদ দিবে।
* এই সংসদ মনে করে, রাশিয়ার সাথে সমরাস্ত্র চুক্তি একটি সময় অনুপযোগী সিদ্ধান্ত।
* এই সংসদ মনে করে, সশস্ত্র বাহিনীর (সেনা নয়, বিমান) প্রয়োজন নেই।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন কালীন সম্ভাব্য সঙ্কট মোকাবেলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকা উচিত।
* এই সংসদ মনে করে, সাম্প্রতিক যৌন নিপীড়নের আধিক্য সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির নগ্ন উদাহরণ।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশ ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করবে।
* এই সংসদ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রমে একটি সমন্বিত ধর্মশিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে (প্রধান ধর্মগুলোর সমন্বয়ে) প্রচলন করবে।
* এই সংসদ অপরাধী শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে স্টিং অপারেশনকে গ্রহণ করবে।
* এই সংসদ মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিবে।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশ-রাশিয়া সাম্প্রতিক চুক্তি একটি ভুল কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত।
* এই সংসদ জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে, প্রয়োজনে বিদ্রোহীদের সাথে আপোস করবে।
* এই সংসদ মনে করে, অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর আইন নির্ধারিত দণ্ডের পরিসীমার মধ্য থেকে অপরাধীর দণ্ড নির্ধারণের সুযোগ ভিকটিমকে দেয়া উচিত।
* এই সংসদ মনে করে যে, ধর্মই বাংলাদেশের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় ট্রাম্প কার্ড।
* এই সংসদ নারী নির্যাতনের ঘটনায় সংবাদে ভিকটিমের পরিচয় প্রকাশ নিষিদ্ধ করবে।
* এই সংসদ মনে করে, সৌদি আরব নয়, ভবিষ্যতে ইরানই মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র হিসেবে অধিকার রাখতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

* এই সংসদ মনে করে, ধর্মীয় বিশ্বাসবহির্ভূত যে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য 'দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবাদী' পদ্ধতি হচ্ছে একমাত্র পদ্ধতি।

* এই সংসদ মনে করে, পরম সত্তা সমস্ত সৃষ্টির মূল শক্তি।

* এই সংসদ মনে করে, অনন্য নির্ভর স্বাধীন ও অপরিবর্তনীয় চরম বলে কিছু নেই।

* এই সংসদ মনে করে, নিরঙ্কুশ শাসনের বিপরীতই হলো গণতান্ত্রিক শাসন।

* এই সংসদ মনে করে, জ্ঞান সাপেক্ষ জগৎই সত্য।

* এই সংসদ মনে করে, বর্তমানে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র দ্বন্দ্বহীনভাবে বজায় থাকতে পারে না।

* এই সংসদ মনে করে, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞান, জ্ঞান নয়; মায়ামাত্র।

* এই সংসদ মনে করে, বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে জীবনে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই সমস্ত প্রাণীর বিকাশ ঘটেছে।

* এই সংসদ মনে করে, অস্তিত্বের মূলই হচ্ছে স্থান-কাল ধারণা।

* এই সংসদ মনে করে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে লক্ষ্য সাধনের ক্ষেত্রে মতামতের পার্থক্য ঘটে।

* এই সংসদ মনে করে, পরিবেশের আঘাতই মস্তিষ্ককে উপযুক্তরূপে পরিবর্তনের চিন্তায় সক্রিয় করে।

* এই সংসদ মনে করে, মনের শান্তি অভিমতকে বিনষ্ট করার জন্য যুক্তির লড়াই দায়ী।

* এই সংসদ মনে করে, জ্ঞানের অপরিহার্য মাধ্যম হচ্ছে ব্যক্তি।

* এই সংসদ মনে করে, আধুনিককালে উন্নয়নের ধারণায় সৌন্দর্যতত্ত্বের ধারণা বলে কিছু নেই।

* এই সংসদ মনে করে, সৌন্দর্যতত্ত্ব কেবল শিল্পকলার সৌন্দর্যকেই বিশ্লেষণ করে।

* এই সংসদ মনে করে, বিজ্ঞান বিশ্বজগতের কোন নির্দিষ্ট জ্ঞান দিতে পারে না।

* এই সংসদ মনে করে, ইন্দ্রিয়প্রদত্ত জ্ঞানই জ্ঞান।

* এই সংসদ মনে করে, আন্তর্জাতিক জটিল রাজনীতিতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে কোনো রাষ্ট্র নেই।

* এই সংসদ মনে করে, চরম সত্যের জ্ঞান প্রমাণভিত্তিক যুক্তির মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব নয়।

* এই সংসদ মনে করে, ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের চেষ্টায় দর্শন আধুনিক বিজ্ঞান বিরোধী অভিমতকে পর্যবসিত করছে।

* এই সংসদ মনে করে, পররাষ্ট্রপরতা একটা মৌলিক জৈবিক অনুভূতি মাত্র।

* এই সংসদ মনে করে, বর্তমানে আমেরিকান সভ্যতা বলে কোনো সভ্যতা নেই।

* এই সংসদ মনে করে, চিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো বাস্তবতা।

* এই সংসদ মনে করে, ভারতবর্ষের মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত নয়।

www.nagorikpathagar.org

* এই সংসদ মনে করে, রাষ্ট্রব্যবস্থা হচ্ছে, ব্যক্তি বিকাশের প্রধান প্রতিবন্ধকতা।
* এই সংসদ মনে করে, অর্থনৈতিকভাবে শ্রেণিহীন সমাজই কেবল শ্রমবিভাগের অবাঞ্ছিত বিরোধাত্মক বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হতে পারে।
* এই সংসদ মনে করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নীতিগুলো নিগ্রো অধিবাসীদের বৈষম্য নিরসনবান্ধব নয়।
* এই সংসদ মনে করে, ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র গোষ্ঠীর জঙ্গিনীতির মূল লক্ষ্য হলো সমাজতন্ত্রের ধ্বংস।
* এই সংসদ মনে করে, মৌলিক গণতন্ত্র গণতন্ত্রের মূল ভিত্তিতে চ্যালেঞ্জ করে।
* এই সংসদ মনে করে, আচরণবাদ মন বা চেতনার কোনো স্বাধীন আস্তিত্বকে স্বীকার করে না।
* এই সংসদ মনে করে, বর্তমানে আর ফরাসি বিপ্লব সম্ভব নয়।
* এই সংসদ মনে করে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পরিপূরক।
* এই সংসদ মনে করে, পুঁজিবাদী অর্থনীতি মানবজীবনের কল্যাণের সমতার পরিবর্তে শ্রেণি বৈষম্য বাড়াচ্ছে।
* এই সংসদ মনে করে, পৃথিবীব্যাপী সমরাস্ত্রের প্রসারই হবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ।
* এই সংসদ মনে করে, বর্তমান শান্তির ভারসাম্যের ধারণা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী অবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
* এই সংসদ মনে করে, পুঁজিবাদী কোন দেশই সক্ষম জনসংখ্যাকে কাজে নিযুক্ত করতে সক্ষম নয়।
* এই সংসদ মনে করে, আগামী বিশ্বে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি বহুজাতীয় পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান।
* এই সংসদ মনে করে, বিংশ শতকে ধনতন্ত্রবাদী দুনিয়ায় অভ্যন্তরীণ সঙ্কটই সামাজিক অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাসাহিত্যে নারীর ভোগবিলাসিতাকেই প্রেমের বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশে শ্রমিকদের কাছে অধিকার ধারণাটি একটা কল্পনা মাত্র।
* এই সংসদ মনে করে, চীনে সকল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম চালু করা হোক।
* এই সংসদ মনে করে, মানবজাতির ইতিহাস নির্ভর করে অর্থনৈতিক সংগ্রামের ওপরেই।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের কুটির শিল্পের বিকাশই পারে স্থায়ী শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিকে দাঁড় করাতে।
* এই সংসদ মনে করে, মানুষ সভ্যতার কৃত্রিমতাকে বর্জন করে পশুর ন্যায় প্রাকৃতিক জীবন যাপনে যত প্রত্যাবর্তন করতে পারবে তত সে স্বাভাবিক ও উত্তম

www.nagorikpathagar.org

জীবন লাভ করবে।
* এই সংসদ মনে করে, বিশ্বায়নই নারী।
* এই সংসদ মরে করে, ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদী।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে দাদাবাদই মূল সমস্যা।
* এই সংসদ মনে করে, একমাত্র যুদ্ধই পারে ইতিহাসের গতিপথকে পরিবর্তন করতে।
* এই সংসদ মনে করে, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক নীতিকে অস্বীকার করা চলে না।
* এই সংসদ মনে করে, স্বাধীনতা ধারণাটি মানবজীবনে অলীক কল্পনামাত্র।
* এই সংসদ মনে করে, সমাজ ও রাষ্ট্র দুটি আলাদা সত্তা।
* এই সংসদ মনে করে, উন্নয়নশীল দেশ নীতি বাস্তবায়নে সক্ষম নয়।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া শিশুর মূল কারণ আর্থিক।
* এই সংসদ সকল শিক্ষার ক্যাটাগরিকে (এস.এস.সি, O Level ও দাখিল) এক বোর্ডের আওতায় নিয়ে আসবে।
* এই সংসদ শহরকেন্দ্রিক অর্থনীতির চেয়ে গ্রামকেন্দ্রিক অর্থনীতিকে বেশি প্রাধান্য দেবে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য।
* এই সংসদ মনে করে, একমাত্র সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রসারই পারে মৌলবাদকে বিতাড়িত করতে।
* এই সংসদ বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে ৮ম গ্রেডের বেতনভুক্ত করবে।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারের জন্য আলাাদা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা জরুরি।
* এই সংসদ মনে করে, ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল শর্তই হচ্ছে ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশে PPP এর আওতায় সকল জেলা শহরে ডায়াগনস্টিক সেন্টার নির্মাণ করা উচিত।
* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের বিচারকদের চলাফেরার স্বাধীনতা দেয়া উচিত।
* এই সংসদ মনে করে, ঈশ্বরিক অধিকার তত্ত্ব সামাজিক বৈষম্যকে চরমভাবে বাড়িয়ে দিচ্ছে।
* এই সংসদ মনে করে, উন্নয়নশীল রাষ্ট্র শিশুদের স্বপ্ন দেখার পরিবেশ নির্মাণে ব্যর্থ।
* এই সংসদ মনে করে, সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ ব্যক্তিগত সম্পদের প্রাচুর্যতা।

www.nagorikpathagar.org

* এই সংসদ মনে করে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের ধারণাকে বিলুপ্ত করা হোক সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য।

* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রকেই সমর্থন করে।

* এই সংসদ মনে করে, অধিমিত্র অভিজ্ঞতাবাদ জ্ঞানের জটিল প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম।

* এই সংসদ মনে করে, সমাজের বিকাশে মানুষের অর্থনৈতিক ভূমিকাই মুখ্য।

* এই সংসদ মনে করে, অস্তিত্বের অভ্যন্তরে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে না।

* এই সংসদ মনে করে, ঈশ্বরই হচ্ছে ব্যক্তির সমস্ত বন্ধনের মূল।

* এই সংসদ মনে করে, সামাজিক বিধান দিয়েই মানুষ বিপ্লব করবে রক্ষণশীল শক্তির বিরুদ্ধে।

* এই সংসদ মনে করে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে নারী আর্থিক ক্ষেত্রে অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

* এই সংসদ মনে করে, রাষ্ট্রনির্বিশেষে বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা বেশি।

* এই সংসদ মনে করে, বিশ্বাস বিজ্ঞানের সার্থকতাকে অস্বীকার করে।

* এই সংসদ মনে করে, ফরাসি বিপ্লবের চেতনা আজ ব্যর্থ।

* এই সংসদ মনে করে, গান্ধীবাদ দিয়ে বর্তমান সমাজে পরিবর্তন সম্ভব নয়।

* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশ আজ SGD অর্জনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে।

* এই সংসদ মনে করে, পদ্মা সেতুর নির্মাণ কৌশল পদ্মার ইলিশ উৎপাদনে ব্যাহত করবে না।

* এই সংসদ মনে করে, আত্মরক্ষামূলক চেতনাই চীনের পরাশক্তি হয়ে ওঠার পেছনে মূল বাধা।

* এই সংসদ মনে করে যে, ধনবাদী সমাজের তথাকথিত স্বাধীনতা হচ্ছে প্রধানত অসহায় ব্যক্তির জন্য অবাস্তব বা নেগেটিভ স্বাধীনতা।

* এই সংসদ মনে করে, গ্রিন ফাইনাল বাংলাদেশের পরিবেশ দূষণ রোধের মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

* এই সংসদ মনে করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারই নায়ক।

* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের বর্তমান অনশন রাজনৈতিক অর্থ বহন করে না।

* এই সংসদ মনে করে, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ দুটি ভিন্ন সত্তা।

* এই সংসদ মনে করে, একচেটিয়া ব্যর্থ পুঁজি অর্থনৈতিক স্বৈরতান্ত্রিক গোষ্ঠীর উদ্ভাবনের মূল কারণ।

* এই সংসদ মনে করে, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে রাষ্ট্রের ভূমিকাই মুখ্য।

* এই সংসদ মনে করে, মধ্যপ্রাচ্যের অর্থানুকূল্যে ইসলামের ধর্মীয় মৌলবাদের বিকাশ ঘটছে।

www.nagorikpathagar.org

* এই সংসদ মনে করে, ভারতীয় দর্শন কল্পনাবাদকে প্রধানত প্রাধান্য দেয়।

* এই সংসদ মনে করে, ইতিহাসই ব্যক্তি কাঠামোর ধারণার উদ্ভাবক।

* এই সংসদ মনে করে, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের ধারণাই পারে স্বনির্ভরভাবে একটি দেশের উন্নয়ন ঘটাতে।

* এই সংসদ মনে করে, রাষ্ট্রের শোষিত মানুষের মধ্যেই কেবলমাত্র সমতা বিরাজ করে।

* এই সংসদ মনে করে, ব্যক্তির প্রয়োজনেই সত্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়।

* এই সংসদ মনে করে, বর্তমানে সমাজব্যবস্থায় বিরাজমান বৈষম্যের সঙ্গে দাসপ্রথার কোনো পার্থক্য নেই।

* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশের রাজনীতির সাথে অর্থনীতির চাকার নেতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান।

* এই সংসদ মনে করে, পণ্যমূল্যের দাম স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ব্যবস্থার বিকল্প নেই।

* এই সংসদ মনে করে, স্থিতিশীল শান্তি ব্যবস্থার জন্য ধর্মকেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত।

* এই সংসদ মনে করে, উগ্র মৌলবাদ ও নাস্তিকতাবাদ একই আদর্শে আদর্শিত।

* এই সংসদ মনে করে, তরিকতপন্থী শিক্ষাব্যবস্থাই বাংলাদেশে মৌলবাদ উত্থানের প্রধান নিয়ামক।

* এই সংসদ মনে করে, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

* এই সংসদ মনে করে, মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ছাত্রদের পশ্চাৎমুখী করছে।

* এই সংসদ মনে করে, সকল ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একই ধরনের সিলেবাস প্রণয়ন করা জরুরি।

* এই সংসদ মনে করে, কিয়োটা প্রোটোকল ও সিটিবিটি চুক্তি বাস্তবায়নে বিশ্ব নেতৃত্ব আজ ব্যর্থ।

* এই সংসদ মনে করে, উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য উন্নতবিশ্ব দায়ী।

* এই সংসদ মনে করে, অনুন্নত দেশগুলোর ওপর পরিবেশ সঙ্কট চাপিয়ে দেয়া, উন্নত বিশ্বের কর্পোরেট চিন্তা-ভাবনা।

* এই সংসদ মনে করে, পরিবেশ সঙ্কট মোকাবিলাই বর্তমান বিশ্বের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

* এই সংসদ মনে করে, পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার কমানোই হলো পরিবেশ সংকটের একমাত্র সমাধান।

* এই সংসদ মনে করে, কর্পোরেট অপসংস্কৃতির বাণিজ্যিক আক্রমণের জন্য নারীই দায়ী।

* এই সংসদ মনে করে, পণ্যের বাণিজ্যিক সাফল্যের জন্য নারীর ব্যবহার এখন সময়ের দাবি।

www.nagorikpathagar.org

* এই সংসদ মনে করে, গণপরিবহনে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থা নারীর মর্যাদাকে রক্ষা করছে।

* এই সংসদ মনে করে, ১৬ কোটি মানুষের প্রধান সমস্যা আবাসন সঙ্কট।

* এই সংসদ মনে করে, শহরের আবাসন সঙ্কট মোকাবিলার জন্য গ্রামকেন্দ্রিক আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত।

* এই সংসদ মনে করে, মুক্তিযোদ্ধা ব্যাংক-ই পারে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে।

* এই সংসদ মনে করে, কোটা ব্যবস্থা ৭১' এর চেতনার পরিপন্থী।

* এই সংসদ মনে করে, শরিয়াহভিত্তিক বাণিজ্যিক লেনদেন ধর্মীয় রীতিতে মেনে চলছে না।

* এই সংসদ মনে করে, দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সকল ডাক্তারদের কমপক্ষে দুই বছর গ্রামে থাকা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

* এই সংসদ মনে করে, বর্তমান শিক্ষা নৈতিকতার চেয়ে চাকরির ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়।

* এই সংসদ মনে করে, কৃষি উন্নয়ন সম্প্রসারণের জন্য কৃষকদের কাউন্সিলিং-ই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

* এই সংসদ মনে করে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ওপরই অর্জনের একটি হাতিয়ার মাত্র।

* এই সংসদ মনে করে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

* এই সংসদ মনে করে, পরিবেশ বিপর্যয় রোধে করণীয় বাংলাদেশের বিষয়টি উন্নত বিশ্বের ওপর নির্ভলশীল।

* এই সংসদ মনে করে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী ও শিশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

* এই সংসদ মনে করে, নারীদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নারীকে সমাজ থেকে পৃথক করার নতুন ধারণা মাত্র।

আরো কিছু বিতর্কের বিষয়বস্তু

১. সঠিক গণতন্ত্র চর্চার অভাবেই আমরা অনগ্রসর।

২. আন্তরিকতাই আমাদের অনগ্রসরতার মূল কারণ।

৩. সামরিকতন্ত্রই আমাদের অগ্রসরতার মূল কারণ।

৪. ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের শিক্ষার্থীরা দুর্বল তাই বহির্বিশ্বে আমরা পিছিয়ে পড়ছি।

৫. নিরক্ষরতার চেয়ে অজ্ঞতা বিপজ্জনক।

৬. বর্তমান শিক্ষব্যবস্থাই অজ্ঞতার মূল কারণ।

৭. দারিদ্র্য অজ্ঞতার একমাত্র কারণ।

www.nagorikpathagar.org

৮. অশিক্ষাই অজ্ঞতার প্রধান কারণ।
৯. অতীত অনেক কিছু শেখায় কিন্তু কিছু করায় না।
১০. সিদ্ধান্ত গ্রহণে বর্তমানের চেয়ে অতীত গুরুত্বপূর্ণ।
১১. অর্থনীতিই রাজনীতির নির্ধারক।
১২. অনগ্রসর সংস্কৃতিই অর্থনীতির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।
১৩. শ্রেণীবৈষম্যের অর্থনীতিই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ।
১৪. অদৃষ্টবাদী সমাজে মূর্খের গণতন্ত্র অনিবার্য।
১৫. আগে অধিকার, তারপর কর্ম।
১৬. মূর্খের গণতন্ত্রে মানবাধিকার সম্পূর্ণ অর্থহীন।
১৭. আমলাতন্ত্রের প্রসারে মানবাধিকার লংঘিত হয়।
১৮. সাংবাদিকের অধিকার গণতন্ত্রের প্রথম অধিকার।
১৯. বেসরকারি টিভি মাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ঠিক নয়।
২০. গরিব-অধিকার কোন আলাদা আন্দোলনের ইস্যু হওয়া উচিত নয়।
২১. ধর্ম নারীকে কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার দেয়নি।
২২. আমাদের নাগরিক জীবনে কর্তব্যের চেয়ে অধিকার কম।
২৩. অধিকার সংরক্ষণে আইনের ভূমিকাই প্রধান।
২৪. মৃত্যুদন্ড মানবাধিকারের লংঘন।
২৫. অনধিকার চর্চায় রাজনীতিকরা অগ্রগামী।
২৬. দরিদ্র বিশ্বে শিশুশ্রমের অধিকার দেয়া উচিত।
২৭. লটারির আয়োজন বন্ধ করে দেয়া উচিত।
২৮. ইতিহাস রচনায় অধিকার নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।
২৯. পারমাণবিক গবেষণার অধিকার উন্মুক্ত হওয়া উচিত।
৩০. ঋণ মৌলিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।
৩১. ধূমপান অধিকার নয়, সুযোগ।
৩২. সেন্সর প্রথা শিল্পীর ন্যায্য অধিকার ক্ষুণ্ন করে।
৩৩. বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত।
৩৪. রাজনৈতিক দলগুলি লেজুড়ভিত্তিক সংগঠন থাকা উচিত নয়।
৩৫. সরকারি টিভি চ্যানেলের তুলনায় বেসরকারি টিভি চ্যানেলের সংবাদ বেশি বস্তুনিষ্ঠ।
৩৬. কমিউনিটি রেডিও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষদের জন্যে আদর্শ গণমাধ্যম।
৩৭. কৃষিনির্ভর শিক্ষাই আমাদের খাদ্যসঙ্কট দূর করতে পারে।
৩৮. আমাদের জন্য কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।
৩৯. আসুন বিদেশী পণ্য বর্জন করি।
৪০. ৫২-এর ভাষা আন্দোলনই আমাদের পথপ্রদর্শক।
৪১. পাশ্চাত্যের অনুকরণই আমাদের সংস্কৃতির মূল সঙ্কট

www.nagorikpathagar.org

৪২. মুক্তবাজার অর্থনীতি নিন্দনীয় নয়।
৪৩. আইনের সঠিক প্রয়োগই অন্যায় দূর করতে পারে।
৪৪. বেশির ভাগ সন্ত্রাসীই আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়।
৪৫. বাংলাদেশের ইতিহাসে সামরিক শাসকরাই বেশি অন্যায় করেছে।
৪৬. রাজনীতিবিদরাই সামাজিক অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়।
৪৭. সামরিক শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চেয়ে উত্তম।
৪৮. ধূমপান একটি সামাজিক অপরাধ।
৪৯. তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের প্রধান কারণ হলো আকাশ সংস্কৃতি।
৫০. পোশাক শিল্পে শ্রম-অবকাশ আরো বৃদ্ধি করা উচিত।
৫১. খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা বিশ্বরাজনীতিরই ফলাফল।
৫২. শিল্পায়ন কৃষিকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।
৫৩. জনসচেতনতাই পারে পুষ্টিহীনতা দূর করতে।
৫৪. তথ্যপ্রযুক্তিই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ার।
৫৫. তথ্য প্রযুক্তির বিকাশই মানুষকে সাহিত্যবিমুখ করেছে।
৫৬. সবলের চেয়ে দুর্বলের শাসন অধিক ভয়ঙ্কর।
৫৭. সব ক্ষুধার মূলে খাদ্য সঙ্কট নয়, দায়ী হলো কূটনৈতিক সঙ্কট।
৫৮. কোচিং সেন্টারের প্রসার শিক্ষাকে সংকুচিত করেছে।
৫৯. শিক্ষাক্ষেত্রে কোচিং সেন্টারগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
৬০. দেশপ্রেম নয় বরং ক্ষমতার লোভই সামরিক শাসনের উৎসাহ জোগায়।
৬১. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন।
৬২. পশ্চিমা আধিপত্যের প্রধান হাতিয়ার হলো গণতন্ত্র।
৬৩. শেয়ারবাজারে কালো টাকা সাদা করা অনৈতিক।
৬৪. সামরিক আধিপত্যের চেয়ে অর্থনৈতিক আধিপত্য বেশি ভয়ঙ্কর।
৬৫. ভারতের আধিপত্যনীতি দক্ষিণ এশিয়াকে দুর্বল করে ফেলেছে।
৬৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক ঋণ একটি বড় বাধা।
৬৭. বৈদেশিক ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারই পারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিয়ে আসতে।
৬৮. এনজিওগুলো আমাদের নির্ভরশীল করে তুলছে।
৬৯. গ্রামীণ বাংলাদেশে এনজিও ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব না।
৭০. আমাদের সততার চেয়ে রাজনৈতিক একতা বেশি জরুরি।
৭১. সাংস্কৃতিক বিভাজনই বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতার জন্য দায়ী।
৭২. স্যাটেলাইট সংস্কৃতি আগামী প্রজন্মের জন্য পরোক্ষ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
৭৩. আজ শিক্ষার চেয়ে সংস্কৃতি জরুরি।
৭৪. ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ মূলত একটি সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব।
৭৫. অধিকার চেতনার অভাবই নারী স্বাধীনতার অন্তরায়।
৭৬. সামরিকতন্ত্রই মানবাধিকারের প্রধান শত্রু।

www.nagorikpathagar.org

৭৭. দারিদ্র্য নয় বরং অসচেতনতাই অজ্ঞতার প্রধান কারণ।
৭৮. বেকারত্ব যুব অস্থিরতার প্রধান উৎস।
৭৯. আইনের চেয়ে প্রথা শক্তিশালী।
৮০. দরিদ্র বিশ্বের মেধাশোষণ যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল।
৮১. লাগসই প্রযুক্তির চেয়ে টেকসই প্রযুক্তিই আমাদের অধিক প্রয়োজন।
৮২. তথ্যপ্রযুক্তি নয়, কৃষিভিত্তিক শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নই আমাদের বেশি প্রয়োজন।
৮৩. বেসরকারীকরণই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির একমাত্র উপায়।
৮৪. কপিরাইট আইনের দুর্বলতাই সফটওয়্যার শিল্প বিকাশের প্রধান বাধা।
৮৫. তথ্যপ্রযুক্তিই সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান হাতিয়ার।
৮৬. দারিদ্র্য বিমোচন নয়, তথ্যপ্রযুক্তির উত্তরণই বর্তমান শতকের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
৮৭. এই মুহূর্তে প্রযুক্তির অধিক ব্যবহারই অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পারে।
৮৮. দক্ষ জনশক্তি নয় বরং সক্ষম উদ্যোক্তার অভাবেই তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আমরা পশ্চাৎপদ।
৮৯. তথ্যপ্রযুক্তিই বাংলাদেশের একমাত্র অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।
৯০. তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন অপরিহার্য।
৯১. প্রযুক্তির বাজারে আধিপত্যই বর্তমানে উন্নতির মূল মানদণ্ড।
৯২. বর্তমান সামাজিক পরিবর্তন মূলত প্রযুক্তিনির্ভর।
৯৩. প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থাই কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে পারে।
৯৪. পারমাণবিক গবেষণার অধিকার উন্মুক্ত করে দেয়া উচিত।
৯৫. তথ্যপ্রযুক্তি নব্য সাম্রাজ্যবাদের প্রধান হাতিয়ার।
৯৬. বিজ্ঞানের বড় বড় আবিষ্কারগুলো সভ্যতাকে হুমকির সম্মুখীন করছে।
৯৭. বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবই গ্রামীণ অনুন্নয়নের প্রধান কারণ।
৯৮. মুক্তবাজার অর্থনীতি ৩য় বিশ্বের জন্য নয়।
৯৯. সাম্প্রতিক যৌন নিপীড়নের আধিক্য সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির নগ্ন উদাহরণ।
১০০. এই সংসদ, বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি নিষিদ্ধ করবে।
১০১. এই সংসদ, রাষ্ট্রের ধারণাকে সমর্থন করে না।
১০২. এই সংসদ, অপরাধী শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে স্টিং অপারেশনকে গ্রহণ করবে।
১০৩. এই সংসদ, মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি রাষ্ট্রগুলোতে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেবে।
১০৪. বাংলাদেশ-রাশিয়া সাম্প্রতিক চুক্তি একটি ভুল কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত।
১০৫. এই সংসদ, জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যুতে, প্রয়োজনে বিদ্রোহীদের সাথে আপস করবে।
১০৬. সম্পদের অভাব নয়, অতিরিক্ত জনসংখ্যাই আমাদের প্রধান সমস্যা।
১০৭. দুর্বল শিল্পায়নের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটই মূলত দায়ী।

www.nagorikpathagar.org

১০৮. আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বাজারব্যবস্থার সংস্কার অত্যাবশ্যক।
১০৯. অর্থনীতিই সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে।
১১০. সকল সংগ্রামের মূল কারণ অর্থনীতিতে নিহিত।
১১১. অর্থনৈতিক মুক্তিই সন্ত্রাস নির্মূলের উপায়।
১১২. ক্রমবর্ধমান সামাজিক সন্ত্রাসের কারণ রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক।
১১৩. বিশ্বায়ন জাতীয় উন্নয়ন পরিপন্থী।
১১৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিশ্বায়ন আদতে কোন সুফল বয়ে আনতে পারবে না।
১১৫. অর্থনৈতিক যুদ্ধ সামরিক যুদ্ধের চেয়ে ভয়াবহ।
১১৬. পণ্যের বিজ্ঞাপনে পণ্য নারী বাজার অর্থনীতির উপহার।
১১৭. বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা দরিদ্র দেশগুলোর অর্থনীতিকে দুর্বল করছে।
১১৮. সিন্ডিকেটই দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতির মূল কারণ।
১১৯. অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্রের চর্চা মুখ্য নয়।
১২০. পরনির্ভর অর্থনীতিই টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।
১২১. স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধিতে মানহীনতা নয় মানসিকতাই প্রধান অন্তরায়।
১২২. ক্ষুদ্রঋণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য সুফলের চেয়ে অধিক কুফল বয়ে এনেছে।
১২৩. অর্থনৈতিক শৃঙ্খল মননশীলতা বিকাশের পথে অন্তরায়।
১২৪. চীনের মুক্তবাজার সাফল্য আমাদের জন্য অনুকরণীয়।
১২৫. গ্যাস রপ্তানী আমাদের অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
১২৬. হরতালে অধিকাংশ মানুষের অনাস্থা এসেছে।
১২৭. হরতাল- ধর্মঘটের রাজনীতিই জাতিকে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে।
১২৮. হরতাল - ধর্মঘটের বিকল্পানুসন্ধানে ব্যর্থতাই রাজনীতির অনুর্বরতা প্রমাণ করে।
১২৯. মালিকশ্রেণীর শিল্প ও মনস্তত্ত্বজ্ঞানের অভাবই হরতাল - ধর্মঘটের আধিক্য সৃষ্টি করে।
১৩০. হরতাল যুগে যুগে আমাদের বিপ্লবের মাধ্যম।
১৩১. হরতাল আসলে মানুষের কথা বলে।
১৩২. এই সংসদ আত্মহত্যাকে স্বীকৃতি দেবে।
১৩৩. ক্রীড়া ক্ষেত্রে কোনো বহুজাতিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় দলের পৃষ্ঠপোষকতার অনুমতি দেবে না।
১৩৪. রাষ্ট্রের ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেবে।
১৩৫. সেক্যুলারিজম একটি মিথ।
১৩৬. আমাদের সমাজের বাস্তবতায় শিক্ষা মূলত ব্যবসা।
১৩৭. তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যাই পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।
১৩৮. শিল্পোন্নত বিশ্বের আগ্রাসী মনোভাবই পরিবেশ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।

www.nagorikpathagar.org

১৩৯. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ই পরিবেশের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী।

১৪০. ভারসাম্যহীন পরিবেশই সৃষ্টি করে ভারসাম্যহীন অর্থনীতি।

১৪১. খাদ্যে বিষক্রিয়া অপরিকল্পিত নগরায়নের ফসল।

১৪২. পরিবেশ দূষণই জাতীয় অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।

১৪৩. রাষ্ট্র সমূহের উদ্যোগ নয়, সামাজিক আন্দোলনই পারে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে।

১৪৪. পরিবেশ সংরক্ষণে প্রতিক্রিয়ামূলক পদক্ষেপ নয় বরং প্রয়োজন সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।

১৪৫. দক্ষ প্রশাসনই পারে দূষণমুক্ত নগরী গড়তে।

১৪৬. ভবিষ্যৎ পৃথিবীর লক্ষ্য পরিবেশ দূষণ রোধ নয়, পরিবেশ বিশুদ্ধকরণ।

১৪৭. আগামীর সঙ্কট ক্ষুধার নয়, পরিবেশের।

১৪৮. চিরকালই রাষ্ট্রপক্ষ অপরাধের মূল পৃষ্ঠপোষক।

১৪৯. বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নেই পদ্মা সেতু নির্মাণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

১৫০. পাঠক্রমে শাসনের ইতিহাস বাদ দিয়ে শোষণের ইতিহাস প্রণয়ন জরুরি।

১৫১. শাসনমুখী সকল রাজনৈতিক আদর্শই দুর্নীতিযুক্ত।

১৫২. শ্রমিকের শাসন অর্থনৈতিক অধঃপতনের পূর্বশর্ত

১৫৩. ধর্মীয় মৌলবাদীরাই সবচেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট।

১৫৪. আগামী বিশ্বে ফ্যাসিজমের কদর বাড়বে।

১৫৫. দারিদ্র্য বিশ্বে দ্রুত রাজনৈতিক অস্থিরতার থেকে ফ্যাসিজম উত্তম।

১৫৬. কমিউনিজম ফ্যাসিজমে উত্তরিত হয়।

১৫৭. আগামী দিনের সঙ্কট ক্ষুধার নয় পরিবেশের।

১৫৮. আমাগী দিনে ক্ষুধাই যুদ্ধের কারণ হবে।

১৫৯. আফ্রিকার সবচেয়ে বড় সমস্যা ক্ষুধা নয় গৃহযুদ্ধ।

১৬০. খাদ্যসহায়তা ক্ষুধার্থ মানুষ তৈরি করে।

১৬১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি কোনভাবেই ক্ষুধার মূল হতে পারে না।

১৬২. সকল ক্ষুধার মূলে খাদ্য সঙ্কট নয় দায়ী কূটনৈতিক সঙ্কট।

১৬৩. ক্ষমতায় স্বৈরাচার সৃষ্টি অনিবার্য।

১৬৪. ক্ষমতার স্বাদ ক্ষীয়মাণ।

১৬৫. বিদ্যমান কাঠামোতে দরিদ্রের ক্ষমতায়ন অসম্ভব।

১৬৬. দেশপ্রেম নয়, ক্ষমতার মোহই সকল সামরিক শাসনের উৎস উদ্দীপনা।

১৬৭. ক্ষমতার অপ্যব্যবহার না করে ক্ষমতা সৃষ্টি সম্ভব নয়।

১৬৮. পশ্চিমা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রতারণা গণতন্ত্র।

১৬৯. দরিদ্র বিশ্বে গণতন্ত্র আভিজাত্যের জন্মদাতা।

১৭০. ৩য় বিশ্বে গণতন্ত্র মানে সামরিক বাহিনীর কনসেশন।

www.nagorikpathagar.org

১৭১. অর্থনৈতিক সু স্বাধীনতা ব্যতীত গণতন্ত্র অর্থহীন।

১৭২. বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতায় কোচিং সেন্টার ব্যবসা প্রসারিত হয়েছে।

১৭৩. মুক্তবাজারের সম্প্রসারণে কালোটাকা সংকুচিত হবে।

১৭৪. শেয়ারবাজারে কালোটাকা সাদা করতে দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

১৭৫. সরকার কালোটাকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে বাজেট ঘাটতি হত না।

১৭৬. কালোটাকাই আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা।

১৭৭. আমাদের ইতিহাস বিকৃত তাই সুনির্দিষ্ট কোন ঐতিহ্য নেই।

১৭৮. স্নায়ুযুদ্ধের অবসানে বৃহৎ শক্তিগুলোর আধিপত্য বিস্তারের প্রক্রিয়া আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭৯. আজ সামরিক আধিপত্যের চেয়ে অর্থনৈতিক আধিপত্য ভয়ঙ্কর।

১৮০. গৃহশত্রু প্রশ্রয় না পেলে কোন বাইরের শক্তি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম নয়।

www.nagorikpathagar.org

প্রীতি বিতর্ক

প্রচলিত প্রতিযোগিতামূলক বিতর্কের ধারায় সনাতনী, সংসদীয়, বারোয়ারি এবং রম্য বিতর্ক সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিধায় অহেতুক দ্বিরুক্তি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারে। তাই এগুলোর পুনরায় আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না। এ পর্যায়ে অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি বিতর্কের ধরণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের প্রত্যাশা করছি। তবে যেহেতু কম-বেশি সকল বিতর্কেই কিছু কমন কৌশল অবলম্বন করতে হয় তাই আলাদা করে আর আলোচনা না বাড়িয়ে আমরা পাঠককে শুধুমাত্র শ্রেণিকৃত বিতর্কের কয়েকটিকে নিয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা দিতে চাই।

জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক

জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক বেশ জনপ্রিয় একটি বিতর্ক মডেল। জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আদলে হয়ে থাকে। এতে কোনো একটি প্রস্তাবের ওপর সাধারণ পরিষদের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বক্তব্য প্রদান করে থাকে। নিজ রাষ্ট্রের মতামত, অবস্থান, জোট কিংবা আঞ্চলিকতার স্বার্থে তারা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। এতে ব্যক্তির মতামত নয় বরং রাষ্ট্রীয় নীতি ও কূটনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে প্রতিনিধির বক্তব্য প্রদান করতে হয়।

এ বিতর্কে একজন সভাপতি থাকেন। তিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে এ বিতর্ক পরিচালনা করেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের মতো করে সাজানো এ বিতর্ক মডেলে সাধারণত ছয় থেকে আটটি সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদান করেন। অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো উপস্থিত থাকে। সদস্যবৃন্দ তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। উপস্থাপিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনার জন্য তিনি বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের আহবান করেন। যেমনঃ 'বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধে বিলাসসামগ্রীর উৎপাদন ও ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক' শীর্ষক বিতর্কে বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ফ্রান্স, রাশিয়া ইত্যাদি দেশ অংশ নিতে পারে।

বারোয়ারি বিতর্কের অনুরূপ এ বিতর্কে কোন সদস্য রাষ্ট্র নীতিগতভাবে অন্য সদস্য রাষ্ট্রের মতামত ও অবস্থানকে সমর্থন করতে পারে। অন্যান্য বিতর্ক মডেলের পার্থক্য হলো এটাই যে, অন্যান্য বিতর্কে ওই রাষ্ট্রের নীতি ও জোটগত অবস্থানের আলোকেই একজন বিতার্কিককে বিতর্ক করতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

জাতিসংঘ মডেল বিতর্ক সাধারণত মানোত্তীর্ণ বিতার্কিকদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ অন্যান্য বিতর্ক মডেলের চেয়ে এ বিতর্কে ভালো করা বেশ কঠিন। বিতার্কিককে তার প্রতিনিধিত্বকারী দেশের সম্বন্ধে জানতে হয়। তাই এ বিতর্কের প্রস্তুতি গ্রহণে অনেক সময় লাগতে পারে। জাতিসংঘ মডেল বিতর্কে সভাপতি তার বক্তব্য প্রদান বা মূল্যায়ন করতে পারেন কিংবা মহাসচিব উপস্থিত থাকলে তিনিও বক্তব্য রাখতে পারেন।

ওয়ার্ল্ড মডেল ডিবেট

আন্তর্জাতিক পরিসরে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজি ভাষা যেমন স্বীকৃত তেমনি বিভিন্ন আঞ্চলিক কাঠামোর আওতা ছাপিয়ে ওয়ার্ল্ড মডেল ডিবেট একাধিক রাষ্ট্রের সম্মিলনে অনুষ্ঠিত বিতর্ক চর্চার অন্যতম জনপ্রিয় ধারা হিসেবে স্বীকৃত। মূলত সংসদীয় বিতর্কেরই একটি উন্নততর রূপ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড মডেল ডিবেট। তবে সংসদীয় বিতর্কে দুটি দলের বিপরীতে এই বিতর্কে ৪টি দল একই সাথে একই মঞ্চে আবির্ভূত হয়। তবে বিষয়বস্তু প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে আলোচনার সুবিধার্থে অংশগ্রহণকারীদের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় রেখে সাধারণত আলোচিত আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিতর্ক করার সুযোগ দেয়া হয়।

আঞ্চলিক বিতর্ক

যে বিতর্ক অনুষ্ঠানে বিতর্ক করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা লৌকিক ভাষা ব্যবহার করা হয় সেটাকেই আমরা আঞ্চলিক বিতর্ক বলে থাকি। খুবই আকর্ষণীয় ও আনন্দপূর্ণ পরিবেশে এ বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যেহেতু এটি আঞ্চলিক বিতর্ক সেহেতু বিতার্কিকরাও আলাদা আলাদা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হবে। বর্তমানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এটি ব্যাপক জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত বিতর্ক মডেল। আঞ্চলিক বিতর্কে কৌতুক বা হাস্যরসের বিষয়টিই মুখ্য থাকে। প্রত্যেক বিতার্কিক তাদের স্ব স্ব অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠান, লোক-সংস্কৃতি এ বিষয়গুলো তুলে ধরে থাকেন এবং বিতর্কের বিষয়গুলো সে আলোকেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত দেশের বিশিষ্ট অঞ্চলগুলো যেমন, নোয়াখালী, বরিশাল, পুরান ঢাকা, রংপুর, সিলেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম এলাকা থেকে বিতার্কিক নির্বাচন করা হয়।

www.nagorikpathagar.org

আঞ্চলিক বিতর্ক প্রায়ই বারোয়ারি বিতর্কের মতো। এখানে প্রত্যেক বিতার্কিক তার নিজস্ব বাগ্মিতা, ও প্রত্যুৎপন্নমতি দ্বারা নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। একজন মডারেটর একজন একজন করে বিতার্কিককে আহবান করেন বিতর্ক করা জন্য। এক্ষেত্রে তিনি যাকে আহবান করবেন তার আঞ্চলিক ভাষায় অথবা প্রমিত ভাষায় আহবান করতে পারেন। এ বিতর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিতার্কিকের আঞ্চলিক ভাষার সাবলীল উপস্থাপনা, তথ্য প্রদান ও হাস্যরসের বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। সাধারণত সাত-আট জন বিতার্কিকের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বিতর্কে ছয়-সাত মিনিট সময় প্রদান করা হয়। তবে প্রয়োজনবোধে সময় এবং বিতার্কিকের সংখ্যা কম বেশি হতে পারে।

মুক্ত সংসদীয় বিতর্ক

বিতর্কের দর্শক সম্পৃক্ততাকে আরো নিবিড় করার তাড়নায় দীর্ঘদিন ধরে বিবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সেই আশু লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে ধারাটি সবচেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছে তা হলো মুক্ত সংসদীয় বিতর্ক। যেখানে উপস্থিত দর্শকদের সকলেই নিজেদেরকে বিতর্কের মূল ধারায় সম্পৃক্ত ভাবতে পারেন। সংসদ সদস্য হিসেবে বিবেচিত হওয়ার উপলব্ধি উপস্থিত দর্শকদের অর্থবহ অংশগ্রহণের সুযোগ অবারিত করে। যাতে করে বিতর্কের উত্তেজনা, উচ্ছ্বাস এবং সৃষ্টিকুশলতা ব্যাপকভাবে বহুমাত্রিকতা লাভ করে। তবে দর্শকদের অংশগ্রহণ ব্যতীত এই বিতর্কের অন্য সকল বিষয় মূলত সংসদীয় বিতর্কের আলোকে নির্মিত। শুধুমাত্র Point of order এবং Point of personal privilege উত্থাপন করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের Speaker-এর অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। অনুমতি মঞ্জুর হলে ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে তাদের বক্তব্য তুলের ধরতে হয়।

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচনী বিতর্ক : ভিপি-জিএস বিতর্ক

আসলে এক কথায় বলতে গেলে বিতর্কের নির্দিষ্ট কোন ধরন থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই। অবস্থা, প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজনে নানা ধরনের বিতর্ক মডেলের সৃষ্টি হতে পারে। তবে প্রায়ই সব বিতর্কের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শুধু ফ্লেভারটা ভিন্ন এই আর কি। তেমনি একটি বিতর্কের নাম নির্বাচনী বিতর্ক। নাম শুনলেই কিছুটা আঁচ করা যায় যে এই বিতর্কের ধরণ কেমন হবে অথবা এই বিতর্কের উদ্দেশ্যটা কি? আপনারা কি আঁচ করতে পারছেন? সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এই বিতর্কটি নির্বাচনে প্রার্থীদের নানামুখী ক্যাম্পেইন এবং আলোচনা সভার আদলেই করা হয়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বুয়েট ডিবেটিং ক্লাব' ছাত্র সংসদ নির্বাচনের সময় এই বিতর্কটি পরিচালনা করে থাকে।

বিতর্কটি অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেনসিয়াল ডিবেটের আদলে হয়ে থাকে। তবে দেশীয় প্রেক্ষাপটে বিতর্কের ধরনে কিছুটা রদবদল থাকতে পারে। নিচে সংক্ষেপে এর বর্ণনা দেয়া হলো।

অংশগ্রহণকারী

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ভিপি-জিএস প্রার্থীগণ এ বিতর্কে বিতার্কিক হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন।

শিক্ষকদের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ কেউ একজন 'নির্বাচনী পরিচালক' হিসেবে থাকবেন।

অনেকগুলো পর্যায়ক্রমিক ধাপে এ বিতর্ক পরিচালনা হয়ে থাকে। বিতর্কের শুরুতে পরিচয় পর্বে বিতার্কিক হিসেবে নির্বাচনের প্রার্থীগণ তাদের পরিচয় দেবেন অথবা প্রজেক্টরে তাদের প্রোফাইলগুলো প্রদর্শিত হতে পারে। পরিচয় পর্ব শেষে স্ব স্ব ভিপি প্রার্থীগণ নিজ দলের নির্বাচনী ইশতেহার পেশ করবেন। তারা তাদের লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল পেশ করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী চার থেকে পাঁচ মিনিট করে সময় পাবেন।

শুরুতেই জিএস বিতর্ক। এ ধাপে জিএস প্রার্থীগণ বিতর্কে লিপ্ত হবেন। জিএস বিতর্ক ৪টি অংশে সম্পন্ন হয় :

১. প্রশ্নোত্তর পর্ব : পূর্ব থেকে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত প্রশ্নগুলো ফ্লোরে উত্থাপন করবেন বিতর্ক পরিচালক। এক্ষেত্রে সকল প্রার্থীকে একই প্রশ্ন করা হবে। প্রত্যেক প্রার্থী দুই মিনিট করে সময় পাবেন।

২. মুখোমুখি পর্ব : এ পর্বে প্রত্যেক প্রার্থী অপর তিনজন প্রার্থীকে আলাদাভাবে একটি করে প্রশ্ন করতে পারবেন। প্রশ্ন এক মিনিটের মধ্যে উত্থাপন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

তবে এখানে দলভিত্তিক প্রশ্ন করতে হবে। কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা যাবে না।

৩. দর্শকদের সম্পূরক প্রশ্ন : দর্শকরা যদি প্রার্থীদের প্রশ্ন করতে চান তবে বিতর্ক পরিচালকের মাধ্যমে লিখিত প্রশ্ন জমা দিতে পারেন।

৪. সমাপনী বক্তৃতা পর্ব : প্রতি প্রার্থী সর্বোচ্চ দুই মিনিটের মধ্যে পুরো বক্তব্যের সারমর্ম টানবেন এবং সমাপনী ভাষণ দেবেন।

তারপর ভিপি বিতর্ক
ভিপি বিতর্কের সবকিছু জিএস বিতর্কের আদলেই হবে।
লটারির মাধ্যমে প্রার্থীদের ধারা নির্ধারণ করা হবে এবং বিতর্ক চলাকালে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক পরিচালকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

নাট্য বিতর্ক

নাটক গণমাধ্যমের একটি শক্তিশালী মাত্রা। সামাজিক বাস্তবতা গণমানুষের চোখে তুলে ধরবার একটি যুগোপযোগী আয়না। বিতর্ক শিল্পকে সমৃদ্ধ করার অভিপ্রায় নিয়ে নাটককে এর সঙ্গে সংযুক্ত করার নিরীক্ষা চলছে বহুদিন। যদিও এর প্রচলন এখনও খুব বেশি বেগবান হয়নি, তথাপি এর অনুশীলন একদিকে যেমন বিতর্ক শিল্পের বহুমাত্রিকতা আনবে আবার অন্যদিকে সমাজজীবনের তৃণমূল পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ছড়িয়ে দেয়া সহজ হবে। তবে এ ধরনের বিতর্কের লক্ষ্যে Script নির্ধারণে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে করে বিতর্কের আঙ্গিকে তা মঞ্চস্থ করা যায়। তবে কোনো অবস্থাতেই বিতর্কের বিধিবদ্ধ স্বকীয়তার সীমা যাতে অতিক্রান্ত না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। যেহেতু এই বিতর্কটি Script নির্ভর এবং সাধারণত প্রীতি বিতর্কের জন্য উপযোগী তাই Script- এর বক্তব্যে সহজ সাবলীলতার আঙ্গিকে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। যেমন সিরাজউদ্‌দৌলা নাটকের শেষ সংলাপটি নিয়ে এরকম একটি বিতর্ক মঞ্চস্থ করা যায়। তবে আবারও বলছি বিতর্ক শিল্পের বিশুদ্ধতায় পারফরমারদের অতি নাটকীয়তা পরিহার করতে হবে। নাট্য বিতর্কে সাধারণত দুটো প্রধান চরিত্র থাকে যারা একে অপরের বিরোধিতা করবেন। এ বিতর্কে কোনো সভাপতি বা মডারেটর থাকেন না বরং একজন সমন্বয়কারী থাকেন।
নাট্য বিতর্কের বিষয় সাধারণত রাজনৈতিক, পারিবারিক, ঐতিহাসিক, রম্য প্রভৃতি হতে পারে, নিম্নে নাট্য বিতর্কের কয়েকটি জনপ্রিয় টপিক দেয়া হলো :

www.nagorikpathagar.org

আধ্যাত্মিক সংগীত নয় ধুম ধারাক্কা সংগীতই হৃদয় জয় করার প্রকৃষ্ট উপায় (মাইকেল জ্যাকসন বনাম হাসন রাজা)
বৃটিশ শাসন না এলে উপমহাদেশ আরো অগ্রসর হতো (জওহরলাল নেহেরু বনাম মাউন্ট ব্যাটেন)
ধর্মের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশের বিভাজন একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত (মওলানা আবুল কালাম আজাদ বনাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ)
পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু (আইয়ুব খান বনাম ধীরেন্দ্র নাথদত্ত)

আদালত মডেল বিতর্ক

আদালত মডেল বিতর্কের ধরণ একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে শুরু করা যাক, বাংলাদেশে একটি বেসরকারি কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কোনো ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ না হবার কারণে প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের নির্বাহী আদেশবলে তাদের সরকারি অনুদান বন্ধ করা হয়েছে। এখন উক্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদ এবং শিক্ষকগণ সম্মিলিতভাবে এই নির্দেশের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি মামলা দায়ের করেছেন। এখন আদালত মডেল বিতর্কের জন্য এই বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে যে বিষয়ের উপরে মামলা দায়ের করা যেতে পারে সেটা হলো- "বোর্ড পরীক্ষার অসফলতার ভিত্তিতে কোনো প্রতিষ্ঠানের এমপিও রহিতকরণ, কেন অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না" সুতরাং এ বিতর্কে বিবাদি পক্ষ হচ্ছে সরকারি কৌঁসুলি এবং বাদি পক্ষ হচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই ধারাতে সরকারি পক্ষের কৌঁসুলি বিষয়টির পক্ষে বক্তব্য রাখবেন আর বাদি পক্ষ এর বিরোধিতা করবেন। এ বিতর্কের জন্য পর্যাপ্ত আইনি জ্ঞান, ধারা উল্লেখসহ তার্কিকদের পৃথকভাবে জানতে হবে। এমনকি সংবিধানের সংশ্লিষ্ট ধারার রেফারেন্স টেনে তাদের বক্তব্যের অবস্থান জোরালো করা যাবে। এক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে পূর্ববর্তী কোনো সরকারের সময় এমন একটি নীতির কথা ঘোষণা হয়েছিল যে কোনো অবস্থাতেই এমপিও ভুক্ত শিক্ষকদের বরাদ্দ স্থগিত করা যাবে না, বাদিপক্ষের এহেন জোরালো রেফারেন্স বক্তব্য পেশের পর সরকার পক্ষ হয়তো এমন ঘোষণা আনতে পারেন যে পরবর্তীতে অন্য কোনো সরকার এতদসংক্রান্ত আইন পাস করে এই সুযোগ তৈরির পথকে সুনিশ্চিত করেছে এবং আইনের ধারাবলে পূর্বোক্ত নীতির স্মারক অকার্যকর হয়ে গেছে। কারণ আইন নীতির চেয়ে আদালতের কাছে বিচারকের আসন বলে বিবেচনা করা হয়। সম্বোধন করার ক্ষেত্রে Your honour বা মহামান্য আদালত এ ধরনের শব্দাবলি ব্যবহার করতে হয়। যদিও আইনি বিষয়ের সম্পৃক্ততার কারণে অনেকেই এই বিতর্কের জন্য আইনের ছাত্রদের অপরিহার্য মনে করতে পারেন, তথাপি ন্যূনতম আইনি জ্ঞান নিয়ে যে কোনো বিষয়ের শিক্ষার্থী এ ধরনের বিতর্কে অংশ নিতে পারেন।

www.nagorikpathagar.org

বারোয়ারি বিতর্কের চিত্রায়ণ

যুক্তি, সমাজ ও বাস্তবতার নিরিখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক মানুষের মধ্যকার আত্মচেতনাবোধ সার্বক্ষণিক সাড়া দেয় নিজের মতামতের মাধ্যমে সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্নতাকে দূর করতে সমানাধিকার ও বৈষম্যহীন সমাজ বিনির্মাণে। এই বিনির্মাণে নিজের কল্পনাজগতের দুয়ারে নাড়া দেয়া মনের মধ্যে জাগ্রত স্বপ্ন ও চেতনার খেলা। বিতর্ক সমাজের অসংগতি, সত্য অনুসন্ধান ও সমাজে শান্তির পথ সুগমের সাথে সাথে ব্যক্তির মধ্যকার প্রকৃত মানবসত্তাকেও জাগাতে ও পক্ষপাত করতে সাহায্য করে। বারোয়ারি বিতর্কের মাধ্যমে একজন বিতার্কিক তার মনের ভেতর সুপ্ত থাকা চেতনা ও মননশীল ভাবনার কথা প্রকাশ করতে পারে। সনাতনী বা সংসদীয় বিতর্কের মতো ধরাবাঁধা কোনো ছকের মধ্যে বারোয়ারি বিতর্ককে ফেলা যায়না। এখানে একজন বিতার্কিক আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখির মতো মুক্ত ও স্বাধীন তবে একটি পাখিও যখন আকাশে ওড়ে তখন তাকে দিক ও সময়ের কথা চিন্তা করে দিনের সকল কাজ করতে হয়। তেমনিভাবে, স্বাধীনচেতা ও শক্তচিন্তার প্রস্ফুটন ঘটানোর জন্য একজন বিতার্কিকের বারোয়ারি বিতর্কের ক্ষেত্রে সময় ও রসবোধ আলোকে চিন্তা করে বিতর্ককে চালিয়ে নিতে হবে। বারোয়ারি বিতর্কের ক্ষেত্রে খণ্ডিত অংশের ব্যাখ্যার পর নিজের বুদ্ধিদীপ্ত আচরণ ও শুদ্ধ উচ্চারণ এবং প্রকৃত বাচনভঙ্গির মাধ্যমে প্রস্ফুটিত করতে হবে বারোয়ারি বিতর্কের নিজস্ব মতামত ও যুক্তিকে। বারোয়ারি বিতর্ককে সুন্দর করার লক্ষ্যে গান, বিভিন্ন পদ্ধতি, কবিতার চরণ, পুঁথির অংশবিশেষ, খনার বচন, সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন ভাষা, আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে একটি অঞ্চলের মানবজীবনের চিত্র প্রতিফলন এমনকি বিদেশী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমেও চরিত্রের ও সমাজের চিত্রাবলিকে চিত্রায়ণ করা যেতে পারে।

অনেক বারোয়ারি বিতার্কিক প্রথমেই খণ্ডিত অংশের পূরণকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমেও বিতর্ক শুরু করেন। যেমন - এই সূর্যকার এই পুষ্টিত কাননে জীবন্ত হৃদয় মাঝে..........। এই ফাঁকা জায়গাটিকে পূরণ করা যেতে পারে বিভিন্ন আঙ্গিকে বা বিভিন্ন ভঙ্গিতে। ধরুন ফাঁকা অংশে বসানো হলো, তোমার আমার আশায় মনের মধ্যে ভালোবাসার ছবি ফুটে ওঠে বারংবার। এটির মাধ্যমে একজন বিতার্কিক বোঝাবার চেষ্টা করবেন তার ভালেবাসার মানুষের অনুপস্থিতিতে তাঁর নিজস্বতা বা একাকিত্ব। আবার এমন হতে পারে শৈশব, কিশোর বা তরুণ জীবনের বান্ধবীর সাথে ভালোবাসার, বিভিন্ন স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে পাশে থাকা সেই প্রেমিকার মন তুষ্ট করার জন্য।

বিভিন্ন ভাবে এই ফাঁকা জায়গাকে পূরণ করা যেতে পারে। বিতর্কের এই ফাঁকা জায়গা পূরণ করে বসানোর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। তবে

www.nagorikpathagar.org

বারোয়ারি বিতার্কিককে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যেটি তিনি বলছেন সেটি শক্তিশালীভাবে, রসবোধ অন্য কোনো চারিত্রিক গুণাবলির প্রস্ফুটনের মাধ্যমে বিচারক ও দর্শকদের আকর্ষণ করতে হবে।

বারোয়ারি বিতর্ক পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক থাকেন। বিতার্কিকের মূল্যায়নের জন্য কয়েকজন বিচারক উপস্থিত থাকেন। এই পরিচালককে বিতর্ক চলাকালীন সময়ে বারোয়ারি বিতার্কিকরা মাননীয় সভাপতি বলে সম্বোধন করবেন। বারোয়ারি বিতর্ক সংসদীয় বা সনাতনী ধারার মতো দলভিত্তিক বিতর্ক নয় বরং এটি সম্পূর্ণ একজন বিতর্কিকের নিজের ভাবনা ও চিন্তার একক পরিবেশনা। বারোয়ারি বিতর্কের সময়ের ক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান। এই বিতর্কের জন্য সময়োপযোগী সময়ের পরিমাণ প্রত্যেক বিতার্কিকের জন্য ৫ মিনিট। তবে কর্তৃপক্ষ চাইলে সময় বাড়াতেও পারেন, আবার কমাতেও পারেন। তবে একটি বিষয় কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে যে, সময়টা নির্ধারিণ করা হবে সেই সময়ের সর্বশেষে ১ মিনিটের আগে একটি সতর্ক সংকেত এবং সর্বশেষ মিনিটে চূড়ান্ত সংকেত প্রদানের মাধ্যমে বিতার্কিকের বক্তব্য শেষ করার জন্য আহ্বান করতে হবে।

বারোয়ারি বিতর্কের বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। এই বিষয়গুলো সমাজ, রাজনীতি, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে, ধর্ম, সাহিত্য, উপন্যাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোকেও হতে পারে। তবে সাধারণত রসবোধের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রচলিত ধারায় সাহিত্য, উপন্যাস, দর্শন ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ওপরই বিষয় নির্বাচনের জন্য গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিষয় নির্ধারণের জন্য সরাসরি কবিতা লাইনের পঙ্ক্তিটি, কোনো উক্তির একটি অংশও অবতারণা করা যেতে পারে। যেমন: জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার খন্ডিত চরণ আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে.....ইত্যাদি।

আবার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন দিকের বর্ণনার ক্ষেত্রেও বিষয়টি এমন হতে পারে। যেমন- পলাশীর প্রান্তর..., আমার মুক্তিযুদ্ধ............., ৭১...প্রভৃতি। বিতর্কের প্রয়োজনে কখনও কখনও কঠিন বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে যতদূর সম্ভব এগুলো এড়িয়ে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে বুদ্ধিদীপ্তভাবে রসবোধ ও যুক্তির খেলার মাধ্যমে বিতার্কিকের নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে হবে।

এই বিতর্কে অনেক বিতার্কিক একটি বিষয়কে দেখবার পর একটি গল্প বা ঘটনাকে সাজিয়ে মঞ্চের সামনে উপস্থাপন করেন। ধরুন একটি বিষয়, আমার দেশের মাটিতে আমার প্রাণ.... । এখানে বিতার্কিক মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন বিশেষজ্ঞ বা মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপূর্ব বিভিন্ন ঘটনাবলির অবতারণা করলেন। সমন্বিত বক্তব্যের পর বিতর্কের সর্বশেষে ফাঁকা জায়গায় নিজের ভাবনার ইতিও টানতে পারেন। এটিও বিতর্কের সৌন্দর্য্যবোধকে অনেকখানি বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.nagorikpathagar.org

বারোয়ারি বিতর্কের বিষয়

* তোরা যে যা বলিস ভাই..
* দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া..
* নব আনন্দে জাগো..
* যৌবনের মূল চিন্তা হোক..
* সই, কে বলে পিরিতি ভালো..
* আজ তাদের ছুটি হোক যারা..
* আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে সুখী ছিলেন।
* বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বৃহৎ শক্তির ভূমিকাই মুখ্য।
* তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হওয়াই জাতিসংঘের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।
* জাতিসংঘ মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান।
* জাতিসংঘ বিশ্ব ক্ষমতার মেরুকরণ ঘটাচ্ছে।
* সবকটা জানালা খুলে দাও না।
* আমরা করবো জয়..
* প্রগতি সম্ভব সেই রাজনীতির মাধ্যমে..
* জয়যাত্রার যাত্রী আমরা..
* আজ জীবন খুঁজে পাবি..
* দারিদ্র্য বিশ্বের স্বার্থের প্রশ্নে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ অকার্যকর।
* যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের কাঙ্ক্ষিত কার্যক্রমের প্রধান অন্তরায়।
* জাতিসংঘের ভেটো প্রথা তুলে দেয়া উচিত।
* বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘ বহুলাংশে ব্যর্থ।
* আজি হতে শতবর্ষ পরে..
* কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা..
* এই নশ্বর জীবনের মানে..
* সবার প্রাণে বেড়ে উঠুক..
* সময় এখন বদলে যাবার ..
* স্বপ্ন দেখে মন..
* আমরা যদি না জাগি মা..
* ইহার চেয়ে হতেম যদি..
* যদি পেতাম একটি যাদুর পেন্সিল..
* আমি কিংবদন্তির কথা বলছি..

www.nagorikpathagar.org

রম্য বিতর্ক

'হাসতে নাকি জানে না কেউ কে বলেছে ভাই'?

হ্যাঁ, হাসতে সবাই পারে, তবে মানুষকে হাসাতে পারা পৃথিবীর অন্যতম একটি কঠিন কাজ। বিতর্কের মাধ্যমে এ কাজটি করা আরও কঠিন। কিন্তু, অসম্ভব নয়।

রম্য বিতর্ক কোন প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক নয়। বিতর্কের অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী বিতর্কের একটি ফরম্যাট হিসেবে রম্য বিতর্কের চর্চা হয়ে আসছে। বিতর্কের একটি ফরমেট হিসেবে এর জনপ্রিয়তা শীর্ষে। সাধারণত সনাতনী কিংবা সংসদীয় ধারায় এ বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয়।

রম্য বিতর্ক করতে গিয়ে অনেক বিতার্কিকই সিরিয়াস বিতর্ক করে ফেলেন। সেক্ষেত্রে এ বিতর্ক যত উচ্চমানের বিতর্কই হোক না কেন তা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এজন্য রম্য বিতর্কে বক্তব্যের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনা গুরুগম্ভীর ও খুব বেশি তত্ত্বীয় না হওয়া সমীচীন। মনে রাখতে হবে এ বিতর্কের লক্ষ্যই হচ্ছে আনন্দ দেয়া।

তথাপি রম্য বিতর্ক কি হাস্য রসাত্মক বক্তব্যের নাটকীয় উপস্থাপনা? না, রম্য বিতর্ক মানে কোন ভাঁড়ের অভিনয় নয়। এ বিতর্ক যে শুধু আনন্দ দান করে তাও নয় এর মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় উপস্থাপিত হতে পারে। একই সাথে এটি আমাদের মাঝে আনন্দ এবং ধনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। রম্য বিতর্কের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বেরসিক কথা বলেন।

এবার আসা যাক রম্য বিতর্কের প্রস্তুতি ও উপস্থাপন কৌশলের আলোচনায়। বিতর্কের বিষয় পাওয়ার পর প্রথমে পুরো বিষয়টি প্যাডের ওপর লিখুন। এবার বিষয়টিকে কে, কি, কেন, কবে, কোথায়, কিসে, কখন, কার এবং কেমন এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করুন। মূলত কেন শব্দটি দিয়ে যথাসম্ভব বেশি উত্তর খোঁজার চেষ্টা করুন। বাকিগুলো দিয়ে একটি বা দুটি প্রশ্নের উত্তর আপনি স্ক্রিপ্টে যোগ করতে পারেন। এবার স্ক্রিপ্টটি সাজিয়ে লিখুন। এরপর স্ক্রিপ্টের যুক্তিগুলোর সাথে প্রাসঙ্গিক নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো যোগ করতে পারেন :

১. কবিতা বা কবিতার প্যারোডি

২. ছোট কৌতুক/অনুগল্প

৩. প্রচলিত কোন বিশেষ শব্দ বা শব্দগুচ্ছ

৪. গান বা গানের প্যারোডি

৫. প্রবাদ বাক্য

লক্ষ্য রাখবেন কবিতা বা গান দু'লাইনের বেশি যেন না হয়।

এবার স্ক্রিপ্টটি পুনরায় লিখুন। ব্যস, কোন বন্ধুকে শোনান। তার পরামর্শ নিন।

www.nagorikpathagar.org

সময় দেখুন। নতুন কোন আইডিয়া এলে তাও যোগ করুন। প্রতিপক্ষের বক্তার যুক্তিখন্ডন প্রাসঙ্গিক যুক্তিতে লিখবেন। আপনার স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত। একটি ভালো স্ক্রিপ্টের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মিলিয়ে নিতে পারেন-
বিষয় প্রাসঙ্গিক সমসাময়িক দ্বন্দ্ব, সন্দেহ, কিংবা সামাজিক অসঙ্গতি, কবিতা কিংবা কবিতার প্যারোডি, গান কিংবা গানের প্যারোডি, ছোট কৌতুক, অনুগল্প, গবেষণা বা জরিপের ফলাফল, প্রবাদবাক্য, তত্ত্ব, তথ্য, পর্যাপ্ত উদাহরণ এবং প্রচলিত বিশেষ কোন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ।
রম্য বিতর্কে তিনটি বিষয় খুব বেশি লক্ষণীয়-
১. বিতর্কে অপ্রাসঙ্গিকভাবে 'প্রেম' টেনে এনে তার সাথে অশ্লীলতা একেবারে বর্জন করা উচিত।
২. ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে বিরত থাকা। একজন বক্তা অন্য বক্তা সম্পর্কে বলতেই পারেন, তবে তা যেন ব্যক্তিগত আক্রমণের পর্যায়ে না পড়ে। মনে রাখা প্রয়োজন, বিতর্কের মাধ্যমে উপস্থিত কাউকে বোকা বানানোর চেষ্টা একধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ। এটি অবশ্যই বর্জনীয়।

রম্য বিতর্কের বিষয়

* তেলেই শক্তি তেলেই মুক্তি।
* হরতাল তালে বেতাল।
* বিবাহে প্রেমের সূর্যাস্ত, বিবাহে প্রেমের সূর্যোদয়।
* বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলে দেয়।
* মামা আছে মামী নাই।
* ত্যাগেই সুখ।
* সবচেয়ে সুন্দর যে শিশু সে আজও আসেনি।
* প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য।
* লাবণ্য নয় অমিতরাই স্বার্থপর।
* থেমে থাকতে হলেও দৌড়াতে হবে।
* মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।
* হাসছে পৃথিবী হাসছে মানুষ।
* সখী ভালবাসা কারে কয় সেকি কেবলি যাতনাময়?
* ডুবে আছি প্রেমে ডুবে আছি ভ্রমে আধেক প্রেম আর আর্ধেক ঘোরে।
* আধুনিকায়নের প্রথম শর্ত কোকাকোলা আর পেপসির পার্থক্য বোঝা।
* দেশত্যাগী মানুষ স্বদেশের মাটির চেয়ে পদ্মার ইলিশ বেশি মিস করে।
* প্রেমের বিয়ে যাতনাময়।
* নারী ছলনাময়ী।

www.nagorikpathagar.org

* ফেসবুকিং প্রেমের গভীরতা কমিয়ে দিয়েছে।
* নারী তুমি কবি নও কবিতা।
* প্রেমের মরা জলে ডুবে না।
* গোপনে যে বেশ্যার ভাত খায় তাতে ধর্মের কি আসে যায়।
* বর্তমান যুগ গদ্যের যুগ।
* রবীন্দ্রনাথ নয় বিল গেটস্ এ সময়ের মূলনায়ক।
* রম্য বিতর্ক একধরনের প্রহসন।
* গর্ভপাত বৈধ করা উচিত।
* কাবিননামার মেয়াদ নবায়ন যোগ্য হওয়া উচিত।
* ফেসবুকিং যোগাযোগের নামে নৈরাজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।
* বিয়ের ন্যূনতম বয়সসীমার মতো প্রেমের বয়সসীমা নির্ধারণ করা উচিত।
* প্রেমিকের মানিব্যাগের স্বাস্থ্যই আজকের দিনে প্রেমের গভীরতা পরিমাপের প্রধান নিয়ামক।

শ্রেণি বিতর্ক

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ। প্রতিটি শিশুর মাঝেই লুকিয়ে আছে অনন্য প্রতিভা। শুধু সেই সুপ্ত প্রতিভাকে বের করে আনাই হলো আসল কাজ। আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিশুর মৌলিক প্রতিভা বিকাশে কতটুকু অবদান রাখছে তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু যতটুকু হচ্ছে তাও নেহায়েত কম নয়। মফস্বল এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু সিজনাল কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, খেলাধুলার আয়োজন করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়। সেখানে বিতর্ক চর্চার খুব একটা সুযোগ নেই। বিতর্ক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব আছে এমন সংখ্যাটাও ছোট নয়। অপরদিকে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলোতে তুলনামূলক ভাবে বিতর্কের ভালো একটা চর্চা আছে। সে দিক থেকে আমরা আশাবাদী। তবে আরো আশার বিষয় হচ্ছে ইদানীং অভিভাবকরাও বিতর্কের ব্যাপারে সচেতন হচ্ছেন এবং এটাকে একটি শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে তার সন্তানকে বিতর্ক শেখানোর ব্যাপারে তৎপর হচ্ছেন। বিতর্ক করতে পারাটা 'ইনহেরেন্ট' কোন বৈশিষ্ট্য নয় বরং এটি চর্চার বিষয়। বারবার অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল এ ধারায় উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। আর সেটা যদি স্কুলজীবন থেকে শুরু হয় তাহলে খুব ভালো হয়। একজন শিক্ষকই কেবল বুঝতে পারেন তার কোন শিক্ষার্থীটির কি ধরনের প্রতিভা রয়েছে। তিনি খুব সহজেই বুঝতে পারেন তার কোন শিক্ষার্থীর মাঝে নেতৃত্বের গুণ রয়েছে, কে ভালো কথা বলতে পারে, কার হাতে লেখনীর সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা

www.nagorikpathagar.org

বিকাশে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমাদের বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে না বুঝেই পাঠ্যপুস্তকের গৎবাঁধা মুখস্থ করার যে প্রবণতা রয়েছে, সেটি প্রকৃতপক্ষে আমাদের চূড়ান্ত উন্নতির ক্ষেত্রে অনেক বড় বাধা। আসলে তারাও কি করবে? শিক্ষাব্যবস্থাটাই এমন যে তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকেনা। তাদের পড়ালেখাকে যদি আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়, তারা যদি এটাকে নিছক পড়ালেখা না মনে করে তাদের বিনোদনের একটা উৎস হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে এটা কাজে দিবে বলে মনে করি। এক্ষেত্রে বিতর্ক সত্যিকার অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং এটা যে কেন উপকারী সেটা নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বিভিন্ন ধরণের বিতর্ক মডেলের মধ্যে একটি হলো শ্রেণি বিতর্ক। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে শ্রেণি বিতর্কের বহুল চর্চা থাকলেও বাংলাদেশে এখনো খুব বেশি একটা প্রচলিত হয়নি। আসলে শ্রেণি বিতর্ক বা স্কুল বিতর্কের উদ্দেশ্যটা কি? গৎবাঁধা মুখস্থবিদ্যা আর বইনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে এসে বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ সাধনই হচ্ছে এর মূল লক্ষ্য। আমাদের অভিভাবক ও শিক্ষকগণ তাদের শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা করানোর জন্য নানারকম কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। অথচ শুধু এই বিতর্ক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগত যোগ্যতাসহ বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ সাধন সম্ভব। আগেই বলেছি শ্রেণি বিতর্কের মূল উদ্দেশ্য হলো এর মাধ্যমে পাঠ্য বইয়ের সহজ অনুশীলন। তাই শ্রেণি বির্তক সাধারণত নির্দিষ্ট একটি ক্লাসের নির্দিষ্ট বইয়ের যে কোন একটি টপিক নিয়ে হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থী সে বিষয়ের ওপর সম্যক জ্ঞান লাভ করে থাকে। এবং যার কারণে শ্রেণি বিতর্ক অন্যান্য সাধারণ বিতর্কের চেয়ে একটু ব্যতিক্রমই হয়ে থাকে।

একজন শিক্ষার্থী নিয়মিত শ্রেণি বিতর্কে অংশগ্রহণের ফলে নিম্নোক্ত উপকারগুলো পেতে পারে

১. শিক্ষার্থীদের না বুঝে মুখস্থবিদ্যার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

২. তাদের মাঝে সৃজনশীল চিন্তার বিকাশ ঘটবে এবং যানপরানই তারা পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে।

৩. যে কোন বিষয়ের গভীরে যেতে সক্ষম হবে এবং ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো পৃথক করতে সক্ষম হবে।

৪. যুক্তিশীল মানসিকতা তৈরি হবে এবং যেকোন বিষয় বাস্তবতার নিরীখে মূল্যায়ন করতে পারবে।

৫. ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে এবং তাদের নিজস্ব মতামত যুক্তিযুক্ত ও যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে।

৬. নানমুখী চিন্তার সমন্বয় ঘটবে এবং যার ফলে জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে।

৭. নিজেকে উপস্থাপন করার সামর্থ্য তৈরি হবে এবং স্মার্টনেস বৃদ্ধি পাবে।

৮. বক্তৃতা ও নেতৃত্বশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন হবে।

www.nagorikpathagar.org

৯. শিক্ষাদানে শিক্ষকদের চাপ কমবে এবং শিক্ষাদানের ত্রুটিগুলো দূর হবে।
১০. শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য কমে আসবে এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে।
এখন কথা হচ্ছে কিভাবে শ্রেণি বিতর্ক করতে হবে। ধরা যাক, ক্লাসে শিক্ষক নবম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বই থেকে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে ক্লাস নিয়েছেন। এক্ষেত্রে ৫২-এর ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিতর্কের আয়োজন করা যেতে পারে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে নবম-শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থী ৫২-এর ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই। অনেকে এটাকে মুক্তিযুদ্ধ বলতেও দ্বিধা করে না। শ্রেণি বিতর্কে এ বিষয়টি নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতা বেশি আলোচনা হবে যে, যারা এখানে বিতর্ক করেছে এবং যারা দর্শক ছিলো সবারই একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি হয়ে যায়। কখন, কেন, কিভাবে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিলো? কারা করেছিলো? এর ফলাফল কি ছিলো? আমাদের জাতীয় জীবনে কেন এটি এতো তাৎপর্যপূর্ণ।

এখানে বিতর্কের যে নিয়মকানুনগুলো আছে যেমন, শুদ্ধ উচ্চারণ, বাচনভঙ্গি, সম্বোধন ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রাধান্য না দিয়ে সবার অংশগ্রহণ, মতামতপ্রদান, যেকোন বিষয় নিয়ে ভাবতে শেখা তথা সৃজনশীলতার বিষয়টাকেই প্রাধান্য দেয়া সমীচীন। আস্তে আস্তে যখন তারা কথা বলতে ও যুক্তি প্রদানের মাধ্যমে সুন্দর করে উপস্থাপনা করতে শিখবে তখন তাদের আস্তে আস্তে করে বিতর্কের নিয়ম কানুনগুলো শেখাতে হবে।
সাধারণত একটি শ্রেণি বিতর্কে কোন নির্দিষ্ট একটি শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে। স্কুল পর্যায়ের যে কোন শ্রেণির শিক্ষার্থীরাই বিতর্কে অংশ নিতে পারে।

এছাড়াও আরো যে বিষয়গুলো দেখতে হবে
১. সমস্ত শিক্ষার্থীদের দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে তাদের নিজেদের পছন্দ মতে বা শিক্ষকের নির্দেশনা অনুযায়ী বিতর্কের একটি পক্ষ দল এবং একটি বিপক্ষ দল নির্ধারণ করা হবে।
২. সাধারণত শ্রেণি শিক্ষকই বিতর্কের সভাপতি বা মডারেটর থাকবেন।
৩. যে কোন পূর্বনির্ধারিত দিনে নির্ধারিত বিষয়ের ওপর বিতর্ক পরিচালিত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পড়ার চাপ এবং পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।
৪. বিতর্ক পরিচালনা করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম আনুষ্ঠানিকতা এবং দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে।
৫. বিতর্কের বিষয় পূর্বনির্ধারিত করে দিলে তাদের জন্য সুবিধা হয় এবং নির্ধারিত বই থেকে সহজ ও মজার বিষয় দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৬. প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং নির্ধারিত সময় দেয়া থাকবে। বিতর্ক শেষে মডারেটর বিতর্কের মূল্যায়ন করবেন।

আগেই বলেছি যেহেতু শ্রেণি বিতর্ক অন্যসকল বিতর্ক থেকে কিছুটা আলাদা তাই এর মূল্যায়নেও কিছুটা ভিন্নতা থাকবে।

শিশুবিতর্ক

বাংলাদেশে বিতর্কের ক্রমাগত ধারাবাহিকতায় বর্তমানে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি শিশুরাও বিতর্কের ক্ষেত্রে আগ্রহী হচ্ছে। শিশুরাও এখন বিতর্ক করছে। এটিকেই আমরা শিশুবিতর্ক বলতে পারি। শিশুদের বিতর্কের এ মডেলটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েরা স্টেজ এ উঠে হাত নেড়ে নেড়ে বক্তৃতা দেবে এটা অনেকের কাছেই খুব আকর্ষণীয় একটা বিষয়। মফস্বল অঞ্চলে এর চর্চা একটু কম থাকলেও ঢাকার শিক্ষার্থীরা ব্যাপকভাবে শিশুবিতর্কে অংশগ্রহণ করছে। এখানে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। সাধারণত অনূর্ধ্ব ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সনাতনী বিতর্কের সাথে এ বিতর্কের যথেষ্ট মিল রয়েছে। শুধু নামটা আলাদা। বিতর্কের বিষয় নির্ধারণের সময় কঠিন বিষয়গুলো পরিহার করে শিশুদের উপযোগী বিষয়গুলো নির্ধারণ করা হয়। বিতর্কের নিয়ম-কানুনগুলো শিথিলযোগ্য থাকে। এ বিতর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোন ধরনের নেতিবাচক মন্তব্য না করা বাঞ্ছনীয়। শিশুরা হচ্ছে কাদামাটির মত। এসময় ওদেরকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে গড়ে তোলা যায়। ছোটবেলা থেকেই বিতর্কে অভ্যস্ত করা গেলে বড় হলে সে নিঃসন্দেহে ভালো মানের বিতার্কিক হতে পারবে। তার প্রত্যুৎপন্নমতি ও বাকপ্রতিভার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন হবে এবং ক্লাসের পড়ালেখাও সে ভালো করতে পারবে। শিশুদের মেধা বিকাশের লক্ষ্যে প্রত্যেক স্কুলে শিশুবিতর্কের প্রচলন করা উচিত।

প্লানচ্যাট বিতর্ক

বিতর্কের এই রূপটি প্রতিযোগিতার জন্য নয়। এটি কোন দলীয় বা প্রতিযোগিতামূলক বিতর্ক নয়। খুবই রোমাঞ্চকর এই বিতর্ক। এই বিতর্ক করতে পরিবেশটি লাগে আলো-আঁধারের মত। সচরাচর মোম জ্বালিয়ে কিংবা মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বিতর্ক মঞ্চটি সাজানো হয়। আলো-আঁধারের মধ্যে বিতার্কিকরা বসে থাকেন। অথবা মঞ্চের পেছনেও থাকতে পারেন। এই বিতর্কটি অতীত ও বর্তমানের আলোচিত কিছু চরিত্র (ইতিবাচক-নেতিবাচক) নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। একে একে

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন চরিত্র এসে তাদের কৃতকর্মের বর্ণনা দেন এবং শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা করেন। একজনের বিতর্ক শেষে উপস্থিত দর্শকসারি থেকে উক্ত তার্কিককে প্রশ্ন করা যাবে-তার চরিত্র বা কৃতকর্ম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মৃত বা জীবিত দু'ধরণের চরিত্রই প্লানচ্যাট বিতর্কে উপস্থিত হয়। এই বিতর্কে সবচেয়ে মজার কাজটি করে থাকেন বিতর্ক মডারেটর। যিনি পর্দার আড়াল থেকে পুরো বিতর্কটি পরিচালনা করে উপভোগ্য করে তোলেন। এই বিতর্কে যিনি মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন তাকে 'ওঁঝা' বলা হয়।

জুটি বিতর্ক

বিভিন্ন প্রদর্শনী বিতর্কের মধ্যে জুটি বিতর্ক অন্যতম জনপ্রিয় বিতর্ক মডেল। সাধারণত বিশেষ দিবস উদযাপন উপলক্ষে এ বিতর্ক আয়োজন করা যায়। বিশেষ করে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে এ বিতর্কের আয়োজন নান্দনিকতায় ভরপুর। এটি তরুণ-তরুণীদের কাছে বেশ জনপ্রিয় মডেল।

সাধারণত সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্র জুটি বিতর্কে স্থান পায়। যেমন, রোমিও-জুলিয়েট, দেবদাস-পার্বতী, মৃত্যুঞ্জয়-বিলাসী প্রভৃতি জুটি এ বিতর্কের জন্য উপযোগী।

সৃষ্টি-স্রষ্টা বিতর্ক

বর্তমান সময়ে প্রদর্শনী বিতর্কের জন্য বেশ জনপ্রিয় একটি বিতর্ক মডেল হলো সৃষ্টি-স্রষ্টা বিতর্ক। সাধারণত কোনো একজন লেখক/নির্মাতা ও তার নির্মিত কোনো বিশেষ চরিত্রের মধ্যকার বিতর্ককে সৃষ্টি-স্রষ্টা বিতর্ক বলে। এ বিতর্কে অংশগ্রহণকারীরা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি একে অপরের সমালোচনা করে থাকেন।

কোনো বিখ্যাত ও জনপ্রিয় লেখক/নির্মাতা এবং তাদের নির্মিত কোনো বিশেষ বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় চরিত্রই কেবল এ বিতর্কে অংশ নিয়ে থাকেন। সনাতনী বা সংসদীয় বিতর্কে একটি দল অপর দল ও তাদের কৌশলগত অবস্থানের বিপরীতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে কিন্তু এ বিতর্কে একজনের বিপক্ষে অন্য একজনের বিতর্ক হয়।

লেখক/নির্মাতার সাথে তার সৃষ্ট চরিত্রের। এ বিতর্কের একটি জনপ্রিয় বিষয় হচ্ছে

www.nagorikpathagar.org

'আমার জন্যই তুমি আজ বিখ্যাত'। এ বিতর্কে স্রষ্টা যদি থাকেন হুমায়ুন আহমেদ- তবে তার সৃষ্টি হিমু। স্রষ্টা যদি থাকেন শরৎচন্দ্র- তবে তার সৃষ্টি দেবদাস। স্রষ্টা যদি থাকেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- তবে তার সৃষ্টি রতন। এখানে বিতর্ক করতে পারে বা এ রকম অন্য যে কেউ এ বিতর্কে অংশ নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের ক্রমটি হবে : প্রথম-হিমু, দ্বিতীয়-হুমায়ুন আহমেদ, তৃতীয়-দেবদাস, চতুর্থ-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চম-রতন, ষষ্ঠ-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাঠামো অনুযায়ী আসন বিন্যাসগতভাবে লেখক বা নির্মাতারা বসবেন মডারেটরের বাম দিকে এবং চরিত্রবৃন্দ মডারেটরের ডান দিকে বসবেন। এ বিতর্কে সাধারণত চরিত্রকে আগে বিতর্ক করবার সুযোগ দেয়া হয়। বিতর্কের বিষয় নির্ধারিত হয় উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব তুলনামূলকভাবে আলোচনার জন্য এবং তারা বিতর্কও করেন পারস্পরিক বিরোধিতার ভিত্তিতে। যখন কোনো চরিত্র বিতর্ক করবেন তার পর পরই সেই চরিত্রের লেখক বা নির্মাতা বিতর্ক করবেন। চারিত্রিক স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিতার্কিকরা বক্তব্য প্রদান করায় এ বিতর্ক বেশ উপভোগ্য হয়।

ইংরেজি বিতর্কের বিষয়বস্তু

Education :

1. Education becomes a responsibility of the Bangladeshi government.
2. The completion of high school does not qualify one to hold a job.
3. Strict discipline is the best way of raising children.
4. Religion should be taught in all public schools in the province.
5. A separate school system should be available for gifted students.
6. Education causes unhappiness.
7. Computerized teaching aids should be banned from the classroom.
8. Poverty is a greater evil to society than illiteracy.
9. Cell phones should be allowed in schools.

Environment:

10. We shall sacrifice our environment for

www.nagorikpathagar.org

development.

11. Environment pollution is the main problem of our society.

12. Environment protection groups do more harm than good.

Media:

13. Media is used as a weapon by the developed nations.

14. Media is the main cause for unhealthy eating habits.

15. Commercial radio and television be abolished.

16. Television encourages violent behavior in viewers.

Sports :

17. Cricket is now a business than play.

18. Organized sports for children under 16 do more harm than good.

Globalization :

19. Only globalization can create more employment opportunities.

20. Globalization is the making poor countries poorer.

Agriculture and industry :

21. All agricultural equipment should be subsidized.

22. Agricultural sector should get priority than the industry.

23. Industrialization is the key to development.

Politics and economy :

24. Political empowerment of women can reduce violence against women.

25. Political power should be decentralized in Bangladesh.

26. Violence for political purposes produces positive results.

27. Capitalistic economic system is better than socialistic.

28. Lack of resources is the main cause of our

www.nagorikpathagar.org

economic backwardness.
29. Democracy is myth.
30. Autocratic leadership is better than democratic.
31. Democracy is the ruling system of fools.
32. The Bangladeshi democracy should be dismantled.

Philosophy :
33. The world is a better place because of mankind's presence.
34. Man is mainly a product of his society.
35. Happiness is happiness.
36. Money can buy happiness.
37. The end justifies the means.
38. Space researchis a waste of time and money.
39. More money should be spent on scientific research in Bangladesh.
40. Technology has reduced the creativity of human brain.
Culture :
41. Bangladeshi self-determination is a myth.
42. Nationalism is the greatest evil of the twentieth century.
43. Man is mainly a product of his society.
44. Music is the mirror of society.
45. Progress is an illusion.
46. Greeter authoritarianism in government is in the best interest of Bangladesh.
47. Education causes unhappiness.
48. The involvement of foreign labor unions in Bangladesh should be limited.
Offbeat motions:
49. Circumstances make the man.
50. There are no more heroes.
51. We have too much freedom.
52. Every man has his price.

www.nagorikpathagar.org

53. We get what we deserve.
54. We should never worry.
55. No pain, no gain.
56. Man is what he believes.
57. Labor is a kind of warfare.
58. It is time to cut bait.
59. Easy come, easy go.

Miscellaneous:

60. Equality is a myth, never a reality.
61. Good governance is less interference.
62. War is a business of the developed countries.
63. Extremism is the creation of power politics.
64. Poverty reduction is still a myth.
65. We should open the door.
66. Beauty is in the eye of the beholder.
67. Student politics should be banned.

Parliamentary debate topics:

Education:

68. This house would end all subsidies for the academic study of history.
69. This house would put a computer on every student.
70. This house would have no compulsory subjects in secondary education.
71. This house would ban school students from having smart phones.
72. This house makes all education free.
73. This house would replace textbooks with tablets.
74. This house believes that the younger you are, the more salary you deserve.
75. This house believes that out-sourcing is good for the developed and developing nations.
76. This house believes that stock market, fore and gold investment should be considered gambling.
77. This house believes that Britain should join the

www.nagorikpathagar.org

Euro currency.
78. This house believes that globalization marginalize the poor.
79. This house believes that the IMF is the British Empire of today.

Politics and Economics :
80. This house believes that firearms should be banned worldwide.
81. This house believes that federal states are better than United Nations.
82. This house would ban opinion polls in election campaigns.
83. This house would not give any aid to non-democratic countries.
84. This house believes that house wives should be paid for their work.
85. This house believes that race is not just a social construction.
86. This house believes that Bangladesh should accept more refugees.
87. This house believes that war crimes trials are unjustified.
88. This house believes that the nuclear weapons should be abolished.
89. This house believes that the media is the west's most effective weapon.
90. This house supports compulsory military service.
91. This house would plan for peace by preparation for war.
92. This house believes in global free trade.
93. This house would regret the trade bloc.
Religion :
94. This house believes that Islam should be state religion.

www.nagorikpathagar.org

95. This house believes that the pope should get married.
96. This house would penalize religious hate speech.

Environment :

97. This house believes that a good environment is a first-world luxury.
98. This house believes that the environment movement has failed to make real progress.
99. This house believes that we are too late on global change.
100. This house would give refugee status to environmental or climate refugee.
101. This house believes that war can be justified.
102. This house believes that disbanding all militaries is necessary for global peace.
103. This house believes that Jammu and Kashmir should be independent.

Media :

104. This house would allow no limits on press freedom.
105. This house would regulate the press.
106. This house believes that TV news is not the news.
107. This house believes that power grows from the barrel of a gun.
108. This house believes that the Bangladesh should greatly increase its military spending.
109. This house believes that we should have compulsory military training.

Technology :

110. This house believes that access to internet should be controlled.
111. This house regrets joining Facebook.
112. This house would ban software that allows parents to spy or their children.

www.nagorikpathagar.org

113. This house believes that social networking makes us antisocial.

International affairs :

114. This house believes that US should get out of the Middle East.

115. This house believes that the WTO is the friend of the developing world.

116. This house believes that Jerusalem should be divided.

117. This house would give India a permanent UN Security Council seat.

118. This house believes that the UN has failed.

119. This house believes that the UN is tooth-less lion.

120. This house would expand the UN Security Council.

121. This house would abolish the UN Security Council veto.

122. This house believes that the government that governs least governs best.

123. This house believes that economic sanctions should not be used to influence domestic policy.

124. This house proposes that, Climate emergency should be declared immediately.

125. This house proposes that, privatization of education should be encouraged in Bangladesh.

www.nagorikpathagar.org

একটি বিতর্ক ক্লাবের গঠনতন্ত্র ও কার্যাবলি

গঠনতন্ত্র
(একটি গঠনতন্ত্রের প্রতীক রূপ)

১. নাম:..
২. স্লোগান:...
৩.মনোগ্রাম:..
৪. লক্ষ্য ও
উদ্দেশ্য:...

৫. কার্যাবলি :
ক. প্রতি বছর আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
খ. জাতীয় টেলিভিশন বিতর্কসহ বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।
গ. সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বিতর্ক কর্মশালা, বিনোদনমূলক বিতর্ক, সেমিনার শিক্ষাসফর ইত্যাদি আয়োজন করা।
ঘ. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগে স্ব স্ব বিতর্ক পরিষদের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে বিতর্কের প্রসার ঘটানো ও মানোন্নয়ন করা। বিভাগীয় বিতর্ক পরিষদগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধান, কমিটি অনুমোদন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদান করা।
ঙ. বিতর্ক বিষয়ক দেয়ালিকা ও সাময়িকী প্রকাশ করা।
চ. বিভিন্ন বিতর্ক উৎসবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান।
ছ. প্রতি বছর তার্কিক পুনর্মিলনী ও বিতর্ক উৎসবের আয়োজন করা।

৬. সদস্য : সংগঠনে ৬ (ছয়) ধরনের সদস্য থাকবে।
ক. প্রাথমিক সদস্য
বিতর্কে আগ্রহী যে কোন ছাত্রছাত্রী এর সদস্য হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। সদস্য হতে হলে তাকে নিজ বিভাগ হতে আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে অথবা প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে বিতর্কে আগ্রহী ছাত্র- ছাত্রীরা সদস্যপদের জন্য আবেদন করবে। এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিক সদস্য হবে।
খ. সাধারণ সদস্য
প্রাথমিক সদস্যরা ৬ (ছয়) মাস পর্যবেক্ষণের পর কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সাধারণ

www.nagorikpathagar.org

সদস্য হিসেবে মনোনীত হবে। সদস্যগণ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নিয়মিত প্রতি বছর সদস্যপদ নবায়ন করতে পারবেন।

গ. বিশেষ সদস্য পদ

কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সবচেয়ে ভালো এবং সংগঠন কাজে সক্রিয় সাধারণ সদস্যদের থেকে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিশেষ সদস্য মনোনয়ন করবে এবং এই সংখ্যা কার্যকরী পরিষদের বিদায়ী সদস্য সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ঘ. কার্যনির্বাহী সদস্য

কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। ১. এর সদস্য সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ জন হবে। ২. সভাপতি থেকে নির্বাহী সদস্য সকলেই এর আওতাভুক্ত থাকবে। ৩. সাধারণ সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১ বছর এবং বিশেষ সদস্য হিসেবে ৬ (ছয়) মাস কাজ করতে হবে। ৪. প্রতিবছর জুলাই মাসে বিশেষ সদস্যদের মধ্য থেকে গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। ৫. কার্যকরী সদস্যরা মাসিক নির্ধারিত হারে নিয়মিত অনুদান দেবেন। ৬. কার্যনির্বাহী সদস্যদের কার্যমেয়াদ ১ (এক) বছর।

ঙ. সম্মানিত সদস্য

সংগঠনে বিশেষভাবে সেবা দিয়েছেন অথবা সংগঠনের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছেন অথবা সংগঠনে সংশ্লিষ্ট নন কিন্তু বিতর্ক অঙ্গনে বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন যেকোনো ব্যক্তিকে পরিষদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি সাপেক্ষে সম্মানিত সদস্য পদ প্রদান করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সাধারণ সভায় প্রতিবছর সর্বোচ্চ তিনজনকে এ ধরনের সদস্যপদ প্রদান করতে পারবেন। সমাজ রাষ্ট্র ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কোনো কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ থাকলে তার বা তাদের সদস্যপদ বাতিল হবে। সম্মানিত সদস্যগণ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের আমন্ত্রণে কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন।

চ. আজীবন সদস্য

সংগঠনে ও বিতর্কে বিশেষ অবদানের জন্য কোনো সদস্যকে কার্যকরী পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আজীবন সদস্য পদ দেয়া যাবে। সমাজ রাষ্ট্র ও গঠনতন্ত্র বিরোধী কোনো কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার প্রমাণ থাকলে তার বা তাদের সদস্যপদ বাতিল হবে।

৭. সদস্যপদ লাভের অযোগ্যতা বা বিলুপ্তি

ক. কোনো ব্যক্তি সংগঠনের গঠনতন্ত্র বিরোধী কোনো কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে তিনি এ সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না বা তার সদস্যপদ থাকলে তা বাতিল হবে।

খ. সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের গঠতন্ত্র বিরোধী অথবা সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপে

www.nagorikpathagar.org

জড়িত সদস্যকে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যুগ্ম স্বাক্ষরে বা সভাপতির একক স্বাক্ষরে তার কৃতকর্মের জন্য কেন তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এ মর্মে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করবেন। পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তবে সদস্যপদের বিলুপ্তি কার্যকরী পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিতে কার্যকর হবে।

গ. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন ব্যতীত কোন সদস্য পরপর দুটি মাসিক সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঘ. প্রতি বছর (জুলাই থেকে জুন) ৫০ (পঞ্চাশ) টাকার বিনিময়ে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নতুন কমিটি গঠনের পর জুলাই মাসে নবায়ন করতে হবে। অন্যাথায় কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলে গন্য হবে।

ঘ. প্রতি বছর (জুলাই থেকে জুন) ৫০ (পঞ্চাম) টাকার বিনিময়ে কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নতুন কমিটি গঠনের পর জুলাই মাসে নবায়ন করতে হবে। অন্যথ্যায় কার্যকরী পরিষদ এর অনুমোদন সাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ঙ. কার্যকরী পরিষদ যদি কোনো ব্যক্তিকে সদস্যপদ লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন্ ইতোমধ্যে তিনি সদস্যপদ পেলেও তা বিলুপ্ত হবে। এ ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তি সদস্য পদ লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ইতোমধ্যে তিনি সদস্যপদ পেলেও তা বিলুপ্ত হবে। এ ব্যাপারে অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না।

চ. উপরোক্ত ধারাসমূহ সাধারণ সদস্য ও কার্যনির্বাহী সকল সদস্যদের বেলায় প্রযোজ্য হবে।

৮. কার্যকরী পরিষদের কাঠামো

ক. সভাপতি-১ জন, খ. সহ-সভাপতি-২ জন গ. সাধারণ সম্পাদক-১ জন, ঘ. সহ-সাধারণ সম্পাদক-২ জন, ঙ. সাংগঠনিক সম্পাদক-১জন, চ. অর্থ সম্পাদক, ছ. প্রচার সম্পাদক-১ জন, জ. দপ্তর সম্পাদক-১ জন, সহ-দপ্তর সম্পাদক-১ জন, ঝ. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক-১ জন, ঞ. কার্যকরী সদস্য-৯ জন।

১. কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন হবে ২.সভাপতি থেকে নির্বাহী সদস্য সকলেই এর আওতাভুক্ত থাকবে। ৩. সাধারণ সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১ (এক) বছর এবং বিশেষ সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস কাজ করতে হবে। ৪. প্রতি বছর জুলাই মাসে বিশেষ সদস্যদের মধ্যে থেকে গঠনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। ৫. কার্যনির্বাহী সদস্যের কার্যমেয়াদ ১ (এক) বছর।

www.nagorikpathagar.org

উপধারা

১. কার্যকরী পরিষদ সদস্য সংখ্যা বার্ষিক সভায় দুই-তৃতীয়াংশ কার্যকরী পরিষদ সদস্যদের অনুমোদনে পরিবতর্নযোগ্য

২. সংগঠনের কোনো বছরের সদ্য অব্যাহতি গ্রহণকারী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সম্মতিতে পরবর্তী বছরের জন্য সংগঠনের সম্মানিত কার্যকরী সদস্য থাকবেন। যদি তারা নতুন কার্যকরী পরিষদ-এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পুনরায় নির্বাচিত না হন।

৯. নির্বাচন কমিশন

ক. কমিটির মেয়াদপূর্তির ৭ (সাত) দিন পূর্বে মডারেটরের নেতৃত্বে সভাপতি, সহ-সভাপতি (২ জন), সাধারণ সম্পাদককে নিয়ে মোট ৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিবেন।

খ. নির্বাচন প্রক্রিয়া

যোগ্যতা : (১) সাধারণ সদস্য হিসেবে ১ (এক) বছর এবং বিশেষ সদস্য হিসেবে ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হবার পর কোনো সদস্য নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। (২) **ভোটার :** বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সকল সদস্য ভোটার হবে (৩) ৭.ক ৩ ধারা অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো ভোটার কোনো পদের জন্য বিবেচিত হবেন না। অর্থাৎ ব্যালটে তার নাম থাকবে না।

গ. নির্বাচন পদ্ধতি

(১) নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র পূরণ করে নির্বাচনের ৩ (তিন) দিন পূর্বে কমিশনে জমা দিতে হবে। (২) কেউ কোনো পদের জন্য নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা বা অন্য কারো নাম প্রস্তাব করতে পারবেন না। (৩) নির্বাচন গোপন ব্যালট পেপারে হবে। ব্যালট পেপারের সারিতে পদ এবং কলামে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের নাম থাকবে। ভোটারগণ যাকে যে পদে দেখতে চায় সে ঘরে টিক চিহ্ন দেবে। (৪) কোনো পদে সর্বাধিক ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ওই পদের জন্য নির্বাচিত হবেন। (৫) কোনো পদে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির ভোট সমান হলে তাদের সাথে আলোচনা করে কমিশন ওই দিনই পুনঃনির্বাচন সম্পন্ন করবেন। একইভাবে কোনো পদ খালি থাকলে উক্ত পদে পুনঃনির্বাচন হবে।

১০. কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব, কার্যাবলি, মেয়াদ :

ক. কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ হবে ১ (এক) বছর। বছরের ১ জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত কার্যকরী পরিষদের কার্যকাল থাকবে।

খ. গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যা কার্যকরী পরিষদ প্রদান করবেন। প্রয়োজনে সংবিধান প্রণয়নকারী ও সংশোধনকারীদের কাছ থেকে ব্যাখ্যা নেবেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী

www.nagorikpathagar.org

সংগঠন পরিচালনা করবেন।

গ. সংগঠনের যেসব কার্যক্রম পরিষদ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ওপর ন্যস্ত নয় সেগুলো কার্যকরী পরিষদ প্রয়োজনে পৃথক উপ-পরিষদ গঠন করতে পারে।

ঘ. কার্যকরী পরিষদ উপ-পরিষদের মেয়াদ নির্ধারণ করবেন। তবে মূল কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে উপ-পরিষদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

১১. কার্যকরী পরিষদ এর কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

ক. সভাপতি

সভাপতি কার্যকরী পরিষদ ও এর সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তিনি পরিষদের সমুদয় কার্য পরিচালনা করবেন। সভাপতি সাধারণ সভা, বার্ষিক সাধারণ সভা, মাসিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করবেন। সভাপতি সাধারণ সম্পদককে যেকোনো সভা আহ্বান পরামর্শ দিতে পারেন এবং প্রয়োজনে নিজেই যেকোনো সভা আহ্বান করতে পারবেন। সভাপতি সাধারণত সংগঠনের সংবিধান মোতাবেক সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন। সুষ্ঠুভাবে সকল কার্য পরিচালনা করবেন, বাজেট অনুমোদন করবেন, সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সচেষ্ট থাকবেন। যোগ্যতা হিসাবে কোনো বিতার্কিককে অবশ্যই কমপক্ষে দু মেয়াদে কার্যনির্বাহী পরিষদের ওপর কোনো পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ৪র্থ বর্ষে উন্নীত হতে হবে। ৪র্থ বর্ষের যোগ্য কাউকে না পাওয়া গেলে তা ৩য় বর্ষ পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। এ পদে কেউ ২ (দুই) বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না।

খ. সহ-সভাপতি

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির অনুমতি সাপেক্ষে তিনি কার্যকরী পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতির অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন কোনোভাবে যোগাযোগে অপারগ হলে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে একজন সহ-সভাপতি দায়িত্ব পালন করবেন। যোগ্যতা হিসেবে কোনো বিতার্কিককে অবশ্যই কমপক্ষে দু মেয়াদে কার্যনির্বাহী পরিষদের অপর কোনো পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ৪র্থবর্ষে উন্নীত হতে হবে।

গ. সাধারণ সম্পাদক

সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী পরিষদের সভা আহ্বান করবেন, তিনি সভার সকল সিদ্ধান্ত কার্যকর এবং বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন। এ ছাড়া সংগঠনের সমুদয় কার্য পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধান করবেন। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি জরুরি সভা আহ্বান করতে পারবেন। যোগ্যতা হিসেবে কোনো বিতার্কিককে অবশ্যই কমপক্ষে এক মেয়াদে কার্যনির্বহী পরিষদের অপর কোনো পদে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ৩য় বর্ষে উন্নীত হতে হবে। এ পদে কেউ ২ (দুই) বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবে না।

www.nagorikpathagar.org

ঘ. সহ-সাধারণ সম্পাদক

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি সাধারণ সম্পাদকের সমুদয় দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।

ঙ. সাংগঠনিক সম্পাদক

সাংগঠনিক অন্যান্য সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে সহায়তা প্রদান ও নতুন কর্মসূচি গ্রহণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবেন। এ ছাড়া সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সাধারণ সম্পাদককে সহায়তা করবেন।

চ. অর্থ সম্পাদক

সংগঠনের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া সদস্যদের কাছ থেকে অনুদান আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তিনি করবেন। সভাপতির সাথে পরার্শক্রমে বাজেট প্রণয়ন করবেন।

ছ. প্রচার সম্পাদক

সংগঠনের যাবতীয় প্রচার ও প্রকাশনার দায়িত্বে থাকবেন। সংগঠনের বিভিন্ন খবর সংবাদপত্রে ছাপানো, সংগ্রহ এবং সাধারণ সদস্যদের জানানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

জ. দপ্তর সম্পাদক

সংগঠনের সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করণসহ যে কোনো ধরনের দাপ্তরিক দলিলপত্র সংরক্ষণ করবেন। তিনি সংগঠনের কার্যালয়ের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালন করবেন।

ঝ. তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংগঠনের কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে এবং সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরকম বিতর্ক বিষয়ক কোনো প্রতিবেদন পত্রিকায় বা সাময়িকীতে বা কোনো স্যুভেনিরে প্রকাশিত হলে তা সংরক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন। কর্মশালা পরিচালনা সংক্রান্ত ও বিতর্ক সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহের দায়িত্বে থাকবেন।

ঞ. সহ-সম্পাদক

সকল পদের সহ-সম্পাদকগণ পূর্ণ সম্পাদকের কজে সহযোগিতা করবেন। কোনো সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বিশেষ দায়িত্ব পালন করবেন।

www.nagorikpathagar.org

১২. কার্যকরী পরিষদের বাইরে অন্যান্য পদ :

ক. প্রধান উপদেষ্টা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদাধিকার বলে এই সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও মতামত প্রদান করবেন। তার স্বাক্ষরে মডারেটর কর্তৃক সুপারিশকৃত দল জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

খ. উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টাসহ মোট ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদের অপর উপদেষ্টাগণ যথাক্রমে উপ-উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার ও প্রক্টর উপদেষ্টাগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এবং মূল্যবান মতামত প্রদান করবেন।

গ. মডারেটর

বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনা বিভাগের একজন বিতর্ক মনস্ক শিক্ষক কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩ (তিন) বছরের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। প্রধান উপদেষ্টা এই নিয়োগ অনুমোদন করবেন। মডারেটর পুনঃনির্বাচিত হতে পারবেন। সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক দল গঠন ও পরিচালনা করবেন। এ ছাড়া আন্তঃবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দলকে সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে তিনি সাহায্য করবেন।

ঘ. শিক্ষক প্রতিনিধি পরিষদ

কার্যকরী পরিষদ

কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মডারেটরের সাথে আলোচনাক্রমে প্রতিটি বিভাগ থেকে কমপক্ষে ১জন আগ্রহী শিক্ষক কার্যকরী পরিষদের আমন্ত্রণে সভা করবেন এবং কার্যকরী পরিষদের গৃহীত কার্যক্রমে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

www.nagorikpathagar.org

একটি বিতর্ক ক্লাব গঠনে করণীয়

* একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি থাকতে হবে। (সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, অর্থ, অফিস, প্রচার, প্রকাশনা।)
* ক্লাব পরিচালনার নীতিমালা /সংবিধান থাকতে হবে।
* একটি উপদেষ্টা কমিটি থাকতে হবে।
* বার্ষিক ও মাসিক পরিকল্পনা থাকতে হবে।
* প্রোগ্রামসমূহ: বিতর্ক কর্মশালা, আন্তঃস্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, থানা, ইউনিয়ন, ক্লাব, জেলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস পালন, কুইজ প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ইত্যাদি পরিচালনা করা।
* সব স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, থানা, ইউনিয়ন, ক্লাব, জেলাতে কর্মশালা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিতর্ক ক্লাব তৈরি করা।
* জাতীয় টেলিভিশনসহ আমন্ত্রণমূলক সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা।
* উপদেষ্টা, বিচারক, এবং অনুষ্ঠানের অতিথি হিসেবে যারা থাকবেন : শিক্ষক সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, সাবেক বিতার্কিক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, স্থানীয় সাংসদ, ডাক্তার, শিল্পপতি, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
* একটি প্রতিযোগিতায় যা থাকলে ভাল হয়: টি-শার্ট, প্যাড, কলম, ব্যাগ, ফোল্ডার, ক্রেস্ট, বই, ব্যানার, সাউন্ডসিস্টেম, বিভন্ন ধরনের শিট।
* একটি বিতর্ক সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ নাম, লোগো, প্যাড, ভিজিটিং কার্ড, স্লোগান, ইমেইল আইডি, অফিস ওয়েবসাইট, ফেসবুক আইডি থাকতে হবে।

স্পন্সর সংগ্রহের মাধ্যমে প্রোগ্রাম করা। সাধারণত যেসব প্রতিষ্ঠান স্পন্সর দিয়ে থাকে : সরকারি বেসরকারি ব্যাংক, বীমা, এনজিও, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা, পত্রিকা, কোচিং সেন্টার, কোম্পানি, ব্যক্তি, সংস্থা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

........ডিবেটিং ক্লাব

স্কুল বিতর্ক কর্মশালা
রেজিস্ট্রেশন ফরম

স্কুলের নাম :					
ক্রম	নাম	শ্রেণি	রোল	অভিভাবকের মোবাইল নং	ঠিকানা
১.					
২.					
৩.					
৪.					
৫.					
৬.					
৭.					
৮.					
৯.					
১০.					
১১.					
১২.					
					জন

সভাপতির স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

APPLICATION FORM
(Club Name)
(Address)

SERIAL NO:

1. NAME : ENGLISH :
   BANGLA :
2. FATHER'S NAME :
3. MOTHER'S NAME :
4. SUBJECT :
5. SESSION :
6. SEMISTER :
7. PRESENT ADDRESS :
8. PERMANENT ADDRESS:

Photo

9. BLOOD GROUP
10. RELIGION :
11. BIRTH DATE :
12. CONTACT : PERSONAL : HOME :
13. SEX : MALE FEMALE
14. DEBATE EXPERIENCE : YES NO, IF YES, WHERE?-
15. CULTURAL ACTIVITIES : SINGING DANCING RECITING ACTING
16. PREFERRED DEBATE FORMAT : ENGLISH BANGLA BOTH

I declare that I will abide by all the rules & regulations of Jagannath University Debating Society if I am selected.

Signature of Authority (including date) Signature of Applicant

ADMIT CARD

SERIAL NO:

www.nagorikpathagar.org

.... ডিবেটিং ক্লাব

(ঠিকানা)

উপদেষ্টা নিবন্ধন ফরম

সম্মানিত অতিথি, আপনি জানেন .... জেলাভিত্তিক একমাত্র নবগঠিত বিতর্ক সংগঠন "..............ডিবেটিং ক্লাব"। .... জেলার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিতর্ক চর্চাকে প্রতিষ্ঠিত ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ ক্লাব যথেষ্ট উদ্যমের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

আপনি যদি এ সংগঠনের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য হয়ে আমাদের অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেন তাহলে আমাদের কার্যক্রম আরো বেশি গতিশীল হবে।

আপনি যদি .... ডিবেটিং ক্লাবের একজন উপদেষ্টা হতে চান তাহলে দয়া করে নিচের অংশে স্বাক্ষর করুন :

ক্রম	নাম	পদবি	স্বাক্ষর ও তারিখ
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			
৬.			

www.nagorikpathagar.org

Date:
To
....
....

Subject: Sponsor Proposal for Inter School National Debate Competition - 2016

Dear Sir/ Madam
The most renowned national debate organization National Debate Stage. since 2010, works for the development of debating skills to promote the art of debate as a medium of producing enlightened generation based on knowledge, rationality and patriotism. It organizes various types of workshops, debate at school, college, university, regional and national level.
It is our pleasure to inform you that National Debate Stage is going to arrange an Inter School National Debate Competition - 20....in this May at Supreme Court Bar Council Auditorium with participation of at least 40 prominent College of the country. This program will definitely increase ability, awareness of students to make an enriched generation for the country.
This program will need financial support to organize the events. We expect your kind support as title sponsor/ co-sponsor of this competition. As the part of your corporate social responsibility you may get this great opportunity to develop a knowledge based society. Your support will be highly appreciated.
So therefore we hope that you would be kind enough to provide us a financial support as title sponsor / co-sponsor of the competition and oblige thereby.

Your faithfully

Sponsors Benefit

By being the title sponsor/ co-sponsor of this inter university debate competition you may get following benefits.
Title Sponsor:
" The title of this tournament will be with the name of Sponsor Company.
" The logo of the sponsor company will be provided in all publication related to the competition like as banner, poster, T-shirt, cap, crest, souvenir, gate, campus decoration etc.
" Nominated representative form sponsoring company will be the special guest of opening and closing ceremony of the competition.
" We will publish a massage of the chairman/ managing director or nominated by the sponsoring company in our souvenir.
" We will publish a full page advertisement in our souvenir.
" The sponsoring company will be awarded by a special crest while closing ceremony.
" We will show our thanks great fullness while vote of thanks and also in the souvenir.
" You may get exposure through print and electronic media. (We will have print & electronic media partner.)

Co-sponsor:
" The logo of the sponsor company will be provided in all publication related to the competition like as banner, poster, T-shirt, cap, crest, souvenir, gate, campus decoration etc.
" Nominated representative form sponsoring company will be the special guest of opening and closing ceremony of the competition.
" We will publish a full page advertisement in our souvenir.
" The sponsoring company will be awarded by a special crest while closing ceremony.
" We will show our thanks great fullness while vote of thanks and also in the souvenir.
You may get exposure through print and electronic media. (We will have print & electronic media partner.)

www.nagorikpathagar.org

Budget for Inter School National Debate Competition'

	Type	Description	Range	Amount
01	**Media Chunk (TV live telecast)**			**150000**
02	Venue Decoration	1. Sound system 2.Flower (Desk) 3.Balloon 4.Air freshener 5.Tissue Box 6.Table	7000 7000 1000 500 500 4000	20000
03	**Gift**	**1.Guest Crest** **2.Debates Crest**	**25X1500=37,500** **8X500=4000**	**41500**
04	Food	1.Audience 2.Guest	700X70=49000 3000	52000
05	**Award**	**1.Champion Trophy** **2.Runnerup Trophy**	**5000** **3000**	**8000**
06	Banner	5 pieces	Big Size	10000
07	**Communication**		**10000**	**10000**
08	Video Editing		12000	12000
09	**Courtesy**	**1.T-Shirt** **2.PAD** **3.Pen** **4.File**	**200X120=24000** **200X20=4000** **200X11=2200** **200X25=5000**	**35200**
10	Bag		200 X150	30,000
11	**Venue rant**	**Bar council**	**25000**	**25,000**
12	Volunteer expenditure		15000	15,000
13	**Others**		**10000**	**10,000**
14	Management cost		10000	10,000
	Total			**428700**

In word: Four lakh twenty eight thousand seven hundred taka

"স্লোগান"
১ম আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৬
.......................................ডিবেটিং সোসাইটি
চূড়ান্ত মূল্যায়ন
বিতর্কের বিষয়:
পক্ষ দল । ____________
বিপক্ষ দল । ____________
বিতর্কের রাউন্ড । ____________ **তারিখ:** ____________
পক্ষ দলের প্রাপ্ত নম্বর

বক্তাদের নাম	১ম বিচারক	২য় বিচারক	৩য় বিচারক	৪র্থ বিচারক	৫ম বিচারক	মোট
১ম বক্তা:						
২য় বক্তা:						
দলনেতা:						
যুক্তিখণ্ডন						
সর্বমোট						

বিপক্ষ দলের প্রাপ্ত নম্বর

বক্তাদের নাম	১ম বিচারক	২য় বিচারক	৩য় বিচারক	৪র্থ বিচারক	৫ম বিচারক	মোট
১ম বক্তা:						
২য় বক্তা:						
দলনেতা:						
যুক্তিখণ্ডন						
সর্বমোট						

বিজয়ীদল:
বিজিতদল:
শ্রেষ্ঠ বক্তা:
গণনা কারীর স্বাক্ষর
নিরীক্ষক:

www.nagorikpathagar.org

প্রতিযোগিতার নমুনা চিঠি

জনাব,
শুভেচ্ছা নিবেন। আশা করছি আপনার সুযোগ্য পরিচালনায়................স্কুলটি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, আমরা "......স্কুল ডিবেটিং ক্লাব" .... শহরের জনপ্রিয় এবং খ্যাতনামা বিতর্ক ক্লাব "...ডিবেটিং সোসাইটি"এর সহযোগীতায় আগামী " .." উপলক্ষে..... শহরের স্বনামধন্য কয়েকটি স্কুল নিয়ে দিনব্যাপি আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছি। আপনি জ্ঞাত আছেন যে, বর্তমানে বিতর্ক একটি সংস্কৃতি এবং শিল্প মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। বিতর্কের মাধ্যমে ভিন্নমতকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বব্যাপী মুক্তবুদ্ধি চর্চা ও সৃজনশীল চিন্তার ক্ষেত্রে বিতর্ক একটি গুরুত্বপূর্ন মাধ্যম হিসেবে অবদান রেখে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে .....স্কুল শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততা, শ্রমের মর্যাদা, যে দিবসের গুরুত্ব ও সৃজনশীল মনন সৃষ্টির লক্ষ্যে আমাদের আয়োজন। এতে অংশগ্রহণকারী স্কুল এবং প্রতিষ্ঠান যেসব সুযোগ সুবিধা পাবে। সেগুলো হল-

* অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান এবং বিতর্ক কর্মশালা করানো হবে।
* চ্যাম্পিয়ান এবং রানারআপ দলকে ট্রপি প্রদান করা হবে।
* ফাইনাল রাউন্ডে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মেডেল দেয়া হবে।
* অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিতর্ক কর্মশালা করানো হবে।
* প্রত্যেক বিতর্কের শ্রেষ্ঠ বক্তাকে পুরস্কৃত করা হবে।

অতএব, উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে আপনার পরিচালনাধীন...স্কুলকে উক্ত প্রতিযোগীতায় অংশগ্রগণ করিয়ে প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমন্ডিত করবেন বলে আশা করি।

বিতর্ক প্রতিযোগিতার অংশগ্রহনের নিয়মাবলী

* প্রত্যেক স্কুল থেকে একটি দলের ৪ জন শিক্ষার্থীকে রেজিস্ট্রেসন করতে হবে। বিতর্কে যে কোন তিনজন অংশগ্রহন করবেন। অন্যজন অতিরিক্ত বিতার্কিক হিসেবে বিবেচিত হবে। অংশগ্রহণকারী স্কুলের একজন শিক্ষক বিতার্কিক দলের মডারেটর হিসেবে রেজিস্ট্রেসন করতে হবে। যিনি তার দলকে তদারকি করবেন।
* স্কুলের প্যাডে প্রধান শিক্ষকের সীল ও স্বাক্ষরসহ অনুমতিপত্র রেজিস্ট্রেসনের সময় জমা দিতে হবে।
* অংশগ্রহণকারী স্কুলের শিক্ষার্থীরা এবং অভিভাবকরা প্রতিযোগিতাকে জমজমাট, আনন্দমুখর করনার্থে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করার জন্য প্রধান শিক্ষকের সহযোগীতা কাম্য।
* প্রত্যেক স্কুলের জন্য রেজিস্ট্রেসন ফি ....টাকা। যা রেজিস্ট্রেসনের পূর্বে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী

* বিতর্ক সনাতনী রীতিতে অনুষ্ঠিত হবে।
* ১ম রাউন্ড, ২য় রাউন্ড/কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল রাউন্ডের মাধ্যমে বিতর্ক সম্পন্ন হবে।
* ১ম রাউন্ডে পয়েন্টের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং হবে। ২য় রাউন্ড/কোয়ার্টারফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল রাউন্ড নকআউট পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে।
* ১ম রাউন্ড টসের মাধ্যমে একদলের সাথে অন্যদলের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে। ২য় রাউন্ড/কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল সর্বোচ্চি পয়েন্টপ্রাপ্ত দলের সাথে সর্বনিম্ন পয়েন্টপ্রাপ্ত দলের সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে।
* ১ম রাউন্ডবাদে প্রত্যেক বিতর্কের পূর্বে টস অনুষ্ঠিত হবে। টসে জয়লাভকৃত দল পক্ষ অথবা বিপক্ষ দল বেছে নিতে পারবে।
* ১ম রাউন্ডবাদে প্রত্যেক রাউন্ডের বিতর্কের জন্য ৩টি টপিক নির্ধারিণ করা থাকবে। টসে জয়লাভকৃত দল প্রথমে যেকোন ১টি টপিকবাদ দিবে। পরবর্তীতে অন্য দল আরেকটি টপিক বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকা টপিকের উপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হবে।
* ১ম রাউন্ডের জন্য ১টি টপিক, প্রতিপক্ষ স্কুল এবং পক্ষ অথবা বিপক্ষ জানিয়ে দেয় হবে।
* প্রত্যেক বিতর্কে ২টি পর্ব থাকবে। ১.গঠনমূলক পর্ব ২.যুক্তিখন্ডন পর্ব। গঠনমূলক পর্বে প্রত্যাক বক্তা ৫ মিনিট করে বক্তব্য দিতে পারবেন। ৪ মিনিটে সতর্ক সংকেত এবং ৫ মিনিটে সমাপনী সংকেত দেওয়া হবে। যুক্তিখন্ডন পর্বে প্রত্যেক দলের দলনেতা ৩ মিনিট করে বক্তব্য দিতে পারবেন। ২ মিনিটে সতর্ক সংকেত এবং ৩ মিনিটে সমাপনী সংকেত দেওয়া হবে।
* প্রত্যেক বিতর্কে কমপক্ষে ৩ জন বিচারক থাকবেন। ১ জন সভাপতি বিতর্ক পরিচালনা করবেন। বিতর্কে বিচারকদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
* নম্বর বন্টনঃ

উপস্থাপনা (৫)	সঙ্গায়ন প্রনয়ণ ও সুরক্ষার যথার্থতা (১০)	সমন্বয় (৫)	যুক্তি প্রদান (১০)	তত্ব ও তথ্য প্রদান (১০)	উচ্চারণও বাচনভঙ্গি (১০)	মোট (৫০)

www.nagorikpathagar.org

পর্যায়............ রাউন্ড................

স্লোগান

আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা

বিচারক শীট

বিষয়ঃ..

সরকারীদল

	উপস্থাপনা (৫)	সঙ্গায়ন প্রনয়ণ ও সুরক্ষার যথার্থতা (১০)	সমন্বয় (৫)	যুক্তি প্রদান ও খন্ডন (১০)	তত্ত্ব ও তথ্য প্রদান (১০)	উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি (১০)	মোট (৫০)
১ম বক্তা							
২য় বক্তা							
দলনেতা							
যুক্তিখন্ডন ১০							
মোট নম্বর							

বিরোধী দল ....

	উপস্থাপনা (৫)	বিরোধিতার যাথার্থ ক্ষেত্র ও ধারাবাহিকতা (১০)	সমন্বয় (৫)	যুক্তি প্রদান ও খন্ডন (১০)	তত্ত্ব ও তথ্য প্রদান (১০)	উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গি (১০)	মোট (৫০)
১ম বক্তা							
২য় বক্তা							
দলনেতা							
যুক্তিখন্ডন ১০							
মোট নম্বর							

বিজয়ী দল...বিচারকের স্বাক্ষর

Logo

Certificate

Date

This is to Certify that Mr./Ms...

son/ Daughter of...

and student of ....*has successfully participated*

in the Debate Workshop/ Competition/ Convention held on..

organized by ....*(org. name)*

We wish him/her a bright future.

president
Club Name

Club Address

Secretary
Club Name

www.nagorikpathagar.org

প্রমিত বাংলা উচ্চারণ-সূত্র

সাম্প্রতিক সময়ে বাঙালি সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল সর্বস্তরের এবং সব বয়সের মানুষের মধ্যে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার প্রবণতা এবং সদিচ্ছা। বিশ্বের বুকে আমরা জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে আত্মপরিচয় প্রকাশ করতে পারি। ১৯৭১ সালে আমাদের গৌরবদীপ্ত মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন আর তারও আগে ১৯৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত আমাদের মাতৃভাষার অধিকার অর্জনের কারণে। ভাষা আন্দোলনের দৃঢ়তা বাঙালিকে সাহসী আর দেশপ্রেমিক জাতি হিসেবে বিশ্বের কাছে প্রথম পরিচিত করে তুলেছে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে সেই স্বীকৃতি অর্জিত হয়েছে। একটু দেরিতে হলেও আমরা আমাদের মাতৃভাষার অন্তর্গত সৌন্দর্য আর আভিজাত্য উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। আর সেই উপলব্ধি থেকেই শুদ্ধ বা প্রমিত বাংলাচর্চার প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। সব বয়সের আর সব অবস্থানের মানুষের মনে অবচেতনে চারপাশের মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করা, নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপন্ন করা, নিজের আভিজাত্য প্রকাশ করা- এই সব ভাবনা নিভৃতে ক্রিয়াশীল থাকে। আমাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে ও প্রকাশে শুদ্ধ বাংলায় নিরবিচ্ছিন্ন কথা বলতে পারার সক্ষমতা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে সন্দেহ নেই। অন্যের কাছে গুরুত্বপূর্ণ আর আকর্ষণীয় করে তুলতে বিদেশী ভাষার বাহুল্য প্রয়োগ আর বাংলার বিকৃত ও বিপর্যস্ত উচ্চরণ-ভঙ্গি কেবলমাত্র ব্যক্তির অজ্ঞতাই প্রকাশ করে না অধিকন্তু তার ব্যক্তিত্বহীন ভাঁড়ামোই প্রকাশ করে। আর বেতার ও টেলিভিশনের মতো প্রচার মাধ্যমে ভুল আর বিকৃত উচ্চারণে অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা প্রকারান্তরে অন্যায় ও অপরাধ সংগঠনের শামিল। কারণ নতুন প্রজন্মের কাছে ভুল উচ্চারণের মাধ্যমে ভুল বার্তা পৌঁছে তাদের বিভ্রান্ত করা এক প্রকার অন্যায়ই বটে। একই সাথে মাতৃভাষা আন্দোলনের গৌরবগাথা প্রকাশে ও

www.nagorikpathagar.org

ভাষা শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের নিভৃত ও সশ্রদ্ধ প্রয়াস হতে পারে শুদ্ধ বাংলায় কথা বলার চর্চা। আমাদের দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অশুদ্ধ বাংলায় কথা বলার ক্ষেত্রে অসতর্কতা এবং অজ্ঞতাই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। আঞ্চলিকতার অজুহাত সেক্ষেত্রে গৌণ বিষয়। কথা বলার সময় অসতর্কতাজনিত কারণে শব্দাংশের মধ্যে অকারণ স্বর-ধ্বনির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আমরা শুদ্ধ উচ্চারণের অন্তরায় সৃষ্টি করি। যেমন 'নাট্যকার' শব্দের শব্দোচ্চারণে অনেকেই 'নাইট্যকার' উচ্চারণ করে থাকেন। শব্দের বানান খেয়াল রেখে শব্দটি উচ্চারণ করলে আমাদের অনেক উচ্চারণত্রুটি পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। প্রমিত উচ্চারণে সক্ষমতা অর্জন করতে বাংলা ভাষার প্রতিটি স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ এবং কলাকৌশল জেনে নিয়ে কথা বলার সময় তা প্রয়োগ করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক বর্ণ উচ্চারণ করতে পারলেই চলবে না। প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্বরধ্বনির ব্যাকরণসিদ্ধ আর নিখুঁত উচ্চারণে সচেষ্ট হতে হবে। এবং কথা বলার সময় আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে যেন স্বরধ্বনির ও ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ কৌশল আয়ত্ত্ব করে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলি, তাহলে যথাশীঘ্র আমরা শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হবে। কিন্তু কোন বাক্-শিল্পীর সাফল্যের জন্য এটুকু প্রয়াস যথেষ্ট নয়। আপাত শুদ্ধ উচ্চারণে বাক্-শিল্প নির্মাণ দুরূহ কাজ। ব্যাকরণসিদ্ধ বর্ণ-উচ্চারণ কৌশলসহযোগে উচ্চারণ সূত্রের সাপেক্ষে নিখুঁত এবং নির্ভুল শব্দোচ্চারণকে প্রমিত উচ্চারণ বলা হয়।

গলার স্বর সুস্থ রাখতে যে বিষয়গুলো মনে রাখা দরকার

১। ভোকাল কর্ড সুস্থ থাকলে গলার আওয়াজ সুন্দর ও সঠিক থাকে।

২। জোরে আওয়াজ করে কথা বললে স্বরতন্ত্রের ক্ষতি হয়।

৩। একইভাবে ক্ষতি হয় ফিসফিস করে কথা বললে।

৪। কোন অনুষ্ঠানে শোরগোলের মধ্যে কারো সঙ্গে জোরে জোরে আলাপ করলে স্বরতন্ত্রের ক্ষতি হয়।

৫। ঠান্ডা সর্দির সময় বেশি জোরে আওয়াজ করে কাশি দিলে বা কথা বললে ভোকাল কর্ডের ক্ষতি হতে পারে।

৬। সিগারেট ভীষণ খারাপ গলা নষ্ট করার জন্য। ধূমপান অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে।

৭। সঠিক ভঙ্গিতে বসা উচিত, মেরুদন্ড, ঘাড়, মাথা সোজা করে বসা বা দাঁড়ানো বা হাঁটার অভ্যাস করা উচিত।

৮। ঠান্ডায় বা কোন কারণে গলা বসে গেলে আওয়াজ করে কথা বলা যাবে না। ইএনটি চিকিৎসকের জরুরিভিত্তিতে পরামর্শ নিন।

www.nagorikpathagar.org

গলার স্বর সুন্দর রাখার কিছু নিয়ম

১। পরিমাণমতো পানি পান করতে হবে; অ্যালকোহল এবং চা কফি জাতীয় পানীয় শরীরকে পানিশূন্যতার দিকে নিয়ে যায়। ফলে এগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।

২। ধূমপান পরিহার করতে হবে, ধূমপান গলার ক্ষতি এবং ক্যান্সার সৃষ্টির অন্যতম কারণ, এমনকি পরোক্ষ ধূমপানেও স্বরতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

৩। স্বরের ওপর অত্যাচার বা স্বরের অপব্যবহার করা যাবে না। কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে চেঁচামেচি বা জোরে চিৎকার করা যাবে না। যদি কথা বলতে বলতে স্বর শুষ্ক, ক্লান্ত বা খসখসে মনে হয় তবে কথা বলা বন্ধ রাখতে হবে, তা না হলে স্বরতন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে।

৪। প্রতিদিন কিভাবে কথা বলছেন তার প্রতি খেয়াল করুন কারণ ভুলভাবে কথা বলার ধরণ আপনার স্বরকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তবে সঠিক উচ্চারণে বাংলা, ইংরেজি বা অন্য ভাষা যুক্ত করে কথা বলা বা ভাববিনিময় মেধা বা ব্রেনের উন্নয়নে ভূমিকা রাখে ।

৫। যারা সুন্দরভাবে বা সঠিক উচ্চারণে যত্ন নিয়ে কথা বলেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা যোগাযোগ রাখা এবং নিয়মিত ওইসব অনুষ্ঠান দেখা বা অংশ নেয়া যেখানে উচ্চারণ তত্ত্বকে বা প্রমিত ভাষার চর্চাকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আপনার বলার ধরণ তেমনি হবে যেমন ধরণ শুনবেন। আপনি যে শব্দভান্ডারের মধ্যে থাকছেন, শুনছেন বা বলছেন হঠাৎ করে কোন অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তির সঙ্গে যদি অন্য সুরে বা টোনে নিজেকে কথার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেন তবে আপনার কৃত্রিমতা এসে যাবে। এতে বিষয়টি আরও শ্রুতিকটু হয়ে যেতে পারে এবং গলার মাসল টোনের ওপর চাপও পড়তে পারে।

কণ্ঠস্বর খুব গুরুত্বপূর্ণ অন্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা, উন্নয়ন এবং যোগাযোগ করার জন্য। একজন সংগীতশিল্পী, শিক্ষক, আইনজীবী, পারফর্মার, অভিনয়শিল্পী, বক্তা অথবা একজন প্রেজেন্টারের জন্য কণ্ঠস্বর যত্ন নেয়া খুব দরকার। অধিকাংশ লোকেরই কণ্ঠস্বরের ছোটখাটো সমস্যা থাকে যা প্রতিদিনের কিছু এক্সারসাইজ দ্বারা প্রতিরোধ এবং সুস্থ রাখা যায়। যেমন :

১। প্রতিদিন সকালে মৃদুভাবে গুণগুণ বা ঘুঘু পাখির মতো আওয়াজ করে ওয়ার্মআপ প্র্যাকটিস করতে পারেন।

২। দিনের মধ্যে কয়েকবার করে ঘাড়ের, গলার, কাঁধের চোয়ালের পেশির ব্যয়াম করতে হবে।

৩। নিয়মিত অনুলোম-বিলম, কপালভাতি, ভ্রামরী প্রাণায়মগুলো (ব্রিদিং এক্সারসাইজ) করা উচিত যাতে কণ্ঠসহ শরীরের অভ্যন্তরীণ কার্যক্ষমতা যথাযথ থাকে।

৪। চেয়ারে সোজা হয়ে বসে হাতের তালু হাঁটুর ওপর রেখে (সিংহাসন) মুখ

www.nagorikpathagar.org

হাঁ করে জিভ যতটা সম্ভব বাইরের দিকে বের করে 'আ' আওয়াজ করতে পারেন এতে স্বর সুন্দর হবে। সম্ভব হলে জিভটাকে হালকাভাবে টেনে ধরে আওয়াজ করতে পারলে স্বর আরও আকর্ষণীয় হয়।

৫। ঝাল মসল্লাযুক্ত খাবার খাওয়ার অভ্যাস যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এটা স্বরতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকর।

৬। আপনার ইএনটি বা মুখগহ্বরের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে টুথপেস্ট/ব্রাশ, মাউথওয়াশ ঠিক করে নিবেন এবং গলাসংক্রান্ত সমস্যায় চিকিৎসকের পরামর্শে থাকবেন।

পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাববিনিময়, সম্পর্ক উন্নয়ন এর প্রধান মাধ্যম কথা। সুতরাং কথা বলার ভঙ্গি শব্দপ্রয়োগ, শব্দ উচ্চারণ যা গলার ভোকাল কর্ডের নিপুণতা বা সুস্থতার ওপর নির্ভর করে। সুতরাং সেই ভোকাল কর্ডের সুস্থতা এবং ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কণ্ঠস্বর ঠিক রাখার জন্য আপনাকে অবশ্যই কণ্ঠস্বরের অনুশীলন এবং ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। সেইসঙ্গে একটু ভেবেচিন্তে যত্ন করে সঠিক শব্দে ও উচ্চারণে মনের ভাবটি প্রকাশ করুন, সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠুন।

বাংলা ভাষার ব্যবহৃত কয়েকটি স্বরধ্বনির একাধিক শ্রাব্যরূপ রয়েছে এবং শব্দে ব্যবহৃত অবস্থানগত কারণেও একই স্বরধ্বনির যেমন বাংলা বর্ণমালার স্বর-ধ্বনি 'অ' এর উচ্চারণে ভিন্নতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। যথা :

ক) অ-অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি (half open vowel sound)

খ) ও–অর্ধ অসংবৃত স্বরধ্বনি (half close vowel sound)

গ) হসন্ত বা শূন্য

উদাহরণস্বরূপ 'গণিত' শব্দটি উচ্চারণে প্রথম ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (গ+অ) এর উচ্চারণ 'ও' (গ+ো) হবে। শব্দটির শেষ ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ত+অ) এর উচ্চারণ হসন্ত বা শূন্য হবে। এবং 'অগণিত' শব্দের উচ্চারণে আদ্য 'অ' - এর উচ্চারণে অবিকৃত 'অ' এবং শব্দটির শেষের ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ত+অ) এর উচ্চারণ তো (ত+ো) হবে। কিন্তু মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'গো' (গ+ো) হবে। স্বরধ্বনি 'অ' এর উচ্চারণে কোন ক্ষেত্রে কোন রূপটি প্রযোজ্য তা নির্দিষ্ট করবে উচ্চারণ-সূত্র। সুতরাং বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণে উচ্চারণ-সূত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বরধ্বনি 'এ' এর উচ্চারণে 'এ' এবং 'অ্যা' এই দুটি রূপ রয়েছে। একইভাবে স্বরধ্বনি 'অ্যা' - এর 'অ্যা'এবং 'এ' দুটি উচ্চারণরূপ রয়েছে। উচ্চারণসূত্রই এই 'এ' এবং 'অ্যা' – এর উচ্চারণ নির্দিষ্ট করে আমাদের প্রমিত উচ্চারণে অন্যান্য যেসকল সীমাবদ্ধতা ও ব্যত্যয় রয়েছে তার সমস্ত কিছুর যুক্তি-নির্ভর সমাধান দেবে। সংবাদ উপস্থাপক বা আবৃত্তিশিল্পীকে মঞ্চে বা প্রচারমাধ্যমে আবৃত্তি বা সংবাদ পরিবেশনের পূর্বে এই প্রমিত উচ্চারণ-সূত্র আয়ত্ত করা এবং তা প্রয়োগে নির্ভুল হওয়া তার নৈতিক দায়িত্ব। শিল্পীর প্রস্তুতির স্বল্পতায়

www.nagorikpathagar.org

বা অজ্ঞতায় দর্শক-শ্রোতা এবং নতুন প্রজন্ম বিভ্রান্ত হয়ে একটা সঙ্কট তৈরি করে বৈকি। গণিত-সূত্রের ন্যায় উচ্চারণ-সূত্র মুখস্থ করা কষ্টসাধ্য বিষয় বটে। উচ্চারণ-সূত্রের রহস্য এবং শর্তসমূহ উপলব্ধিতে কবিতা বা অন্য যে কোন পাণ্ডুলিপি পাঠকালে সতর্ক ও মনোযোগী হয়ে নিজের শ্রুতিকে জাগ্রত রেখে এবং সংশয় সঙ্কটাপন্ন শব্দগুলির ক্ষেত্রে উচ্চারণ সূত্রের সাহায্য নিয়ে পাঠাভ্যাস গড়ে তুললে এবং এভাবে কিছুদিন নিয়মিত চর্চা করলে দ্রুতই উচ্চারণসূত্র একজন শিল্পীর আয়ত্তাধীন হবে। উচ্চারণ সূত্রকে সহজতর ও উপভোগ্য করার জন্য ধারাবাহিকভাবে ও ধাপে ধাপে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে এবং তা সমাধানের আকারে সূত্রসমূহ বিন্যস্ত করা হয়েছে। নবীন শিল্পী বা পাঠকের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু উদাহরণও এখানে সংযোজিত হলো। মনে রাখা জরুরি কোন শব্দের উচ্চারণ বা শ্রাব্য-রূপের চরম বা পরম অবস্থা নেই বরং কালস্রোতের পরিবর্তনে বানানরীতির মতো উচ্চারণরীতিও ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তনযোগ্য বা পরিবর্তিত রূপ পরিগ্রহে সক্ষম। আরও মনে রাখা জরুরি উচ্চারণ-সূত্র আমাদের প্রমিত উচ্চারণকে সরলীকরণ আর সহজ যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে আবিষ্কৃত। লক্ষ্য রাখতে হবে উচ্চারণ-সূত্র যেন কখনও যোগাযোগ স্থাপন প্রক্রিয়াকে কঠিনতর করে না তোলে।

এপর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে উচ্চারণ-সূত্র এবং উদাহরণসমূহ উপস্থাপন করা হলো।

স্বরধ্বনি 'অ' এর উচ্চারণ-সূত্র

প্রাক পর্যালোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি স্বরধ্বনি 'অ'–এর উচ্চারণ বা শ্রাব্যরূপে 'অ', 'ও' এবং হসন্ত বা শূন্য (০) এই তিনটি অবস্থা বিরাজমান। এবং এই 'অ' স্বরধ্বনিটি শব্দের শুরু বা আদিতে, শব্দের মধ্যবর্তী যে কোন অবস্থানে এবং শব্দের শেষে বা অন্তে অবস্থান করতে পারে। অবস্থানভেদে এই স্বরধ্বনির উচ্চারণরূপ ভিন্নতর হতে পারে। বিস্তৃত এই জ্ঞান সহজে আয়ত্তে নেয়ার লক্ষ্যে এই স্বরধ্বনির অবস্থানভিত্তিক উচ্চারণ-সূত্র বিন্যাস করা হলো।

আদ্য-'অ' সূত্র

শব্দের শুরুতে বা আদিতে অবস্থিত স্বরধ্বনি 'অ' বা ব্যঞ্জনে যুক্ত 'অ' (ক+অ, গ+অ, চ+অ)

হ এর 'অ' এবং 'ও'(ো) এই দুটি উচ্চারণরূপ বা শ্রাব্যরূপ বর্তমান রয়েছে। শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনে যুক্ত 'অ' (খ+অ, ঘ+অ, ছ+অ, ন+অ ইত্যাদি) যে সকল ক্ষেত্রে 'ো' (ও) উচ্চারিত হবে তা নিম্নরূপঃ

১) শব্দের শুরুতে স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ক+অ, গ+অ, চ+অ, ন+অ ইত্যাদি) থাকলে এবং তার পরে ি, ী, ু, ূ থাকলে সাধারণত আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' (ও) হবে। যেমন :

ক) 'অ' এর পরেই 'ি' থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' (ও) হবে। যোমনঃ

www.nagorikpathagar.org

অতি, অসি, মতি, গতি, যদি, অলিন্দ, দরিদ্র, দয়িতা, তমিস্রা, অভিধান, অধিকার অভিবাদন, অভিমান, অতিকায় মনিষা, ভবিতব্য অতিশয়, লহিত, পরিমাণ।

খ) 'অ' এর পরে 'ী' থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' (ও) হবে।

যেমনঃ নদী, সতী, শশী, জয়ী, অতীত, অধীন, নবীন, দলীয়, নবীকৃত, রবীন্দ্র, গন্ডি, মহীয়সী, মহীয়ান, মহীরুহ, মহীতল।

গ) 'অ'এর পরে 'ু' থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' (ও) হবে।

যেমনঃ গরু, মরু, সরু, তনু, তরু, লহু, মউ, বউ, নতুন, দরুন, করুন, রসুন, অনুকরণ, অনুসৃত, তরুণ, তরুণী, অরুনা, অরুণিমা, তরুশির, অনুকূল, ধনুর্বান, মধু, রসুন, পশু।

ঘ) 'অ' এর পরে 'ূ' থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' (ও) হবে।

বধূ, ময়ূর, ময়ূখ, মসূর, কর্পূর, বধূমাতা, অনূদিত।

২) শব্দের শুরুতে স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ম+অ, প+অ, ব+অ, ন+অ ইত্যাদি) -এর পরে 'য' ফলা থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হবে। যেমন-অদ্য, গদ্য, পদ্য, সদ্য, তথ্য, গণ্য, পণ্য, অন্য, অত্যন্ত, কন্যা, বন্যা, শয্যা, সভ্য, নব্য, মধ্য, বন্য, মদ্যপ, যদ্যপি

ব্যতিক্রমঃ বধ্যভূমি।

তবে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে 'য' ফলা, থাকলে আদ্য 'অ' অবিকৃত থাকবে।

যেমন-বন্ধ্যা, মর্ত্য, অর্ঘ্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, কণ্ঠ্য, অন্ত্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

ব্যতিক্রম : সন্ধ্যা (এখানে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হবে।)

৩) শব্দের শুরুতে স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ব+অ, ল+অ, ত+অ, য+অ ইত্যাদি) এর পরে ক্ষ (ক্+ষ) ক্ষ), জ্ঞ (জ+ঞ=জ্ঞ) **থাকলে সাধারণত অ-এর উচ্চারণ** 'ও' (ো) হবে।

যেমন : অক্ষর, বক্ষ, লক্ষ, অক্ষ, অক্ষাংশ, রক্ষা, অক্ষাগ্র, দক্ষ, যক্ষ, লক্ষণ, ভক্ষণ, তক্ষক, যজ্ঞ, যজ্ঞনাথ, যজ্ঞভূমি।

কিন্তু 'ক্ষ' এর সাথে অন্য বর্ণ যুক্ত হলে আদ্য 'অ' অবিকৃত থাকবে।

যেমন-যক্ষ্মা, পক্ষ্ম লক্ষ্মণ।

৪) শব্দের শুরুতে স্বধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ম+অ, ল+অ, য+অ, ন+অ ইত্যাদি) এর পরে 'ঋ' কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও' (ো) হবে।

যেমন : মসৃণ, কর্তৃপক্ষ, যকৃত, বক্তৃতা, ।

৫) শব্দের শুরুতে স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ক+অ, ম+অ, চ+অ, ব+অ ইত্যাদি) এর পরে রেফযুক্ত বর্ণের সাথে পূর্বে 'য' ফলা ছিল, কিন্তু আধুনিক

www.nagorikpathagar.org

বানানরীতিতে 'য' ফলা ব্যবহৃত হচ্ছে না- এরূপ ক্ষেত্রে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' (ো) হবে।
যেমন : পর্যন্ত, পর্যায়, চর্যাপদ, পর্যবেক্ষণ, মর্যাদা।

কিন্তু শুধু রেফ-যুক্ত বর্ণের পূর্বস্থিত 'অ' অবিকৃত থাকবে।
যেমন : গর্ব, পর্ব, কর্ম, বর্ণ, পর্ণ, কর্ণ, স্বর্ণ, তর্ক, শর্ত, চর্বণ, বর্মণ, কর্তন, বর্ষণ, ঘর্ষণ,
৬) একাক্ষর শব্দের স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ক+অ, গ+অ, চ+অ, ন+অ ইত্যাদি) এর পরে **দন্ত 'ন' থাকলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' (ো) হবে।**
যেমন : মন, বন, জন।
ব্যতিক্রমঃ ধন, সন (এখানে আদ্য 'অ' অবিকৃত থাকবে)

তবে একাক্ষর শব্দের স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত আদ্য 'অ' (গ+অ, প+অ, র+অ, ন+অ-ইত্যাদি) **এর পরে 'ণ' থাকলে 'অ' অবিকৃত থাকবে।**
যেমন : গণ, পণ, ক্ষণ, রণ, মণ।

৭) সাধু ভাষায় ব্যবহৃত যে কোন শব্দ বা ক্রিয়াপদের স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ক+অ, গ+অ, চ+অ, র+অ, ন+অ-ইত্যাদি) এর পরে ব্যবহৃত **'ই' (ি) বর্জিত হয়ে চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হলে আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' (ো) হবে।**
যেমন- করিবার > করবার, ধরিবার> ধরবার, চলিব> চলব, বসিয়াছিল> বসেছিল,

তবে ক্রিয়াপদ ছাড়াও নামবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও একই সূত্র প্রযোজ্য হবে।
যেমন : রবিবার> রববার, হরীতকী> হরতকী,
ব্যতিক্রম : হইব> হব, কইব> কব, লইব> লব, রহিব> রব, সইব> সবো, রহিব>রব,

৮) ব্যঞ্জনযুক্ত আদ্য 'অ' (ক+অ, গ+অ, প+অ, ইত্যাদি) **এর সাথে** '্র' (র-ফলা) **যুক্ত বর্ণ থাকলে র-ফলাযুক্ত আদ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' (ো) হবে।**
যেমন : ক্রয়, গ্রহ, গ্রন্থ, ভ্রম, ত্রস্ত, প্রভাত, প্রকাশ, প্রভাত, শ্রবণ, স্রষ্টা, প্রত্যুষ, প্রতিভা প্রতিকার।

কিন্তু ব্যঞ্জনযুক্ত আদ্য 'অ' (ক+অ, গ+অ, প+অ) এর সাথে '্র' (র-ফলা) যুক্ত বর্ণের পরেই 'য়' থাকলে আদ্য 'অ' উচ্চারণে আবিকৃত থাকবে।
যেমন : ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়।
শব্দের শুরুতে ব্যবহৃত স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ' (ক+অ, গ+অ, চ+অ,

www.nagorikpathagar.org

হ+অ ইত্যাদি) উপরিল্লিখিত যে কোন একটি শর্ত পূরণ সত্ত্বেও যে সকল ক্ষেত্রে 'অ' অবিকৃত অর্থাৎ 'অ' রূপে উচ্চারিত হবে তা নিম্নরূপ :

১) সবক্ষেত্রেই নেতিবাচক বা না-বোধক অর্থে ব্যবহৃত শব্দের আদ্য-'অ' এবং সহিত বা সাথে অর্থ প্রকাশে ব্যবহৃত শব্দের স্বাধীন 'অ' অথবা ব্যঞ্জনেযুক্ত আদ্য 'অ' (স+অ) এর উচ্চারণে 'অ' অবিকৃত থাকবে।

নেতিবাচক অর্থ প্রকাশে 'অ' এর উচ্চারণ বা শ্রাব্যরূপ 'অ' হবে।
যেমন : অনিকেত, অবিচার, অবিকৃত, অনিবার, অবিচল, অনিন্দ্য, অনিয়ম, অসীম, অব্যয়, অদৃশ্য,
সাথে বা সহিত অর্থ প্রকাশে 'অ' এর উচ্চারণ বা শ্রাব্যরূপ 'অ' হবে।
যেমন : সবিনয়, সঠিক, সচিত্র, সস্ত্রীক, সজীব, সতীর্থ, সহৃদয়, সমূল, সজ্ঞান, সতৃষ্ণ, সবিশেষ, সশ্রদ্ধ, সজ্ঞান, সসম্মান।

২) সম্ উপসর্গ-যোগে গঠিত শব্দের আদ্য 'অ' সংস্কৃত অনুসারী হয়ে উচ্চারণে সর্বত্র 'অ' ই থাকবে।
যেমন : সম্মিলিত, সমিতি, সমন্বিত, সমুচিত, সম্পূর্ণ, সম্পৃক্ত, সমৃদ্ধি, সমুচিত, সংকীর্ণ, সংযুক্ত, সম্মান, সন্তুষ্ট, সন্নিকট, সংখ্যা।

৩) বিশেষ্য পদের ক্ষেত্রে আদ্য 'অ' কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবিকৃত থাকতে পারে, আবার 'অ' 'ো' উচ্চারিত হতে পারে।
যেমন : অতুল, অবিনাশ, অসীম, অমল, অনিরুদ্ধ, অরুণিম, অনিকেত, অমরনাথ, অম্লান।

মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ-সূত্র

১) আদ্য "অ" এর উচ্চারণ সূত্রের ন্যায় শব্দমধ্যস্থিত 'অ' অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত 'অ' এর পরে ি, ী, ু, ূ, ৃ, ক্ষ, জ্ঞ, য, রেফযুক্ত 'য' ফলা থাকলে সেই মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' (ো) হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে আদ্য "অ" না-বোধক বা সহিত অর্থ প্রকাশ করলেও মধ্য 'অ' উচ্চারণ 'ও' (ো) হয়ে থাকে। যেমন :
ি ; কাকলি, প্রণতি, অবনতি, অগণিত, অবনি
ী ; তপস্বী, ঘরণী, তরণী, লহরী, করণীয়, স্মরণীয়
ু ; অবগুণ্ঠন, অবলুপ্ত, করপুট, চয়নিকা, চমকিত
ূ ; শতমূল, উপকূল, সমভূমি,
ৃ ; অপসৃত, অমসৃন, অপমৃত্যু

www.nagorikpathagar.org

ক্ষ ; অদক্ষ, সুদক্ষ, বিপক্ষ,
জ্ঞ; দৈবজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ
্য ; আলস্য, অগত্যা, সৌজন্য, অকথ্য, অসভ্য

২) তিন বা ততোধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ' এর আগে অ, আ, এ এবং ও থাকলে মধ্য 'অ'এর উচ্চারণ 'ও' (ে া) হয়ে থাকে। তবে আদ্য 'অ' না - বোধক এবং সহিত অর্থে ব্যবহৃত হলে মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকবে। যেমন :

অ; যতন, রতন, শতক, বদন, বলদ, বদল, কলস, অলস,
মদন, পরশ, মতন, কমল।
আ ; কাজল, পাগল, ছাগল, আনন, কনন, সাগর, আদর,
বাঁদর, গাজর, বাদল, পাগল, মাতল, আলস্য।
এ ; বেতন, কেশব, চেতন, লেহন।
ও ; শোধন, বোধন, শোষণ, ওজন, কোমল, ছোবল।

না-বোধক অর্থে : অজর, অমর, অনড়, অটল, অচর, অব্যয়, অক্ষয়
সহিত অর্থে : সরস, সবল, সজল, সচল, সরাজ, সদল, সরব।

৩) দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণাত্মক হলে শব্দ মধ্যস্থিত প্রাথমিক 'অ' এর উচ্চারণ হয় এবং পরবর্তী 'অ' এর উচ্চরণ 'ে া' হবে।
যেমন : ঝরঝরে, কড়কড়ে, কনকনে।

৪) সমাসবদ্ধ 'তৎসম' শব্দসমূহ পৃথক উচ্চারণে হসন্ত উচ্চারিত হলেও সমাসবদ্ধ অবস্থায় মধ্য 'অ' এর উচ্চারণ 'ে া' কারান্ত হয়।
যেমন : পথচারী, বনবাসী, মেঘমাল্লার, দীনবন্ধু, গীতগোবিন্দ, গীতবিতান, রণতূর্য, রসকদম্ব। এখানে সমাসবদ্ধ পদের মধ্য এর উচ্চারণ 'ে া' কারান্ত হবে।
কয়েকটি সমাসবদ্ধ পদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উচ্চারণে মধ্য 'অ' এর স্থানে হসন্ত উচ্চারিত হয়ে বাংলা প্রমিত উচ্চারণে স্থান করে নিয়েছে।
যেমন : রাজনীতি, রাজপুত্র, রাজহংস, ফুলশয্যা, সংবাদপত্র, দুর্গেশনন্দিনী, মেঘদূত, ন্যায়সঙ্গত, লোকসভা, মূলরোম, মতবিনিময়।

সমাসবদ্ধ পদের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক উচ্চারণে মধ্য 'অ' এর স্থানে হসন্ত উচ্চারিত হওয়ার ক্ষেত্রগুলি আলোচনা করা হলো :

ক) সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদের অন্ত 'অ' এর 'ে া' উচ্চারণে বাংলা ভাষায় পৃথক অর্থের শব্দ থাকলে 'ে া' উচ্চারণ পরিহার করে হস্ উচ্চারণ করতে

www.nagorikpathagar.org

হবে।
যেমন- কালরাত্রি, কালসাপ, মূলরোম, মতবিনিময়, কালবেলা, ভাবরস, দূরপাঠ,

খ) তৎসম শব্দ না হলে সমাসবদ্ধ পদের মধ্য 'অ' হ্স্ উচ্চারণ করতে হবে। যেমন-মালপত্র, ঘরবাড়ি, জানমাল, শাকসবজি, দেশজুড়ে, দেশসেবা, ঋণমুক্ত, ঋণসুবিধা, অকালমৃত্যু, বাকপটু, অকালমৃত্যু, নয়নমনি, নয়নজল, বানভাসি, সমাগান লোকপ্রশাসন, দিনরাত ইত্যাদি।

অন্ত 'অ' এর উচ্চারণ-সূত্র

শব্দান্তের 'অ' এর উচ্চারণ বা শ্রাব্যরূপে 'অ', 'ও' এবং হসন্ত বা শূন্য (০) - এই তিনটি অবস্থা বিরাজমান। বাংলা ভাষার শব্দান্তের 'অ' সংস্কৃতের মতো বা প্রাকৃতের মতো সবসময় 'ও' উচ্চারিত হয় না। এই 'অ' ধ্বনিটি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণে লিপ্ত থাকে বলে প্রায়শ হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : নাক, কান, গান, হাত, ঋণ, ঘর, বর, ছাদ, মলিন, দিবস।

শব্দান্তের 'অ' এর শ্রাব্যরূপে যে সকল ক্ষেত্রে 'ো' উচ্চারিত হয় তা নিচে আলোচনা করা হলো।

১) বিশেষণ বা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।
যেমন : কাল, ভাল, খাট, ছোট, বড়, এতো, যত, হেন।
ব্যতিক্রম : লাল, নীল।

২) দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হলে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।
যেমন : কাঁদ-কাঁদ, পড়-পড়, বড়-বড়, ছল-ছল, কল-কল,সাজ-সাজ, বাধ-বাঁধ
ব্যতিক্রম : কড়কড়, খড়খড়, মড়মড়, গড়গড়, তরতর, শনশন, ভনভন, পনপন।

৩) ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।
যেমন : এগার, বার, তের, চৌদ্দ, পনের, ষোল, সতের এবং আঠার

৪) আন প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।
যেমন : করান, তড়ান, বলান, সাঁতরান, দেখান, শেখান, পাঠান, খেলান।

৫) 'ত' এবং 'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্তিম 'অ' -এর উচ্চারণ 'ো' হয়।

www.nagorikpathagar.org

যেমন : হৃত, মত, মৃত, গত, নত, রত, নিয়মিত, গঠিত, পঠিত, প্রীত, রক্ষিত, মৃত, ধৃত, বিদিত, ভাত, বঞ্চিত, পরীক্ষিত, পালিত, স্থগিত, সুরক্ষিত।

৬) ই কিংবা 'এ'কারের পর 'য়' থাকলে সেই 'য়' হসন্ত রূপে উচ্চারিত না হয়ে 'ো' কারের মতো উচ্চারিত হয়ে থাকে।

যেমন : নির্ণেয়, প্রিয়, মিয়, স্বীয়, দেয়, পেয়, বিধেয়, অনুমেয়, স্মরণীয়, বরণীয়, জ্ঞেয়, তুলনীয়।

কিন্তু 'অ' বা 'আ' ধ্বনির পরে অবস্থিত 'য়' এর 'অ' হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন : বিষয়, জয়, ক্ষয়, যায়, পায়, ন্যায়, দেয় (দ্যায়), গায়

৭) বিশেষ্য শব্দের শেষে 'হ' এর অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।

যেমন : বিবাহ, মোহ, কলহ, বিগ্রহ, বিরহ, দ্রোহ, স্নেহ।

৮) তর, তম, তন, (তরো, তমো, তনো) প্রত্যয় সংযুক্ত বিশেষণ পদের অন্তিম 'অ' প্রায়শই 'ো' হয়।

যেমন : অধিতকতর, উচ্চতর, ভিন্নতর, গুরুতর, অন্যতর, বৃহত্তর, বৃহত্তম, অধিকতম, সর্বোত্তম, নিকৃষ্টতম, নিম্নতম, ঊর্ধ্বতন, পূর্বতন।

৯) ইব, ইল, ইতেছ, ইয়াছ, ইতেছিল, ইয়াছিল ইত্যাদি প্রত্যয়যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।

যেমন : করিব, করিল, করিতেছ, করিয়াছ, করিতেছিল, বসিয়াছিল।

১০) অন্ত 'অ' এর আগে ঐ, ঔ, ৎ, ঃ এবং ং থাকলে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।

যেমন : তৈল, ধৈব, জৈন, বৈধ, গৌণ, মৌন, যৌথ, লৌহ, হংস, অংশ, বিংশ, বংশ, দুঃখ, কৃশ, তৃণ, মৃগ, নিঃসৃত, বিধৃত,
ব্যতিক্রমঃ দৌড়, পৌষ, বৌল, সরীসৃপ।

১১) শব্দান্তে সংযুক্ত বর্ণ থাকলে (দুই বা অধিক ব্যঞ্জনবর্ণ) সেক্ষেত্রে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ো' হয়।

শক্ত, ভক্ত, যত্র, পদ্য, ধর্ম, কর্ম, পদ্ম, চিহ্ন, ধর্ম, দাহ্য, বিপ্র, সর্ব, ঐতিহ্য, দন্ত, গন্ধ, অঙ্ক, প্রশ্ন।

শব্দান্তের 'অ' এর উচ্চারণে যে সকল ক্ষেত্রে হসন্ত বা 'শূন্য' (০) উচ্চারিত হয় তা

www.nagorikpathagar.org

নিচে আলোচনা করা হলো :

১) বিশেষ্য পদের অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ হসন্ত বা শূন্য হয়।

যেমন : ভাল, কপাল, আষাঢ়, কামান, বাগান, কলস, কলম, পতন, বন, গীত, রক্ষিত, (পদবি অর্থে) পালিত (পদবি অর্থে)।

২) তবে অনুজ্ঞা, আদেশ ও সম্মান প্রকাশে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ হসন্ত বা শূন্য হয়। যেমন : দেখান, চালান, করান, পাঠান

৩) বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' 'ো' হয়।

যেমন : গুঢ়, গাঢ়, মূঢ়, প্রৌঢ়, দৃঢ়।

'আ' এর উচ্চারণ-সূত্র

শ্রাব্যরূপে বাংলা ভাষায় স্বরধ্বনি 'আ' এর উচ্চারণে 'া' এবং '্যা' -এই দুইটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। স্বরধ্বনি 'আ' (া) যে ক্ষেত্রে '্যা' উচ্চারিত হয় তা নিম্নে আলোচিত হলো।

১) শব্দের প্রারম্ভে 'জ্ঞ' (জ+ঞ+া) এবং '্য' ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে আ-কার সংযুক্ত থাকলে 'া'এর উচ্চারণ 'এ্যা' হয়।

যেমন : জ্ঞান, জ্ঞাতি, জ্ঞাপন, জ্ঞাত, খ্যাত, ব্যাধ, ব্যাস, পাঁচ, ব্যাপার, ব্যাপ্ত, ব্যাকুল, ব্যাখ্যা।

২) বদ্ধ দলে পূর্ব 'আ' শ্রাব্যরূপে কিছুটা দীর্ঘ হয়। যেমন : আম, জাম, খাম, বাগ। কিন্তু মুক্ত দলে পূর্ব 'আ' শ্রাব্যরূপে অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব হয়।

যেমন : রামা, মামা, রাগা।

ই, ঈ, উ এবং ঈ, উ উচ্চারণ রীতি

১) সাধারণ ই, উ হ্রস্ব এবং ঈ, উ শ্রাব্যরূপে বা উচ্চারণে দীর্ঘ হয়।

যেমন : যদি, রবি, শনি, মধু, নদী বধূ, ময়ূর

২) একাক্ষরবিশিষ্ট শব্দ (Monosyllabic word) এর বদ্ধ দলে ব্যবহৃত ই, উ উচ্চরণে দীর্ঘ হয় কিন্তু মুক্ত দলে হয় না।

যেমন :

চুপ–চুপি

তিন–নিতি,

সুর–সুরে,

দূর–দূরে

www.nagorikpathagar.org

‘এ’ এর উচ্চারণ সূত্র

শ্রাব্যরূপে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি ‘এ’ এর উচ্চারণে ‘ে’ এবং ‘্যা’-এই দুইটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। স্বরধ্বনি ‘এ’(ে) যে সকল ক্ষেত্রে ‘এ’ উচ্চারিত হয় তা নিম্নে আলোচিত হলো।

১) শব্দের প্রথমে স্বরধ্বনি ‘এ’ এবং ব্যঞ্জনে যুক্ত ‘এ’ এর পরে ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও, য়, ব, ল, ব, শ, থাকলে ‘এ’ এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকবে অর্থাৎ ‘ে’ উচ্চারিত হবে।

‘এ’ এর পরে ই থাকলে; একি, দেখি, দেরি, ঢেঁকি, কেশি, মেকি।
‘এ’ এর পরে ঈ থাকলে; বেশী, বেণী, নেত্রী, একীভূত।
‘এ’ এর পরে উ থাকলে; বেগুন, একুশ, লেবু, বেহুশ, বেহুলা।
‘এ’ এর পরে ঊ থাকলে; বেদূইন,
‘এ’ এর পরে এ থাকলে; মেয়ে, চেয়ে, গেয়ে, খেয়ে
‘এ’ এর পরে ও থাকলে; দেওর, ভেতো, মেঠো, গেছো।
‘এ’ এর পরে য় থাকলে; এবং এবড়োথেবড়ো
‘এ’ এর পরে ব থাকলে; শ্রেয়, খেয়া, কেয়া
‘এ’ এর পরে ল থাকলে; তেল, বেল, জেল
‘এ’ এর পরে শ থাকলে; বেশ, শেষ, লেশ, পেশ
‘এ’ এর পরে হ্ থাকলে; স্নেহ, লেহন, কেহ, দেহ,
ব্যতিক্রম : একে একে

২) ‘ই’ কার বা ‘ঋ’-করযুক্ত ধাতুর সঙ্গে ‘আ’- কার যুক্ত হয়ে গঠিত শব্দের প্রারম্ভিক ‘এ’ এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকবে।

যেমন : কিন+আ=কেনা,
মিল+আ = মেলা,
লিখ্+আ = লেখা,
গিল+আ = গেলা (গলাধঃকরণ),
মিশ+আ = মেশা,
জিল+আ = জেলা,
শিখ+আ = শেখা,
নৃ+তা = নেতা,
নৃ+পাল = নেপাল।
এলাকা (<ইলাকা), এনাম (<ইনাম), এবাদত (<ইবাদত) লেহন (<লিহন), বেদনা (<বিদ)।

www.nagorikpathagar.org

৩) সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের আদ্য 'এ'কার অবিকৃত 'এ' রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন : প্রেরক, তেজস্কৃয়া, প্রেম, হেমন্ত, মেধা, মেদ, বেতন, কেতন, তেজস্বী, দেবর্ষি, বেণী, মেদিনী, মেরু, শেখর, সেতু, সেবক।

৪) একাক্ষর (Monosyllabic) **সর্বনাম পদের 'এ' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকবে।**
যেমন : কে, সে, এ যে ইত্যাদি।
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনি 'এ' এর উচ্চারণ যে সকল ক্ষেত্রে 'যা' হয় তা নিম্নে আলোচিত হলো।

১) এ-কারযুক্ত একাক্ষর শব্দ (Monosyllabic word) **এর ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হলে 'এ'- এর উচ্চারণ 'এ্যা' হয়।**
যেমন : খেদা–খ্যাদা, ঠেল–ঠ্যালা ক্ষেপা–ক্ষ্যাপা, ফেরা–ফ্যালা, ব্যেচা, খেলা–খ্যালা, হেলা–হ্যালা, তেল–ত্যালা, গেল–গ্যালো (যাওয়া)
২) প্রারম্ভিক 'এ' এর পরে ং, ঙ, গ থাকলে এবং তারপরে, ই, ঈ, উ, ঊ অনুপস্থিত থাকলে 'এ' এর উচ্চারণ 'এ্যা'হয়।
যেমন : বেঙ-(ব্যঙ), ভেংচা-(ভ্যাংচা), টেংরা-(ট্যাংরা), লেংড়া, নেংটা

৩) আদ্য 'এ' কারের পরে 'অ' এবং 'আ' থাকলে 'এ' কারের 'এ্যা' রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে অধিক। কিন্তু 'এ' এর পরে 'অ' বা 'আ' এর পরিবর্তে ই, উ থাকলেই এ অবিকৃত থাকবে।
যেমন : এখন (এ্যাখন), কেমন (ক্যামন), যেমন (য্যামন), তেমন- (ত্যামন), এমন (এ্যামন), এক, একা, বেটা, জেঠা, পেঁচা, যেন, কেন, হেন, ভেড়া, চেলা, নেড়া। একুশ, একি, হেরি, এখুনি, জেঠী, নেড়ী।

তবে আদ্য 'এ' পরে 'অ' বা 'আ' হলে এবং এর পরে ই, উ থাকলে 'এ' অবিকৃত থাকবে।
যেমন : একটি, একটু, একত্রিত, একীভূত, একটুকু, প্রেয়সী,

য-ফলা উচ্চারণ রীতি

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত য-ফলা (্য) এর উচ্চারণ 'ে' এবং 'যা' -এই দুইটি রূপ পরিলক্ষিত হয়। য-ফলা (্য) যে সকল ক্ষেত্রে 'যা' উচ্চারিত হয় তা নিম্নে আলোচিত হলো।

www.nagorikpathagar.org

১. শব্দের শুরুতে য-ফলা যদি ব্যঞ্জনে যুক্ত 'অ' কিংবা 'আ' (া)- এর সাথে যুক্ত হয় তবে তাদের উচ্চারণ 'অ্যা' (্যা) হয়।

যেমন : ব্যক্ত, ব্যর্থ, ব্যবস্থা, ব্যথা, ন্যায়, ধ্যান, ব্যাঘাত, ব্যাখ্যা।

২. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে যুক্তবর্ণের সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে তার কোন উচ্চারণ থাকে না।

যেমন : সন্ধ্যা, স্বাস্থ্য, অর্ঘ্য।

৩. পদের মধ্যে কিংবা অন্তে য-ফলা যুক্ত হলে সে বর্ণটি দু'বার উচ্চারিত হয়।

যেমন : মদ্য ,পদ্য, সদ্য, অদ্য, কন্যা, কল্যাণ, পণ্য, জন্য, অন্যায়, অন্যান্য, অধ্যায়, কর্তব্য, উদ্যোগ।

য-ফলা (্য) যেক্ষেত্রে 'ে' উচ্চারিত হয় তা নিম্নে আলোচিত হলো।

পদের আদ্য 'অ' –এর সঙ্গে সংযুক্ত য-ফলার (্য) পরে যদি ই-কার থাকে তবে সেক্ষেত্রে উচ্চারণ এ-কারান্ত হয়।

যেমন : ব্যথিত, ব্যক্তি, ব্যতিরেকে, ত্যজিয়া।

তবে য-ফলা আকার থাকলে এবং অব্যবহিত পরে ি,ী কার থাকলে 'এ্যা' উচ্চারণ হবে।

যেমন : ব্যাপ্তি, ব্যাপিয়া।

হ-যুক্ত বর্ণের উচ্চারণরীতি

১. 'হ' এর সঙ্গে ঋ-কার সংযুক্ত হলে উচ্চারণ হয় 'hri, এর মত।

যেমন : হৃদয়–hriদয়, হৃৎপিণ্ড– hri ৎপিণ্ডো, হৃদি–hriদি

২. 'হ' এর সঙ্গে র-ফলা সংযুক্ত হলে উচ্চারণ হয় 'hr' এর মত।

যেমন :হ্রদ–hrদ, হ্রাস–hraশ

৩. 'হ' এর সঙ্গে 'ণ' বা 'ন' সংযুক্ত হলে উচ্চারণ হয় 'nho' এর মত হয়।

যেমন : পূর্বাহ্ন–পুরবাnho, অরাহ্ন–অপোরাnho, বহ্নি –বোnhi।

৪. 'হ' এর সঙ্গে ব যুক্ত হলে 'হ' এর স্থলে 'ও' বা 'উ' উচ্চারিত হয় এবং 'ব' মহাপ্রাণতা লাভ করে 'ভ' তে রূপান্তরিত হয়।

যেমন : আহ্বান-আওভান, বিহ্বল-বিউভল, জিহ্বা-জিউভা।

www.nagorikpathagar.org

৫. 'হ' এর সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে 'জ' এর-দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় এবং পরবর্তী 'জ' এর উচ্চারণ 'ঝ' এর মতো হয়।
যেমন : উহ্য-উজঝো, গ্রাহ্য-গ্রাজ্‌ঝো, ঐতিহ্য-ঐতিজঝো।

'ম'-ফলা উচ্চারণ রীতি

১. ব্যঞ্জনযুক্ত আদ্য 'অ' এর সাথে 'ম'-ফলা যুক্ত হলে সাধারণত 'ম' এর কোনো প্রভাব থাকে না, তবে প্রমিত উচ্চারণে 'ম' -ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য হয়।
যেমন : স্মরণ (শঁরোন্), স্মারক (শঁশান্), স্মর্তব্য (শোঁর্‌আোব্‌বো), স্মৃতি (স্মৃঁতি), শ্মশ্রু (শোঁসস্রু), স্মারক (শাঁরোক্)।

২. শব্দের মাঝে বা শেষে 'ম'- ফ লা সংযুক্ত হলে 'ম' এর কোনো প্রভাব থাকে না এবং 'ম'-ফলা সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। এই 'ম' যেহেতু অনুনাসিক ধ্বনি সেজন্য দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটি সাধারণত সামান্য নাসিক্য প্রবাবিত হয়।
যেমন : ছদ্ম (ছদদোঁ), পদ্ম (পদদোঁ), অকস্মাৎ (অকোশ্‌শাঁত্), রশ্মি (রোশইশঁ),মহাত্ম (মহাততাঁ), কস্মিন (কোশর্শিন), বিস্মরণ (বিশ্‌শরোন)।

কিন্তু গ, ঙ, ট,ণ, ম, এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন :
গ + ম-ফলা: বাগ্মী (বাগ্‌মি) যুগ্ম (জুগ্‌মো)
ঙ + ম-ফলা: বাঙ্ময় (বাঙময়), বাঙ্‌ময়ী (বাঙমোয়ি)
ট্ + শ-ফলা: কুট্মল (কুটমল), কুট্মলিত (কুটমোলিতো)
ণ্ + ম-ফলা:হিরন্ময় (হিরনময়) মৃন্ময় (মৃনময়)
ম্ + ম-ফলা: উন্মাদ (উনমাদ), উন্মার্গ (উনমারগো)
ম্ + ম-ফলা: সম্মান (শমমান), সম্মতি (শমমোতি)
ল্ + ম-ফলা: গুল্ম (গুলমো০, বাল্মীকি (বালমিকি)

৩. যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটি প্রমিত উচ্চারণে 'ম'-ফলার কারণে নাসিক্য হবে।
যেমন : সূক্ষ্ম (শুকখোঁ), লক্ষ্ম (লোকখঁ), লক্ষ্মণ (লকখোঁন), যক্ষ্মা (জকখাঁ)।

৪. বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ম'—ফলাযুক্ত কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণেও সংস্কৃত রীতি মেনে 'ম' উচ্চারিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

যেমন- কুস্মান্ড (কুশমানডো), স্মিত (স্মতো), শুচিস্মিতা (শুচিশমিতা), সুস্মিতা (শুসমিতা), কাশ্মীর (কাশমির), আয়ূস্মতী (আযুশমোতি)

'ব'-ফলা উচ্চারণ রীতি

১. ব্যঞ্জনবর্ণ 'ব' ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত 'ব' এর কোনো প্রভাব থাকে না তবে ব্যঞ্জনবর্ণটির উচ্চারণে সামান্য ঝোঁক বা শ্বাসাঘাত পড়ে থাকে।
যেমন : স্বাধিকার, স্বদেশ, জ্বালা, ত্বক, শ্বাপদ, শ্বাস, অক্ষনি, স্বামী, স্বগত।

২. বাংলা প্রমিত উচ্চারণে পদের মধ্যে কিংবা শেষে 'ব' ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে থাকে।
যেমন : দ্বিত্ব, বিশ্ব, বিশ্বাস, বিদ্বান, পক্ব, রাজত্ব, বিঅক্ষস্ত, পৃথ্বঅ, দাসত্ব প্রজ্বলিত, অশ্ব, অশ্বিন।
ব্যতিক্রম : অদ্বিতীয়

৩. উৎ উপসর্গ যোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' এর সঙ্গে 'ব' ফলার 'ব' প্রমিত উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে।
যেমন : উৎ+বেগ+ উদ্বেগ, উৎ+বিগ্ন+ উদ্বিগ্ন। একই ভাবে উদ্বোধন, উর্ধ্বতন, উদ্বেলিত, উদ্বন্ধন, উদ্বিড়াল, উদ্বৃত্ত ইত্যাদি।

৪. বাংলা শব্দে ক্ থেকে সন্ধির সূত্রে আগত-'গ'এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে 'ব' -এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে।
যেমন : দিক+বালয়+ দিগ্বিলয়, দিক+বধু দিগ্বধূ। একই ভাবে দিগ্বসনা, দিগ্বালিকা, দিগ্বিজয়, দিগ্বিদিক, ঋগ্বেদ ইত্যাদি।

৫. এছাড়া 'ব' -এর সঙ্গে এবং 'ম' -এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে , সে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।
যেমন : 'ব' এর সঙ্গেঃ বাব্বা, সব্বাই, সাব্বাশ তিব্বত, নব্বুই।
'ম' এর সঙ্গেঃ বিম্ব, বুম্বা, অম্বা, হাম্বা, নীলাম্বরী, সম্বর্ধনা, নিতম্ব, গম্বুজ, কম্বু, অম্বর, ত্র্যম্বক, সম্বিত, সম্বোধন, শম্বুক।

তবে এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে 'ব' -ফলা, যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হলে তার কোন উচ্চারণ হয় না।
যেমন : উচ্ছ্বাস, উজ্জ্বল, দ্বন্দ্ব, সান্ত্বনা, আমসত্ত্ব, অন্তর্দ্বার, পার্শ্ববর্তী, অন্তর্দ্বন্দ্ব।

www.nagorikpathagar.org

উপস্থাপনা কী

যারা শিল্পসাহিত্য, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, রাজনীতি এমনকি শিক্ষকতা বা প্রশিক্ষণের সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের কোনো না কোনো সময় মঞ্চে উঠতে হয়। লাইমলাইটে দাঁড়াতে হয়। মাইক্রোফোনে কথা বলতে হয়। এই কথা বলা বা উপস্থাপনা যদি দর্শক-শ্রোতাকে আকৃষ্ট বা মুগ্ধ করে তাহলে তো সমস্যা নেই। কিন্তু একটু অমনোযোগ বা সামান্য অসতর্কতায় যদি দর্শক-শ্রোতা বিরক্তবোধ করেন তাহলে সকল প্রস্তুতি ও উদ্যোগ পণ্ড হতে বাধ্য। তখন যিনি উপস্থাপনা করলেন, নিজেকে ক্ষমা করতে পারেন না। আত্মদংশনের শত হুল মনের মধ্যে বিঁধতে থাকে। যতদিন মনে পড়ে ততদিন নিজের মনে বিব্রত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। তাই উপস্থাপনার ক্ষেত্রে পূর্বপ্রস্তুতি নেয়া ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

উপস্থাপনা কী?

উপস্থাপনা একটি শিল্প। কেউ কেউ একটু আধটু উপস্থাপনা করতে করতে সময়ে বেশ দক্ষ হয়ে ওঠেন। ঘন্টার পর ঘন্টা দর্শক-শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখতে পারেন। এটি কোনো মায়াজাল বিস্তারকারী ব্যাপার নয়। যে-কেউ খুব সহজভাবে উপস্থাপনা করতে পারেন। দিনযাপনে যেমন স্বাভাবিকভাবে কথা বলেন ঠিক তেমনভাবে বেশ সহজে উপস্থাপনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আড্ডা বা আসরে চমৎকার কথা বলে চলেন। আড্ডা জমিয়ে রাখার ক্ষমতা অপরিসীম; কিন্তু মঞ্চে উঠতে ইতস্তত করেন। ভয় পান। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে বোকা হয়ে তোতলাতে থাকেন। পরবর্তীতে এই কাজ করতে আর আগ্রহী থাকেন না। অথচ কিছু প্রস্তুতি নিলে যে-কেউ চমৎকার ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনা করতে সক্ষম হতে পারেন। বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

www.nagorikpathagar.org

সাধারণভাবে উপস্থাপনা হলো সুনির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য সামনে রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো তথ্য বা অনুভূতির প্রকাশ। এই তথ্য বা অনুভূতি নানান মাধ্যমের হতে পারে এবং তা একটি ধারানুক্রমের নিয়ম অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়। এটি মৌখিক হতে পারে। দর্শনযোগ্য হতে পারে, যেখানে ছবি বা চিত্র বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা থাকতে পারে। এছাড়া উপস্থাপনা হতে পারে, লিখিত, সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় অথবা সার্বিকভাবে অডিও-ভিজুয়াল। উপস্থাপনা একইসঙ্গে শোনা ও দেখার বিষয় হলেও বেতারে শুধুমাত্র শোনার বিষয়টি থাকে। মঞ্চ উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে দর্শকশ্রোতার সরাসরি যোগাযোগ ঘটে। আপনি একটু সতর্ক দৃষ্টি রাখলে তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া খুব সহজে অনুধাবন করতে পারেন। তাদের ইতিবাচক অবস্থান আপনাকে উৎসাহিত করে তোলে। বিপরীত অবস্থান হতোদ্যম করে দেয়। সেক্ষেত্রে আপনার চলমান উপস্থাপনা আরও খারাপ হয়ে যেতে বাধ্য।

উপস্থাপনার উদ্দেশ্য

যেভাবেই বিশ্লেষণ করা যাক না কেন প্রতিটি উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এগুলোকে এভাবে বলা যেতে পারে।

১. কোন ঘটনা, গবেষণা, আবিষ্কার কিংবা অভিজ্ঞতা শেয়ার করা।

২. কোন কিছুর সেবা প্রদান উপলক্ষে অর্থাৎ সার্ভিস ডেলিভারির বিষয় প্রতিপাদন করা।

৩. কোন কিছুর প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা এবং একইসঙ্গে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।

৪. কোন পণ্য সম্পর্কে বিক্রয় ও সেবার ওপর বিস্তারিত ধারণা প্রদান।

৫. কোন সংঘ বা দল বা এজেন্সি বা দপ্তর সম্পর্কে প্রতিনিধিত্বমূলক বক্তব্য প্রদান।

৬. কোন বিশেষ বিশ্বাস ও মনমানসিকতার বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু বলা।

৭. কোন বিশেষ দাবি, সমাধান প্রস্তাব, চিন্তা বা কাজের পথ নির্দেশনার জন্য বক্তব্য প্রদান।

৮. কোন বিনোদনমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মনোজ্ঞ উপস্থাপনা।

www.nagorikpathagar.org

উপস্থাপকের পূর্বপ্রস্তুতি

যে-কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে উপস্থাপকের পূর্বপ্রস্তুতি থাকে। এটি করা থাকলে উপস্থাপনার গুণে প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও সফল হয়। উপস্থাপনার সাতদিক বিবেচনায় এনে আমরা যদি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি একটু দৃষ্টি দিই তাহলে উপস্থাপনা সাবলীল হবে এবং যে-কোনো ভঙ্গুরতা এড়ানো সম্ভব। যেমনঃ

১. নিজের পোশাক ও অন্যান্য বিষয়গুলোর প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। কোন ধরনের পোশাক পরবেন, আপনার হাঁটাচলা, নড়াচড়া, কথা বলা সবকিছুতে স্বাচ্ছন্দ্য আছে কি না পরখ করুন। গলা শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে পানি খেয়ে নিন। অহেতুক উষ্ণতা বা গরমবোধ যাতে না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিন। উত্তেজক খাদ্য পরিহার করুন। অতিরিক্ত মেকআপ না নেয়া সবচেয়ে ভালো। আত্মবিশ্বাসী থাকুন। তবে কখনো জ্ঞানীর ভূমিকা নিতে যাবেন না।

২. যে বিষয়ে উপস্থাপনা করবেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিন। যদি অতিরিক্ত গবেষণার আবশ্যক হয় তা সম্পন্ন করুন। সময় সম্পর্কে সচেতন থাকুন অর্থাৎ কতটুকু সময় ধরে কথা বলা দরকার তা ঠিক করুন। এই উপস্থাপনার মাধ্যমে আপনি কি একটি অথবা তারও বেশি বার্তা পৌঁছুতে আগ্রহী?

৩. কারা এই অনুষ্ঠানের দর্শক শ্রোতা হয়ে এসেছেন? কী জন্য এবং কিসের আগ্রহে তারা এসেছেন? সংখ্যায় তারা কত হতে পারে? তারা কি আপনার ভাষা ও কথা সহজভাবে বুঝতে পারেন অর্থাৎ আপনি কি তাদের কাছে আপনার বক্তব্য সঠিকভাবে নিয়ে যেতে সক্ষম?

৪. প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানটি কোথায় আয়োজিত হচ্ছে? সেখানের আসনব্যবস্থা ও

www.nagorikpathagar.org

মঞ্চ কেমন? দর্শক-শ্রোতাদের প্রতি আপনার বক্তব্য সঠিকভাবে পৌঁছুনোর সুব্যবস্থা আছে কি না? বিদ্যুৎ ও আনুষঙ্গিক সহযোগগুলো আছে কি না? উপস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় অডিও-ভিজুয়াল মাধ্যমগুলো সচল বা কার্যকর আছে কি? প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান ঘোষিত সময়ে আয়োজন করা গেলে দর্শক-শ্রোতাকে বিরক্তির হাত থেকে রক্ষা করে যা একজন উপস্থাপকের জন্য একটি ইতিবাচক সুবিধা।

৫. অনুষ্ঠানের সঙ্গে আপনার উপস্থাপনার বিষয়টি মানানসই আছে কি এবং কিভাবে তা ভেবে দেখা দরকার। দর্শক-শ্রোতা যাতে ক্লান্তি বোধ না করেন তা দৃষ্টিতে রাখা। যদি তেমন হয়ে থাকে তাহলে তাদের উজ্জীবিত করার জন্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলে যায় এমন বিকল্প উপস্থাপনার প্রস্তুতি নিয়ে রাখুন।

৬. কিভাবে উপস্থাপনা করছেন? মাইক্রোফোনে? কোনো ওভারহেড প্রজেক্টর বা অন্যকোনো অডিও-ভিজুয়াল ব্যবহার করে থাকলে আগে থেকে তার অপারেটিং পদ্ধতি শিখে রাখুন।

৭. দর্শকশ্রোতাদের কাছ থেকে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করছেন তার একটি আনুমানিক চিত্র মনে মনে আঁকতে পারেন। অথবা তাদের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া তৈরিতে উপস্থাপনা করছেন তা অনুমান করুন ও উদ্বুদ্ধ হোন।

মূলত যিনি উপস্থাপনা করবেন তাকে সবদিক থেকে চিন্তা করে সাবলীল হতে হবে। নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আনতে হবে। মঞ্চে এমনভাবে দাঁড়ানো যাবে না যাতে আপনাকে বোকা বোকা লাগে আবার খুব বেশি অহঙ্কারী মনে হয়। সাধারণত উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় যে, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, কানে ভোঁ ভোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে, নিজেকে বোকা দেখাচ্ছে বলে ধারণা হতে থাকে, অহেতুক তাড়াহুড়োভাব এবং ভুল হয়ে যায়। সর্বোপরি দর্শকশ্রোতা বিরক্তবোধ করছেন বলে মনে হতে থাকে।

সেক্ষেত্রে আপনি নিজের জন্য আত্মবিশ্বাস ফেরাতে এই ব্যবস্থা নিতে পারেন :

১. আপনি যোগ্য এবং দক্ষ বলে উপস্থাপনার কাজটি করতে এসাইন্ড হয়েছেন।

২. দর্শক-শ্রোতা আপনার কথা শুনতে আগ্রহী।

৩. তাদের মধ্যে আপনার চেয়ে অনেক জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যক্তি থাকলেও আজ তাঁরা আপনার পক্ষে আছেন।

৪. কোনো বিষয়ে মতদ্বৈধতার মানে এই নয় যে, তাঁরা আপনাকে আক্রমণ করছেন।

যা করবেন :

১. মঞ্চে উঠে সবচেয়ে আগেই দর্শকশ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠানের বিষয়ে দুটো কথা বলবেন।

www.nagorikpathagar.org

২. যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবং ইতিবাচক মনোভঙ্গির প্রকাশ করবেন।

৩. শুরু করার আগেই মনে মনে একটি ধারানুক্রম সাজিয়ে নিন যে, কী কী বিষয় এবং কখন কখন বলবেন।

৪. মূল অনুষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ সময়ের কতটুকু অংশে নিজের উপস্থাপনা রাখবেন তা পরিমাপ করে নিন।

যা করবেন না:

১. কখনো ওজর তুলবেন না। দুঃখ প্রকাশ করবেন না। কিংবা নিজের দুর্বলতা বা সবলতা সম্পর্কে বলবেন না। নিজেকে হাস্যকর রূপে হাজির করবেন না।

২. এলোমেলো এবং দীর্ঘ সময় নিয়ে কথা বলবেন না।

৩. দর্শক-শ্রোতাদের প্রতি কোনো অভিযোগ করবেন না। তাঁদের কোনো কৃত কাজের উল্লেখ করবেন না।

৪. সমাজে বলা অসঙ্গত এমন কৌতুক বা উপকরণ পরিবেশন করবেন না।

৫. এভাবে উপস্থাপনা শুরু করবেন না যে, প্রিয় দর্শক-শ্রোতা এবার আমি আপনাদের সে বিষয়টি বলতে যাচ্ছি যা আমাকে বলতে বলা হয়েছে যে,... ইত্যাদি ইত্যাদি।

৬. এমন ভাব নেবেন না যাতে বোঝানো হয় যে, আপনি সবকিছু জানেন। এমন কি যে-কোনো যুক্তিতর্কে আপনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

৭. দর্শকের সারিতে থাকা সুধীসমাজের প্রতি কোনো প্রশ্ন বা উক্তি ছুড়ে দেবেন না যা অত্যন্ত বিব্রতকর ও বিরক্তিকর।

উপস্থাপনার বিষয়ে কিছু ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। যেমন : অনেকে বলে থাকেন, উপস্থাপনার বিষয়টি সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত একটি মেধা। এটি সহজে কেউ পারেন না। প্রথমেই যখন পারলাম না তখন কোনোসময়ে পারব না। অনেকে শুনলেন কিন্তু কেউ সাধুবাদ দিল না, অর্থাৎ উপস্থাপনা ভালো হয় নি। অন্যেরা চমৎকার ও সার্থক উপস্থাপনা করেন। আমার দ্বারা এটি হবে না। ইত্যাদি। কিন্তু সার্বিকভাবে বলা যায় যে, উপস্থাপনার বিষয়টি চমৎকার এবং উপভোগ্য। শুধু একটু সতর্ক প্রস্তুতি ও নিয়ম রক্ষা করলে যে-কেউ একজন সফল ও জনপ্রিয় উপস্থাপক হতে পারেন। তখন এই কাজে সবকিছুই আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে।

www.nagorikpathagar.org

বক্তৃতা কী

শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে উপস্থাপনা ও বক্তৃতা প্রায় একই জিনিস হলেও অবস্থান ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিছু বিষয়ে বেশ পার্থক্য রয়েছে। উপস্থাপনার বিষয়টি সাধারণত বিভিন্ন কালচারাল প্রোগ্রাম, সংবাদ পাঠ, বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম ইত্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট। যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রোগ্রামের শুরুতে উপস্থাপনার বিষয়টি থাকে। আর বক্তৃতা অর্থাৎ যেটাকে আমরা পাবলিক স্পিকিং বলে থাকি এটা রাজনৈতিক প্রোগ্রাম, সমাবর্তন প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন উন্মুক্ত প্রোগ্রামগুলোতে দেয়া হয়ে থাকে। বক্তৃতা ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বক্তার মনস্তাত্ত্বিক কিছু বিষয় পরিলক্ষিত হয়। বক্তৃতা সাধারণত সংক্ষিপ্ত ও পূর্বনির্ধারিত থাকে। এটি গতানুগতিক ধারায় পরিচালিত হয়। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার ব্যবহার আছে। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে উপস্থাপক ও শ্রোতার মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বক্তৃতা একপেশে থাকে। তবে সবক্ষেত্রে নয়।

বিখ্যাত বক্তা-ব্যক্তিগণের অনেকেই প্রথম প্রথম নানান অসুবিধায় পড়েছিলেন বক্তৃতা প্রদানের ক্ষেত্রে। পরে তাঁরা সেইসব সমস্যা অতিক্রম করে সফল বক্তায় পরিণত হয়েছিলেন। আমেরিকার খ্যাতনামা বক্তা উইলিয়াম জেনিং ব্রায়ান (১৮৬০-১৯২৫) প্রথম দিন বক্তৃতা করার চেষ্টা করলে কম্পনের ফলে তাঁর হাঁটুদ্বয় জোড়া লেগে গিয়েছিলো। হাস্যরসমূলক লেখালেখির জন্য বিশ্বখ্যাত মার্ক টোয়েন প্রথম দিন বক্তৃতা করতে উঠলে এমন অনুভব করেন- তাঁর মুখগহ্বর তুলা দিয়ে পরিপূর্ণ এবং তাঁর নাড়ীর স্পন্দন অস্বাভাবিকরূপে বেড়ে চলেছে। জার্মানির পুনর্গঠনের অন্যতম নেতা ও এর স্থপতি অটোফন বিসমার্ক স্বীকার করতেন তিনি জনসমক্ষে বক্তৃতা করার সময় অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে যেতেন। বার বার চেষ্টার ফলে তিনি এই অবস্থার থেকে পরিত্রাণ পান। ফ্রান্সের রাজনৈতিক বক্তা জিন জুরিস ডেপুটিদের চেম্বারে একটি বছর বোবার মতো বসে কাটিয়েছেন শুধুমাত্র নিজেকে তৈরি করতে। ভার্সাই চুক্তির অন্যতম নায়ক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড জর্জ প্রথম প্রথম বক্তৃতা দেয়ার সময় মুখ শুকিয়ে যেতো, জিহ্বা মুখগহ্বরের সাথে লেপ্টে যেতো। তারপরেও তিনি দমে যেতেন না।

বক্তৃতা একটি নন্দিত শিল্প। বক্তৃতা অর্থ-ভাষণ, বাক-বিন্যাস, বাক-পটুতা। বক্তা অর্থ-ভাষণদানকারী, বাকপটু। আর পটুতা মানে-পরিপক্বতা, দক্ষতা, সিদ্ধতা, বিশেষ কোন বিষয়ে যথার্থভাব ও আবেগমন্ডিত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও টার্গেটে শাণিত জনসমক্ষে উচ্চারিত প্রাঞ্জল সুবিন্যাস সাহসী শব্দমালাকেই বক্তৃতা বলে।

www.nagorikpathagar.org

বক্তার পূর্বপ্রস্তুতি

১. বিষয়বস্তু নির্ধারণ

আপনি যদি শিক্ষানবিশ বক্তা হয়ে থাকেন তাতে সাবলীল বক্তব্যের ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হলো বক্তব্যের বিষয়বস্তু হতে হবে একদম সহজ-সরল। যে কোনো বক্তব্যের মূল লক্ষ্য হলো শ্রোতাদের তথ্য দেয়া। তাতে বড়জোর দুই বা একটা নতুন তথ্য থাকাই যথেষ্ট। ভারী বক্তৃতা কেবল শ্রোতাদের মনাকর্ষণ হারায় না, বক্তা এতে সাবলীলতা হারিয়ে ফেলে। আপনি যা বলতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে যদি আপনার একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার ধারণা না থাকে সে ক্ষেত্রে বক্তৃতা দেয়ার চেষ্টাই করা উচিত নয়। এতে আপনি শ্রোতাদের কাছে হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়াবেন।

২. পরিকল্পনা করা

বিষয়বস্তু নির্ধারণের পরেই আপনাকে যে কাজটি করতে হবে তা হলো আপনার বক্তব্যের জন্য একটা সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা করা। আপনার বক্তব্য নতিদীর্ঘ বা অনেক বড় যেমনই হোক আপনাকে আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে কোন পয়েন্টের পর কোন প্রসঙ্গ আনবেন। সামনে পুরো লিখিত বক্তব্য রেখে বক্তৃতা দেয়ার চেয়ে মঞ্চে না যাওয়াটাই শ্রেয়। বক্তব্য দেয়াকালে আপনার দৃষ্টি থাকবে দর্শকের দিকে। সাথে ছোট কাগজ বা চিরকুট থাকবে। তাতে শুধু পয়েন্টগুলো সাজানো থাকবে। এতে করে বিষয়বস্তু উপস্থাপনার বিন্যাস আর সাবলীলতা অক্ষুন্ন থাকবে।

৩. বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রাখুন

সাবলীল বক্তৃতা দেয়ার তৃতীয় শর্ত হলো তা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ শ্রোতারা দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না, এমনকি বক্তৃতার বিষয়বস্তু যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন। কারণ দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতার ক্ষেত্রে শ্রোতাদের মাঝে বিরক্তির প্রকাশ শুরু হয়ে যায়। তা আপনার বক্তব্যদানের আত্মবিশ্বাসে নেতিবাচক বুমেরাং হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে আপনার নার্ভাসনেস ভাব আরো প্রকট হয়ে দাঁড়ায়।

৪. কৃত্রিমতা পরিহার করুন

বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে সব ধরনের কৃত্রিমতা একদম সচেতনভাবে পরিহার করা চাই। তবেই আপনি স্বাচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। অভিনয় করতে গেলে এ বানানো কৃত্রিমতা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে আপনার কাছে। আপনি হতাশ হবেন,

www.nagorikpathagar.org

আত্মবিশ্বাস কমে আসবে। যে গল্প আপনি নিজ অন্তর হতে হাসির মনে করেন না, কখনোই আশা করতে যাবেন না শ্রোতাদের কাছে তা হাসির হবে। বক্তব্যে পরিবেশিত তথ্য যদি আপনার কাছে চমকপ্রদ মনে না হয়, দর্শকদের কাছে তা চমকপ্রদ হবে কখনোই এমনটি ভেবে বসবেন না।

৫. সূচনার পর্ব

বক্তব্যের শেষের মন্তব্যের মতো সমভাবেই গুরুত্বপূর্ণ হলো সূচনা অংশ। কারণ বক্তার সাথে শ্রোতার যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে তা নির্ধারিত হয় এর দ্বারা। তারা আপনার সম্পর্কে একটা ইমপ্রেশন গড়ে নেয়। এটি অনেকমাত্রায় প্রভাবিত করবে বক্তার প্রতি শ্রোতার মিথস্ক্রিয়তার ধরন। এ ক্ষেত্রে কয়েক দিক নজর রাখতে পারেন।

মঞ্চে উঠে অবশ্যই দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসবেন। মনে রাখবেন হাসিমুখে তাকালে আশপাশের লোকজন এমন অভিব্যক্তিই উপহার দেবে। যদি আপনি মুখ গোমড়া, ভারি করে রাখেন সে ক্ষেত্রে শ্রোতারা আপনার বক্তব্য শুরু হওয়ার আগ হতেই একটা নেতিবাচক ধারণা গড়ে নেবে মনের মাঝে।

অতঃপর বক্তৃতা দেয়ার পালা। যতই তাড়া থাকুক একটু বিলম্ব দিন। অন্তত ত্রিশ সেকেন্ডের নীরবতা, এর লক্ষ্য একটাই শ্রোতারা যেন আপনার ওপর পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারে। সামান্যক্ষণ বিরতি দেয়া হলে ক্ষণিককালের জন্য শ্রোতার মনে অনুভূতি খেলে যায়- 'বক্তা কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন যা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের কানে এসে পৌঁছবে।' বক্তার মনের কথাও এটিই।

৬. বক্তৃতা মানে পাঠদান নয়

বক্তাকে প্রথমে বক্তা আর সংবাদপাঠক এই দুটোর মধ্যকার ফারাক বুঝতে হবে। লিখিত বক্তব্য পড়া হলে বক্তার সাবলীলতা, অনুভূতি চাপা পড়ে যায়, শ্রোতার সাথে চোখে চোখ মেলানো হয় না বলে বক্তব্য কেমন যেন নীরস বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সার্থক বক্তারা কখনোই লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন না। তার গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট চিরকুট লিখে নেয়াকে শ্রোতারাও কামনা করে। কারণ এতে কোনো প্রসঙ্গ বাদ যাওয়ার ঝুঁকি থাকে না, বক্তব্য অনেক বেশি সুবিন্যস্ত আর গোছালো হয়ে থাকে।

৭. রিলাক্স থাকা চাই

বক্তৃতা দেয়ার সময় যতই কাছে চলে আসে, নতুন বক্তার মনের শিহরণ, ভয় ক্রমেই বেড়ে যায়। বুক ধড়ফড় করতে থাকে। শরীর, হাত-পা ঘামতে শুরু করে। মনের অজান্তে কোনো সময়ে হাতের নখ আমাদের দাঁতের মাঝে চলে যায়। অনেক লোকের সামনে দাঁড়ানো অনেকটা মানসিক চাপের, বিশেষ করে আপনি যদি এতে অভ্যস্ত না থাকেন। এ ক্ষেত্রে একদম রিলাক্স থাকার চেষ্টা করবেন। আপনার

www.nagorikpathagar.org

একদম জোরে জোরে লম্বা দম নেয়ার দরকার নেই। হাল্কা সুস্থমাত্রার দম নিন, তবে তা হতে হবে নিয়মিত ছান্দিক। দেখবেন আপনি অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। তবে মনে রাখবেন- লোকের সামনে বক্তৃতা দেয়া, যেটিকে সহজ ইংরেজিতে বলা হয় 'পাবলিক স্পিকিং'-এটি অবশ্যই একটা স্কিল বা বিশেষ গুণ। কিন্তু মিউজিক্যাল ক্ষমতা বা অঙ্কন উৎকর্ষতার মতো এটি কোনো জন্মনির্ভর ট্যালেন্ট নয়। চর্চা আর উদ্যোগ আপনার মাঝেও এ স্কিল গড়ে দিতে পারে। শর্ত একটাই যেখানেই সুযোগ পান দু'চারটি কথা বলতে পিছপা হবেন না। তা হোক বিজনেস মিটিং, লাঞ্চ পার্টি বা খেলার মাঠ।

শ্রোতাদের ওপর আপনার কর্তৃত্ব বজায় রাখা চাই। শুরুতে ক্ষণিক বিরতি দিয়ে বক্তব্য শুরু করুন যেন শ্রোতারা আপনার ওপর মনোনিবেশ করতে পারে, মাঝে মাঝে শ্রোতাদের মধ্যকার কয়েকজনের সাথে একদম সোজাসুজি চোখে চোখ মেলান। আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে আপনি বক্তব্য নিয়ে এসেছেন শ্রোতাদের জন্য, যাদের কাজ হলো তা মন দিয়ে শোনা। আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ চাই। মঞ্চে আপনার দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাতে যেন এর প্রকাশ ঘটে। যতক্ষণ বক্তব্য রাখবেন, ততক্ষণই দর্শকের দিকে দৃষ্টি দেবেন। কেউ যেন দৃষ্টির বাইরে না যায়, এমনকি মঞ্চের বিপরীতে কেউ থাকলেও অন্তত একবারের জন্য হলেও তার দিকে তাকাবেন। সময়ের দিক ভুলে গেলে চলবে না। বিজনেস কনফারেন্সে বড়জোর সর্বোচ্চ একঘণ্টাকাল বক্তৃতা রাখা যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা যেন কোনোভাবেই দশ মিনিটের বেশি দীর্ঘায়িত না হয়।

বক্তা হতে যা প্রয়োজন

১) জড়তা ও আড়ষ্টতামুক্ত একটি জিহ্বা।

২) জ্ঞান

৩) বুদ্ধি, কৌশল পরিস্থিতি বিচার ও চাহিদার আলোকে উপযুক্ত বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা থাকা।

৪) শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্রেক। এজন্য বক্তৃতা শেখা, চর্চা, উন্নতি সাধনে অব্যাহত প্রচেষ্টা, সুন্দরকে গ্রহণের মনোভাব ও সচেতনতা অপরিহার্য।

বক্তা হতে যে সব বাধাকে অতিক্রম করতে হবে

১) মানসিক দুর্বলতা, নিজের প্রতি সংশয়বোধ ও আস্থাহীনতা

www.nagorikpathagar.org

২) অনুশীলনের অভাব
৩) পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব
৪) ভাষাগত দৈন্যতা

বক্তৃতার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়

১) সঠিক তথ্য বেশি প্রদান, ভুল তথ্য না দেয়া।
২) উপস্থাপনা সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়া
৩) স্বরের স্কেল ঠিক রাখা।
৪) উত্তেজনা, উচ্চস্বর পরিহার
৫) পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা অবস্থা অনুকূলে রাখা, ঠিক রাখা।
৬) অত্যন্ত সচেতন থাকা যাতে কোন দৃষ্টিকটু ও বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি না হয়।
৭) সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলা, বিশৃঙ্খলতা পরিহার।
৮) আঞ্চলিকতা পরিহার
৯) জিহ্বা বা মুখের জড়তা কাঠামো
১০) কাগজ দেখে কথা না বলা
১১) চোখের ব্যবহার
১২) কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের মুড পরিবর্তন করা
১৩) ডায়াস এর সঠিক ব্যবহার
১৪) সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা।

বক্তৃতা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে যারা বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের বক্তৃতা শুনেই মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে, জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের মন-মননে নাড়া দিয়ে তাদের জাগিয়ে তুলতে হয়। আর সাধারণ মানুষ তাত্ত্বিক বই পড়ে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয় না তারা প্রচারকদের কথা শুনেই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্যক্তিত্বের বিকাশ, নিজের চিন্তাধারা সম্প্রসারণ, স্বীয় আদর্শ, চেতনা ও আবেগের সাথে অনেককে সম্পৃক্ত করে এক অর্থবহ সার্থক সফল জীবন গড়তে বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশ জাতি ও মানবতার বৃহৎ কল্যাণে আত্মনিয়োগ, সুন্দর এক কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নময় সমাজ বিনির্মাণ করার লক্ষ্যেই নিজেকে সুবক্তা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা দরকার। আর এজন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবার এখনই সর্বোত্তম সময়।

www.nagorikpathagar.org

বক্তার বাইবেল

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একজন মানুষের বক্তব্য রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বক্তা সাধারণ কিছু ভুল করে বসতে পারেন। এক্ষেত্রে একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। নিচের আলোচনায় সেই দিকগুলোর প্রতি আমরা দৃষ্টি দেবার চেষ্টা করব :

* যে কোনো বক্তব্যে সাবলীলতা শ্রোতার আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় বক্তা পূর্বনির্ধারিত বিষয়ে মুখস্থ জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারেন। মুখস্থ জ্ঞান প্রকাশের মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই সত্য তবে অনেকসময় তা শ্রোতার বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে। এদিকটি বিবেচনায় রেখে বক্তাকে যতদূর সম্ভব মুখস্থের ভঙ্গিমা পরিহার করতে হবে। এক্ষেত্রে নির্ধারিত বক্তব্যের সময় Script নির্মাণ করে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অনুশীলন করে একজন বক্তা তার ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করে দুর্বলতাগুলো পরিহার করে বক্তব্যকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।

* বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে "শুভ সূচনা" একজন তার্কিকের অনেক বড় যোগ্যতা। প্রথম পর্যায়েই শ্রোতাকে বক্তব্যের প্রতি আকর্ষণ করাতে হবে। যাতে করে শ্রোতাগণ তার চিন্তার স্বপক্ষে যোগ দিতে পারেন।

* যেহেতু প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব তার্কিকের একটি অন্যতম দক্ষতা তাই এর প্রকাশ তার্কিকের অবস্থানকে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করায়। তবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বাহাদুরি প্রকাশ করতে গিয়ে লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি হিতে বিপরীত হতে পারে।

* বক্তব্যের বিষয়ের ভিত্তিতে দলীয় অবস্থান (Stand) প্রথমেই পরিষ্কার হওয়া জরুরি।

www.nagorikpathagar.org

* যেহেতু বিতর্কের পক্ষ বিপক্ষ লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় তাই সঙ্গত কারণে পক্ষে বলছি বা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণে বিপক্ষে বলছি বা এ ধরনের আত্মঘাতী বক্তব্য উপস্থাপন শুরুতেই পরিহার করা উচিত।

* যেহেতু বিতর্ক একটি পারফর্মিং আর্ট তাই শ্রোতাদের কথা বিবেচনা করে একজন তার্কিকের শারীরিক ভাষা-ভঙ্গি (Body Language) তার বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। তবে অতিশয় নাটুকেপনা অনেক সময় হিতে বিপরীত হতে পারে।

* মাইক্রোফোনের সজীবতা পরীক্ষা করতে হাতের আঙুল দিয়ে টোকা দেয়াটি শোভন। "ফুঁ" দিয়ে বিরক্তিকর শব্দ শ্রোতাদের বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে তুলতে পারে। একটি সুসভ্য উপস্থিতির কথা চিন্তা করেই এ ধরনের ত্রুটি পরিহারের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে হবে।

* যেহেতু বিতর্ককে আমরা একটি পারফর্মিং আর্ট বলে নির্দেশ করছি সুতরাং দৃষ্টিনন্দন পোশাক পরিধান করা অধিক উচিত। সেক্ষেত্রে আধুনিক পোশাক-পরিধান করা অধিক শ্রেয়। এক্ষেত্রে আধুনিক কর্পোরেট ড্রেসআপের অনুসরণ করা যেতে পারে।

* Script নির্মাণের ক্ষেত্রে ৬" বাই ৬" কাগজের প্রস্থ শোভনীয়। অনেকক্ষেত্রে লম্বা কাগজ নিয়ে বিতর্কের মঞ্চে দাঁড়ালে প্রথম অবস্থাতেই তার্কিকের ব্যাপারে একটি নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে।

* শব্দের ইষ্টকে নির্মিত হয় বক্তৃতার সৌধ। সঠিক শব্দ চয়ন এবং বাক্য বিন্যাস বক্তব্যকে যেমন সাবলীল করে তেমনি শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রাখা একজন ভালো তার্কিকের জন্য আবশ্যক।

* ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বাংলা মাধ্যমের বিতর্কে শ্রবণকটু। সুতরাং যতটা সম্ভব তা পরিহারের দিকে নজর রাখতে হবে।

* কোনো অবস্থাতেই বিপক্ষ দলকে বন্ধু বা এ জাতীয় কোনো শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা যাবে না। সেই সঙ্গে আমাদের সাথে সুর মিলিয়ে, তাল মিলিয়ে এ জাতীয় শব্দগুলো ব্যবহার না করা ভালো।

* সব ভালো যার শেষ ভালো তার। বিতর্কের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সমানভাবে প্রযোজ্য। একটি চমৎকার উপসংহার টানতে পারা একজন তার্কিকের জন্য অত্যন্ত বেশি মাত্রায় জরুরি। অনেক সময় একটি নিম্নমানের সমাপনী তার্কিকের সমস্ত পরিশ্রমকে এক লহমায় ভেস্তে দিতে পার। সমাপ্তির সময় তড়িঘড়ি করা অনুচিত। চূড়ান্ত সংকেত বাজার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ করতে হবে। অহেতুক দীর্ঘায়িত করে কোনো অবস্থাতেই শ্রোতার এবং বিচারকের বিরক্তি উদ্রেক করা যাবে না।

* বিতার্কিকের সর্বশেষ মন্ত্র হলো "Stay hungry stay foolish"।

* বিতার্কিকের বক্তব্যে দুর্বোধ্যতা এবং জটিলতা পরিহার করা।

* বক্তব্য এমনভাবে বিনির্মাণ করতে হবে যাতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো

www.nagorikpathagar.org

যায়।

* বিতর্ক একটি ভদ্রস্থ প্রতিযোগিতা তাই প্রতিটি পর্বে ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক প্রকাশ একান্তভাবে কাম্য। ফলাফল ঘোষণার পরে বিজয়ী এবং বিজিত অংশগ্রহণকারীদের করমর্দন বিতর্ক-শিল্পের সুষমার একটি অন্যতম নিদর্শন। এ বিষয়টি মাথায় রেখে ফলাফলের মাত্রাটিকে বিবেচনা না করে হাস্যোজ্জ্বল মুখে প্রতিপক্ষের সাথে ইতি টানা অনেক বড় বিজয়। কোনো অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম মূলত বিতর্ক শিল্পের প্রতি এক ধরনের অবজ্ঞা।

* একই তালে ওয়াজ-মাহফিলে পাড়া-মহল্লায় অনেক সময় বক্তাদেরকে দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। তার পরেও শ্রোতাগণ তা শ্রবণ করে মোটেই বিরক্ত বোধ করেন না। এর প্রধান কারণ খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে কণ্ঠস্বরের সুকৌশলে উঠা-নামার বিষয়টি প্রয়োগ করেই তারা শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখেন। বিতর্ক উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও শ্রোতাকে সুকৌশলে কণ্ঠস্বরের ব্যবহার করতে হবে। যাতে করে শ্রোতাবৃন্দ একঘেয়েমি বোধ না করেন।

* দীর্ঘ কোটেশন ব্যবহার বিতর্কের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করে এবং মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে শ্রোতার ভাবনাকে ভিন্ন মাত্রায় প্রবাহিত করতে পারে। যা কখনোই একজন বক্তার কাম্য হতে পারে না।

* Stand নির্ধারণের ক্ষেত্রে শক্তিশালী এবং আকর্ষণীয়, সেই সাথে ব্যতিক্রমধর্মী উপমার সন্নিবেশ ঘটলে তা অনেক বেশি মাত্রায় শ্রোতাকে আকর্ষণ করতে পারে।

* ক্ষুদিরামের বিশ্বস্ত অনুচর বগুড়া জেলার অদূরে বিহার নামক স্থানের তরুণ প্রফুল্ল চাকী একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে বোমা হামলা করে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। সারারাত পরিশ্রান্ত হয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে একসময় তিনি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত বোধ করেন। ক্ষুধা নিবারণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এক দোকানির কাছে মুড়ি প্রার্থনা করেন। 'মুড়ি' এ শব্দটি উচ্চারণে দোকানি তাকে বাঙালি বলে শনাক্ত করতে পারেন এবং চাকী ধরা পড়ে যান। তাকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। একটি ভাষানির্ভর বিতর্কে এই সত্য কথনটি একটি চমৎকার সূচনা হতে পারে। অথবা উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে একটি মার্কিন রণতরী ভারতবর্ষের দিকে অবস্থান। মহাসাগরের মধ্যস্থ একটি দ্বীপে আরেকটি মার্কিন সামরিক ক্যাম্পের অবস্থান। প্রথা অনুযায়ী স্বদেশীয় কোনো যুদ্ধ বহর দ্বীপের নিকটবর্তী হওয়া মাত্র তিনবার কামান দাগিয়ে তাদের সংবর্ধনা জানানোর কথা। কিন্তু উক্ত রণতরী যখন দ্বীপের সন্নিকটবর্তী হয় তখন একবারও কামান দাগল না। নৌবহরের ক্যাপ্টেন যখন দ্বীপের কর্মকর্তাকে-এর কারণ দর্শালেন তখন তিনি জানালেন যে সবগুলো বোমা ভেজা ছিল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন দ্বীপে কয়টি বোমা ছিল? দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জবাব দিলেন, যেহেতু সবগুলো বোমা ভেজা ছিল এবং একটি বোমাও ফাটার উপযুক্ত ছিল না সুতরাং কয়টি বোমা ছিল এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক।

www.nagorikpathagar.org

মার্টিন লুথার কিং

৫০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথার কিং এক অসামান্য ভাষণ দিয়েছিলেন ওয়াশিংটনে আড়াই লক্ষ আমেরিকানের এক সমাবেশে।

'আই হ্যাভ এ ড্রিম' নামে লিংকন মেমোরিয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়া সেই বিখ্যাত ভাষণ বিশ্বের সর্বকালের সেরা বাগ্মিতার দৃষ্টান্তগুলোর অন্যতম হয়ে আছে। সেই সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন দশ জন, তার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন জন লুইস যিনি মার্টিন লুথার কিং-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সেদিন ১৯৬৩ সালের ২৩ শে আগস্ট। আলাবামা রাজ্যের যিনি নাগরিক অধিকার আন্দোলনকারী জন লুইস সেদিন ওয়াশিংটন শহরের কেন্দ্রস্থলে, এক বিশাল মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন।

"আমরা ক্যাপিটল হিলে পৌঁছলাম, এগিয়ে গেলাম কনস্টিটিউশন এভিনিউ ধরে। সেখান থেকে ইউনিয়ন স্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, লক্ষ মানুষ হেঁটে চলেছে। সেই মিছিলে আমাদের নেতৃত্ব দেবার কথা। কিন্তু দেখলাম, মানুষ তার আগেই মিছিল শুরু করে দিয়েছে। আমার মনে হলো আসলে মানুষই এগিয়ে চলেছে, আমাদেরকেই তাদের সাথে যোগ দিতে হবে। আক্ষরিক অর্থেই এটা ছিল এক জনসমুদ্র এবং তারা যেন লিংকন মেমোরিয়ালের দিকে আমাদেরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল।"

সেদিন সাদা-কালো সকল ধর্মবর্ণের আমেরিকানই দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে এসে ওয়াশিংটনে সমবেত হয়েছিল, তাদের দাবি ছিল বর্ণবৈষম্যের অবসান। জন লুইসের বয়স তখন মাত্র ২৩। তিনিও ছিলেন ওই সমাবেশের একজন বক্তা।

www.nagorikpathagar.org

জন লুইসের নিজের শৈশবও কেটেছে বর্ণবৈষম্যের মধ্যে। আলাবামায় বড় হয়ে ওঠা জন লুইসের এখনো মনে আছে একবার এক লাইব্রেরি থেকে তিনি বই ধার নিতে পারেন নি- কারণ শ্বেতাঙ্গ লাইব্রেরিয়ান বলেছিলেন, কালো চামড়ার লোকদের বই দেয়া যাবে না। তিনি পরে ছাত্রদের অহিংস আন্দোলনের সমন্বয়কারী হয়েছিলেন। এটি ছিল একটি নাগরিক অধিকার সংগঠন যাদের কাজ ছিল তরুণদের শেখানো কিভাবে অহিংস আন্দোলন করতে হয়।

"আমি জানতাম, যাদের সাথে আমি কাজ করছি তাদের সবার পক্ষ থেকে আমাকে কথা বলতে হবে। কথা বলতে হবে যারা মার খেয়েছে, গ্রেফতার হয়েছে, জেল খেটেছে, যারা নিজের মুখে নিজেদের কথা বলতে পারে নি, যারা এই সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে- তাদের হয়ে।

জন লুইস তার বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি যে সিভিল রাইটস বিল প্রস্তাব করেছিলেন তার সমালোচনা করলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের প্রতি আহ্বান জানালেন আরো সাহসী হতে।

"আমাকে পরিচয় দেয়া হয়েছিল একজন তরুণ নেতা হিসেবে। লোকে যে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে বলছে, ধৈর্য দেখাতে বলছে আমি তার বিরুদ্ধে বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমরা ধৈর্য হারিয়েছি, আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই এবং তা চাই এক্ষুনি। জনতা উল্লাস প্রকাশ করলো, শুধু তরুণরাই নয়, বয়স্করাও, সাদা, কালো - সবাই।"

ওয়াশিংটনের দিকে ওই পদযাত্রার আগে ঘন ঘন সহিংস ঘটনা ঘটছিল। আলাবামায় বিক্ষোভরত স্কুলছাত্রদের ওপর পুলিশ কুকুর আর লাঠি নিয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। একটি বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবার সময় আলাবামার পুলিশের পিটুনিতে জন লুইসের মাথা ফেটে গিয়েছিল। সেই দাগ এখনো তার মাথায় রয়ে গেছে। কিন্তু তিনি কখনো পাল্টা আক্রমণ করেননি।

মার খেতে খেতে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি চলে গিয়েও কিভাবে তিনি পাল্টা আঘাত না করে থাকতে পেরেছিলেন? জন লুইস বলছিলেন, "ড. কিং মাঝে মাঝে বলতেন, মানসিকভাবে মৃত্যুর চাইতে শারীরিকভাবে মরে যাওয়াটা অনেক ভালো।"

মার্টিন লুথার কিং ছিলেন একজন ব্যাপ্টিস্ট ধর্মযাজক, নাগরিক অধিকার আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই পরিবর্তন আসতে পারে। ড. কিং সেদিনের তরুণ জন লুইসকে তার নিজের কাছাকাছি রেখেছিলেন, তার ধৈর্যহীনতাকে নমনীয় করেছিলেন।

সেদিন ওয়াশিংটনে তার ভাষণে মার্টিন লুথার কিং প্রায় ঐশী বাণীর মতো ভাষায় বর্ণনা করেছিলেন তার কল্পনার আমেরিকাকে। বলেছিলেন, কিভাবে বর্ণবৈষম্য গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, শুধু কালো আমেরিকানদের জীবনকে নয়। তারপর তিনি তুলে ধরেছিলেন ভবিষ্যতের আমেরিকা নিয়ে তার আশাবাদকে, যেখানে সব

www.nagorikpathagar.org

আমেরিকান হবে সমান সত্যিকারের স্বপ্নের আমেরিকা।
'আই হ্যাভ এ ড্রিম' নামে খ্যাত হওয়া মার্টিন লুথার কিং-এর ওই ভাষণ সারা আমেরিকা জুড়ে টেলিভিশনে প্রচার হয়েছিল। তাৎক্ষণিকভাবেই এটা স্বীকৃতি পেয়েছিল এক ঐতিহাসিক ভাষণ হিসেবে।
" প্রেসিডেন্ট কেনেডি আমাদের সবাইকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রথম দিকে প্রেসিডেন্ট কেনেডি ওয়াশিংটনে এরকম একটি সমাবেশ করার বিরোধী ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর ফলে সহিংসতা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে। সমাবেশ শেষ হবার পর, তিনি ওভাল অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের সবাইকে স্বাগত জানালেন। সবার সাথে হাত মেলালেন। বার বার বলছিলেন, তোমরা ভালো কাজ করেছো। যখন তিনি ড. কিং-এর সামনে এলেন, তিনি বললেন, আপনিই স্বপ্ন দেখেছেন।"

পরের পাঁচটি বছর ধরে মার্টির লুথার কিং তার অহিংস নীতিতে অবিচল ছিলেন। ১৯৬৮ সালে তিনি নিজেই নিহত হলেন, মাত্র ৩৯ বছর বয়েসে।
জন লুইসের কাছে ড. কিং শুধু একজন স্বপ্নদ্রষ্টাই ছিলেন না, ছিলেন একজন বন্ধুও। "ড. কিং-এর রসবোধ ছিল দারুণ। গল্প বলতেন, নিজের রসিকতায় নিজেও খুব হাসতেন, অন্যদেরও হাসাতেন। আমি একেক সময় ভাবি, তিনি না থাকলে আমি কি হতাম, কি করতাম। আমি প্রতিদিনই তার কথা ভাবি। তিনি ছিলেন আমার একজন বন্ধু, আমার হিরো, আমার অনুপ্রেরণা, আমার নেতা, আমার বড় ভাই।"

জন লুইসের বয়স এখন ৭০-এর কোঠায়। তিনি এখন একজন সিনিয়র কংগ্রেস সদস্য। ওয়াশিংটনের সেই সমাবেশে যারা বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই জীবিত আছেন। আমেরিকান রাজনীতির সব মহলের লোকেদের কাছেই তিনি একজন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি বলছিলেন, আজকের আমেরিকায় মার্টিন লুথার কিং-এর বিখ্যাত উক্তিগুলোর অনুরণন এখনো হচ্ছে।

"তিনি যা বলেছিলেন, যা করেছিলেন, তার জন্য আমি তৃপ্ত। কারণ তার সেই ভাষণ ছিল এমন কিছু, যা সকল আমেরিকানই তার নিজের করে নিয়েছে। সারা আমেরিকা জুড়ে আপনি দেখবেন, তরুণরা বা ছোট্ট শিশুরাও বলে, 'আমার একটি স্বপ্ন আছে।'

www.nagorikpathagar.org

কিংবদন্তি উপস্থাপক অপরাহ্ উইনফ্রে

উপস্থাপনা জগতের কিংবদন্তি, বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শক্তিধর নারী এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপস্থাপিকা অপরাহ উইনফ্রে অপরাহ নামেই সমধিক পরিচিত। আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত টক শো' দ্য অপরাহ্ উইনফ্রে শো' তাকে একাধিক এমি অ্যাওয়ার্ড এনে দিয়েছে। এই শো' টেলিভিশনের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি প্রচারিত বলে গণ্য। নিজে ম্যাগাজিন প্রকাশের পাশাপাশি তিনি একজন শক্তিমান সাহিত্য সমালোচক এবং অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড মনোনীত অভিনেত্রী। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ধনী আফ্রিকান আমেরিকান এবং সর্বকালের সেরা আফ্রিকান আমেরিকান মানবহিতৈষী তিনি। পরপর তিন বছর তিনি বিশ্বের অনন্য কালো কোটিপতি হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। কারো কারো মতে তিনি বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলা। ২০০৮ সালের জুনে প্রকাশিত ফোর্বস ম্যাগাজিন ২০০৮ সালের ১০০ জনপ্রিয় প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় পর পর দ্বিতীয়বারের মতো সর্বোচ্চ স্থান দখল করেন। এ নিয়ে তিনি পাঁচবার ফোর্বস্ কর্তৃক বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মহিলা নির্বাচিত হলেন।

অপরাহ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের রাজ্য মিসিসিপির নিভৃত পল্লীতে এক অবিবাহিত মায়ের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে বেড়ে উঠেছেন আরও উত্তরের শহর মিলওয়াকিতে। তিনি নয় বছর বয়সে ধর্ষিত হন এবং চৌদ্দ বছর বয়সে এক পুত্রসন্তান জন্ম দেন। তবে শিশুটি জন্মের কিছুদিন পর মারা যায়। তার বাবার কাছে থাকাকালীন অপরাহ হাইস্কুলে পড়ার ফাঁকে টেনিসির একটি স্থানীয় রেডিওতে চাকরি পেয়ে যান। তখন তার বাবা টেনিসি রাজ্যে নরসুন্দর হিসেবে কাজ করতেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে সেখানে অপরাহ্ তার রেডিও পেশা শুরু করেন স্থানীয় সান্ধ্যকালীন খবর উপস্থাপনার মাধ্যমে। পরে অবশ্য তাকে উপস্থিত বক্তব্যে পারদর্শিতা দেখে দিবাকালীন টক শো' উপস্থাপনা করতে দেয়া হয়। শিকাগোর একটি স্থানীয় রেডিওর তৃতীয় সারির একটি টক শো' যখন অপরাহর হাত ধরে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিল তখনই অপরাহ নিজের প্রডাকশন কোম্পানি খুললেন এবং আন্তর্জাতিক প্রচারে চুক্তিবদ্ধ হলেন।

www.nagorikpathagar.org

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান!
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায় -
বাহিরেতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার
কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন!
ভাঙ রে হৃদয়, ভাঙে বাঁধন,
সাধ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর?
আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,

www.nagorikpathagar.org

রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে প্রাণ হয়ে আছে ভোর।।
কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ -
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর -
ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা, আঘাতে আঘাত কর
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর
আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি।

www.nagorikpathagar.org

ওরে নবীণ ওরে আমার কাঁচা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।
খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায়;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।
আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।
বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ,
দেখে না যে বান ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।
তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

www.nagorikpathagar.org

শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্? রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।
আন রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমুক্ত, আয় রে আমার কাঁচা।
চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করেছি ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

www.nagorikpathagar.org

গুরুত্বপূর্ণ উক্তিসমূহ

১. সুন্দর করে কথা বলা একটা আর্ট (কৌশল)। এই আর্ট আয়ত্তে থাকলে সহজে মানুষকে আপন করা যায় - হেনরীভন ডাইক।
২. "মাত্র দুটি পন্থায় সফল হওয়া যায়! একটি হচ্ছে সঠিক লক্ষ্য নির্ধারণ করা, ঠিক যা তুমি করতে চাও। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া।"- মারিও কুওমো।
৩. "ঝগড়া চরমে পৌঁছার আগেই ক্ষান্ত হও।"-হযরত সোলায়মান (আ)।
৪. "অনুকরণ নয়, অনুসরণ নয়, নিজেকে খুঁজুন, নিজেকে জানুন, নিজের পথে চলুন।"
- ডেল কার্নেগি।
৫. "হ্যাঁ এবং না কথা দুটো সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে ছোট। কিন্তু এ কথা দুটো বলতেই সবচেয়ে বেশি ভাবতে হয়।"-পিথাগোরাস।
৬. "একজন আহত ব্যক্তি তার যন্ত্রণা যত সহজে ভুলে যায়, একজন অপমানিত ব্যক্তি তত সহজে অপমান ভোলে না।"-জর্জ লিললো।
৭. "দুর্ভাগ্যবান তারাই যাদের প্রকৃত বন্ধু নেই।"-অ্যারিস্টটল।
৮. "বিশ্বাস জীবনকে গতিময়তা দান করে, আর অবিশ্বাস জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।"
- মিল্টন।
৯. "আল্লাহর ভয় মানুষকে সকল ভয় হতে মুক্তি দেয়।"-ইবনে সিনা।
১০. "স্বপ্নপূরণই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাই বলে, স্বপ্নকে ত্যাগ করে নয়, তাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। স্বপ্ন ছাড়া জীবন অর্থহীন।" -ব্রায়ান ডাইসন।
১১. "এই পৃথিবী কখনো খারাপ মানুষের খারাপ কর্মের জন্য ধ্বংস হবে না। যারা

www.nagorikpathagar.org

খারাপ মানুষের খারাপ কর্ম দেখেও কিছু করে না তাদের জন্যই পৃথিবী ধ্বংস হবে।"-আইনস্টাইন।

১২. "নতুন দিনই নতুন চাহিদা ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।" -জন লিভেগেট।

১৩. "যেখানে পরিশ্রম নেই সেখানে সাফল্যও নেই।" -উইলিয়াম ল্যাংলয়েড।

১৪. "সত্য একবার বলতে হয়; সত্য বারবার বললে মিথ্যার মতো শোনায়। মিথ্যা বারবার বলতে হয়; মিথ্যা বারবার বললে সত্য বলে মনে হয়।" -হুমায়ূন আজাদ।

১৫. "যে নিজেকে অক্ষম ভাবে, তাকে কেউ সাহায্য করতে পারে না।" -জন এন্ডারসন।

১৬. "চিন্তা কর বেশি, বল অল্প এবং লেখ তার চেয়েও কম।" -জন রে।

১৭. "সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে নিজেকে চেনা এবং সবচেয়ে সহজ কাজ হচ্ছে অন্যদেরকে উপদেশ দেয়া" থেলিস।

১৮. "যে নিজেকে দমন করতে পারে না সে নিজের জন্যও বিপজ্জনক এবং অন্য সবার জন্যও" -থেলিস।

১৯. "সফলতা সুখের চাবিকাঠি নয় বরং সুখ হল সফলতার চাবিকাঠি। আপনার কাজকে যদি আপনি মনে প্রাণে ভালবাসতে পারেন অর্থাৎ যদি আপনি নিজের কাজ নিয়ে সুখী হন তবে আপনি অবশ্যই সফল হবেন" -Albert Schweitzer.

২০. "আমি বলব না আমি ১০০০ বার হেরেছি, আমি বলবো যে আমি হারার ১০০০টি কারণ বের করেছি" -টমাস আলভা এডিসন।

২১. "যে বিজ্ঞানকে অল্প জানবে সে নাস্তিক হবে, আর যে ভালো ভাবে বিজ্ঞানকে জানবে সে অবশ্যই ঈশ্বরে বিশ্বাসী হবে" -ফ্রান্সিস বেকন।

২২. "সত্যকে ভালোবাস কিন্তু ভুলকে ক্ষমা কর" -ভলতেয়ার।

২৩. " আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নে আস্থা ছিল। আর আমি কাজটা ভালোবাসতাম। ফেসবুক বিফল হলেও আমার ভালোবাসাটা থাকত। জীবনে একটা স্বপ্ন থাকতে হয়, সেই স্বপ্নকে ভালোও বাসতে হয়।" -মার্ক জুকারবার্গ।

২৪. " যে পরিশ্রমী সে অন্যের সহানুভূতির প্রত্যাশী নয়।" -এডমন্ড বার্ক।

২৫. " পৃথিবীতে সবাই জিনিয়াস; কিন্তু আপনি যদি ১টি মাছকে তার গাছ বেয়ে উঠার সামর্থ্যের উপর বিচার করেন তাহলে সে সারা জীবন নিজেকে শুধু অপদার্থই ভেবে যাবে।" -আইনস্টাইন।

২৬. " আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে পারি কিন্তু আমি চেষ্টা না করাকে মেনে নিতে পারিনা।" -মাইকেল জর্ডান।

২৭. " প্রত্যেককে বিশ্বাস করা বিপজ্জনক; কিন্তু কাউকে বিশ্বাস না করা আরো বেশি বিপজ্জনক।" -আব্রাহাম লিংকন।

২৮. " যারা আমাকে সাহায্য করতে মানা করে দিয়েছিল আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ তাদের 'না' এর জন্যই আজ আমি নিজের কাজ নিজে করতে শিখেছি? ' -আইনস্টাইন।

www.nagorikpathagar.org

২৯. " যারা বলে অসম্ভব, অসম্ভব তাদের দুয়ারেই বেশি হানা দেয়। " -জন সার্কল।

৩০. " আমরা ভাবি দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। পাস করা আর শিক্ষিত হওয়া এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। " -প্রমথ চৌধুরী।

৩১. " তোমার বন্ধু হচ্ছে সে, যে তোমার সব খারাপ দিক জানে; তবুও তোমাকে পছন্দ করে।" -অ্যালবার্ট হুবার্ড।

৩২. " স্কুলে যা শেখানো হয়, তার সবটুকুই ভুলে যাবার পর যা থাকে; তাই হলো শিক্ষা"

-অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

৩৩. " আমি আপনাকে কখনও ভালোবাসতে না বলে যুদ্ধ করতে বলি। কারণ যুদ্ধে হয় আপনি বাঁচবেন না হয় মরবেন। কিন্তু ভালোবাসাতে না পারবেন বাঁচতে; না মরতে। "

-এডলফ হিটলার।

৩৪. " যারা কাপুরুষ তারাই ভাগ্যের দিকে চেয়ে থাকে, পুরুষ চায় নিজের শক্তির দিকে। তোমার বাহু, তোমার মাথা তোমাকে টেনে তুলবে, তোমার কপাল নয়।"

-ডাঃ লুৎফর রহমান।

৩৫. " বাঙালি সমালোচনা সহ্য করে না; নিজেকে কখনো সংশোধন করেনা। নিজের দোষত্রুটি সংশোধন না করে সেগুলোকে বাড়ানোকেই বাঙালি মনে করে সমালোচনার যথাযথ উত্তর।" -হুমায়ুন আজাদ।

৩৬. " কাল আমার পরীক্ষা। কিন্তু এটা আমার কাছে বিশেষ কোন ব্যাপারই না, কারণ শুধুমাত্র পরীক্ষার খাতার কয়েকটা পাতাই আমার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে না।"

- টমাস আলভা এডিসন।

৩৭. " সবাই অনেকদিন বাঁচতে চায়, কিন্তু কেউই বুড়ো হতে চায় না।"-জোনাথন সুইফট।

৩৮. " ছেলেদের মধ্যে বন্ধুত্ব নষ্টের অন্যতম দুইটি কারণ- টাকা এবং মেয়ে। সব সময় এই দুইটি জিনিস বন্ধুত্ব থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করুন।"

৩৯. " পৃথিবী জুড়ে প্রতিটি নরনারী এখন মনে করে তাদের জীবন ব্যর্থ, কেননা তারা অভিনেতা বা অভিনেত্রী হতে পারেনি।" - হুমায়ুন আজাদ।

৪০. " তুমি যখন প্রেমে পড়বে তখন আর তোমার ঘুমাতে ইচ্ছে করবে না; কারণ তখন তোমার বাস্তব জীবন স্বপ্নের চেয়ে আনন্দময় হবে? -Dr. Seuss.

৪১. " একবার পরীক্ষায় কয়েকটা বিষয়ে আমি ফেল করেছিলাম কিন্তু আমার বন্ধু সব বিষয়েই পাস করে। এখন সে মাইক্রোসফটের একজন ইঞ্জিনিয়ার আর আমি মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা।" -বিল গেটস।

www.nagorikpathagar.org

৪২. " টাকার বিনিময়ে শিক্ষা অর্জনের চেয়ে অশিক্ষিত থাকা ভাল।" -সক্রেটিস।
৪৩. " জন্মদিনের উৎসব পালন করাটা বোকামি। জীবন থেকে একটা বছর ঝরে গেল, সে জন্যে অনুতাপ করাই উচিত।" -নরম্যান বি.হল।
৪৪. " সে ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিজে তৃপ্তি সহকারে আহার করে, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।" -আল হাদিস।
৪৫. " আপনি যদি গরিব হয়ে জন্ম নেন তাহলে এটা আপনার দোষ নয়, কিন্তু যদি গরিব থেকেই মারা যান তবে সেটা আপনার দোষ।" -বিল গেটস।
৪৬. " সুন্দর একটা মানুষ না খুঁজে, সুন্দর একটা মন খুঁজো, তাহলে ভালোবাসার সফলতা আসবে।"
৪৭. " যে যে বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে সে সেই বিষয়ে শিক্ষিত, কাজেই সবাই শিক্ষিত।"
-নেপোলিয়ান।
৪৮. " আমি চলে গেলে যদি কেউ না কাঁদে তবে আমার অস্তিত্বের কোন মূল্য নেই?"
-সুইফট।
৪৯. " বন্ধুর সাথে এমন ব্যবহার কর যেন বিচারকের শরণাপন্ন হতে না হয়।" -প্লেটো।
৫০. " অসৎ ব্যক্তি সৎ ব্যক্তির কাজের মধ্যে কোন মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না।"
-জন বেকার।
৫১. " সব দুঃখের মূল এই দুনিয়ার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণ।"
-হযরত আলী (রা)।
৫২. " আগুন দিয়ে যেমন লোহা চেনা যায় তেমনি মেধা দিয়ে মানুষ চেনা যায় না।"
-জন এ শেড।
৫৩. " সময় বেশি লাগলেও ধৈর্যসহকারে কাজ কর, তাহলেই প্রতিষ্ঠা পাবে।"
-ডব্লিউ এস ল্যান্ডের।
৫৪. " একজন অলস মানুষ স্বভাবতই খারাপ মানুষ। "-এস টি কোলরিজ।
৫৫. " সাহস নিয়ে বেঁচে থাকো না হয় মরে যাও। " -মেরিডিথ।
৫৬. " সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লে আবার উঠে কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে নিপাত হয়।" -হযরত সোলায়মান (আ)।
৫৭. " যদি তুমি কখনো অপমানিত বোধ কর তবে অপরকে সেটা বুঝতে দেবে না। "-জন বেকার।
৫৮. " যে মন খুলে হাসতে পারে না, সেই পৃথিবীতে সবচেয়ে অসুখী। "-জন লিলি।
৫৯. " পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে কুঁড়েঘরে থাকাও ভালো, অতৃপ্তি নিয়ে বিরাট অট্টালিকায়

www.nagorikpathagar.org

থাকার কোন সার্থকতা নেই।" -উলিয়ামস হেডস।

৬০. " সেই সত্যিকারের মানুষ যে অন্যের দোষক্রটি নিজেকে দিয়ে বিবেচনা করতে পারে।"-লর্ড হ্যলি ফক্স।

৬১. " সবার সাথে যে তাল মিলিয়ে কথা বলে সে ব্যক্তিত্বহীন।" -মার্ক টোয়েন।

৬২. " পুরুষের লক্ষ্য রাখা উচিত যত দিন বেশি তারা অবিবাহিত জীবনযাত্রা করতে পারে।"-জর্জ বার্নাডস।

৬৩. " যে সহজ সরল জীবনযাপন করে সুখ তার জন্য অত্যন্ত সুলভ্য।" - আলেকজান্ডার।

৬৪. " ভাগ্য বলে কিছুই নেই, প্রত্যেকের চেষ্টা ও যত্নের উপর তা গড়ে উঠে।" - স্কট।

৬৫. "একজন দরিদ্র লোক যত বেশি নিশ্চিত, একজন রাজা তত বেশি উদ্বিগ্ন- জন মেরিটন।

৬৬. "যে ব্যক্তি সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয় সে হয় ফেরেস্তা, নয় পশু।" -অ্যারিস্টটল।

৬৭. "যে যত বেশি ভ্রমণ করবে তার জ্ঞান তত বেশি বৃদ্ধি পাবে" - টমাস হুড।

৬৮. "বুদ্ধিমান লোক জরুরি কাজেই তার জীবন ব্যয় করে।" - প্লেটো।

৬৯. "বিশ্বাস হচ্ছে ভালোবাসার শক্তি" - লিও টলস্টয়।

৭০. "উপার্জনের চেয়ে বিতরণের মাঝেই বেশি সুখ নিহিত।" - স্টিনা।

৭১. "বিপদের সময়ে যে হাত বাড়িয়ে দেয় সেই সত্যিকারের বন্ধু।" - উইলিয়াম শেকসপিয়র।

৭২. "আমাকে একটি শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে শিক্ষিত জাতি দেব।"- নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

৭৩. "পাপকে ঘৃণা কর পাপীকে নয়, ভিতুকে সাহস দাও, আর জ্ঞানীর সঙ্গে কাজ কর।" - হুইটম্যান।

৭৪. "শিয়ালের মত একশত বছর জীবন ধারণের চেয়ে সিংহের মত একদিন বাঁচাও ভাল।" - সক্রেটিস।

৭৫. "দুঃখ কখনও একা আসে যখন আসে তখন তার দলবল নিয়ে-ই আসে।" - উইলিয়াম শেকসপিয়র।

৭৬. "প্রত্যেক মহৎ কাজের সূচনাতেই অসম্ভব এসে পথ রোধ করে।" - কারলাইন।

৭৭. "না বুঝে ও বুঝার ভান করার চেয়ে নিজে অজ্ঞতা প্রকাশ করা ভালো'।' - ফ্রান্সসিস ব্যাকন।

৭৮. "ভবিষ্যৎকে জানার জন্য আমাদেরকে অতীত জানা প্রয়োজন।" -জন ল্যাঙ্ক হন।

৭৯. "মিষ্টি মধুর কথায় যতটা আনন্দ পাওয়া যায়, অন্য কিছুতে ততটা আনন্দ পাওয়া যায় না।" - টমাস ফুলার।

www.nagorikpathagar.org

৮০. "বেশি কথা বলা, তা যতই মূল্যবান হউক নির্বুদ্ধিতার নিদর্শন।" - অ্যারিস্টটল।

৮১. "অতি দ্রুত বুঝতে চেষ্টা করো না, কারণ তাতে অনেক ভুল থেকে যায়।" - এডওয়ার্ড হল।

৮২. "একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আরেকজন ঘুমন্ত ব্যক্তি কে জাগ্রত করতে পারে না।"- শেখ সাদী।

৮৩. "বৃদ্ধদের প্রতি অবজ্ঞা পোষণ করো না, কারণ অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক।" - ডব্লিউ বি. র্যা স্তস।

৮৪. "নিজের বোকামি ঢাকতে অন্যের উপর দোষ চাপিও না।"- জর্জ ম্যাডোনাল্ড।

৮৫. "যৌবন কালে অর্ধেক খাও, আর অর্ধেক সঞ্চয় কর। যৌবনের সঞ্চয় বৃদ্ধ কালের অবলম্বন।" - সক্রেটিস্।

৮৬. "জ্ঞানীর হাত ধরা যায়, কিন্তু বোকার মুখ ধরা যায় না।" -জর্জ হার্বাটর।

৮৭. "একজন মহান ব্যক্তির মহত্ব বোঝা যায় ছোট ব্যক্তিদের সাথে তার ব্যবহার দেখে।" - কার্লাইন।

৮৮. "বড় হতে হলে সর্বাগ্রে সময়ের মূল্য দিতে হবে।" - চার্লস ডিকেন্স।

৮৯. "আমরা জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি না বলে আমাদের শিক্ষা পরিপূর্ণ হয় না।" - শিলার।

৯০. "অবসর জীবন এবং অলসতাময় জীবন দুটো পৃথক জিনিস।" - বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন।

৯১. "সম্পদ কোন দিনও সভ্যতা ও সম্মান আনতে পারে না।" - হেনরি ওয়ার্ড।

৯২. "অভাব অভিযোগ এমন একটি সমস্যা যা অন্যের কাছে না বলাই ভালো।" - পিথাগোরাস।

৯৩. "কাজকে ভালোবাসলে কাজের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়।" - আলফ্রেড মার্শাল।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কোটেশন

১. "প্রণমিয়া পাটনী কহিল জোড় হাতে
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" অন্নদামঙ্গল কাব্য (ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর)
২. 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর
৩. 'অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়' মুকুন্দরাম।
৪. 'রূপলাগি আঁখি জুড়ে মন ভোর প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।' - চন্ডিদাস।
৫. "সেই সুমধুর স্তব্ধ দুপুর, পাঠশালা পলায়ন
ভাবিলাম হায় আর কি কোথায় ফিরে পাব সে জীবন !" (দুই বিঘা) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬. 'মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম। তারা জানেও না যে, এই জন্যে মেয়েদের ভাগ্যে ঘরে ঘরে অপমানিত হওয়া এত সহজ। -মদনমোহন তর্কালঙ্কার
৭. 'সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন/হউক দূর অকল্যাণ সকল অশোভন।' -শেখ ফজলল করিম।
৮. 'কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর; মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।-শেখ ফজলল করিম
৯. 'যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি' -কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
১০. 'সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি।'- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১১. "আপনাদের সবার জন্য এই উদার আমন্ত্রণ ছবির মতো এই দেশে একবার বেড়িয়ে যান।" -আবু হেনা মোস্তাফা কামাল।

www.nagorikpathagar.org

১২. "নমো নমো নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি !
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি। -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩. 'আমার দেশের পথের ধুলা খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি' -সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৪. 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ দেখিতে চাই না আর' -জীবনানন্দ দাশ
১৫. "জন্মেছি মাগো তোমার কোলেতে মরি যেন এই দেশে।" - সুফিয়া কামাল
১৬. "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয় হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে।"-জীবনানন্দ দাশ।
১৭. 'হিমালয় থেকে সুন্দরবন, হঠাৎ বাংলাদেশ কেঁপে কেঁপে ওঠে পদ্মার উচ্ছ্বাসে," -সুকান্ত ভট্টাচার্য।
১৮. 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।' -অতুল প্রসাদ সেন।
১৯. "বহু দেশ দেখিয়াছি বহু নদ-নলে / কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?" মধুসূদন দত্ত।
২০. "হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি, পর ধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ" -মধুসূদন দত্ত।
২১. "তুমি যাবে ভাই? যাবে মোর সাথে/ আমাদের ছোট গাঁয় ?
গাছের ছায়ায় লতায় পাতায়/ উদাসী বনের বায়?" - জসীমউদ্‌দীন
২২. "এ দুর্ভাগা দেশ হতে হে মঙ্গলময় /দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়-/ লোক ভয়, রাজভয়, মৃত্যু ভয় আর/দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৩. "মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়" -রক্তাক্ত প্রান্তর, মুনির চৌধুরী
২৪. "অতিকায় হস্তি লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে" -বিলাসী (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)
২৫. "সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত"। -প্রমথ চৌধুরী
২৬. "শিক্ষার 'স্ট্যান্ডার্ড' মানে জ্ঞানের 'স্ট্যান্ডার্ড', মিডিয়ামের 'স্ট্যান্ডার্ড' নয়।" -আবুল মনসুর আহমদ
২৭. "বিদেশি ভাষা শিখিব মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়।" -আবুল মনসুর আহমদ
২৮. "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে" -জীবনানন্দ দাশ
২৯. "কুহেলী ভেদিয়া জড়তা টুটিয়া এসেছে বসন্তরাজ" -সৈয়দ এমদাদ আলী।
৩০. "ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।" -জসীমউদ্‌দীন।
৩১. "আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর, আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।" -জসীমউদ্‌দীন।
৩২. "ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো এ তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।" -

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩৩. "চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?" -কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

৩৪. "এই অসুন্দরের শ্রদ্ধা নিবেদনের শ্রাদ্ধ দিনে বন্ধু, তুমি যেন যেও না"।
-কাজী নজরুল ইসলাম

৩৫. "তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।" -কাজী নজরুল ইসলাম

৩৬. "প্রহরশেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩৭. 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' - সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৩৮. "আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।"
-রজনীকান্ত সেন

৩৯. "সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়"।
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪০. "মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।"
-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৪১. "সব পাখি ঘরে আসে সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন; থাকে শুধু অন্ধকার।"
-জীবনানন্দ দাশ।

৪২. "হে সূর্য! শীতের সূর্য! হিমশীতল সুদীর্ঘ রাত তোমার প্রতীক্ষায় আমরা থাকি।"
-সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৪৩. "হে মহা জীবন, আর এ কাব্য নয়, এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো।" -সুকান্ত ভট্টাচার্য।

৪৪. "আমি কিংবদন্তির কথা বলছি, আমি আমার পূর্ব পুরুষের কথা বলছি" -আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।

৪৫. "জন্মই আমার আজন্ম পাপ, মাতৃজরায়ু থেকে নেমেই জেনেছি আমি।"
-দাউদ হায়দার।

৪৬. "এ জগতে, হায়, সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৪৭. "এতই যদি দ্বিধা তবে জন্মেছিলে কেন?" -নির্মলেন্দু গুণ

৪৮. "অপদার্থ মানুষকে অনুকরণ করে নিজের মনুষ্যত্বকে হীন কর না, শুধু অর্থ ও সম্পদের সামনে তোমার মাথা যেন নত না হয়।" -মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

৪৯. "বাহিরের স্বাধীনতা গিয়াছে বলিয়া অন্তরের স্বাধীনতাকেও আমরা যেন বিসর্জন

www.nagorikpathagar.org

না দিই।" -কাজী নজরুল ইসলাম
৫০. "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে।" -রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।
৫১. "যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই। যে জয় করে ভোগ করা তাহাকেই সাজে।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫২. "এখন যৌবন যার মিছিলে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়, এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময়।"-হেলাল হাফিজ।
৫৩. "রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা।"
-কাজী নজরুল ইসলাম
৫৪. "বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৫. "অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি, জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।" -সুকান্ত ভট্টাচার্য।
৫৬. "যুদ্ধ মানে শত্রু শত্রু খেলা, যুদ্ধ মানেই আমার প্রতি তোমার অবহেলা।"- নির্মলেন্দু গুণ।
৫৭. "কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি।"-মাহবুব উল আলম চৌধুরী
৫৮. "জনতার সংগ্রাম চলবেই, আমাদের সংগ্রাম চলবেই।" হতমানে অপমানে নয়।" -সিকান্দার আবু জাফর।
৫৯. "হে স্বাধীনতা সকিনা বিবির কপাল ভাঙলো, সিথির সিদুঁর মুছে গেল হরিদাসীর।"
- শামসুর রাহমান।
৬০. "আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই, আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ননৃত্য দেখি।"
- রুদ্র মোঃ শহীদুল্লাহ।
৬১. "পৃথিবীর সবকটা সাদা কবুতর/ ইহুদী মেয়েরা রেঁধে পাঠিয়েছে/মার্কিন জাহাজে।"
- আল মাহমুদ
৬২. "সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।" কামিনী রায়।

www.nagorikpathagar.org

Leadership

ভূমিকা

Elder L. Tom Perry said, "We live in a world that is crying for righteous leadership based on trustworthy principles"

নৃবিজ্ঞান বলে মানুষ তার নিজ প্রয়োজনে একক ভাবে জীবন পরিচালনার পরিবর্তে সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস এবং পরিচালনা শুরু করেছে সেই আদিম সময় থেকে। তখনই দেখা দিয়েছে ঐ সমাজ পরিচালনার জন্য একজন পরিচালকের বা নেতার প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং সেই সমাজে ব্যক্তির বীরত্বই তাকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে। কারণ মাঝি ছাড়া যেমন নৌকা চলে না তেমনি নেতা বা নেতৃত্ব ছাড়া সমাজ, দেশ, জাতি চলতে পারে না।

নেতৃত্বের পরিচয়

নেতৃত্ব শব্দের অর্থ ব্যাপক। ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Leadership যা lead শব্দ থেকে এসেছে। অর্থ

* পথ দেখানো (To guide)
* চালিত করা (To conduct)
* আদেশ করা (To direct) ইত্যাদি।

A leader is he,who knows the way, goes the way and shows the way.

নেতৃত্ব (Leadership) হলো lead to show the way by going

www.nagorikpathagar.org

first প্রথমে অগ্রসর হইয়া পথ দেখানো।

Guidance given by going first or infront.leadership involve guiding or conducting a group of people

সাধারণ অর্থে নের্তৃত্ব হচ্ছে একজন ব্যক্তি মানুষের নানান গুনাবলীর সমাবেশের মাধ্যমে একটি দলের বা গোষ্ঠীর কিংবা একটি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত পরিচালনা।

নেতৃত্বের প্রামান্য সংজ্ঞা

* Jorge and Gerry এর মতে, Leadership is the activity of influencing people to strive willingly for group objectives.

* Keith davis-এর মতে The leadership is the process of influencing group activities towards the accomplishment of the goal in a given situation.

* রবার্ট গোলেমবিউস্কি বলেন, "কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে জনগণকে প্রভাবান্বিত করার যোগ্যতাই হচ্ছে নেতৃত্ব।"

* Chester ও Barnard এর মতে, "নেতৃত্ব বলতে মানুষের কতগুলো আচরণিক গুণকে বুঝায় যা তাদের সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য চালিত করে।"

* রবার্ট ডাবিনের মতে, "নেতৃত্ব হচ্ছে সিদ্ধান্ত প্রনয়নের কর্তৃত্ব অর্জনের অধিকার ও অনুশীলন।"

নেতৃত্বের সমীকরণ

L=f(l. f. s) অর্থাৎ

L= Leadership (নের্তৃত্ব)

f = function (কার্যাবলী)

l = Leader (নেতা)

f = followers (অনুসারী)

s = situation (অবস্থা)

* leadership model follow USA"be, know, do"that means leader always awareness

* Be prepared.

* First things first.

* Don't avoid problems. :

* Maintain focus on your purpose.

www.nagorikpathagar.org

Role of leadership

L -He/she - Leads - Vision towards the attainment of goals and objectives.
E -He/she - Educates - About goals, objects, programs, techniques, ways and means, different thoughts.
A -He/she - Accommodates/Advices - To be on right path, to be consistent, while necessary.
D -He/she - Decides/Directs/Delegates - Through Shura (consultation), takes plan, executes in each and every action, to take right decision.
E -He/she - Encourages/Evaluates/Enriches/Enhanced - To fight and overcome, to stick to the policies, in any occurred position.
R -He/she - Reminds/Reports - When workers/ followers go astray to the upper leadership.
Leadership

Leadership

Long term vision : একজন নেতার অবশ্যই সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকতে হবে। তিনি হুটহাট কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। তিনি জানেন তার গন্তব্য কোথায়; সেই লক্ষ্যে নিজে কাজ করবেন এবং তার স্বপ্ন তথা বিশ্বাসকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবেন।

Expertise : হঠাৎ করে কেউ নেতা হয়ে উঠতে পারেন না (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে)। তাকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য হয়ে উঠতে হয়। সময়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তা চেতনার পরিণত বোধ জেগে ওঠে। তখন তিনি হয়ে ওঠেন সত্যিকারের নেতা।

Attractive : নেতার মধ্যে মানুষের আকর্ষণ করার ক্ষমতা না থাকলে অনুগত বাহিনী তৈরি হবে না। অনুসারীরা নেতার মধ্যে এমন কিছু খুঁজে পেতে চান, যা তাদের নিজের মধ্যে অনুপস্থিত। সেটাই তাদেরকে নেতৃত্বের প্রতি অনুগত রাখে।

www.nagorikpathagar.org

Determination : নেতা হবেন দৃঢ়চিত্তের। কোনো প্রতিকূলতাই তাকে তার লক্ষ্য, নীতি ও অবস্থান থেকে টলাতে পারবে না। তিনি তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল বাধা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট পথে হাঁটবেন, পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন।

Energetic : নেতা কখনো অবসাদে ভুগবেন না। তাহলে term speed বিনষ্ট হবে। সবাই হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেবে। মনোবল একবার ভেঙে গেলে আবার জোড়া দেয়া কঠিন। নেতাকে তাই দৃঢ়চিত্তের অধিকারী হতে হবে। প্রচুর পরিশ্রম করার মানসিকতা ও সামর্থ্য থাকতে হবে। তার যোগাযোগ দক্ষতা হবে অত্যন্ত কার্যকর। যা বলবেন, স্পষ্ট ভাষায়, দীপ্ত কণ্ঠে বলবেন।

Reliable : নেতাকে হতে হবে নির্ভরতার প্রতীক, যেন কর্মী-অনুসারীরা নিঃসঙ্কোচ নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন। নেতার নির্দেশে অন্ধ বিশ্বাসে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। কোনো কারণে একটিবার আস্থার সম্পর্ক ভেঙে গেলে তা আর পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। নেতাকে কখনো অল্প স্বল্প ঝুঁকিও নিতে হয়, নইলে সাফল্য আসে না।

Self Confidence : নেতার মধ্যে কোনোরূপ লুকোছাপা বা আড়াল আবডালের অন্যরূপ কর্মীরা মেনে নিতে পারে না। নেতাকে সবকিছু খোলা মনে সহজীকরণ করে দেখতে হবে। সেই মোতাবেক সঠিক নির্দেশনা দিতে হবে। তার কথার মধ্যে যেন আত্মবিশ্বাস ফুটে ওঠে।

Helicopter view : হেলিকপ্টার বা আকাশযান-এ আরোহণ করলে উপর থেকে সবকিছু এক নজরে দৃষ্টিগোচর হয়। নেতাকেও সেইরূপ দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ হতে হবে, যেন এক নজর চোখ বুলিয়েই পুরো ব্যাপারটা বুঝে ফেলতে পারেন।

Inspiring : নেতাকে অবশ্যই অনুপ্রেরণাদাতা হতে হবে। তিনি উদ্দীপ্ত করবেন, সাহস দেবেন, ভরসা জোগাবেন। তাহলেই অনুসারীরা কজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

Pursuit of Excellence : নেতাকে কাজে, কর্মে, কথায়, আচরণে অনন্য অসাধারণ হতে হবে। যে কাজে তিনি নিজে হাত লাগাবেন, সেটা যেন নিখুঁত হয়। কারণ নেতার ভুলত্রুটি অনুসারীদের দৃষ্টিগোচর হলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন।

www.nagorikpathagar.org

সফল নেতৃত্বদানের কৌশল

নেতৃত্ব হচ্ছে অন্যকে দিয়ে তার সম্মতিতে কাজ করিয়ে নেয়ার সামর্থ্য। আপনার কথা ও কাজ যদি অন্যদেরকে অনুপ্রাণিত করে, আরো শেখায় এবং স্বপ্ন দেখায় তবে আপনি একজন নেতা (Leader)। একজন নেতা তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে অন্যদের চেয়ে বেশি দেখে।

নেতৃত্বের প্রথম নীতি হলো সব দায় নিজের কাঁধে নেয়া। একই আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এবং পথপ্রদর্শকের প্রতি অনুগত হয়ে সাফল্য অর্জন করা। ব্যক্তিত্বের উপর নেতৃত্ব নির্ভর করে।

একজন নেতার স্বতঃস্ফূর্ত অনুসারী থাকতে হয়। অনুসারী ছাড়া নেতা হওয়া যায় না। অনুসারীদের মধ্যে নেতার এক সর্বব্যাপী প্রভাব থাকতে হয়। এই প্রভাব কিন্তু তাদের ক্ষমতার কারণে হয় না। বরং নেতৃত্বের গুণাবলি থেকে এই প্রভাব বলয় তৈরি হয় নেতার অনুসারীরা নেতাকে অনুসরণ করতে পেরে আনন্দিত হন।

এই ধরনের সম্মোহনী ক্ষমতার জন্য এক সময় নেতৃত্বকে মনে করা হতো ঐশ্বরিক। মনে করা হতো নেতারা স্রষ্টাপ্রদত্ত গুণাবলি নিয়ে জন্মান। কিন্তু পরে সফল নেতাদের জীবন ধারণ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, যদি কারো নেতা হওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে শিক্ষা, পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি একজন নেতা হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন।

একজন নেতার মূল্যায়ন করে তার অনুসারীরা নেতার উপর তাদের আস্থা, আশা এবং বিশ্বাসকে অর্পণ করে। যদি অনুসারীরা তাদের বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ করতে না পারে তাহলে নেতৃত্ব ব্যর্থ। অন্য কথায় নেতা আশার সওদাগর। তবে অনুসারীদের মধ্যে এগুলো জাগিয়ে তোলা পৃথিবীর দুরূহতম কাজগুলোর একটি।

অনুসারীরা কেন নেতাকে অনুসরণ করবেন

প্রত্যেক মানুষ তার সামনে একজন জীবন্ত আদর্শ খোঁজে, যার আদর্শে সে উদ্বুদ্ধ হতে চায়। নিজের জীবনকে সেই আদর্শের মতো করে সাজাতে চায়। তাকেই মানুষ অনুসরণ করতে চায়, যার লক্ষ্য সম্পর্কে স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ ধারণা আছে। সে আদর্শ অবশ্যই সম্মান এবং শ্রদ্ধার যোগ্য হতে হবে। সম্মান অর্জনের জন্য নেতাকে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হতে হয় এবং ভবিষ্যতের স্পষ্ট স্বপ্ন তাঁর কথাবার্তায় ও যোগাযোগে প্রতিফলিত করতে হয়।

যখন কেউ তার ভবিষ্যতের নেতাকে নির্বাচন করতে চায়, তখন সেই ভবিষ্যৎ অনুসারী নেতাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। দেখতে চায় সত্যিই সে নেতার মধ্যে অনুসরণীয় কোনো গুণ আছে কিনা। সে দেখতে চায় নেতা কি শুধু নিজের

www.nagorikpathagar.org

শ্রীবৃদ্ধির জন্যই কাজ করছেন নাকি সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন?
যদি দেখে যে নেতা শুধু নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত, তবে সে নেতা কোনো অনুসারী পাবেন না। হয়ত তিনি তার নির্দেশ মানে- এমন কিছু অনুগতকে পাবেন, কিন্তু কেউ তাকে অনুসরণ করবে না। সম্মানীয় চরিত্র এবং নিঃস্বার্থ কর্ম ভালো নেতৃত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অনুসারীরা তখনই নেতাকে শ্রদ্ধা করবে, যখন দেখবে নেতার কাজ সংগঠনের এবং কর্মীদের নিরন্তর উন্নতির জন্য উৎসর্গকৃত।

অনুসারীরা নেতার মধ্যে কী দেখতে চায়?

১. নেতা নিজে কেমন? কেমন তার বিশ্বাস এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা?

২. নেতা নিজে কী জানেন- নিজের কাজ সম্পর্কে, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে?

৩. নেতারা কী করেন- কাজটা কিভাবে করেন? কেমন নির্দেশনা দেন? কেমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন?

মানুষ তাকেই অনুসরণ করবে যে শ্রদ্ধার যোগ্য এবং ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পারে। নেতার কাছে অনুসারীরা আস্থা এবং বিশ্বাসকে সমর্পণ করে। বিশ্বস্ত এবং আস্থাবান নেতৃত্ব সবচেয়ে বড় প্রণোদক (Motivation), এ ছাড়া কর্মীবাহিনীর সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ সংগঠনের ভেতরে বিশ্বাস এবং আস্থার সম্পর্ক তৈরি করে। যে সমস্ত বিষয়ে কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ নেতৃত্বের উপরে আস্থা বাড়ায় সেগুলো হচ্ছে।

১. প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কৌশল সম্পর্কে কর্মীদের বুঝতে সাহায্য করা।

২. কর্মীদের বুঝতে সাহায্য করা-কিভাবে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে তারা ভূমিকা রাখতে পারেন।

৩. প্রতিষ্ঠানের কাজ কেমন হচ্ছে, অন্যান্য unit- গুলো কেমন করছে। অন্য এলাকায় কেমন করছে সে সম্পর্কে কর্মীদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা।

নেতৃত্বের মূলনীতি

১. নিজেকে জানুন। নিজের দুর্বলতা, সবলতা, পেশাগত দক্ষতা, মূল্যবোধ এসব সম্পর্কে অন্যরা কী ভাবে সে সম্পর্কে ধারণা নেয়ার চেষ্টা করুন এবং ক্রমাগত আপনার পেশাগত দক্ষতা এবং নৈতিক মান বৃদ্ধির চেষ্টা করুন।

২. আপনার অনুসারীকে সকল বিষয়ে অবহিত করবেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও সকল বিষয়ে অবহিত রাখবেন। আপনার অনুসারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলুন।

৩. নিশ্চিত করুন কাজটি ভালোভাবে বোঝাতে পেরেছেন। কাজটি করার সময় নজর রাখুন ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এবং কাজটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত Follow-up চালিয়ে যান।

www.nagorikpathagar.org

৪. পেশাগত দক্ষতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠুন। পেশার খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানুন এবং জানার চেষ্টা করুন। আপনার Team member দের কাজ সম্পর্কে জানুন।
৫. কোনোকিছু না বুঝলে লজ্জা করবেন না। জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা না বুঝছেন ততক্ষণ পর্যন্ত প্রশ্ন করতে থাকুন। কারণ আপনি বিষয়টা ভালোমত বুঝতে পারলে তবেই আপনার দলের সবাইকে বোঝাতে পারবেন।
৬. দায়িত্ববান হতে শিখুন, নিজের সব কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। আপনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন তার ফলাফল যদি খারাপও হয়, তবু অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না। নিজে স্বীকার করুন যে, আপনি ভুল করেছেন এবং কেন ভুলটা হলো সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে ভুলটা সংশোধন করুন। ভুল করা অপরাধ নয়, একই ভুল বারবার করা অপরাধ।
৭. সময়োচিত এবং দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে শিখুন।
৮. উদাহরণ সৃষ্টি করুন-আপনি যে কাজটি আপনার অনুসারীদের দিয়ে করাতে চান, সেটা নিজে করে দেখিয়ে দেন।
৯. আপনার অনুসারীদের জানুন; তাদের ভালোমন্দের খোঁজ-খবর নিন। লোক দেখানো খোঁজ-খবর নয়, আন্তরিকভাবে কাজটা করুন।
১০. নিজের অনুসারীদের মধ্যে teamwork তৈরি করুন। পারস্পরিক নির্ভরতা, ভালোবাসা, আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

নেতৃত্বদানে সফলতার ২০ সূত্র

১. আপনি নিজেকে আগে ভালো করে জানুন। কোন ক্ষেত্রটিতে কাজ করতে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন? সেটা দেখুন। তবে প্রতিযোগিতার যুগে সব সময় যে আপনি আপনার পছন্দ মতো ক্ষেত্র খুঁজে পাবেন তাও নয়। তাই যে দায়িত্বে আছেন সে কাজটিকে ভালোবাসুন। আর আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যান।
২. আপনাকে নিজে থেকে কাজ শেখার ব্যাপারে উৎসাহী হতে হবে। ক্যারিয়ারের শুরুতে ¾ বছর খুব Tough time পার করতে হয়। যদি আপনি কষ্টটা মানিয়ে নিতে পারেন তবে সফলতার দিকে আপনি নিজেই এক ধাপ এগিয়ে যাবেন। যারা এ সময়টাকে গুরুত্ব না দিয়ে ফাঁকি দেন, তারা নিজেই এক সময় ফাঁকিতে পরে যান।
৩. আপনার কিছু ভালো বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষী থাকতে হবে। যারা আপনাকে অনেক সমস্যায় বুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করবেন এবং আপনাকে সাহস যোগাবেন।
৪. কখনো আপনাকে নিয়ে যদি কোথাও সমালোচনা হয়, তাহলে সাদরে গ্রহণ করুন। আর বোঝর চেষ্টা করুন বিষয়টার সত্যতা কতটুকু। যদি সঠিক হয় তবে নিজেকে বদলানোর চেষ্টা করতে হবে। আর সমালোচক যদি সুবিবেচক হয় তবে

www.nagorikpathagar.org

তাকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করুন।

৫. সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে। একা একা চললে সফল হওয়া যায় না। Ratan Tata বলেন, "তুমি যদি অনেক দূর পর্যন্ত যেতে চাও তাহলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলো।"

৬. কাজের follow up সঠিকভাবে করবেন। যেহেতু আমরা বাংলাদেশে বাস করি তাই আমরা আমাদের মতো করেই বেড়ে উঠেছি। সুতরাং কাউকে কোনো কাজ করতে দিলে তা follow up করুন Follow up যত ভালো হবে, কাজটি তত সঠিকভাবে শেষ হবে আর ফলও ভালো হবে।

৭. দিনের কাজ দিনেই শেষ করার চেষ্টা করুন। আজকের কাজ কালকের জন্য ফেলে রাখবেন না। আর কখনো ফাঁকি দিয়ে কাজ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ আজ কোনো কাজকে পাশ কাটিয়ে গেলে আপনাকে ওই কাজটি পরে করতেই হবে। দেরি হয়ে গেল বিষয়টির জটিলতা আরো বাড়ার সম্ভাবনা থাকে।

৮. সফল হতে গেলে ধৈর্য একটি বড় গুণ। তাই ধৈর্য ধরতে হবে। কোনো একটি কাজ শুরু করেই খুব দ্রুত সাফল্য পেতে চাইবেন না। সফল হতে গেলে ধৈর্য হারানো চলবে না কিংবা হাল ছাড়া যাবে না।

৯. নিজের লক্ষ্যটাকে সঠিক রাখুন। আপনি আসলে কী চান সে বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখুন আর তা অর্জনের জন্য কাজ করে যান। সফলতা চলে আসবে।

১০. কর্মক্ষেত্রে নিজের কাজগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে করবেন। গল্প বেশি করলে দেখবেন এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। পরে তা আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। কখনো ভীষণ কাজের চাপে মাথা ঘুরে যেতে চাইলে সবকিছু ফেলে ১০ মিনিট হাঁটাহাঁটি করুন। এরপর বসে চিন্তা করুন কোন কাজটা বেশি জরুরি। একটি একটি করে কাজ শেষ করুন। যখন দেখবেন কাজের তালিকা কমে যচ্ছে তখন স্বস্তি ফিরে পাবেন।

১১. কর্মজীবনের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনটাকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আসলে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাই নিজের বুদ্ধি আর সহনশীলতা দিয়ে মানিয়ে চলতে হবে।

১২. সব সময় নিয়মের মধ্যে থেকে কাজ শেষ করা যায় না। যদি নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করতে হয়, নিশ্চিত হয়ে নিন সমাধান যেন হয়। তবেই বাহবা পাবেন। আর ব্যর্থ হলে অনেক কটূক্তি শুনতে হতে পারে। তাই ভেবে-চিন্তে নেবেন সমাধান সম্ভব কিনা।

১৩. কখনো অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে তা সাদরে গ্রহণ করুন।
তবে তা মাত্রাতিরিক্ত হলে শান্ত থেকে আলোচনা করে নিতে পারেন।

১৪. নিজের নেটওয়ার্ক বাড়াতে থাকুন তা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন। সৌজন্যমূলক যোগাযোগ রাখুন; কখনো কাজে লাগলেও লাগতে পারে।

১৫. আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে খুবই সতর্ক আর সৎ থাকুন। কখনো কাউকে

www.nagorikpathagar.org

ঠকাবেন না। মনে রাখবেন মানুষের কর্মফলই ভবিষ্যতের নিয়ন্ত্রক।
১৬. আপনার চারপাশে কারা ভালো কী করছে সে বিষয়ে একটু খেয়াল রাখুন। পারলে তাদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলুন। দেখবেন অনেক পরামর্শ পাবেন যা আপনার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে কাজে দেবে।
১৭. কোনো কাজ ধরলে তা গুরুত্ব সহকারে শেষ করুন। অর্ধেক কাজ কখনো করবেন না। আধামাধা কাজ কোনো কাজ নয়। তাই সঠিকভাবে লেগে থেকে ধৈর্য সহকারে কাজগুলোকে শেষ করুন।
১৮. শরীরের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। খাওয়া দাওয়া সঠিকভাবে করতে হবে।
১৯. জীবনে উত্থান পতন থাকবেই। যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই প্রতিযোগিতায় ভরা। ঠান্ডা মাথায় আর শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে।
২০. সমস্যা যত বড় হবে প্রচেষ্টা থাকতে হবে তার দ্বিগুণ। দেখবেন সমাধান হয়ে যাবে। মানিয়ে চলে নিজেকে এগিয়ে নেয়ার সৎ প্রচেষ্টা থাকলে অবশ্যই সফলতার স্বাদ ভোগ করবেন।

কথা বলার সৌন্দর্য

নেতৃত্বদানে সাফল্য পেতে চাইলে চমৎকার ভঙ্গিতে কথা বলা রপ্ত করতে হবে। কারণ সুন্দরভাবে কথা বলা একটি শিল্প। নেতা নিশ্চয়ই চালাক চতুর হবেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ভালো কথা বলতে পারার দক্ষতা।
ভালো কথা বলার প্রথম শর্ত হলো সুস্পষ্ট উচ্চারণ। অধিকাংশ লোক যখন কথা বলেন, দেখা যায় তাদের উচ্চারণে জড়তা আছে। এছাড়াও রয়েছে কোনে না কোনো মুদ্রা-দোষ; অনেকে আবার দ্রুতগতিতে কথা বলে যান।
কথা বলার গতি হওয়া উচিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। অনেক ক্ষেত্রে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত কথা বলতে হয়। কিন্তু দ্রুত কথা বললে পুরো ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম নাও হতে পারে। তাই মাঝারি গতিতে কথা বলা সবচেয়ে ভালো। প্রয়োজনে কথা সংক্ষিপ্ত করুন, কিন্তু বেশি কথা অল্প সময়ে শেষ করারর জন্য গতি বাড়াবেন না। তাছাড়া দ্রুত কথা বললে মুখস্থ করার মতো শোনাবে। এতে শ্রোতার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যাবে না। কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ক্রেতাকে পণ্য সম্পর্কে অবহিত করানো তারপর তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া। সর্বোপরি অবহিত করানো তারপর তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া। সর্বোপরি, ক্রেতার মনোযোগ। গবেষণায় দেখা গেছে, যে কোনে যোগাযোগ ৭% শব্দমালা, ৫৫% শরীরে ভাষা (Body Language) আর ৩৮% কণ্ঠের উত্থান-পতন (Tone of Voice) অর্থাৎ কী বলছেন সেটা বড় কথা নয়, কিভাবে বলছেন সেটাই আসল।
আপনার কণ্ঠস্বর সরু-মোটা যাই হোক না কেন, স্পষ্ট করে প্রতিটি কথা উচ্চারণ

www.nagorikpathagar.org

করতে হবে। স্পষ্ট উচ্চারণের সহজ উপায় হচ্ছে প্রতিটি বর্ণের উপর সমান জোর দেয়া। শ, স, ষ-এই তিন উচ্চারণের তফাৎ অনুসারে উচ্চারণ করা।

অনেকে ড় ও ঢ় কিংবা ন ও ণ-এর মধ্যে উচ্চারণের ফারাক করেন না। বাড়িকে বারি, আষাঢ়কে আষার হরহামেশাই বলেন। এছাড়া প্রত্যেকটি বাক্যের শেষ অক্ষর উচ্চারণের সময় ছেড়ে যায়। কোথায় হ-সন্ত কোথায় অকারান্ত হবে তা খেয়াল করেন না। বঞ্চিৎ উচ্চারণ হবে, না বঞ্চিতো হবে? 'মঅনোরমা' হবে না মোনেরমা হবে?

কথা বলার সময় তৎসম শব্দ বাদ দিয়ে দেশি-বিদেশি শব্দের ব্যবহার করবেন। বাংলা কথ্য ভাষায় খুব বেশি ব্যাকরণ ভুল হওয়া সম্ভাবনা নেই। তবে ইংরেজিতে আছে। এজন্য ব্যাকরণের ভুল যাতে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। সাধারণত ইংরেজি বলতে গেলে ভুল হয় এসব ক্ষেত্রে

১. Gender- এর ভুল। মহিলাদের অনেক সময় কেউ কেউ ভুল করে Sir বলে ফেলেন। মহিলাদের উল্লেখের সময় her-এর জায়গা his বলে ফেলেন কেউ কেউ।

২. Tense- এর ভুল অহরহ হয় অনেক সময় বিশেষ verb এর past tense কী হবে চট করে মনে আসে না। Tense এর একটি বিরাট চার্ট সব ব্যাকরণ বইতে আছে। এগুলো মুখস্থ রাখতে হবে।

৩. Number এর ক্ষেত্রে আরো ভুল হয়। Plural number-এর ক্ষেত্রে অনেকে plural verb বসাতে ভুলে যান। আবার অনেকে plural number এ singular verb বসে; সেটিও তারা মনে রাখেন না। কোথায় কোন preposition বসবে তা খেয়াল রাখেন না, অর্থাৎ ইংরেজি গ্রামারের প্রাথমিক নিয়মকানুন না জানলে ইংরেজি বলাটাই ভুল হয়ে যায়। এর ফলে শিক্ষিত লোকদের কাছে নেতৃত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

নেতা যেভাবে কথা বলবেন

বোবার যেমন শত্রু নেই, তেমনি বাচালের শত্রু নেই। বাচাল কথা বলে শত্রুকেও বশে রাখতে পারে। যে কোন বিষয়ে অনর্গল কথা বলে যান অচিরেই আপনি বন্ধু ও আত্মীয়মহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠবেন। কিন্তু আন্তরিক না হলে শুধু কথার দাম নেই।

কথা বলার সময় প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করবেন। কথাকে যিনি শিল্প করে তুলতে পারেন, তিনিই বাগ্মীর মর্যাদা পান। কথা বলতে শিখুন সচেতনভাবে শুধু মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য নয়, অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য।

মিনমিন করে কথা বলবেন না। কথার মধ্যে যেন বক্তব্য থাকে এবং বক্তব্যের মধ্যে যেন জোর থাকে। কথায় চিঁড়া ভেজে না সত্যি, কিন্তু মানুষের মন ভেজে। অধিকাংশ পেশাদার ব্যক্তিত্বই কথা বেচে খায়। ৬০ শতাংশ কাজ আর ৪০ শতাংশ কথা চাই। কাজের সমর্থনে কথা না বললে কেউ কাজকে গুরুত্ব দেবে না।

www.nagorikpathagar.org

কথা বলার সময় শুধু মুখ নয়, চোখও যেন কথা বলে। বক্তৃতা দেয়ার সময় শুধু চোখ ও মুখ দিয়ে কথা বললে চলবে না, হাতকেও কাজে লাগাতে হবে। কখনো হাত দিয়ে মুষ্টি তুলতে হবে। কখনো উত্তেজনা প্রশমিত করতে হবে।

অধিকাংশ লোকই কথা দিয়ে কথা রাখে না। তাই কথা দিয়ে কথা রাখলে আপনি একজন ব্যতিক্রমী মানুষ বলে গণ্য হবেন। কথা যত বলবেন, কাজ যেন তার চেয়ে বেশি হয়। যে বেশি কথা বলে, লোকে তাকে পছন্দ করে; কিন্তু যে কম কথা বলে লোকে তাকে সমীহ করে।

আত্মবিশ্বাসী হোন

প্রতিটি মানুষের উচিত জীবন কাটানোর একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পন থাকা। নিজের ধ্যান-ধারণা এবং আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী কাজ করুন। নিজের উপরে আস্থাশীল হন। যে কাজে হাত দেবেন, সাহসিকতার সঙ্গে সে কাজে এগিয়ে চলুন; নিজেকে প্রকাশ করুন। জীবন চলার পথে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, আমরা আমাদের নিজের সত্তাকে বিকশিত করতে গিয়ে ভীত হয়ে পড়ি। এই ভীত-সন্ত্রস্ত ভাব এড়িয়ে চলতে গেলে প্রচুর অনুশীলন করতে হবে। যে কোনো মানুষ তার চেষ্টার দ্বারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে। এজন্য জনসংযোগ বাড়াতে হবে এবং কথা বলার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে। জনসংযোগ ভীতি দূর করতে সহায়তা করবে।

আমেরিকার কারাগারে ছিনতাইকারী কয়েদিদের জেরা করে জানা গেছে, ছিনতাইকারীরা রাস্তায় ওঁৎ পেতে বসে থাকার সময় লক্ষ্য করে পথচারীরা কেমনভাবে হাঁটছে। যদি দেখা যায় দৃপ্ত ভঙ্গিতে জোরে জোরে কেউ হাঁটছে, তারা তাকে পরিহার করে। কারণ এরা ব্যক্তিত্বশীল; প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু যদি দেখে মাথা নিচু করে ধীর পায়ে কেউ হাঁটছে, বুঝে নিতে হবে-ওই লোকের মনের জোর নেই। যা চাইব পকেট থেকে বের করে দেবে!

নিজেকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন। আপনার ভেতরের গুণগুলোর সমন্বয় ঘটান, জীবনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে চলুন। এজন্য প্রথমেই মনকে তৈরি করুন। যে কোনো কাজে ফল লাভ করতে চাইলে আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। এই আকাঙ্ক্ষাই আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলবে।

নেতা হওয়ার জন্য করণীয়

নেতা সবাই হতে পারেন না। নেতা হওয়ার জন্য আপনার কতগুলো গুণ থাকতে হবে।

১. Vision : আপনার প্রচুর কল্পনাশক্তি থাকতে হবে। আপনি বর্তমানেই চিন্তা

www.nagorikpathagar.org

করবেন আগামী তিন বছরে আপনার কী হবে। সেভাবেই পরিকল্পনা করবেন।

২. Passion : অনুরাগ। আপনি যে কাজ করবেন, সেটা হৃদয় দিয়ে করবেন। জনৈক কোটিপতিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি তো শুনেছি দিনে ১৪ ঘন্টা কাজ করেন, আপনার খারাপ লাগে না?

৩. Be honest : আপনি সৎ হোন। আপনি যদি সব সময় সৎ থাকেন, মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করবে। জেনারেল নরমান শোয়ার্জকপফ-যিনি ১৯৯১ সালে উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকার কমান্ডার ছিলেন, তিনি বলেছেন, একজন লিডারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য Do the right thing.

৪. Be a decision maker : সিদ্ধান্ত নিন। পঞ্চাশজন মানুষ আপনার দিকে চেয়ে আছে। আপনি যদি সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করেন, আপনি আর যা ই হন না কেন, নেতা হবেন না।

৫. Make it happen : আপনার মনের জোর এতো প্রচন্ড যে আপনি বলেন, It can be done. একজন অনুসারী বলবে, আমি জানি এটা করা সম্ভব হবে কিনা। আপনি বলবেন, এটা কঠিন তবে সম্ভব।

৬. Be a team builder : অনেক নেতা আছেন, যাঁরা আত্মগর্বী। মনে মনে ভাবেন, এই কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারবেন না। এটা ভুল। টিমওয়ার্ক করবেন নৌকাবাইচের মতো। সবাই যদি একসঙ্গে দাঁড় না টানেন, নৌকা কখনো ঠিকমতো বইবে না।

৭. Be a life long learner : সারাজীবন শিখবেন। কখনো বলবেন না, আমি সবার চেয়ে বড়, আমার পড়াশোনার দরকার নেই। শাহরুখ খান একবার আমেরিকায় গেলেন, ইমিগ্রেশন তাঁকে দুই ঘন্টা-জেরা করেছিল। এতো বড় অভিনেতা, কিন্তু তিনি একবারও রেগে যাননি। কোনো এক সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমি অভিনেতা হিসেবে যখনই অহংকার করি, একবার করে আমেরিকায় যাই, আমেরিকার ইমিগ্রেশন আমার অহংকার ভেঙে দেয়!

৮. communicate clearly : আপনি যদি ভালো নেতা হতে চান, আপনার অনুসারীদের আপনার মনোভাব, ইচ্ছা ভালোমতো বুঝিয়ে বলবেন যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ না থাকে।

৯. Give and expect respect : অন্যদের সম্মান দেবেন, সে যে কেউ হোক। অন্যদের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের ব্যবহার করবেন, যা আপনি অন্যদের কাছ থেকে আশা করেন।

১০. Be knowledgeable : জ্ঞানী হোন। একজন বসকে up to date হতে হবে। আপনার ফিল্ডে নতুন যেসব পরিবর্তন হবে, জানুন। নতুন যেসব আইন প্রণয়ন হয়েছে, মুখস্থ করুন। আপনার অনুসারীরা যেন বলতে না পারে, আপনি হয়ত এটা জানেন না।

১১. পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত থাকুন: IBM- এর প্রতিষ্ঠাতা ওয়াটসনকে এক

www.nagorikpathagar.org

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছিলেন, মিস্টার ওয়াটসন, কিভাবে আমি তাড়াতড়ি সাফল্য লাভ করতে পারি? ওয়াটসন উত্তর দিলেন, আপনি যদি জীবনে তাড়াতাড়ি সাফল্য লাভ করতে চান, আপনাকে ব্যর্থতার গতি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিতে হবে!

১২. Be organized: এটি একজন নেতার একটি বড় গুণ। জীবনে গুছিয়ে কাজ করতে হবে।

১৩. Be careful whom you choose : আপনি যদি কোম্পানির মালিক হন বা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হন, আপনাকে সতর্ক হতে হবে আপনার দলে কাকে নেবেন। এমন মানুষকে সুযোগ দেবেন না, যে আপনার বিষফোঁড় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

১৪. share credit : নেতা হিসেবে আপনি অন্যদের প্রশংসা পাবেন, আপনার অনুসারীদেরও তার ভাগ দেবেন। আপনি নেতা, তার মানে এই নয় যে সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য।

১৫. Remain calm, be kind: আপনি যদি নেতা হয়ে খুব তাড়াতাড়ি রেগে যান, আপনাকে হয়ত সবাই ভয় করবে, কিন্তু শ্রদ্ধা করবে না। যে মুহূর্তে আপনি শ্রদ্ধা হারাবেন, অনুসারীদের প্রেরণা কমে যাবে।

১৬. Never give up : কখনো হাল ছেড়ে দেবেন না। আপনি যদি ভালো নেতা হতে চান, আপনাকে অধ্যবসায়ী হতে হবে। কার্বন যেমন ইস্পাতের জন্য অপরিহার্য, অধ্যবসায় মানুষের চরিত্রের জন্য একেবারে তাই।

১৭. Be a role model : আপনি সবার জন্য আদর্শ হোন। ছোটবেলার কথা মনে আছে, আপনি সেটাই করতেন, যা আপনার বাবা করতেন। মহানবী (সা). এর কাছে একবার এক ভদ্রমহিলা তাঁর বাচ্চাকে নিয়ে এলেন। বললেন, আমার ছেলেটি খুব মিষ্টি খায়, ওকে মিষ্টি খেতে বারণ করুন। মহানবী বললেন, আপনি ওকে নিয়ে দুই সপ্তাহ পরে আসবেন। মহিলা দুই সপ্তাহ পরে এলেন। এবার মহানবী বাচ্চাকে বোঝালেন মিষ্টি না খেতে।

বাসায় গিয়ে বাচ্চার মা অবাক হলেন, শিশুটি আর মিষ্টি খাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা মহানবীর কাছে এসে বললেন, আমি যখন প্রথমবার এসেছিলাম, আপনি তখনই তো বাচ্চাটিকে বারণ করতে পারতেন? মহানবী উত্তরে বললেন, আমি নিজেই মিষ্টি খাওয়া পছন্দ করি। আমি দুই সপ্তাহ মিষ্টি না খেয়ে আপনার ছেলেকে উপদেশ দিয়েছিলাম, সেজন্যই আপনার ছেলে আমার কথা শুনছে।

আপনি যদি আপনার কর্মচারীদের বলেন সিগারেট না খেতে, আপনি নিজে সিগারেট খাবেন না, যাতে আপনার কথার দাম থাকে। শেকসপিয়ার বলেছেন, চেষ্টা করবেন, আপনার Good Name কেউ যেন বিকৃত করতেন না পারে। তাহলে আপনি একজন ভালো নেতা হতে পারবেন।

১৮. জীবনের পদে পদে আপনি এমন কিছু পাবেন, যেটাতে আপনি দক্ষ নন। কিন্তু পৃথিবীতে সব কিছুই শেখা যায়, শুধু অধ্যবসায় দিয়ে। আপনি আপনার নিজের

www.nagorikpathagar.org

দিকে তাকান খাতা আর কলম নিন। লিখুন, কোন কাজে আপনি দক্ষ নন। কোথায় আপনার দুর্বলতা। আপনি যদি জীবনে উন্নতি করতে চান, আপনার দুর্বল পয়েন্টগুলো দূর করুন। দেখবেন জীবন একেবারে অন্য রকম হয়ে গেছে। আপনি একজন নতুন মানুষ হয়ে গেছেন।

ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টা

ইচ্ছার গভীরতার উপর নির্ভর করে উন্নতির দ্রুততা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বড় কাজ করা যায় না। মাটির নিচে পানি আছে-এই বিশ্বাস নিয়ে যদি মাটি খুঁড়তে থাকেন তবে একদিন সফল হবেনই।

দৃঢ় সংকল্প হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তির জেগে ওঠার ডাক। জীবনে বড় হওয়ার দৃঢ় সংকল্পের চেয়ে বড় আর কোনো শক্তি পৃথিবীতে নেই। মনীষীরা বলেছেন, কেউ যদি সাধনার প্রথম পর্যায়ে ব্যর্থ হয় তবে বারবার আঘাত করলে দুয়ার খুলে যাবে। উদ্যোগ এমন হতে হবে যে, আমি জীবনে যা অর্জন করতে চাই, সেই লক্ষ্য থেকে থামিয়ে দেয়ার জন্য অন্যের ইচ্ছা যেন কোনোভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে না পারে।

আপনি নিজে যদি না দমেন, কেউ আপনাকে দমাতে পারবে না। এটা নির্মম সত্য যে, আপনি নিজেই আপনার বড় শত্রু। প্রত্যেক মানুষেরই জয়ী হওয়ার ইচ্ছা আছে, কিন্তু খুব কম লোকেরই জয়ী হওয়ার প্রস্তুতি থাকে। জীবন হচ্ছে ভেতরের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা প্রজ্বলিত হওয়া। নিয়ত সকল কাজের অংকুর।

সফলতা আসে ইচ্ছাশক্তির অনুপাতে। আপনার ইচ্ছা সব সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে। অনেক দক্ষ লোক যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ তাদের ইচ্ছাশক্তির যথেষ্ট অভাব ছিল। ইচ্ছার সঙ্গে একটা অদৃশ্যমান লাগাম সর্বদা কার্যকর থাকে। এজন্য ইচ্ছা কখনো স্বাধীন নয়। ইচ্ছা এবং নিয়মের মাঝখানেই প্রতিটি মানুষ।

সফল ও ব্যর্থ লোকদের মধ্যে সামর্থ্যের দিক থেকে খুব বেশি পার্থক্য থাকে না। পার্থক্য তাকে গন্তব্যে পৌছানোর আকাঙ্ক্ষার ভিতরে। তাই প্রতিদিন সংকল্প নিয়ে উঠুন এবং সান্ত্বনা নিয়ে ঘুমাতে যান।

লক্ষ্যে পৌছানের চেষ্টার মধ্যেই গৌরব নিহিত, লক্ষ্যে পৌছনোতে নয়। কেউ জানে না সে কি করতে পারে যতক্ষণ সে চেষ্টা না করে। যতক্ষণ না কোনো চেষ্টা করা হয় ততক্ষণ বিফলতার প্রশ্ন ওঠে না। আমি ব্যর্থতাকে মেনে নিতে প্রস্তুত। তবে শেষ চেষ্টা করার আগে নয়। সমস্যা আমাদের সামর্থ্যকে প্রমাণ করে। আপনি যদি চেষ্টা করেন তবে অনেক উপায় খুঁজে পাবেন। আর যদি চেষ্টা না করেন তবে অনেক

www.nagorikpathagar.org

অজুহাত খুঁজে পাবেন। চেষ্টা করলেই সর্বদা সফলতা আসে না, কিন্তু চেষ্টা না করলে ব্যর্থতা নিশ্চিত।

কথায় আছে, আমি চেষ্টা করতে শিখিনি, কাজ করতে শিখেছি। চেষ্টা করেও কাজ করতে না পারা এবং না করে ফেলে রাখার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রথমটি পারিপার্শ্বিক প্রভাবে প্রভাবিত এবং দ্বিতীয়টি ব্যক্তির খেয়ালিপনার ফল।

কোনো পরাজয়ই পরাজয় নয় যদি আপনি নিজেকে পরাজিত মনে করেন। ব্যর্থতার মঝেই সুপ্ত আছে সাফল্যের বীজ। সম্রাট বাবর তিন তিনবার পরাজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন।

লর্ড ক্লাইভ ইংল্যান্ডে কেরানির চাকরি করতে গিয়ে অযোগ্য বিবেচিত হয়েছিলেন। আত্মহত্যার প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের সামান্য খাদ্যের সংস্থান করতে না পেরে ভারতবর্ষে পাড়ি জমান। ঘটনার পরিক্রমায় নবাব সিরাজউদদৌলাকে পরাজিত করে বাংলার অধিপতি হয়ে "লর্ড" উপাধি ধারণ করেন। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাওয়ার সময় তাঁর লুণ্ঠিত মালামাল বহন করতে তিনটি জাহাজ লেগেছিল!

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘ সময়ের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু প্রথম জীবনে স্বপ্ন দেখেছিলেন-আই.সি.এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমলা হবেন। কিন্তু পাস করতে না পারায় তার সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

আসলে যে কেউ যে কোনো মুহূর্তে ঝলসে উঠতে পারেন। সাফল্যের কোনো সীমা নেই; বয়স নেই। আপনি যখন চাইবেন, তখনি পারবেন শুধু চাওয়ার মতো চাইতে হবে। চেষ্টার মতো চেষ্টা করতে হবে। সময়কে জমিয়ে রাখা যায় না। হয় ভালো কাজে ব্যয় করবেন, নচেৎ অপচয় হবে।

লক্ষ্য অর্জনের শর্ত পাঁচটি-১. লক্ষ্য হতে হবে সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও স্থির। ২. লক্ষ্যে আস্থা থাকতে হবে এবং যৌক্তিক হতে হবে। ৩. কখনো ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান-এ চোখ রাখুন। ৪. লক্ষ্য-এ একাত্মতা প্রকাশ করুন এবং ৫. লক্ষ্য অর্জনে নীরবে কাজ করে যান।

জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই। জয়ের স্বাদ আসলে মিষ্টি। কিন্তু জয়কে ধরে রাখা কঠিন। একা কখনো ভালো থাকা যায় না। সবাইকে নিয়েই ভালো থাকার চেষ্টা করতে হয়। আসুন সবাই মিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর পৃথিবী রেখে যাই।

নেতা সাফল্য পেলেও খারাপ সময়গুলোর কথা ভুলে যান না। প্রশংসার জোয়ারে গা ভাসান না। সেরা হওয়ার জন্য নেতা মাঠে নামেন। সেরা হওয়া কিন্তু সহজ নয়। লড়াই করার মানসিকতা জীবনকে অনেক দূর নিয়ে যায় জীবনের লক্ষ্য একবার ঠিক করে ফেললে তাকে অনুসরণ করতেই হবে। কিশোর বয়সে পাহাড় ডিঙানোর স্বপ্ন দেখলে বৃদ্ধ হলেও সেই স্বপ্ন দেখার শক্তি নিজের মধ্যে রাখতে হবে। আর তাতেই জীবন হয়ে ওঠে উপভোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

সাফল্যের সূত্রাবলি

১. নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন। আপনি যদি নিজেকে বিশ্বাস করেন, আপনি পর্বতকে সরাতে পারবেন।

২. সিদ্ধান্ত নিন জীবনে কী চান। শুধু চারটি শব্দ what do I want?

৩. সিদ্ধান্ত নেয়ার পর আর দেরি নয়, কাজে লেগে যান। কালকে নয়, পরশু নয়, সামনের সপ্তাহে নয়; এই মুহূর্তে সক্রিয় হোন। Take Action.

৪. আপনার জীবন লক্ষ্য আছে, আপনি সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন কবে নাগাদ লক্ষ্যে পৌঁছবেন। এজন্য প্রতিদিন কিছু একটা করুন।

৫. কখনো অন্যকে দায়ী করবেন না। মনে রাখবেন, জীবনে যা কিছু ঘটে, আপনিই সে জন্য দায়ী।

৬. ভাগ্যকে দোষ দেবেন না, ভাগ্য আপনার নিজের হাতে।

৭. 'ভয়' শব্দটি আপনার অভিধান থেকে মুছে ফেলুন। ভয় ইংরেজিতে Fear মানে False Evidence Appears Real

৮. প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সবচেয়ে কঠিন কাজটি দিয়ে শুরু করবেন। দেখবেন সারাটি দিন আনন্দে কেটে যাবে।

৯. আনন্দকে কখনো খুঁজবেন না। জীবনের প্রতিটি ছোট ছোট জিনিসে আনন্দ লুকিয়ে থাকে। একবার চোখ খুলুন, পেয়ে যাবেন।

১০. সারাদিন হাসুন, কৌতুক করুন। জীবনটি শুধু একবার, খামোখা মন খারাপ করে লাভ কী?

১১. আপনি যদি জীবনে জয়ী হতে চান, আপনাকে দ্রুত শুরু করতে হবে।

১২. এই মুহূর্তটি উপভোগ করুন। যা হয়েছে তা তো হয়েই গেছে, কী হবে আপনি জানেন না। তাহলে এই মুহূর্তে আপনি হাসবেন না কেন?

১৩. উদ্দীপনা সব সময় থাকে না। চেষ্টা করুন নতুন একটি অভ্যাস গড়ে তুলতে। আপনি যদি ১২ দিন একনাগাড়ে কোনোকিছু করেন, দেখবেন এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

১৪. সুন্দরভবে পোশাক পরুন, পরিচ্ছন্ন থাকুন।

১৫. আপনি কখনো প্যান্টের দুই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সাফল্যের মই বেয়ে উপরে উঠতে পারবেন না।

১৬. ঝামেলাবাজ মানুষদের পরিহার করুন।

১৭. কখনো নেতিবাচক চিন্তা করবেন না। যারা নেতিবাচক চিন্তা করে, তারা অন্ধকারে বটগাছে ভূত দেখে। সব সময়ই নিজেকে বলবেন, এটি আমার পক্ষেই সম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

১৮. জীবনকে উপভোগ করুন। ভুলে যাবেন না, আপনি শুধু একবার জন্মেছেন। শুধু আজকের দিনের জন্য বাঁচুন।
১৯. কমপক্ষে সাত ঘন্টা ঘুমাবেন। ঘুম কমিয়ে বেশি কাজ করলে হিতে বিপরীত হবে।
২০. পরিবর্তনকে মেনে নিন। আপনার জীবনে হতাশা আসবে, ঝড়বৃষ্টি আসবে। নিজের মনকে তৈরি করুন তা গ্রহণ করতে। যুদ্ধ করবেন না, মেনে নিন।
২১. মনে রাখবেন, আমরা খাওয়ার জন্য বাঁচি না, বাঁচার জন্য খাই।
২২. বিরাট বড় কাজটিকে ফালি ফালি করে ফেলুন। আপনি যে কাজই করেন না কেন ৫০ মিনিট পর একটু বিশ্রাম নেবেন, একটু হাঁটাহাঁটি করবেন। দেখবেন নতুন কর্মশক্তি পেয়ে গেছেন।
২৩. প্রতিদিন যাচাই করুন, কিভাবে আপনার সময় কাটছে। রাতে ঘুমানোর আগে পাঁচ মিনিট চিন্তা করুন, সারাদিন কী ভুল করেছেন। নিজের ভুল থেকে শিখুন।
২৪. Anger is one letter short to danger আপনার এক মিনিটে রাগ আপনার জীবন থেকে মুছে দেবে ষাট সেকেন্ডের।
২৫. রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। রাগের একমাত্র করণীয় নীরবতা।
২৬. আপনার যা আছে, তাই নিয়ে সুখী থাকুন।
২৭. লেগে থাকুন। যত বাধাই আসুক না কেন, পিছিয়ে যাবেন না। সব সময় মনে রাখবেন, পেছনের সেতুটি পুড়িয়ে ফেলেছেন, শুধু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।
২৮. জ্ঞান কোনো শক্তি নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কাজে না লাগাচ্ছেন।
২৯. সব সময় জীবনের ছোট ছোট জিনিসে আনন্দ পেতে চেষ্টা করবেন। দেখবেন আপনার বয়স কমে গেছে।
৩০. আপনার অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করুন। দশটি সুন্দর অভ্যাস গড়ে তুলুন। দেখবেন আপনার জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেছে।
৩১. ক্ষমা করতে শিখুন। আপনাকে কেউ মনে আঘাত দিয়েছে, অপমান করেছে, আপনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। এটা মস্ত বড় ভুল। আপনি ক্ষমা করে দিন। দেখবেন আপনার ভালো লাগছে।
৩২. খুব যদি রেগে যান হাঁটুন, সাইকেল চালান, আপনার বাথরুমটি পরিষ্কার করুন, বুকডন দিন। দেখবেন রাগ কমে গেছে।
৩৩. রেগে গেলে খুব দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিন। মনে মনে গুনুন ১ ২ ৩ ৪। দেখবেন আপনার পেট ফুলে উঠেছে। এবার মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়ুন। গুনুন ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮। পেট নেমে গেছে। কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলে রাগ কমে যাবে।
৩৪. আপনার যা আছে তার জন্য স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ হোন।
৩৫. যে মুহূর্তে আপনার করণীয় কাজ করতে ইচ্ছা করছে না, নিজেকে বলুন, আমি শুধু ১০ মিনিটের জন্য করব। আর কোনো যুক্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে শুরু করুন।

www.nagorikpathagar.org

৩৬. জীবনে যা কিছু ঘটনা ঘটে, শতকরা ১০ ভাগের উপর আপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, বাকি ৯০ ভাগ কিন্তু নির্ভর করে আপনি জীবনকে কিভাবে দেখেন।
৩৭. পৃথিবী ঠিক সে রকম, আপনি যে রকম চোখে পৃথিবীতে দেখেন।
৩৮. অন্যকে দিতে শিখুন। আপনি অন্যকে যত দেবেন, দেখবেন তার চেয়েও বেশি আপনি ফেরত পাচ্ছেন। কাউকে যদি সাহায্য করতে পারেন, দেখবেন তার জীবনের মোড় ঘুরে গেছে এবং আপনি অনবরত তার শুভ কামনা পাচ্ছেন।
৩৯. প্রতিদিন ১৭০০ গজ হাঁটবেন। আরও যদি ২০০ গজ বেশি হাঁটতে পারেন, দেখবেন আপনার আয়ু ২০% বেড়ে গেছে।
৪০. কখনো না জেনে অন্য মানুষকে বিচার করবেন না। অন্যের চোখ দিয়ে পুরো ঘটনাটি দেখুন। দেখবেন জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে।

ভালো শ্রোতা হওয়ার কৌশল

নেতৃত্বদানের অন্যতম শর্ত ভালো শ্রোতা হওয়া। একজন ভালো শ্রোতার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অবর্ণনীয়। আমরা বেশি কথা বলি কেন? নানা কারণে আমরা বেশি কথা বলি। যেসব কারণ সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায় তাহলো-
১. বক্তা যদি নিজেকে জ্ঞানী মনে করেন কিংবা শ্রোতাকে তুলনামূলকভাবে অজ্ঞ মনে করেন তাহলে বক্তা বেশি কথা বলেন। বক্তা মনে করেন, শ্রোতা যে বিষয়গুলো জানে না (অথচ আমি জানি) সেগুলোকে তাকে জানানো দরকার।
২. বেশি কথা বলার আরেক কারণ হীনমন্যতা। এক্ষেত্রে বেশিরভাগ কথাই হয় নিজের গুনকীর্তি বিষয়ক। যাতে প্রমাণিত হয় শ্রোতার চেয়ে বা শ্রোতার মতো বক্তাও মর্যাদা, ক্ষমতা বা জ্ঞানসম্পন্ন
৩. একাকিত্ব। বক্তা দিনের বেশিরভাগ সময় একা কাটলে (তা পারিবারিক বা পেশাগত যে কোনো কারণেই হোক না কেন) তার মধ্যে বেশি কথ বলার প্রবণতা তৈরি হয়।
কারো মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য বক্তা বেশি কথা বলতে পারেন।
৪. পারিবারিক বা পেশাগত কারণে বেশি কথা বলা অভ্যাস হয়ে গেলে। যেমন : রাজনীতিবিদ, শিক্ষক ইত্যাদি।
৫. ভালো বা আদর্শ শ্রোতা পেলে বা শ্রোতার কাছ থেকে প্রশংসা পেলে অনেক সাধারণ মানুষও ভালো বক্তা হয়ে ওঠেন।
৬. গল্পপ্রিয়, হাসি-খুশি, আড্ডাবাজ মানুষ কোনো বিশেষ কারণ ছাড়াই বেশি কথা বলেন।
ভালো শ্রোতার শক্তি।

www.nagorikpathagar.org

আপনি মুখ খোলা রেখে কখনো ভালো শ্রোতা হতে পারবেন না। মুখে আপনি যাই বলেন না কেন, তা আপনি ভালো জানেন, তাই বলতে পারছেন। কিন্তু যা জানেন না, তা জানতে হলে আপনাকে চুপ থাকতে হবে।

১. একজন ভালো শ্রোতা সমস্যা সমাধানে অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী হন।

২. চমৎকার ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন।

৩. ভালো শ্রোতা সহজেই অন্যের সঙ্গে বন্ধুত্ব তৈরি করতে পারেন।

৪. ভালো শ্রোতাদের সবাই পছন্দ করেন।

৫. অনেক অজানা তথ্য জানা যায়।

৬. অনেক ধৈর্যশীল হয়ে ওঠা যায়।

ভালো শ্রোতা হওয়ার বিশেষ টিপস

১. মনোযোগের প্রধান বাহক হচ্ছে চোখ, (দৃষ্টি) যা দেখে একজন মানুষের প্রায় সবকিছুই অনুমান করা যায়। আপনি শ্রোতার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন কিনা তাও আপনার চোখ দেখেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। সুতরাং শ্রোতার চোখে চোখ রেখে কথা শুনুন।

২. যে বিষয়ে কথা হচ্ছে, সে বিষয়ে আপনার কোনো মতামত থাকলে আলোচনা করুন। এতে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আপনার আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া যাবে; বক্তাও খুশি হবেন।

৩. বক্তা যখন কথা বলছেন, তাকে মাঝখানে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে কিছু বলবেন না। আপনি কিছু বলার আগে তার কথা শেষ করতে দিন।

৪. বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে অতিরিক্ত কথা বলা ঠিক নয়। বক্তার স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নিশ্চিত করাই একজন ভালো শ্রোতার প্রধান কর্তব্য।

৫. বক্তার কথা শোনার সময় এমনভাবে বসা উচিত, যাতে আপনি বক্তার চেহারা ঠিকমতো দেখতে পান (বিশেষ করে চোখ দেখতে পাওয়া খুব দরকার, এতে বক্তার বক্তব্যের আবেগময় বহিঃপ্রকাশও আপনার নজর এড়াবে না) আর বক্তাও যেন আপনার চেহারা দেখতে পান।

৬. আলাপ চলাকালে মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রাসঙ্গিক শব্দ উচ্চারণ করে আপনার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করুন। যেমন: তাই নাকি? বলেন কী! 'সর্বনাশ' কী সাংঘাতিক' নিশ্চয়ই' 'বাহ!' 'এটা খুব ভালো বলেছেন!' 'কী করে হলো?' ইত্যাদি। এতে বক্তা আপনার মনোযোগ বুঝতে পারবেন।

৭. আদর্শ শ্রোতা কখনো কখনো বক্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। যাতে আলোচনা

www.nagorikpathagar.org

প্রাসঙ্গিক থাকে, সেজন্য শ্রোতাকে বারবার সতর্ক থেকে বক্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

৮. একজন ভালো শ্রোতা ভালো স্মরণশক্তির অধিকারীও হন। কথা বলতে গিয়ে বক্তা মাঝে মধ্যেই কী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে চাচ্ছিলেন সেটা ভুলে যান। তখন শ্রোতাকে মনে করিয়ে দিতে হয়। তাছাড়া আলোচনা শেষ হওয়ার পরেও নানা কারণে কী বিষয়ে কী কী আলোচনা হলো তা পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন পড়ে।

৯. গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলে একজন ভালো শ্রোতা কাগজ-কলম নিয়ে বসবেন। প্রয়োজনীয় অংশ নোট নেবেন। দরকার হলে রেকর্ডারও ব্যবহার করতে পারেন।

১০. যদি এমন হয় যে, বক্তার কথা শুনতে একদম ভালো লাগছে না, কিন্তু না শুনে উপায় নেই, আবার এটাও প্রমাণ করতে হবে যে আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। তাহলে প্রথমত এমনভাবে বসুন যাতে আপনার মুখে সরাসরি আলো না পড়ে। আপনার একমাত্র কাজ হবে তার চোখে চোখ রেখে মাঝে মাঝে সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে যাওয়া!

সফল নেতৃত্বের জন্য নয়টি গুণাবলি

১. আকাঙ্ক্ষা : সাফল্যের চালিকাশক্তি আসে সিদ্ধিলাভের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে। কোনো কাজ সুসম্পন্ন করতে হলে একটি জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শুরু করতে হয়। অল্প আগুন যেমন অনেক উত্তাপ দিতে পারে না, তেমনি দুর্বল ইচ্ছাশক্তি কোনো মহৎ সিদ্ধিলাভ করতে পারে না। নেপোলিয়ান হিল লিখেছেন, মানুষের মন যা কল্পনা করে এবং বিশ্বাস করে, মানুষ তা-ই অর্জন করে।

২. অঙ্গীকার : কোনো কাজ নিষ্পত্তি করার দৃঢ় অঙ্গীকার নির্মাণ করতে হয় দুটি স্তম্ভের উপর সততা এবং বিজ্ঞতা। একজন নেতা তার সহকর্মীদের বলেছিলেন, যদি তোমার আর্থিক ক্ষতিও হয়, তবু তোমার অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকার নামই সততা এবং বিজ্ঞতা হচ্ছে যেখানে ক্ষতি হবে সেইরকম বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ না হওয়া।

সাফল্য ও সমৃদ্ধি আমাদের চিন্তা এবং সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কী কী চিন্তা জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে। সাফল্য কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, এটি আমাদের মনোভাবের ফলশ্রুতি।

কোনো জায়গায় পৌঁছতে হলে কেবল লক্ষ্যহীনভাবে চললেই হবে না আবার নোঙরে বাঁধা থাকলেও চলবে না; অনুকূল বাতাসে পাল তুলতে হবে। কখনো কখনো বাতাসের বিপরীতে চলতে হবে; তবে যাত্রা করতে হবে পরিকল্পনামাফিক।

www.nagorikpathagar.org

নতুন সঙ্কট সুপ্ত সম্ভাবনাকে জাগ্রত করে। অনেক অ্যাথলেটই বেশি দক্ষতা দেখিয়েছেন, যখন তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিকূলতা ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। এর কারণ সেই সময়ই তারা তাদের অন্তর্নির্হিত শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করেছেন।

কুস্তিতে অলিম্পিক স্বর্ণপদক বিজয়ী Dan Gable বলেছেন, আমি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি এবং অনুশীলন থামাতে চাই, তখন ভাবি যে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কী করছে। যখন দেখি সে অনুশীলনে ব্যস্ত, তখন আমিও অনুশীলনে রত হই। যখন দেখি সে অনুশীলন ছেড়ে বিশ্রাম করছে, আমি তখন আরেকটু অনুশীলন করে নিই।

কেবলমাত্র লক্ষ্যে পৌঁছানো সাফল্য নয়, পৌঁছানোর জন্য যে প্রচেষ্টা, তাও সাফল্যের অন্তর্ভুক্ত। অনেকে হেরে যাওয়ার ভয়ে কখনো চেষ্টাই করে না। আবার অনেকে নিজেদের অবস্থানে স্থির থাকতে পারে না এই ভয়ে যে, অন্যেরা এগিয়ে গেলে তারা নিচে নেমে যাবে। এটাই হচ্ছে জয়ের জন্য খেলা এবং না হারার জন্য খেলা-এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎ। জয়ের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হলে ঝুঁকি নিতে হবেই।

যেসব মানুষ জয়ের জন্য খেলে, তারা সঙ্কট আর চাপের মুখেও নিজেদের প্রকাশ করতে পারে আর যারা না হারার জন্য খেলে, তারা জানে না কিভাবে জিততে হয়! যারা জয়ের জন্য খেলে, তারা জয়ের বাসনাতেই কঠিন প্রস্তুতি নেয়।

যারা না হারার জন্য খেলে, চাপ তাদের শক্তিক্ষয় করে; তারা কখনোই তাদের সুপ্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না। তারা জেতার জন্য তাদের প্রচেষ্টাকে সংহত না করে হেরে যাবার দুর্ভাবনায় শক্তি ক্ষয় করে। অসফল হওয়া দোষের কিছু নয়, কিন্তু চেষ্টার অভাব একটি বড় ধরনের বিচ্যুতি।

উৎকর্ষ বিচার করে বেছে নেয়ার ক্ষমতা ও দৃঢ়বিশ্বাস-এই দু'য়ের মধ্যে তফাৎ আছে। উৎকর্ষের ভিত্তিতে বেছে নেওয়া ঘটনাচক্রে পরিবর্তিত হতে পারে; কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাস অপরিবর্তিত থাকে। চাপ বা বিপত্তির সম্মুখে অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে যায়, কিন্তু বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়। এজন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল্যবোধের চেতনা খুবই দরকারি। এর ফলে আমাদের বিশ্বাসগুলো মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং আমাদেরকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে।

৩. **দায়িত্ববোধ** : একটি কোম্পানির প্রেসিডেন্ট যথারীতি বিদায় সম্ভাষণের পর নতুন প্রেসিডেন্টকে দুটি খাম দিয়ে বললেন, যখন কোনো পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দেবে, তুমি নিজে মোকাবিলা করতে পারবে না, তখন প্রথম খামটি খুলবে। পরবর্তী সঙ্কটকালে দ্বিতীয় খামটি খুলবে।

কয়েক বছর পর একটি গুরুতর সঙ্কট উপস্থিত হলে প্রেসিডেন্ট তাঁর আলমারি খুলে প্রথম খামটি বের করলেন। এতে লেখা ছিলঃ সঙ্কটের জন্য তোমার পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টের ঘাড়ে দোষ চাপাও। কয়েক বছর পরে দ্বিতীয় সঙ্কট দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় খামাটি খুললেন। এতে লেখা আছে : তোমার দিন শেষ : পরবর্তী প্রেসিডেন্টের জন্য এরূপ দু'টি খাম তৈরি করো।

George Gritter বলেছেন, যে কর্তব্য আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তা শেষ পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

আনন্দের উৎস হয়। যদিও বেশিরভাগ লোকই কোনো দায়িত্ব না নিয়ে স্বস্তিতে নিরূপদ্রব জীবনযাপন করতে চান। তারা লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেন এবং ভালো কিছু করার উদ্যোগ না নিয়ে আপনা থেকে ঘটবে-এজন্য অপেক্ষা করে।

অপরদিকে চরিত্রবান লোকেরা দায়িত্ব গ্রহণ করে। দায়িত্ব নেয়ার অর্থ ঝুঁকি নেয়া এবং জবাবদিহিতার দায় নেওয়া। ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব নেয়ার অর্থ সমস্ত খুঁটিনাটি পরীক্ষা করে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া বা কার্যক্রম তৈরি করা। দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা মনে করেন না যে তাদের বাঁচার ব্যবস্থা করে দিতে পৃথিবী দায়বদ্ধ। তারা সিদ্ধান্ত নেন এবং নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করেন।

মানুষের স্বাধীনতা এবং উদ্যোগ নষ্ট করে চরিত্র এবং মনোবল গঠন করা যাবে না, শ্রেণীঘৃণা জাগ্রত করে মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের উন্নতি করা যাবে না, আয়ের থেকে ব্যয় বেশি করে সঙ্কট এড়ানো যাবে না। মানুষ নিজে যা করতে পারে বা মানুষের করা উচিত, তা করে দিলে মানুষকে স্থায়ীভাবে সাহায্য করা হয় না।

দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা তাদের ভুলত্রুটি স্বীকার করে নেন এবং ত্রুটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভুল হলে আমরা তিনটি জিনিস করতে পারি

১. ভুলগুলোকে অগ্রাহ্য করতে পারি।

২. ভুল অস্বীকার করতে পারি।

৩. ভুল মেনে নিয়ে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

তৃতীয় বিকল্পটি অনুসরণ করার জন্য সাহস দরকার। এর মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু এটি সুফলপ্রদত্ত আমরা যদি ভুল স্বীকার না করি, তাহলে যে দুর্বলতার জন্য ভুল হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সেই দুর্বলতাগুলোই আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। সেগুলো শোধরানোর আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

৪. কঠোর পরিশ্রম : আকস্মিকভাবে কোনো সাফল্য পাওয়া যায় না। এজন্য প্রস্তুতি ও চরিত্রবল দরকার। প্রত্যেকেই বিজয়ী হতে চায়, কিন্তু ক'জন প্রস্তুতি জন্য সময় দিতে ও পরিশ্রম করতে আগ্রহী? এই প্রস্তুতির জন্য শৃঙ্খলাবোধ ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন।

কঠিন পরিশ্রমের কোনো বিকল্প নেই। হেনরি ফোর্ড বলেছেন, যত বেশি পরিশ্রম করবে, ততবেশি ভাগ্যবান হবে। পৃথিবীতে অনেক কর্মী আছেন, তাদের মধ্যে মাত্র অল্প ক' জন কাজ করতে ইচ্ছুক আর অন্যেরা চায় তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিক।

Andrew Carnegie বলেছেন, একজন লোক তার উৎসাহ ক্ষমতার শতকরা ২৫ ভাগ কাজের জন্য ব্যয় করে। যা শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ক্ষমতা ও উৎসাহ ব্যয় করেন, তারা বিশুদ্ধ মানুষের অভিনন্দন পান। আর যারা শতকরা ১০০ ভাগ ব্যয় করতে পারেন, তাদের জন্য থাকে সারা পৃথিবীর মানুষের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতাবোধ।

যারা সফল হন, তারা জিজ্ঞেস করেন, কতটা বেশি কাজ করতে হবে? তারা জানতে চান না, কত কম কাজ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ গায়কেরা প্রত্যেক দিন অনুশীলন করে

www.nagorikpathagar.org

বিজয়ীদের পরাস্ত করে জয়ী হওয়ার জন্য।

আমরা যাা কিছু ভোগ করি, তা কারো না কারোর কঠিন পরিশ্রমের ফল। কিছু কাজ দৃশ্যমান আর কিছু কাজ অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু দু'ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিছু মানুষ নির্দিষ্ট বেতনের স্থায়ী চাকরি পেলেই কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

কঠোর পরিশ্রমের শুরু ও সমাপ্তি দুই ই সার্থক। যত কঠিন পরিশ্রম করে ততই ভালো বোধ করে আর যত ভালো বোধ করে ততই কঠিন পরিশ্রমের আগ্রহ হয়। সর্বোত্তম চিন্তাগুলো কাজে পরিণত না করলে সেগুলো চিন্তাই থেকে যাবে। অনেক মহৎ প্রতিভাও ইচ্ছাশক্তি ও কঠোর পরিশ্রমের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

একদিন মহান বেহালাবাদক ফ্রিটস ক্রিসলর তাঁর বাজনা শেষ করলে একজন মঞ্চের উপর এসে বললেন, আপনার মতো বাজনা শিখতে পারলে আমি জীবন দিয়ে দিতাম জবাবে ক্রিসলার বললেন, আমি তো জীবনই দিয়েছি!

সাফল্য লাভের জন্য কোনো যাদুর কাঠি নেই। বাস্তব জগতে যারা কাজ করেন, শুধু তাদের সাফল্য আসে। কঠিন শ্রম ছাড়া কোনো সাফল্য অর্জিত হয় না। প্রকৃতি পাখিদের খাবার সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এগুলো তাদের বাসায় পৌছে দেয়নি। খাবার সংগ্রহের জন্য পাখিদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

৫. চরিত্র : চরিত্র মানুষের মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের সমন্বয়। আমাদের কাজে ও ব্যবহারে চরিত্র প্রতিফলিত হয়। সবচেয়ে মূল্যবান রত্নের থেকেও সযত্নে চরিত্রকে রক্ষা করা দরকার। জয়ী হতে হলে সৎ চরিত্রের প্রয়োজন। জর্জ ওয়াশিংটন বলেছেন, আমার এমন দৃঢ়তা ও সদগুণ আছে, যার দ্বারা আমি সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, সৎ মানুষের চরিত্রকে রক্ষা করতে সমর্থ হবো।

যখনই কোনো ব্যক্তি গড়পড়তা মানুষের উপরে উঠে যাবেন, তখনই কিছু লোক তাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। যে ব্যক্তি পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছেন, তিনি অনায়াসে সেখানে পৌছাননি-তাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। জীবনেও এর ব্যতিক্রম হয় না।

সাফল্য অর্জনের চেয়ে কিভাবে সফল হওয়ার পর সাফল্যকে ব্যবহার করতে হবে সেটাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিভাবে সফল হতে হয় সেটা অনেকেই জানেন, কিন্তু সফল হওয়ার পর সাফল্যকে কিভাবে ব্যবহার করবেন, সেটা জানেন না। সাফল্য অর্জনের ক্ষমতা এবং সফল ব্যক্তির চরিত্র একে অপরের পরিপূরক। যোগ্যতা সাফল্য এনে দেবে এবং চরিত্র সেই সাফল্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই কোনো কোনো ব্যক্তি সাফল্যের সীমা অতিক্রম করে, আবার কেউ কেউ মানসিক দিক থেকে ভেঙে পড়ে। আগুন পরিশোধিত না হলে সর্বোত্তম ইস্পাত পাওয়া যায় না। একইভাবে প্রতিকূলতা মানুষের চরিত্রকে প্রকাশ করে।

৬. ইতিবাচক বিশ্বাস : ইতিবাচক চিন্তা ও ইতিবাচক বিশ্বাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আপনার নিজের চিন্তা-ভাবনা যদি নিজেই শুনতে পেতেন, তাহলে কি

www.nagorikpathagar.org

বুঝতে পারতেন তা ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক চিন্তা? আপনি আপনার মনকে সাফল্যের জন্য প্রস্তুত করেছেন? আপনার চিন্তাই আপনার কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

প্রত্যেক সকালেই আমরা একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করি কিংবা কর্ম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি। সর্বক্ষেত্রে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি নিলে জীবনযাপন করা সহজ হয়। ইতিবাচক চিন্তা নেতিবাচক চিন্তার থেকে ভালো এবং এই চিন্তা আমাদের সামর্থ্যকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

৭. যা পাওয়া যায় তার চেয়ে বেশি দিতে হয় : যদি জীবনে সবার আগে চলতে চান তাহলে অতিরিক্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। এই অতিরিক্ত পথ চলতে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যে কাজের জন্য বেতন পান, তার থেকে অল্প বেশি কাজ করতে কি আপনি তৈরি আছেন? এমন কতজন লোক আছেন যারা বেতনের জন্য যেটুকু কাজ করতে হয়, তার থেকে একটু বেশি কাজ করতে প্রস্তুত?

অধিকাংশ লোকই যে কাজের জন্য মাইনে পান তার থেকে বেশি কাজ করতে চান না। আরেক দল আছেন, যারা যতটুকু কাজ না করলে নয়, শুধুমাত্র সেইটুকু করে। খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ যে কাজের জন্য বেতন পান, তার থেকে কিছু বেশি করতে ইচ্ছুক। এরূপ মনোভাবের সুবিধাগুলো হলো :

১. নিজেকে অন্যদের থেকে বেশি পরিহার্য করে তোলা যায়।
২. আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।
৩. অন্যদের কাজে বিশ্বাসভাজন হওয়া যায়।
৪. অধস্তন এবং উর্ধ্বতন দুই তরফেই একটা আনুগত্যের সৃষ্টি হয়।
৫. সহযোগিতা পাওয়া সহজ হয়।

বয়স, অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা যাই হোক না কেন, যারা কঠোর পরিশ্রমী এবং তদারকি ছাড়াই কাজ করেন; যারা নিয়মানুবর্তী এবং বিবেচক; যারা যত্নসহকারে শোনেন এবং সঠিকভাবে নির্দেশনাবলি পালন করেন; যারা সত্য কথা বলেন, সঙ্কটের মুহূর্তে কাজ করতে ডাকলে অজুহাত দেখান না, কাজের থেকে ফলাফলের দিকে বেশি নজর দেন; সব সময়ই প্রসন্ন এবং আচরণে সুভদ্র, তাঁদের সর্বদা চাহিদা আছে।

সফল ব্যক্তিরা প্রত্যাশিত কাজ তো করেনই এবং আরো কিছু বেশি করেন। তারা ভদ্র এবং উদার। তাদের উপর আরো বেশি নির্ভর করা যেতে পারে। নির্ভরশীলতা, দায়িত্বশীলতা এবং চরিত্রের নমনীয়তা ছাড়া কার্যক্ষমতা হয় বোঝাস্বরূপ।

কোনো ব্যক্তি চমকপ্রদ শিক্ষাগত যোগ্যতা সত্ত্বেও কেন বিফলতার জীবন্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন অথবা খুব বেশি হলে মামুলিভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন, কারণ তারা সব বিষয়ে নঞর্থক দিকগুলো সম্পর্কে অনুসন্ধান করে একটি নেতিবাচক অভিজ্ঞতার ভান্ডার তৈরি করেছেন। তারা যে কাজের জন্য পারিশ্রমিক পান সে কাজটুকুও করতে চান না অথবা যতটুকু কাজ না করলেই নয়, শুধুমাত্র সেটুকু

www.nagorikpathagar.org

করেন।

আমরা যখন যে কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাই, তার থেকে বেশি কাজ করি, তখন আমাদের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে না। প্রকৃতপক্ষে তখন আমাদের প্রতিযোগিতা নিজেদের সঙ্গে।

৮. কাজ শেষ করার গৌরব : কোনো কাজই আপনা থেকে সম্পন্ন হয় না; পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন করতে হয়। যথাযথ পরিশ্রম ও দক্ষতার দ্বারা কাজ সম্পন্ন করলে আত্মগৌরব জন্মায়। এটি অন্তরের জিনিস এবং সাফল্যের সোপান। এই আত্মগৌরব কিন্তু অহংবোধ নয়। আত্মগৌরবে আছে কাজ সুসম্পন্ন করার আনন্দ এবং বিনয়। অমনোযোগী ও আন্তরিকতাহীন কাজে সাফল্য আসে না।

কাজ সুসম্পন্ন করার তৃপ্তিই বড় পুরস্কার। অনেক বড় কাজ খাপছাড়াভাবে সম্পন্ন করার থেকে ছোট কাজ ভালোভাবে করা উত্তম। কাজের ও পরিসেবার মান নিয়েও কোনো আপস চলে না। কত দ্রুত কাজটি নিষ্পন্ন হয়েছিল কেউ তা মনে রাখে না, কিন্তু কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছিল কিনা, সেটা সকলেই মনে রাখেন।

ম্যাকডোনাল্ড নামক বিখ্যাত কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা রয় ক্রক একটি দোকান পরিদর্শনকালে খাবারে একটি মাছি দেখেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই দোকানের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেন। রয় ক্রক তাকে বলেছিলেন, করণীয় কাজের জন্য গৌরববোধ ও কাজটি সুসম্পন্ন করার ইচ্ছা নিয়ে কাজ করবে।

৯. অধ্যবসায়ের শক্তি : প্রতিভা থাকলে সফল হওয়া যায় না। শিক্ষাও অধ্যবসায়ের বিকল্প নয়। শিক্ষিত অথচ অসফল মানুষে পৃথিবী ভর্তি। অধ্যবসায় ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মানুষেরাই সর্বশক্তিমান। আপনার ক্ষমতা সর্বোত্তমরূপে প্রকাশ করা সহজ নয়। বিজয়ীরা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আরো কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা রাখেন।

Calvin Coolidge বলেছেন, অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। যাদের সহজাত দক্ষতা আছে, তাদেরও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। দক্ষতা ছিল অথচ সফল হতে পারেননি-এমন লোকের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। প্রতিভাবানদেরও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

প্রসিদ্ধ বেহালাবাদক ফ্রিটৎস ক্রিসলারকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তুমি কী করে এতো ভালো বাজাও? ক্রিসলার জবাব দিলেন, অনুশীলন করি বলেই ভালো বাজাতে পারি। আর কিছু ব্যাপার নেই এর মধ্যে। যদি এক মাস অনুশীলন না করি তবে আপনি তফাৎ বুঝতে পারবেন। এক সপ্তাহ না করলে আমার স্ত্রী বুঝতে পারবেন। আর একদিন অনুশীলন না করলে আমার কাছেই তফাৎ ধরা পড়ে।

অধ্যবসায়ের জন্য সঙ্কল্প প্রয়োজন। যে কাজ শুরু করা হয়েছে, তা শেষ করার অঙ্গীকার অধ্যবসায়। পরিশ্রমে বিধ্বস্ত হয়ে হয়ত মাঝপথে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা হবে, কিন্তু বিজয়ীরা কষ্ট সহ্য করে এগিয়ে চলেন।

শেষ কথা- লক্ষ্য স্থির থাকলে অধ্যবসায়ী হওয়া যায়। লক্ষ্যবিহীন হলে জীবনে

www.nagorikpathagar.org

ইতঃস্তত ভেসে বেড়ানো ছাড়া গতি নেই। যে মানুষের জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই, তিনি কখনো অধ্যবসায়ী হতে পারেন না এবং জীবনে পূর্ণতাও লাভ করেন না।

সাফল্য অর্জনের ফুটনোট

জীবনে সবাই সাফল্য আশা করেন। কিন্তু সাফল্য সবার কাছে সমানভাবে ধরা দেয় না। কোনো কাজে সাফল্যের আশা করে সৌভাগ্যের উপর নির্ভরশীল হলে চলবে না। আবার যদি সঠিক পথে অগ্রসর না হয়ে গাধার মতো খেটে যান, তাহলেও সাফল্য আশা করতে পারেন না। সাফল্য লাভ করতে হলে কিছু কৌশল প্রয়োগ করতে হবে;

১. যদি লক্ষ্য অর্জনের পথটি সুগম করতে চান, তবে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। এজন্য নিজেকে প্রস্তুত করুন। পিছিয়ে পড়ার মনোভাব বর্জন করতে হবে।

২.আচার-আচরণে ভদ্র, নম্র ও সংযত হন। ভালো ব্যবহার দিয়ে যত সহজে সবকিছু অর্জন করতে পারবেন, আর কিছু দিয়ে তা সম্ভব নয়।

৩. নিজের ইচ্ছা, বাসনা, আবেগ ও কামনাকে নমনীয় করে তুলুন।

৪. অন্যের সমালোচনায় মনোনিবেশ না করে নিজের কাজে মন দিন।

৫. নিজের আত্মসম্মান, আত্মজ্ঞান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-বোধকে দৃঢ় করে তুলুন। শক্তির অপব্যয় করবেন না।

৬. শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য সারাজীবন ধরে শিক্ষালাভ করতে হয়।

৭. যিনি কিছু শিখতে চান, তিনি বিনয়ী হয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

৮. জীবনকে এলোমেলো হতে দেবেন না; গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেবেন না।

৯. বেশি কথা বলার অভ্যাস ত্যাগ করুন; অন্যকে গুরুত্ব দিন। অন্যের বক্তব্য মন দিয়ে শুনুন।

১০. সময়ের মূল্য দিন এবং গুরুত্ব দিয়ে সময়কে গ্রহণ করুন। অযথা সময় নষ্ট করবেন না। পরিকল্পনার ছক অনুযায়ী কাজ করুন।

১১.আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি রাখুন; জীবন নামক জাহাজটিকে নিজেই পরিচালনা করুন।

১২.আত্মবিশ্বাস আপনাকে চূড়ান্ত সাফল্যের পথে নিয়ে যাবে। জীবনের ছোটখাটো সাফল্যগুলোকে একত্রিত করে দেখুন; তাহলে নিজের উপর বেশ আস্থাশীল হয়ে উঠবেন।

১৩. আপনি কতটা দক্ষ, মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন, তা যদি আর সবাই জানতে না পারে, তবে আপনার কোনো দাম নেই। এজন্য সবার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। যাতে আপনার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অন্যেরা স্বচ্ছ ধারণা পান।

www.nagorikpathagar.org

১৪. চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত ধীর স্থির ও শান্ত থাকুন। কারণ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌছেও ব্যর্থ হতে পারেন- যদি আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

১৫. যাদের উপকার করেছেন, তারা আপনার কোনো না কোনো উপকারে লাগতেও পারে। তবে সবার কাছ থেকে সব সময় উপকার আশা করবেন না।

১৬. নিজেকে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। যারা কাজে লাগতে পারে, তাদের সঙ্গে একটা চমৎকার যোগাযোগ গড়ে তুলন।

১৭. যে ব্যক্তি তার আশেপাশের লোককে অবজ্ঞা করে, সে অনেক কিছু শেখা ও অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়।

১৮. আবেগতাড়িত হয়ে কখনো কোনো কাজ করবেন না। সাফল্য পেতে হলে আবেগকে দমন করতে হবে।

১৯. অপরের কৃতিত্বের ন্যায্য প্রশংসা করতে কার্পণ্যবোধ করবেন না। এতে করে আপনার কোনো লক্ষ্য অর্জনে সে হয়ত বন্ধুর মতো হাত বাড়িয়ে দেবে।

২০. কোনোকিছুকে স্পষ্ট দেখতে চাইলে কিছুটা দূর থেকে দেখতে হয়। হাতের তালুর দিকে আধ হাত দূর থেকে তাকান, প্রতিটি রেখা স্পষ্ট দেখবেন। চোখের কাছে নিয়ে আসুন; একেবারে ঝাপসা।

২১. আপনি যে কাজে নিয়োজিত সে কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত বইপত্র পড়ুন; অভীষ্ট লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন।

২২. আপনি সব কাজ ঠিকঠাক মতো করার পরও ব্যর্থ হতে পারেন। এজন্য ব্যর্থতার দিকটিও মাথায় রাখুন। যাতে করে পুনরায় কাজটি শুরু করার সময় আগে যেসব কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তার কার্যকারিতা যাচাই করতে পারেন।

২৩. আপনার আশপাশে যারা থাকে, তাদেরকে কথা বলে আকৃষ্ট করতে পারছেন কি? যদি মানুষকে প্রভাবিত করতে পারেন, তবে তারা আপনাকে নেতৃত্বে দেখে খুশি হবে।

২৪. যখন কথা বলবেন, তখন আপনার কথা শুনে যেন সকলে আনন্দিত হয়। সেই সঙ্গে যেন মনে হয় কথাগুলো সুরের মূর্ছনায় ভরা।

২৫. কিছু মানুষ আছেন যারা অন্যকে বলার সুযোগ না দিয়ে বৃষ্টির ধারার মতো অঝরে কথা বলে যান। অপর ব্যক্তির কথাটাও ভাবুন; তারও তো কিছুর বলার থাকতে পারে। বক্তার চেয়ে একজন মনোযোগী শ্রোতা বেশি জনপ্রিয়তা পেতে পারেন।

২৬. আপনার ব্যবহারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে। সমবয়স্কদের সঙ্গে ব্যবহার হবে হাসিখুশি, উদার ও খোলামেলা। বয়স্কদের সঙ্গে আপনি হবেন বিনয়ী ও নম্র স্বভাবের। আর ছোটদের উপর অযথা মুরব্বিয়ানা ফলাতে যাবেন না।

২৭. যারা জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেন, তাদের জীবনেই সফলতা আসে।

২৮. ব্যক্তিত্ব অনায়াসে লাভ করা যায় না; এর জন্য প্রয়োজন আত্মবিশ্লেষণ, চলার পথের নানাবিধ ত্রুটি, অসুবিধা ও বাধা জয়ের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সাফল্য আসে।

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভাববেন না : বারাক ওবামা

আমি গ্র্যাজুয়েশন করেছি ১৯৮৩ সালে। আমাদের সময় আইপ্যাড ছিল না, ছিল শুধু ওয়াকম্যান। সেসব এখন ইতিহাস। আমার প্রথম উপদেশ কোনো কাজই দায়সারাভাবে করবেন না। কাজ যখন করবেন, দারুণ কিছু একটা করে দেখাবেন। নিজের স্বপ্নের জন্য সংগ্রাম করবেন। যদি বড় কিছু হতে চান, তার জন্য কাজও সেভাবে করতে হবে। আপনার সামনে যে অবারিত সুযোগ আছে, সেগুলোকে ঠিক সময়ে কাজে লাগাতে হবে। শুধু নিজেদের উন্নতির জন্য নয়, যারা আপনার সমান সুযোগ পায়নি। তাদের উন্নয়নের জন্যও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

আপনার ভবিষ্যৎ কেমন হওয়া উচিত, কোনটা অনুচিত নিজেই বুঝে নিতে শিখুন। সব সময় নিজের অধিকার নিজেকেই আদায় করে নিতে হবে। আপনার সমস্যা আপনাকেই সবার সামনে তুলে ধরতে হবে, রাস্তায় আপনাকেই নামতে হবে। শুধু বসে বসে কী হচ্ছে দেখলে চলবে না। যা ঠিক, তাকে জোর গলায় বলতে দ্বিধা করবে না। অন্য কেউ বলবেন, সেই আশ্রয়ে বসে থাকবেন না। হয়ত অন্যরাও একই রকম ভাবছেন এবং হয়তবা সবাই আপনারই অপেক্ষায় বসে আছেন- কে জানে!

আমার দ্বিতীয় উপদেশ নিজেকে কখনো অবমূল্যায়ন করবেন না। আপনি নিজেই সম্ভাবনার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হয়ে উঠতে পারেন, তখন আপনার সাফল্য দশ'জনকে স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহিত করবে। নিজের এই বিপুল সম্ভাবনাকে কখনো ছোট করে দেখবেন না।

আমি আপনাদের এক নারীর গল্প বলতে পারি। তার পরিবার অভিবাসী হয়ে আমেরিকায় এসেছিল। স্কুলে থাকতে তাকে বলা হতো, তার মাথায় যে বুদ্ধি, তাতে কলেজে ভর্তি না হওয়াই শ্রেয়। তার শিক্ষক উপদেশ দিয়েছিলেন, স্কুলের পড়ার পাঠ চুকিয়ে কোনো একটা কাজে লেগে যেতে। কিন্তু মেয়েটি ছিল ভীষণ জেদি, সে শিক্ষকের কথা কানে তোলেনি। সে কলেজে ভর্তি হলো। এক সময় মাস্টার্স ডিগ্রিও লাভ করল। স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন করল, জিতে গেল। প্রাদেশিক পদের জন্য লড়াই করে সেখানেও জিতল। কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিলো, সেখানেও না জিতে ছাড়ল না। শেষ পর্যন্ত হিলডা সলিস পড়াশুনার পাঠ চুকিয়েছে, কাজও করছে। তবে যেখানে সেখানে নয়, তিনি আমেরিকার শ্রমমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন!

ভেবে দেখুন, আজ যখন কোনো ছোট্ট লাতিন মেয়ে দেখছে তার মতোই আরেকজন মেয়ে দেশের মন্ত্রী হতে পেরেছে, তখন সে কতটা উৎসাহ বোধ করে!

একজন কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী যখন দেখে তার মতো কেউ জাতিসংঘের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে, তখন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার স্বপ্ন কতটা বদলে যায়!

আপনি জানেনও না নিজের অজান্তেই এই পৃথিবীতে আপনি কতকিছু বদলে দিতে পারেন। নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র ভাববেন না, নিজের সম্ভাবনার অমর্যাদা করবেন না।

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে দশজনের জন্য রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। আপনি আজ যেখানে এসেছেন, অন্যদের সে পর্যন্ত আসতে উৎসাহিত করুন, সহযোগিতা করুন।

একজন মেয়ে যত দিন নিজেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামার কিংবা সামরিক কমান্ডার হিসেবে কল্পনা করবে না, ততদিন সে তা হতেও পারবে না। আশপাশের নারীরা যত দিন তাকে না জানাবে যে বাহ্যিক সৌন্দর্য কিংবা ফ্যাশন ছাড়াও চিন্তা ভাবনার অনেক কিছু আছে-নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নেতৃত্ব দিতে হবে-ততদিন পর্যন্ত অনুধাবন করুন এবং নিজের শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগান।

আমার শেষ উপদেশ-ধৈর্য ধরুন। শুনতে খুবই সহজ আর সাদামাটা মনে হতে পারে, কিন্তু এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনে ভালো জিনিস সহজে পাওয়া যায় না। এমন কোনো সফল মানুষ পাবেন না, যে ব্যর্থতাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে বরং তার উল্টোটাই ঘটতে দেখা যায় সব সময়। তারা মারাত্মক সব ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে দাঁতে চেপে সহ্য করেন। তারা ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তারা কখনো হাল ছেড়ে দেন না।

ছাত্রজীবনে আমার পকেটে টাকা বলতে গেলে ছিলই না, সামনে খুব বেশি সুযোগও ছিল না। এই বিশাল পৃথিবীতে আমি নিজের স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।

আমি চাইতাম বড়কিছু করতে, চারপাশকে বদলে দিতে। কিন্তু কিভাবে তা করব - এ নিয়ে বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না আমার। গ্র্যাজুয়েশনের পর আমাকে নিউইয়র্কে অনেক ছোট খাটো কাজ করে জীবন চালাতে হয়েছে। কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যাইনি আসলে কী করতে চাই। সেই দিন গুলোতে অসীম ধৈর্য ধরতে শিখেছি এবং বুঝেছি ধৈর্য কী জিনিস।

আমার মা কত সংগ্রাম করে একইসঙ্গে পড়াশুনা, চাকরি আর আমাকে সামলেছেন, তা আমি দেখেছি। অসম্ভব অর্থকষ্ট, তার উপর ভেঙে যাওয়া সংসার। কিন্তু তিনি কখনো হাল ছাড়েননি। মা আমাকে ইংরেজি পড়ানোর জন্য খুব ভোরে ডেকে তুলতেন।

পরে আমি আমার নানির কাছে বেড়ে উঠি। তিনি হাইস্কুলের পর আর পড়তে পারেননি। একটা স্থানীয় ব্যাংকে কাজ করতেন নানি। যে সব পুরুষকে তিনি এক সময় প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন, তার চোখের সামনে তারা পদোন্নতি পেয়ে ওপরে উঠে যেত। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়েননি। নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়ে কাজ করে গেছেন। এক সময় তিনি সেই ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন। না, তিনিও হার মানেননি।

পরে আমার সঙ্গে এক নারীর দেখা হয়, যার দায়িত্ব ছিল আমার চাকরির ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া। তিনি আমাকে এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বিয়েই করে ফেলি! বিয়ের পর ক্যারিয়ার আর সংসার একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে মিশেল আর আমি দু'জনেই হিমশিম খেয়েছি। আমার ধৈর্য ছিল বলেই সেই কঠিন সময়গুলোতে সংসার টিকিয়ে রাখতে পেরেছি। মিশেলের বাবা মা শত প্রতিকূলতার

www.pathagar.com

মধ্যেও তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। তাদের আদর্শের গুণেই মিশেল এতোকিছু সামলে নিতে পেরেছে, আমার জীবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে।

এই মানুষেরাই আমার সব অনুপ্রেরণার উৎস। যাদের কথা কখনো খবরে আসে না, যারা দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে, কেউ তাদের চেনেও না। তারা শুধু নিজের দায়িত্ব নিঃশব্দে পালন করে যায়, বিপদের সময় শক্ত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়; কোনো কিছুতেই তারা হার মানে না। তাদের জন্যই আমি এতোদূর আসতে পেরেছি। তারা নিজেরা পৃথিবী বদলানোর জন্য উঠেপড়ে লাগেনি, কিন্তু তারা আছে বলেই পৃথিবীটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে, যাবে।

এই পৃথিবীতে নিজের চিহ্ন রেখে যাওয়া সোজা নয়। এর জন্য ধৈর্য ধরতে হয়, প্রতিজ্ঞা থাকতে হয়। হেসে-খেলে সফল হওয়া যায় না। সাফল্যের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে ব্যর্থতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়।

আপনি যদি সংগ্রাম করে নিজের জায়গা করে নিতে পিছপা না হন, দশজনের সামনে নিজেকে নিয়ে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারেন আর যত বাধাই আসুক না কেন হাল ছেড়ে না দিয়ে লেগে থাকতে জানেন, তাহলে আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি - শুধু আপনিই সফল হবেন না, আপনাকে দেখে আরো অনেকে সফল হতে শিখবে। আপনার সাফল্যে গোটা জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র

১. বিতর্কের কলাকৌশল - মোঃ এনামূল কবীর
২. বিতর্কবীক্ষণ - বিরুপাক্ষ পাল
৩. বিতর্কের নানা মডেল - মোঃ আনিস
৪. বিতর্কের সরল পাঠ - শামীম আল আমিন
৫. আবৃত্তি নির্মিতি - মাহিদুল ইসলাম
৬. বিতর্কের হাতেখড়ি ও টপিক ব্যাংক - মোঃ মাগফুর হোসেন, মোঃ তাইমুর হোসেন, জি. এম. আরিফুজ্জামান
৭. বিতর্কচর্চা - মিজানুর রহমান সজল, জাফর সাদিক
৮. বিতর্ক কি, কেন, কিভাবে - ডিবেট বাংলাদেশ
৯. বিতর্ক শেখার কলাকৌশল ও প্রয়োজনীয়তা - রাশেদ মামুন
১০. বিতর্ক শেখার প্রথম পাঠ - রদীশঙ্কর মৈত্রী ও মিজানুর রহমান সজল
১১. নেতৃত্ব - রাজিব আহমেদ
১২. ব্যবহারিক বাংলা অভিধান - বাংলা একাডেমি
১৩. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পত্র-পত্রিকা
১৪. বিতর্কবিষয়ক ওয়েবসাইট

www.pathagar.com